CHAPTER I

OF THE EGYPTIANS.

প্রথম ভাগ।

মিসর দেশীয় লোকের বিবরণ।

১ প্রথম ভাগ।

নদীমাতৃক মিসর দেশীয় লোকের বিবরণ।

যদ্যপি মিসর দেশীয় লোকেরা সর্ব্ব দেশস্থ মনুষ্যহইতে প্রাচীন নহে, তথাপি রীত্যনুসারে ইহাদের বিবরণ কহিতেছি; কেননা তাহাদের বিষয় অতি পুরাতন ও বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রথমে পাওয়া গিয়াছিল, তাহারা যে কখন্ বিশেষ লোক হইয়া গেল, তাহা জানা যায় না: কিন্তু এইমাত্র টের পাওয়া যায়, যে জলপ্লাবনের পর আড়াই শত বৎসরে তাহারা এক মহৎ লোক হইল: ও নূহের পৌত্র মিসরাম তাহাদের আদি দেশাধ্যক্ষ ছিলেন: অতএব পূর্ব্ব দেশ সমুদয়ে ঐ দেশের নাম তাহার নামে খ্যাত আছে।

১ প্রথম অধ্যায়।

মিসর দেশ ও তাহার সাধারণ বস্তুর বিবরণ।

মিসরের পূর্ব্ব দিকে সুফসাগর, ও দক্ষিণে কাফরী দেশ, এবং পশ্চিমে লিবিয়া রাজ্য, আর উত্তরাঞ্চলে মধ্যস্থ সমুদ্র। তাহা দীর্ঘে ৩০০ ক্রোশ, ও প্রস্থে ৪৫ ক্রোশ; এবং তাহার মধ্যে নীল্ নামে নদী বহিয়া ঐ দেশকে সেচন ও সফল করে; অপর সে দেশ আদি, মধ্য, অন্ত, এই তিন অংশে বিভক্ত আছে।

পূর্ব্বে নির্ঝর নিকটবর্ত্তী পথম ভাগ নানা সুন্দর নগর ও বহু দেবালয় ও রাজধানী ও পাকা কবর এবং স্তম্ভেতে বিভূষিত ছিল; বিশেষতঃ তিবীস নগর বহু পূজা ও সম্পত্তি এবং শিল্পাদিতে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহার শত দ্বার, ও প্রত্যেক দ্বার দিয়া নগরবাসিরা দুইশত রথ ও অযুত সেনা প্রেরণ করিতে পারিত। অদ্যাপি ঐ মহা নগরের যে অবশিষ্ট আছে তাহা দ্বারা বোধ হয়, যে পূর্ব্বোক্ত বিষয় অকলঙ্ক সত্য।

মধ্য ভাগে মেম্ফিস নগর। যদ্যপিও এই সহর তিবীসের তুল্য না হউক, তথাপি তাহার অবশিষ্ট বস্তু পথিক লোকদের দৃষ্টিতে মনোহর। তাহার নিকট অতি উচ্চ স্তম্ভ, ও মিরীশ রাজার কৃত্রিম বিস্তারিত হ্রদের চিহ্ন পাওয়া যায়।

অন্য ভাগ নীল নদীর চড়াতে নির্ম্মিত, অতএব সে অতি উর্ব্বরা ভূমি। ইহাতে কেরো নামধেয় নগরের বাহ্যে এক আশ্চর্য্য দুর্গ আছে; তাহা পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত, এবং উচ্চ ও দৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত। ঐ দুর্গ প্রবেশের পথ পর্ব্বতীয় প্রস্তর খণ্ডে প্রস্তুত; তাহা দিয়া হস্ত্যশ্বাদি অনায়াসে আরোহণ করিতে পারে। অধিকন্তু ঐ দুর্গ মধ্যে যুসফের কূপ নামে এক ইন্দারা আছে, তাহা পর্ব্বতের নিম্ন পর্য[illegible] ও তাহার উনইহইতে জল প্রতি দিন বলদের দ্বারা কলেতে আকৃষ্ট হইয়া নলী দিয়া দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে চালিত হয়।

নীল নদীর জন্মস্থান কাফরী দেশ, তাহা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টিতে বৰ্দ্ধিষ্ণু হইয়া সাত নির্ঝরে পড়িয়া মিসরে প্রবিষ্ট হয়। পথিক লোক নিকট হইলে তাহা দেখিয়া ও হুড়ং শব্দ শুনিবামাত্র ভয় পায়, কিন্তু তদ্দেশ নিবাসিরা বারম্বার পরিচিত প্রযুক্ত ভীত না হইয়া বরং বিদেশি লোক সকলকে আশ্চর্য্য কৌতুক দেখায়; কেননা তাহারা নৌকাস্থ হইয়া উচ্চ স্রোতহইতে নামিয়া পড়ে, এবং সফেণ ঘূর্ণা জল ও নিত্য কুজ্ঝটিকা দিয়া আপনাদের নৌকা বাহিয়া যায়; তাহাতে এমত বোধ হয় যে তাহারা নষ্ট হইয়া গি-

য়াছে, কিন্তু ক্ষণেক কাল পরে অতি দূরে নদীর স্থির জলের উপরে ভাসিলে দৃষ্ট হয়। নীল নদীর জল তাবৎ মিসর ভূমিতে নিথরে বহিয়া ক্রমেং সর্ব্বত্র ব্যাপে, ও অতিদূর পর্য্যন্ত নরদামাদ্বারা চালিত হয়। সেই জল প্রায় চারি মাস পর্য্যন্ত স্থির থাকে ও যেন ভূমিতে কাদা পতনের পূর্ব্বে জল অতি শীঘ্র বাহিয়া না যায়, এ নিমিত্তে সমুদ্রহইতে এ চারি মাস এমত বায়ু বহে, যাহাতে আটকিয়া থাকে।

ঐ নদীপ্লাবন সময়ে যদি কেহ কোন উচ্চস্থানস্থ হইয়া দৃষ্টি পাত করে, তবে তাহার একার্ণব বোধ হয়, ও তাহার মধ্যে উপদ্বীপের ন্যায় উচ্চ সেতু সংযুক্ত নানা নগর দেখা যায়, আর নিবাসি লোকদের উপকারার্থ নগর নিকটবর্ত্তী নিকুঞ্জ বন প্রস্তুত আছে। কিন্তু যেখানেং কার্ত্তিক মাসে সর্ব্ব প্রকার নৌকা চলে, সেখানেং প্লাবনের পর শুষ্ক হইলে পুষ্পেতে শোভিত ও সুগন্ধি হয়। বিতক্ত ও উত্তম ফল ও পুষ্পবৃক্ষযুক্ত প্রশস্ত এক মাঠে পৌষ ও মাঘ মাসেতে চরিতেছে ও ক্রীড়া করিতেছে, এমত পশুগণ দৃষ্ট হয়। কৃষকদের কর্ম্ম বিষয়ে ঐ দর্শন অধিক মনোহর। তাহাদের কার্য্য অতি সহজ, কেননা সেখানে প্রচুর ফশল জন্মাইবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে ভূমি শুষ্ক হইবামাত্র বাঢ় হইলে ফালের দ্বারা ভূমিতে বালি মিশ্রিত করা ব্যতিরেকে অন্য কোন পরিশ্রম করিতে হয় না।

প্রচুর শস্য জন্মাইবার নিমিত্তে নীল নদীর জল বিশ হাত উচ্চ হওনের আবশ্যক, ইহার ন্যূনাধিক হইলে শুকা হাজা ও দুর্ভিক্ষ হয়। এই কারণ তদ্দেশীয়েরা নদীর বৃদ্ধি বিষয়ে বিস্তর দুর্ভাবনা ও চিন্তা করে; আর এই হ্রাস বৃদ্ধি নিরূপণার্থ তাহারা নানা উপায় স্থির করিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ নদীর তুষ্ট্যর্থে এক যুবতী জলেতে মগ্না হইয়াছিল, কিন্তু এখনো তাহার প্রতিমা মাত্র জলে বিসর্জ্জন করা যায়। মিসর দেশে নীল নদীর হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ক কথাবার্ত্তা প্রতি দিন হয়, ও তদনুসারে লোকদের দুঃখ কিম্বা সুখ জন্মে।

লিক্সর নিকটে একটা বড় ঘরের চিহ্ন আছে, তদ্দ্বারা বোধ হয় যে সেখানে রাজধানী ছিল। এবং স্তম্ভ ও ভগ্ন প্রতিমা, আর সুন্দর ও খোদিত শ্বেত প্রস্তর যুক্ত সে স্থান আছে। এবং স্তম্ভ নির্ম্মিত গলি দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে হয়। অপর পথিকেরা বলে, যে সেই স্থানে অদ্যাপি ছয় সহস্র থাম উত্থিত কিম্বা পতিত আছে। ঐ স্তম্ভ সকল ৬০ হাত উচ্চ ও এক২ দুনিয়াদের উপর তিন ২ ফুট ও তাহার মস্তকেতে নর ও সিংহের বড় ছবি দৃষ্ট হয়। এ সকল অতি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু যে মন্দির মিসরের উপরি ভাগ দেন্দিরা নগরের নিকট আছে তাহার তুল্য নয়, কারণ তাহার স্তম্ভ ৮ জনে আঁকাড়িয়া বেড়িতে প্রায় পারে না, ও তাহা এমত বিস্তারিত যে আরব লোক তাহার উপরে গ্রাম বসায়, ইহা অদ্যাপি ও দেখিতে পাওয়া যায়।

মিসরের উপরি ভাগে সাইএনী নাম্নী গুহাতে পথিক ব্যক্তিরা আরও নানা আশ্চর্য্য দেখিতে পায়। পর্ব্বতের মধ্যে পর্ব্বতীয় প্রস্তরের চৌকা ও গোল স্তম্ভেতে বিভূষিত সহস্রাধিক খোদিত গুহা আছে; এরূপ গুহার মধ্যে কোন২ গুহা এমন বিস্তারিত, যে তাহাতে ছয় শত অশ্বারোহী এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইতে পারে। এই গুহার মধ্যে যে এক শত ত্রিশ হস্ত উচ্চ ও অখণ্ড প্রস্তরময় মিসরের বড় স্তম্ভ নির্ম্মিত ছিল, এমত বোধ হয়। তাহা দৃষ্টিমাত্র লোকে আশ্চর্য্য জ্ঞান করে। এ গুহাতে কতকগুলি অসম্পন্ন থাম্ এখন ও পাওয়া যায়, যাহাতে আমরা যে খোল গুপ্ত কুয়ানকে ও রম্য করাতে মিসর নিবাসিদের নৈপুণ্য দেখিতে পাই।

আমরা এই মহা গুহার কারণজ্ঞ না হইলেও মিরীস নামে এক হ্রদের নিঃসন্দেহ এই তাৎপর্য্য জানি, যে মিসরের এক রাজা তাহার খাত করাইয়া আপন নামে নাম রাখিয়াছিলেন; এবং যে বৎসরে নীল নদীর প্লাবনাধিক্য হইল, তখন তাহাতে জল প্রবেশ করিল; কিন্তু জলের হ্রাস হইলে তাহা হইতে নির্গত হইল। ভূমির

অংশেক্ক পঙ্কদ্বারা হ্রদের বিস্তারতা অতি সঙ্কুচিত হইলেও অদ্যাপি তাহার গোলতা ১৬ ক্রোশের অধিক আছে। ইহার মধ্যে এক মঞ্চ আছে, বোধ হয় যে মিরীস রাজাও তাহার রাণীর ২৪ হাত উচ্চ প্রতিমায়, আর এক রাজধানীর অবশিষ্টেতে, তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই হ্রদ খাড়াইতে বিস্তর ধন ব্যয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মৎস্য ব্যবসায়েতে অনেক লভ্য হইল। এখনও তাহার জলপ্রবেশ নির্গমার্থ যে অবশিষ্ট মোহানা ও জলস্থাপানার্থ বন্দ ও দ্বার, এবং জলপথ আছে, এ সকলেতে মিসরীয় লোকদের রাজমিস্ত্রির কর্ম্মেতেই নয়, কিন্তু জলের কলেতে ও অতি পটুতার প্রামাণ্য হয়।

৪ মিসর দেশেতে তাবৎ লোকের আশ্চর্য্য বোধক ও জগতের চমৎকৃত বস্তুর মধ্যে উচিত গণ্য এমন ত্রিকোণ স্তম্ভ আছে। যেখানে পূর্ব্বে মেম্ফীস নগর ছিল, ও এখন কেরো সহর আছে, সেখানকার প্রধান স্তম্ভ গুলি তিন হাজার বৎসরেতে বানান গিয়াছিল। সে সকলের নির্ম্মাণের কারণ আমরা যৎকিঞ্চিৎ জানি। অনুমানেতে বোধ হয়, যে কবরস্থানার্থ সে সকল প্রস্তুত হইয়াছিল, কারণ ইহা মিসর দেশীয় লোকের বিবেচনায় বড় উপযুক্ত কর্ম্ম, যে হেতুক তাহারা আপন জাতিবর্গের মৃত দেহ রক্ষা করাতে মহাফল বোধ করে। যে স্তম্ভ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুন্দর তাহা মাঠের মধ্যস্থিত এক পর্ব্বতের উপরে উত্তমরূপে নির্ম্মিত আছে। এই স্তম্ভটি চৌকোণা ও গোড়া চতুর্দ্দিকেই চারি শত সত্তরি হাত, ও তাহার উচ্চতা তিন শত চল্লিশ হাত, এবং ঐ উচ্চতা ক্রমেং সরু, আর তাহার উপরিভাগ সমান চতুষ্পার্শ্বে ১১ হাত প্রশস্ত ও ৯ খান প্রস্তরেতে গঠিত। প্রস্তর দিয়া কষ্টেতে তাহার উপর চড়া যাইতে পারে, কেননা সে সিঁড়ি বটে, কিন্তু প্রত্যেক প্রস্তরই দুই হাত অন্তর। আমরা পথ ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে বারেণ্ডা ও সিঁড়ি পাওয়া যায়। এই উভয়ই তেজোময় অতি পরিষ্কৃত পাতরে গড়া, যাহাতে সূর্য্যকিরণ কখনো প্রবেশ করে নাই। এমত উক্ত আছে, যে তিন লক্ষ

আটটি হাজার মনুষ্য কর্তৃক বিংশতি বৎসরেতে সমুদয় স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল; এবং তাহাদের ভক্ষণার্থে রসুন ও মূলাতে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

মিরীস হ্রদের নিকটে সর্ব্বতোভাবে আশ্চর্য্য ঘুরণীয় বাটী নির্ম্মিত আছে। তাহার বাহ্য সুন্দর রূপে পরিষ্কৃত, এবং ভিতরে তিন হাজার কুঠরী ও বারাণ্ডা ও দরদালান; কিন্তু এ সকলের মধ্যে একটা ৩৭ হাত উচ্চ। এবং ঐ সমুদয়ের অর্দ্ধেক সমান ভূমিতে আর অর্দ্ধেক ভূমির নীচে নির্ম্মিত। অপর ঐ ঘুরণীয় বাটীর নির্ম্মাণকর্ত্তা রাজাদের ও তাঁহাদের পূজ্য কুম্ভীর বর্গের মৃত শরীর তাহার নীচস্থ বাটীতে সংরক্ষিত হইত।

এই সমস্ত চমৎকৃত বস্তু ব্যতিরেকে মিসর দেশের নানা ভাগে নানা স্থানে চৌকোণ বেদির বিভূষণার্থ চিত্র বিচিত্র গগণস্পর্শী সূক্ষ্মাগ্র স্তম্ভ দেখা যায়। হিলিওপলীস নামে নগরেতে সিসস্ত্রীস রাজা ঐ মত দুইটী স্তম্ভ স্থাপন করিলেন, এবং ঐ উভয়ই মিসরের অন্ত সীমাস্থ সাইএনের রক্ত শ্বেত প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, ও এক শত কুড়ি হাত উচ্চ। এতদ্ভিন্ন রামেসীস রাজার কালে সর্ব্বাপেক্ষা বড় আর একটা স্তম্ভ নির্ম্মিত ছিল, উক্ত আছে যে তাহার নির্ম্মাণার্থ পাতর কাটিতে বিশ হাজার লোক নিযুক্ত হইল। এইটা ও পূর্ব্বোক্ত দুইটার একটা রোম নগরে লওয়া গেল, এবং ঐ দুয়ের সৌন্দর্য্য ও উচ্চতা প্রযুক্ত অদ্যাপি তাহার প্রধান বিভূষণ আছে।

মিসর দেশে হিপপটেমস্ অর্থাৎ নদীর অশ্ব, ও কুম্ভীর এবং নকুল ইত্যাদি প্রধান জন্তু থাকে, নদীর অশ্ব অদম্য ও হিংসুক এবং অতি ক্রোধী। কুম্ভীর ভূজলচর ও কৃকলাসাকার এবং বহুগ্রাসী, তাহার মধ্যে কোনটা ২০ হাত লম্বা। এবং নকুল ইন্দুরাকৃতি জন্তু সে জল প্লাবনের পর কর্দ্দমজাত কীট ও পোকা সমুদয় খায়; আর সে কুম্ভীরের প্রধান শত্রু, কারণ যে কোন স্থলে তাহার ডিম্ব পাইবামাত্র তথায়ই

ভাঙ্গিয়া ফেলে; অধিকন্তু এমত কথিত আছে, যে কুম্ভীর ঘুমাইলে নকুল তাহার নলীদ্বারা অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাড়ী ভুঁড়ী ভক্ষণ করে। গরু, ছাগ, মেষ ইত্যাদি গ্রাম্য পশু সেখানে অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট হয়, এবং সে সকলের মাংস অতি সুস্বাদু। আর সেখানে গিরগিটি, বানর, ও উট, পাওয়া যায়।

যে পক্ষিগণ মিসরের আকাশমধ্যে উড়ে, সে সকলের প্রধান রাজপক্ষী। মিসরবাসিদের ঘরের উঠান সর্ব্ব প্রকার পোষা কুক্কুট পক্ষিতে পরিপূর্ণ। এবং মিসরের নদী ও হ্রদের তীরহইতে হাড়গিলা, ও বক, এবং বনকুকড়ার ঝাঁক, ও আরং নানা প্রকার জলচর পক্ষী, সময় বিশেষে উড়িয়া স্থানান্তরে যায়। সেখানে বিস্তর মৎস্য, তাহা সাধারণ লোকের সচরাচর ভক্ষ্য। অপর মিসরীয় কটিন্ চারিদিকের বালিয়া মাঠের মধ্যে উটপক্ষী গমনাগমন করে। এবং পূর্ব্বে মিসরীয়দের পূজ্য, ও অদ্যাপি অতি মান্য ইবিস নামে এক জাতীয় পক্ষী; সে অরণ্যের ধারে থাকিয়া প্রান্তভাগের রক্ষক হইয়া ইথিয়োপিয়া দেশহইতে আগত সর্প সকল ধরিয়া ভক্ষণ করে।

মিসরে ফলবান্ বৃক্ষ বিনা বিস্তর গাছ নাই, ও এই ফলবান্ তরুর মধ্যে খর্জ্জুর প্রধান। বন্ধ্যাগাছের মধ্যে ঝাউ ও আরজ বৃক্ষ, আর নৌকানির্ম্মাণার্থ এক প্রকার কাঁটাগাছ প্রশস্ত। সেখানে অনেক বন না থাকিলেও বিস্তর চারা ও গর্দ্দা তাবৎ কর্ম্মযোগ্য শোন জন্মে। মিসরীয় লোকেরা পাপাইরস্ নামে এক চারাদ্বারা কাগজ, ও কাপড়, এবং পাত্রাদি, আর ঔষধ প্রস্তুত করিত; ও তাহারা মাতি এবং পুষ্করিণীর শোভাকর পদ্ম খাইত। অপর সেখানে সুগন্ধি চারা আছে, যাহাতে স্ত্রীলোকেরা আপনাদের সৌগন্ধ্য দ্রব্য প্রস্তুত করে। মিসরের ফল, ও শাক, আর খাদ্য মূল যে কেহ আস্বাদ করিয়াছে, তাহাতে য়িশরায়েল লোকেরা ঐ সমস্ত দ্রব্যের অপ্রাপ্তি প্রযুক্ত যে দুঃখী ইহাতে কেহ কখনো আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে না।

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

মিসরীয় লোকদের আচার ও ব্যবহারের বিবরণ।

প্রাচীন লোক কর্ত্তৃক জ্ঞান ও রাজনীতি, এবং শিল্প কর্ম্ম, আর বিদ্যালয়ের মান্যমানতাপ্রযুক্ত য়ুনানী ও অন্য দেশহইতে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আপনং জ্ঞান সম্পূর্ণার্থে মিসরে উপস্থিত হইতেন।

তাহাদের মধ্যে রাজ্যশাসন সদাই রাজাদ্বারা হইত; কিন্তু বোধ হয় যে এক রাজার পরাক্রমেতে তাবৎ প্রজার হিংসা না হয়, এ কারণ তাহারা প্রথমাবধি অতি সাবধান থাকিত। যুবরাজেরা স্বকীয় পিতা মাতাদ্বারা শিক্ষিত হইতে পারিতেন না, বরং আজন্ম কাল রাজনীতি ও ধর্ম্মের শিক্ষক যে অতি শিষ্ট পুরোহিত তাঁহাদের হস্তে সমর্পিত হইয়া কেবল বিশিষ্ট যুবা মানুষের সহিত ব্যবহার করিতেন, ও কোন দাস কিম্বা অশুদ্ধমনা লোকের নিকট যাইতেন না। সুতরাং ধর্ম্ম কর্ম্ম, ও দৃষ্টান্তে, এবং ভদ্রাভদ্র কর্ম্মের ফল বিষয়ক পাঠ করণেতে নিতান্ত জ্ঞাত হইতেন, যে পরমেশ্বর পুণ্যের ফল ও পাপের প্রতিফল অবশ্যই দেন। তাহাদের কার্য্য, ও বস্ত্রের বর্ণ, এবং শরীরের স্বাস্থ্যজনক কর্ম্মের কাল, ও ভক্ষ্যের প্রকার আর পরিমাণ এই সমস্ত দিনের প্রতি ক্ষণের কারণ নিয়মিত হইত। এ প্রকার নিরূপণের কঠিনতাতেও তাঁহারা যে দুঃখিত হইতেন না তাহার প্রমাণ এই, যে মিসরের অনেক রাজা স্বীকৃত হইয়াছেন, যে ঐ নিয়মেতে আপনাদের শারীরিক বলও স্বাস্থ্য পাইয়াছেন। রাজারা জীবদ্দশা পর্য্যন্ত দেব তুল্য মান্য থাকিতেন, কিন্তু মরিলে ইতর মনুষ্যের ন্যায় লোকে তাঁহার ব্যাপার করিত; কেননা সকলে একত্র হইয়া কবরের ধারে গিয়া তাঁহার জীবদ্দশার তাবৎ কার্য্যের বিবেচনা করিত। শেষে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিলে যদি তাঁহার সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্মহইতে অধিক না হইত, তবে অসম্মানার্থে তাঁহাকে কবরে শোয়াইত না।

এই রাজ্য প্রদেশদ্বারা বিভক্ত, তাহার প্রত্যেক ভাগে এক২ জন কর্ত্তা। রাজা, ও পুরোহিত, ও সৈন্য, এই তিন জাতি প্রধান ছিলেন; ইহাদের মধ্যে তাবৎ ভূমি অংশাংশী ছিল। এবং এতদ্ভিন্ন রাখাল, ও কৃষক, ও শিল্পকর, এই তিন জাতিও মিসরে বাস করিত। রাজঅংশের উপস্বত্ব রাজবাটীর আবশ্যক বহুকার্য্য, ও যুদ্ধ, এবং পারিতোষিক দানেতে ব্যয় হইত। পুরোহিতের অংশ সচরাচার ভজনালয়, ও লোকদের শিক্ষা, আর নিজ জনের ভরণাদিতে ব্যয় হইয়া যাইত। অপর সেনাগণ আপনাদের বেতনার্থে অংশ পাইত।

পুরোহিতেরা স্বজ্ঞান ও স্বধর্ম্ম প্রযুক্ত মান্য হইয়া বিশেষ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক মন্ত্রিবর্গীয় সভাতে পদপ্রাপ্ত হইতেন। মিসর লোক-দের মধ্যে পুরোহিতের বিজাতীয় এক রাজা নিরূপিত হইলেও তাহার অভিষেকের পূর্ব্বে উপনয়ন হইত। তাহাদের পৌরোহিত্য নিঃসন্দেহ পরুষানুক্রমে থাকিত; যে হেতুক মিসর দেশীয়েরা আপন পৈতৃক বৃত্তি রাখিত, পিতা সৈন্যকর্ম্ম করিলে তাহারা ও সৈন্য হইত। পুরোহিতের ন্যায় সেনাগণও আপনাদের ভূমি কৃষকদের হাতে সমর্পণ করিয়া কর লইত। চাসকরণ ও গবাদির পোষণ রক্ষণের দ্বারা মিসরীয় কৃষকদের নৈপুণ্য সদা অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বিচারকর্ত্তাদিগকে মনোনীত করণের প্রধান চিন্তা এই, যেন তাহাদের ধর্ম্ম অনিন্দনীয় হয়। ঐ দেশীয় প্রধান সভাতে এমত ত্রিশ জন নিযুক্ত ছিলেন, ও তাঁহারা প্রধান নগরহইতে মনোনীত হই-লেন; ইহাতে বোধ হইল, যে তাহাদের জ্ঞান ও নিপুণতা অধিক ছিল। তাঁহারা আপনাদের মধ্যে এক জনকে সভাধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিতেন; এবং তিনি আপন গলাতে লুণ্ঠিত হীরাতে জড়িত সত্যতার প্রতিমা ধারণ করিতেন, তাহা তাঁহার সৌন্দর্য্যের চিহ্ন রূপ অলঙ্কার হইত। ইহাদের সকলকে রাজা বেতন দিতেন। বিবাদ হইলে লো-কেরা তাঁহাদের নিকট আপন২ কথা নিবেদন করিত, বাদী ব্যক্তি

আপন ভাষা লিখিয়া দিলে তদনুরূপ লিপি প্রতিবাদির দিতে হইত, এবং সে তাহার উত্তর দিলে বাদী পুনরায় লিখিত, আর আবশ্যক হইলে প্রতিবাদী পুনরুত্তর দিত। পরে প্রধান বিচারকর্ত্তা কোন কথা না কহিয়া যে জয়ী হইতে তাহার প্রতি ঐ সত্যতার প্রতিমা দর্শানরূপ আজ্ঞা দিতেন। তাহাদের মধ্যে উকীল ছিল না, কেননা বাক্পটুতা ও ধূর্ত্ততা এ সত্যতার আচ্ছাদক হওনে তাহারা অপ্রত্যয়ী ছিল। মিসর লোকেরা সকল কর্ম্ম ব্যক্তিদেরকে সর্ব্বদা লিখনের দ্বারা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইত; কারণ তাহাদের এ পরিপাটিতেতে যে বিশেষ আছে তাহা এই এক জন প্রত্যেক বিষয়ে ন্যায় করিতে পারে।

তাহাদের বিধি এত উত্তম ছিল যে প্রাচীন লোক তাহা শিক্ষার্থে নিজ দেশ হইতে মিসরে আসিত। এই জন্য মিসর লোকেদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রচুর হইয়াছিল, এবং তাহাদের বিধি ব্যবস্থাতে ব্যবস্থা সংস্থাপকদের জ্ঞান জানা যাইতেছে। এ সকল বিধির কিঞ্চিৎ কহিতেছি। বধ ও মিথ্যা সাক্ষ্যের দণ্ড মরণ। পিতা মাতা যদি আপন সন্তানকে বধ করিত তবে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইত না, কিন্তু ঐ পুত্রের মৃত দেহ তিন দিবস রাত্রি ক্রোড়ে করিয়া রাখিতে হইত। ও অন্য ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াও যদি কোন লোক তাহা না করিত, তবে সে প্রাণহননের ন্যায় শাস্তি পাইত। আর এমন একটী রীতি ছিল, যে সকল লোকদের আপনার ও নিজ বৃত্তির সম্বৎসরের বৃত্তান্ত বিচারকর্ত্তার নিকটে কহিতে হইত, ইহাতে যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলিত তবে তাহার তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড হইত। এবং ঋণ বারণার্থে এই নিয়ম ছিল, যে ঋণের জন্যে আপন পিতাকে বন্ধক দিতে হইত, তাহাতে ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে যদি তাহার পিতা মরিত তবে তাহার কবর দিতে বারণ ছিল। ও সেখানকার বৃদ্ধ লোক সকল সর্ব্বত্র মান্য ছিলেন; তাঁহারা যখন কোন সভায় যাইতেন তখন যুবা পুরুষেরা তাহাদিগকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে

গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উচ্চাসন প্রদান করিত। আর সে স্থানে ধর্ম্মের মধ্যে কৃতজ্ঞতা সর্ব্বদা প্রধান রূপে মান্য ছিল।

মিসরীয় লোকদের পূজ্য দেবতাগণের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য প্রধান ছিলেন, এবং এই দুয়ের প্রতিমার নাম ওসাইরিস্ এবং আইসিস্। আর তাহারা ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম এই যে পঞ্চ ভূত ইহার প্রত্যেকের একং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, ইহা মানিত; এবং তদ্ভিন্ন আরং নানা জন্তুকে দেবতা মানিয়া পূজা করিত। ও তাহাদের ইষ্টদেবতা ছাড়া প্রায় কোন পশু ছিল না, কেননা প্রত্যেক নগরে বিড়াল, ও কুক্কুর, ও কেন্দয়া ও শৃগাল, ও কুম্ভীর, এবং সর্প, ও পক্ষী, কিম্বা মৎস্যাদি এই সকলের আরাধনা করিত। আর তাহাদের থাকিবার জন্যে বড়ং ঘর ও পিঞ্জর এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পূজার্থে যাজক নিযুক্ত করিত। কিন্তু যে জন্তু এক গ্রামে আরাধ্য তাহাকেই আবার অন্য গ্রামে বলিদান করা যাইত, এই কর্ম্মটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় আশ্চর্য্য।

পুরোহিতেরা অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক সকল লোকের বালকদিগকে শিক্ষা করাইতেন, বিশেষতঃ ব্যবসায় করিবে এমন যাহারা তাহাদিগকে ধর্ম্মের বিষয় ও দেশের নিয়ম এবং আর গণিতাঙ্ক, এতদ্ভিন্ন আরং লেখা পড়া এই সকল বিদ্যা শিখাইতেন। মিসরদেশীয় লোকেরা ছোটং কাপড় পরিয়া খালিপায়ে বেড়াইত, এবং যৌবনাবস্থাতেই ইন্দ্রিয় দমনার্থে মদিরাদি তেজস্কর খাদ্য দ্রব্যের ভোজন নিষেধ মানিয়া পরিমিত আহার করিত। আর বাদ্য ও মল্ল বিদ্যা কদাচ শিখিত না, কেননা তাহারা বোধ করিত, যে বাদ্যেতে পুরুষত্ব লোপ পায়, এবং মল্ল বিদ্যায় শরীরের অধিক আয়াসেতে তেজোহ্রাস হইয়া যায়। অনুমান হয়, যে তাহারা কাহাকেও গান করিতে বারণ করিত না, যে হেতুক সকল সময়ে সর্ব্বত্র গান করণ চলিত আছে; কিন্তু বিশেষ রূপে আপনাদের সুখ সম্বরণ করিত। আর মহোৎসবের সময়ে ভোজনার্থে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সম্মুখে যাহাতে মৃত

মনুষ্য রাখা যায় এমত সিন্দুক, কিম্বা এই মৃত শরীরকে দেখ ক্রিয়ৎ কালানন্তর তুমি এই রূপ হইবা এই লিপিযুক্ত শব রাখিত।

মিসর দেশের লোকদের মধ্যে ত্বকচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। ও তাহারা এমত বলিত, যে আপনার নিতান্ত আবশ্যক কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সকলের শরীর পরিষ্কার রাখিতে হয়, আর তাহাদের প্রিয়তম ধর্ম্ম যে কৃতজ্ঞতা তদ্বিষয়ে তাহারা কহিত, যে মানের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কৃতজ্ঞতা রাখ। এবং মিসরের কোনং অঞ্চলে বাণিজ্য এবং বাহিরের আরং কার্য্য এই সকল স্ত্রী লোকেই করিত; তাহাতে অদ্যাপিও সেখানে স্ত্রী লোকের কর্ম্ম পুরুষে করে, এবং পুরুষের কার্য্য স্ত্রী লোক করে, এই রূপ রীত আছে।

অনুমান হয় যে মিসর দেশীয়েরা মানুষের আত্মা দেহান্তরে প্রবিষ্ট হন, এই কথা কহাতে সকলের অগ্রে আত্মার নিত্যতা প্রকাশ করিত। তাহারা বলিত, যে আত্মা এক শরীরহইতে শরীরান্তরে যান, এবং কখনও নর দেহহইতে পশু দেহে প্রবেশ করেন, কিন্তু পূর্ব্বশরীর শুষ্ক না হইলে শরীরান্তরে গমন করেন না; অতএব তাহারা শব রক্ষার্থে বহুবিধ যত্ন করিত, এবং বিস্তর ব্যয় ও শ্রম পূর্ব্বক আপনাদের কবর প্রস্তুত করিয়া ঐ কবরের নাম রাখিত চিরকালের নিবাসাগার; কিন্তু রাজাদের অতি রম্য মনোহর যে রাজধানী তাহার নাম সরাই বলিত।

তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রথমে স্ত্রী লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে হায়ং করিয়া কান্দিত, ও উৎকট শব্দ করিত; পরে সুগন্ধি দ্রব্য লেপক ব্যক্তি আসিয়া তাহাদের ধনদানের তারতম্য জানিয়া অল্প কিম্বা বহুমূল্য সুগন্ধি দ্রব্যেতে ঐ শব মুক্ষিত করিত। এবং ঐ দ্রব্য মাখানেতে উহাদের এমন নৈপুণ্য ছিল, যে ঐ মৃত শরীর কিছুমাত্র বিরূপ হইত না, বরং ভ্রূ ও চক্ষুর পাতার লোম গুলিন অবিকৃত থাকিত, ও মুখের আকৃতি এমন অবিকল রাখিত, যে তাহা দেখিবামাত্র হঠাৎ চিনিয়া সে মানুষকে জ্ঞাত হওয়া যাইত। আর সুগন্ধি দ্রব্য মুক্ষিত অথ

রজ্জুতে বদ্ধ যে শব তাহাকে তাহারা সমাজ বলে, এরূপ শব অদ্যাপিও মিলে। আর শতং বৎসর গত হইয়াছে, তথাপি কতক গুলি শব এখনও বিদ্যমান আছে; এবং মৃত শরীরের সিন্দুকেতে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে, তাহাতে বোধ হয়, যে ঐ মৃত ব্যক্তির তাবৎ খ্যাতি বিষয়ের লিপি।

মৃত ব্যক্তির শরীর প্রস্তুত হইলে পর জ্ঞাতি কুটুম্বেরা ঢেঁড়রা দিয়া তাবৎ লোককে এই সমাচার দিত, যে অমুক ব্যক্তিকে অমুক দিনে কবরে রাখা যাইবে, এবং মিত্রগণের সঙ্গে বিচারকর্ত্তাদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আনিয়া তাঁহাদিগকে ঐ মৃত মনুষ্যের তাবৎ কৃত ক্রিয়ার বিচারার্থে নিযুক্ত করিলে তাহারা সমস্ত কর্ম্মের বিচার করিত; কিন্তু জাতি বিষয়ক কোন কথা কহিত না, কেননা মিসরীয় লোকেরা সকলকে তুল্য জ্ঞান করিত। অনন্তর বিচারিত হইলে এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক ছিলেন যদি এমন বোধ হইত, তবে তাঁহার নানা প্রকার প্রশংসা পূর্ব্বক প্রস্তর নির্ম্মিত কবর দিয়া দেবতাদের নিকটে ধর্ম্মবিষয়ক গান ও ধন্যবাদ এবং এই ব্যক্তির যেন স্বর্গবাস হয় এমন প্রার্থনা করিত; কিন্তু ঐ মরা মানুষ কোন দোষগ্রস্ত কিম্বা ঋণী এমন সুস্থির হইলে কবর না দিয়া গৃহের মধ্যে কোন বিশেষ স্থলে তাঁহাকে নিঃক্ষেপ করিত। কিন্তু কখনং এমনও হইয়াছে, যে তদ্বংশ জাত কোন ব্যক্তি ধন পাইয়া সেই ধনেতে ঋণশোধ দিয়া ঐ শবের কবর দিত।

সকল বিদ্যার নাম মাত্র কহিলেই বোধ হয়, যে সে সকল বিদ্যা মিসরীয় লোকদের ছিল, কিন্তু বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা করিতে গেলে এমন কতক গুলিন বিদ্যা আছে, যে কেবল তাহার নাম এবং সূত্র মাত্র জানিত, এখনকার মনুষ্যদের মত সম্পূর্ণ রূপে জানিত না। কিন্তু তথাপি তাহারা এই জন্যে আমাদের মান্য, যে অন্যং দেশীয় ব্যক্তিরা যখন ঘোরান্ধকারাবৃত ছিল, তখন তাহারা তাহাদিগকে বিদ্যারূপ দীপ্তি প্রদান করিত।

পরিমাণ বিদ্যা বিষয়ে আমরা তাহাদের প্রশংসা করি, কেননা তাহারা আপনাদের নিরূপিতাঙ্কপাতানুসারে নদীর সকল চড়া, ও ভূমির সীমা নির্ণয় করিতে পারিত, কিন্তু অগম্য স্থল মাপিতে পারিত না। আর তাহাদের অঙ্কবিদ্যা এমন ছিল, যে নিজ২ সংসারের আয় ব্যয় ও ব্যবসায়ের হিসাব করিতে পারিত। আর জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে তারাগণের গমনাগমনের পথ জ্ঞাত হইয়া গণনা পূর্ব্বক বৎসর ও মাসাদির স্থির করিত। আর জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান যে ঐ মিসর দেশ সে সত্য, কেননা সেখানকার আকাশ অতি নির্ম্মল, এবং সে স্থল সমভূমি, সুতরাং আকাশে দূর দৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু এখনকার জ্যোতির্বেত্তারা সপ্রমাণে যে সকল বিষয় স্থির করিয়াছে তাহা উহাদের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে বোধ হয়, যে ইহাদের অপেক্ষা ঐ মিসরীয় লোকেরা ঐ শাস্ত্র অত্যল্প মাত্র জানিত। আর জাতকাদি গণিতবিদ্যায় তাহারা অত্যন্ত রত ছিল, কেননা গ্রহগণ যে মনুষ্যের ভদ্রাভদ্র ফলদাতা এই কথাতে তাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করিত। অপর মৃত শরীরের সিন্দুকেতে যে সকল ছবি আছে তদ্ভিন্ন আর কোন ছবি পাওয়া যায় না, এবং ঐ সমস্ত ছবির আকার অতি কুৎসিত, ইহাতেই আমাদের বোধ হয় যে তাহারা চিত্র কর্ম্মেতে নিপুণ ছিল না, তবে কি না যৎকিঞ্চিৎ জানিত এই মাত্র। আর তাহাদের দেশে এমন প্রতিমা পাওয়া গিয়াছিল, যে ঐ প্রতিমার স্কন্ধ দেশ পর্য্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত এবং গলা অবধি পা পর্য্যন্ত ক্রমে২ সরু। আর উক্ত আছে, যে কেহ প্রতিমার পা ও কেহ বা হাত এবং কেহ বা মস্তক এই রূপে অনেকে এক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত; ইহাতে অতি কুৎসিত হইয়া উঠিত, কেননা এক কর্ম্ম পাঁচ জনে করিতে গেলে যত সুন্দর হয় তাহাতো বুঝিতে পার। এই রূপ প্রতিমা দেখিয়া বোধ হয়, যে তাহাদের চিত্র কর্ম্মে যেমন নৈপুণ্য ছিল খোদকারিতেও তেমনি।

চিকিৎসা বিদ্যাবিষয়েতেও হেতু প্রতিবন্ধকদ্বারা উত্তম রূপে বিদ্যা হইল না, কেননা তাহাদের এক নিয়ম এই প্রকার ছিল, যে কোন চিকিৎসক এক রোগ ব্যতিরিক্ত অন্য রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবে না। আর তাহাতে যে ঔষধ লিখিয়াছে, সেই ঔষধ ভিন্ন অন্য কোন ঔষধ সেবন করাইতে পারিত না। যদ্যপি অন্য ঔষধ সেবন করাইলে ঐ রোগির মরণ হয় তবে তদ্দেশীয় রাজকর্ত্তৃক সেই চিকিৎসকের প্রাণদণ্ড হইত। এই রূপ পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাতে দুই দোষ জন্মাইল। প্রথমতঃ বৈদ্য এক রোগ ব্যতিরিক্ত অন্য রোগের চিকিৎসা জানিত না, অতএব সকল পীড়াই ঐ ঔষধের দম্য জানিয়া তাহাই সেবন করাইত। সুতরাং রোগোপসম দূরে থাকুক বরঞ্চ বৃদ্ধি হইত। দ্বিতীয় এই, যে প্রাণদণ্ড ভয়ে একৌষধ ব্যতিরিক্ত সেবন করাইতে পারিত না, এ কারণে অন্যান্য ঔষধের গুণ পরীক্ষা হইত না, এই জন্যে তাহারা তদ্বিষয়ে নিপুণ রূপে খ্যাত না হইয়া বরঞ্চ তাহাদের অজ্ঞত্ব প্রকাশ হইত। আর তদ্দেশীয় রাজা চিকিৎসককে বেতন দিতেন। আর তাহারা মৃত শরীর কোন দ্রব্যদ্বারা লেপন করিয়া শত ২ বৎসর অমনি রাখিতে পারিত; অতএব ঐ বিদ্যাদ্বারাতে ব্যবচ্ছেদ্য বিদ্যা, কি না অস্ত্র চিকিৎসাও সুন্দর রূপে হইবার পথ ছিল, কিন্তু বোধ হয় তাহাতে বড় উপকার হইত না।

ঐ মিশর দেশে অতি পূর্ব্ব পূর্ব্বকালাবধি বাণিজ্যাদি অতি সুন্দর রূপে চলিয়া আসিতেছিল। ঐ দেশের নীল নামে নদীদ্বারা তদন্তঃপাতি সকল দেশে ও নগরেতে অনায়াসে ব্যবসায় চলিত; এবং মিশর দেশস্থেরা অনেক খালের দ্বারা নানা দেশ মহারণ্যাদি উত্তীর্ণ হইয়া রক্ত্ সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত যে ঐ নীল নামে নদী, তদ্দ্বারা নানা গ্রাম ছাড়াইয়া ভূমধ্যস্থ সাগরে পড়িয়া বহু দূর দেশীয় লোকদিগের সঙ্গে পরম সুখে ব্যবসায় করিত। আর ভারত বর্ষ ও আরব দেশহইতে যে সকল বহু মূল্য দ্রব্য বড় ২ শকটের দ্বারা ঐ মিশর

রেশম, আফীম, এই সকল দ্রব্য আর অনেক ধান্যাদি ইউরপীয়েরা প্রাচীন দেশে পাইত, কারণ সেই সকল দেশে তখন অল্প ধান্যাদি জন্মাইত।

এই মিশর দেশীয় লোকেরা যুদ্ধ কর্ম্মে পারগতা ও বিজ্ঞতা ছিল। অন্যান্য দেশীয় লোকেরা তাহাদিগকে কোন প্রকারে আক্রম করিতে আসিতে পারিত না, কারণ মিশর দেশ নানা বনোপবন-গুলা ও নানা পর্ব্বতদ্বারা বেষ্টিত হইয়া দুর্গের ন্যায় প্রকাশ পাইত, সুতরাং তাহারা পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিত. কিন্তু অন্যান্য দেশীয় লোকদের মত স্বভাবতঃ এক ক্ষণ যুদ্ধব্যতিরেক তাহারা থাকিতে পারিত না। বিশেষতঃ তাহাদিগের সৈন্যমধ্যে অশ্বারূঢ় সৈন্যেরা অতিশয় যোদ্ধা ছিল।

বঙ্গ দেশীয় লোকদের মধ্যে যে রূপ সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুই প্রকার ভাষা আছে, তদ্রূপ তাহাদেরও দুই ভাষা ছিল, এক ধর্ম্মবিষয়ে ব্যবহারার্থে, অপর কার্য্যবিষয়ে। কিন্তু ঐ ধর্ম্মভাষা আরবার দ্বিধা ছিল, এক অতি গোপনীয়। ফলতঃ, মন্ত্রাদি বিষয়ে তাহার ব্যবহার ছিল, আর কেবল পুরোহিত ব্যতিরেকে কেহই ঐ কথা জ্ঞাত ছিল না; অন্য প্রকারে সে স্থানের প্রাচীন লোকের বংশোদ্ভূত যে কপটি লোক তাহারা জানিত। এবং তাহাদের কথার ন্যায় লিপিও দুই প্রকার, প্রথম কেবল মূর্ত্তিতে লেখা যাইত, তাহা ঐ দেশে স্তম্ভাদির উপরে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; দ্বিতীয় চিহ্নদ্বারা, সে কেবল সাধারণ বিষয়-কর্ম্মোপযোগি, অনুমান হয় যে ঐ অক্ষর সকল প্রায় চীন দেশের অক্ষরের মত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যে কপটি লোক তাহারা যে কথা জানিত তদ্ভিন্ন ভাষা ও লিপি এই উভয়ই একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অপর মিশর দেশের এই২ বিষয় ও এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিষয় য়ুনানী লোকের ইতিহাসকর্ত্তারা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

মিশর দেশীয় রাজবংশাবলীর বৃত্তান্ত।

মিশর দেশীয় লোকের তাবৎ ইতিহাসের যে কাল, তাহা তিন ভাগ করা গিয়াছে। তাহার প্রথম যোল শত তিন বৎসর পর্য্যন্ত কাল তাহার আদিতে মিনিষ নামক রাজা রাজ্যস্থাপক ছিলেন, কিন্তু শেষে কেম্বাইসিস নামক রাজা ঐ পূর্ব্ব স্থাপিত রাজ্য নষ্ট করিলেন। দ্বিতীয় সেকন্দর শাহ রাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত দুই শত দুই বৎসর, তৃতীয় ক্লিয়পেত্রা নাম্নী রাণীর মরণ পর্য্যন্ত দুই শত বিরানব্বই বৎসর। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় ভাগ যুনানি লোকদের ইতিহাসে এবং তৃতীয়াংশ রুমী লোকের ইতিহাসে পাওয়া যায়; অতএব তাহা না লিখিয়া প্রথম ভাগের বিষয় লিখিতেছি। মিশরীয় লোকদের ইতিহাসরচকেরা বলেন, যে প্রথমতঃ দেবগণ, পরে উপদেবতারা, তাহার পর দৈত্যগণ, ইহারা ক্রমশঃ বিংশতি সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত এই মিশর দেশে রাজত্ব করিয়াছেন; কিন্তু এ কথা যথার্থ বোধ হয় না, কেবল গল্প মাত্র, যে হেতুক তাহাদের সত্য ইতিহাস সকল মানব রাজার কর্তৃত্বাবধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত কল্পিত যে দেবগণ ও উপদেবগণাদির রাজত্বের বিংশতি সহস্র বর্ষ, তদনন্তর রাজবর্গের মধ্যে মিনিষ রাজা প্রথম প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনি মিশরের শেষ ভাগে মিম্ফিস নামক রাজধানী নির্ম্মিলেন, তাহার মধ্যে নালা কাটাইয়া ঐ ক্ষেত্র সকল শুষ্ক করিয়া শস্য জন্মাইলেন, এবং নীল নদীর স্রোত ফিরাইয়া ঐ দেশের বিস্তর উপকার করিলেন। আর ঐ দেশীয় লোকদিগকে পারলৌকিকোপদেশ দিয়া ধর্ম্ম বিষয়ক পর্ব্ব সকল স্থির করিলেন। অপর তদ্বংশোদ্ভব পঞ্চাশ জন পর্য্যন্ত ঐ রাজ্য ভোগ করিলেন।

অনুমান হয়, যে ঐ মিনিষ রাজার উত্তরাধিকারিদের রাজত্ব কালীন মিশর দেশ ঐশ্বর্য্যান্বিত ও সুশোভিত ছিল. পরন্তু পশ্চিম দেশ হইতে এক জাতি আসিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক ঐ উৎকৃষ্ট রাজ্য

হস্তগত করিয়া লওয়াতে রাজ্যের সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইয়া গেল। আর ইতিহাসরচকদের লিখনানুসারে বোধ হয়, যে ঐ জাতি অত্যন্ত অসভ্য, এবং তাহাদের ভূপতিরাও এমনি দুরাত্মা, ও নির্দ্দয়, যে তাহারা কেবল লুট ও খুন ও আরং উপদ্রব করিতে রত ছিল। আর যে দেশ অধিকার করিয়া লইত তাহার নাম যাহাতে একেবারে লোপ পায় এমন কর্ম্ম ঐ পাপিষ্ঠদের আশংসিত ছিল। অপর তাহাদের নাম ছিল রাখাল রাজা; কেননা তাহারা মাঠেং পশুচারণ করিয়া বেড়াইত এমন বোধ হয়। অপর তাহারা মিশরেতে যে কত দিন পর্য্যন্ত প্রভুত্ব করিল, তাহা জ্ঞাতসার নয়, কিন্তু শেষে তাহারাও পরাভূত হইয়া তদ্দেশের এক কোণে আটকান ছিল। অনন্তর কতক গুলা সেখানহইতে ছিন্নভিন্ন হইয়া স্বদেশে পলাইল, আর কতক বা ঐ মিশর দেশীয় লোকের সহিত মিলিত হইয়া রহিল।

মিশরনিবাসিরা ঐ শত্রুগণকে জয় পূর্ব্বক দূর করিয়া দিয়া যেং স্বীয় রাজগণের প্রজা হইয়া রহিল, ক্রমেতে ঐ রাজাদের বিবরণ দেখা যাইতেছে। প্রথমে বুযাইরিস নামক যে রাজা তিনি তিনিষ্ নগরেরপত্তন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। পরে উষাইমণ্ডিয়স রাজা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, এবং তিনি এমন বিক্রমান্বিত ছিলেন, যে কাফরী লোকদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে চারি লক্ষ পদাতিক ও বিশ হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রস্তুত করিলেন; আর অনেকং প্রাসাদ নির্ম্মিত করাইয়া আত্মশ্লাঘা পূর্ব্বক আপন মুখহইতে এই বাক্য নির্গত করিলেন, যে কোন ব্যক্তি যদ্যপি আমার ঐশ্বর্য্যদ্রেষ্টা হয়, তবে মৎকর্ত্তৃক যে সকল কর্ম্ম হইয়াছে তাহার মধ্যে একটা করিয়া উঠুক্ দেখি; এবং তিনি আপনার উপাধি রাজাধিরাজ রাখিয়া অনেক বারাণ্ডা ও মন্দির, এবং নিজকবর, এই সকলেতে ও আরং অনেক গৃহাদিতে মেম্ফিস্ নগর সুশোভিত করিলেন। এতদ্বিষয়ে তাহার একটা বিশেষ প্রশংসা এই, যে তৎ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে অট্টালিকাদি সে সকল বৃহৎ এবং

সৌন্দর্য্যযুক্ত ছিল। তাহার পূর্ব্বাপর রাজবর্গের এরূপ ছিল না, কেনন। ঐ সকল রাজাদের গৃহাদি প্রশস্ত এবং উচ্চ হইলেই হইত, কোন সৌন্দর্য্যের বিচার ছিল না। অপর তিনি এক পুস্তকাগার প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারে ইহাই মনের ঔষধ, এই লিপি সংস্থাপন করিলেন।

পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী কিয়ৎ সংখ্যক রাজ কর্ত্তৃক ঐ তিবিষ নগর অতি বিস্তৃত ও বিভূষিত হইল। পরন্তু মিশর দেশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে নিটোকৃশ রাণী কি প্রকারে রাজত্ব ভার পাইয়াছিলেন? না, সেখানকার প্রজা লোকেরা তাঁহার ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ঐ রাজ্ঞীকে রাজমুকুট দিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিল। আর তিনি সুকেশেতে এবং গৌরবর্ণে ও অঙ্গ সৌষ্ঠবেতে পরম সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর স্বভাব ছিল, তৎপ্রযুক্ত যে রূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, তাহা লেখা যাইতেছে। যে সকল প্রধান২ লোকের আনুকূল্যেতে রাজ্য পাইয়াছিলেন, তাহাদিগকেই কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাজত্ব ভোগ করিতে লাগিলেন। অপর মিশর দেশের মধ্যে যে কতক গুলি প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ২ স্তম্ভ আছে, তাহার মধ্যে একটা তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ছিল।

পরে এই রাজ্ঞী অবধি করিয়া মিরিষ নামধেয় রাজা পর্য্যন্ত দ্বাদশ পুরুষ ছিল, এবং মিরিষ নামে যে হ্রদ তাহা ঐ মিরিষ রাজা কাটাইয়া স্বনামে খ্যাত করেন। আর অনেক ইতিহাসবেত্তারা কহিয়াছেন, যে তিনিই খ্যাত্যাপন্ন সিষোস্ত্রীশ নামক রাজার অব্যবহিত ঊর্দ্ধ্বাধিকারী ছিলেন। অপর তাঁহার পুত্রের জন্ম দিবসে যত বালক জন্মিল, তিনি সেই সকলকে আনয়ন পূর্ব্বক আপন সন্তানের সহিত রাখিয়া দিলেন, কেননা তাহারা যেন সমভাবে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হয়; ইহার ভাব এই, যে তাহাদের বাল্য কালাবধি একত্র থাকিয়া সখ্য হইলে যৌবনাবস্থায় যখন তাঁহার পুত্র রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে, তখন উহাদিগের মধ্যে কেহ তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কেহ২ বা রাজপ্রিয়ক সৈন্য হইবে।

সিযোস্ত্রীশ রাজা পিতার অনুমতি ক্রমে লিবিয়া দেশের সর্প ও হিংস্রক জন্তু সকল নষ্ট করিতে এবং আরবি লোকের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রথম যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং তাঁহার এমনি শুভ যাত্রা ছিল, যে তৎ কর্ম্ম সফল করিয়া অন্যং দেশ জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া মনেং এই প্রকার সাহস করিলেন, যে পৃথিবী মণ্ডল একাকী জয় করিতে পারি [illegible] নিজ রাজ্যের স্থৈর্য্য করিতে তাবৎ প্রজা যেন তাঁহার [illegible] থাকে, তদর্থে দান ও লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ, এবং [illegible] অপরাধ [illegible] থাতক দিগকে নি[illegible] আপনার সা[illegible] সকলের সঙ্গে শিষ্ট ব্যবহার করা, [illegible] ছিলেন। [illegible] ছত্রিশ জনকে রাজ্যাধ্যক্ষ করিয়া তাহাদের উপর আপন ভ্রাতাকে কর্ত্তা করিয়া দিয়া আরবার যুদ্ধ করিতে চলিলেন।

আর সন্ধান পাইয়া এক বাকাতার থাকিলে সেনাগণের যে পরাক্রম বাড়ে সিযোস্ত্রীশ রাজা ইহা স্থির জানিয়া জল ও স্থলস্থ যত সৈন্য ছিল, তাহার মধ্যে প্রধানং ব্যক্তিক বাছিয়া লইয়া বিশেষং সেনাধ্যক্ষতা পদে নিয়োগ পূর্ব্বক দল সংস্থাপন করিলেন। আর তাঁহার সৈন্য সমূহের কথা কি বলিব, জলেতে এত অসংখ্য লোক ছিল, যে তাহাদের জাহাজ সকলেতে সমুদ্র প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরে রাজা সর্ব্বোপরিস্থ অধিপতি হইয়া কখন হিন্দী সাগরে, ও কোন সময়ে [illegible] সাগরে, এবং কালক্রমে ত্রেস্ দেশাবধি গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত [illegible] শত্রু নিকটে বিজয়ী হইয়া দেশ প্রদেশের [illegible] সংস্থাপিত করিয়া তদুপরি ভাগে লিখিয়া দিলেন, যে সিযোস্ত্রীশ রাজাধিরাজ ও প্রভুদের প্রভু, আপন ভুজবলেতে এতদ্দেশ পরাভূত করিলেন। সেই স্তম্ভ গুলা তন্মরণের পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত ছিল। এই রূপে তিনি নয় বৎসরের মধ্যে বহু দেশ অধিকৃত করিয়া সেই ২ স্থান হইতে অনেক লোককে দাস করিয়া লইয়া যৎকালে মিশরে পুনশ্চ

বাহুড়িয়া আইলেন, তৎকালে তাঁহার ভ্রাতা আরমাইস কিম্বা দানোজ যাহাকে বলে, যে তাঁহার দেশান্তর গমন করাতে রাজত্ব চালাইতেছিল, সেই ঐ সিযোস্ত্রীশের বধেচ্ছুক হইয়া যে সময়ে রাজা শয়নাগারে ছিলেন, সে সময়ে ঐ গৃহে অগ্নি প্রদান করিল; কিন্তু ঈশ্বরের ঘটনাতে রাজা পলাইয়া প্রাণধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি ঐ প্রাণদণ্ডেচ্ছু ভ্রাতাকে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান না করিয়া দেশান্তরে দূর করিয়া দিলেন, তাহাতে সে ব্যক্তি যুনানি দেশে গিয়া রহিল; পরন্তু এখানে রাজা যে কাল পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিলেন, তাহার মধ্যে মিশর দেশ সুষ্ঠুতে শক্ত ও বিভূষিত করিলেন।

সিযোস্ত্রীশ রাজার পরাজিত রাজগণের প্রতি যে রূপ ব্যবহার ছিল, তাহার উপর দৃষ্টি করিলে বোধ হইতে পারে, যে আর ২ সাধারণ পরাভূত ব্যক্তিদের প্রতিও নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন। দেখ, কোন সময় তিনি ঐ রাজাদিগকে অশ্ব সাজাইয়া আপন রথেতে যুড়িয়া বেড়াইতেন। তাহাতে এক দিবস তাহাদের মধ্যে এক জন দাস ভূপ চিন্তিত ও ম্লান বদনেতে ঘাড় বাঁকাইয়া এক দৃষ্টিতে রথচক্র বারম্বার দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে সিযোস্ত্রীশ রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি কি জন্যে এমন করিয়া চাকা দর্শন কর? তাহাতে তিনি এই উত্তর দিলেন, যে হে মহারাজ, এই চক্রের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি স্থির করিলাম, যে চক্রস্থ কাষ্ঠ যেমন নীচে পড়িতেছে, পুনরায় ঐ কাষ্ঠ উপরে উঠিতেছে, তেমনি জানিবা মনুষ্যের অবস্থা। দেখ, অদ্য সিংহাসনোপবিষ্ট রাজ সম্ভ্রম যুক্ত যে ব্যক্তি সেই আর বার কল্য দাসত্ব ও অপমান প্রাপ্ত হয়। এই হিতোপদেশ বাক্যেতে মহারাজ নম্রচিত্ত হইয়া তদবধি ঐ দম্ভ ও অপমানের কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। পরে ঐ সিযোস্ত্রীশ রাজা বৃদ্ধাবস্থায় অন্ধ হইয়া আত্মঘাতী হইলেন।

তৎপশ্চাৎ যাহাদের মধ্যে অন্তিম রাজা বড় উপদ্রবী ছিল, এমন মিশরীয় অনেক রাজা গত হইলে মিশর দেশস্থ লোকেরা কৃপ

দেশোদ্ভূত যে একটাইশনিস্ তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল; তাহাতে তিনি দেশে যেন কোন প্রকারে অন্যায় না হয়, এতদর্থে উৎকৃষ্ট রূপে দেশ শাসিত করিয়া মিসর ও সিরিয়া এই উভয়ের মধ্যস্থিত অথচ মিশরের প্রান্তভাগ যে রিনোকলুরা নামক নগর, তাহা লোকেতে পরিপূর্ণ করিলেন; সে কি প্রকারে, না যত্নেতে নানা অনুসন্ধান পূর্ব্বক দেশ প্রদেশের ডাকাইত ধরিলেন, এবং তাহাদের চিরস্থায়ী অপমান সূচক নাসিকাচ্ছেদন রূপ দণ্ড প্রদান করিয়া ঐ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন, সেখানকার ভূমি সকল উর্ব্বরা কিন্তু জল অতিশয় লবণাক্ত ও তিক্ত। অনন্তর সমস্ত উপায় দেখান যে দুর্দ্দশা সে তাহাদিগকে শরদারা পক্ষি মারণের উপায় শিক্ষাইল, তাহাতে তাহারা সময় বিশেষে তদ্দেশাগত যে বাটুয়া পক্ষি সকল, তাহাদিগকে মারিয়া ভোজন পূর্ব্বক প্রাণধারণ করিল।

একটাইশনিসের পর মেণ্ডিষ নামক ব্যক্তি মিশরীয় লোক কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া রাজ পদস্থ হইলেন। পরে যাহাতে ঘূরাণ ফিরাণ পথ সমস্ত আছে, এমন এক বৃহৎ বাটী বিশেষ প্রস্তুত করিলেন। এই রাজার কাল প্রাপ্তি হইলে পর পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত দেশ অরাজক হইয়া রহিল, পশ্চাৎ মেনিশ নামধেয় এক জন নীচ জাতি রাজ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন।

মেনিশের উত্তরাধিকারী যে রেম্ফিস্ কিম্বা রেম্সিনাইটস্ যাহাকে বলে তিনি অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন, এই হেতুক অর্থ সংস্থাপনার্থে একটা শক্ত দুর্গ প্রস্তুত করাইয়া অনুমান করিলেন, যে কাহারো ক্ষমতা নাই যে এখানে আইসে। তখন আপনার সুবর্ণাদি ধন লইয়া ঐ স্থানে রাখিলেন। পরন্তু এক দিবস তথায় গিয়া দেখেন, যে পূর্ব্বাপেক্ষা মুদ্রাদির অল্পতা হইয়াছে। ইহার বীজ এই, যে রাজ মিস্ত্রি কর্ত্তৃক ঐ ধনভাণ্ডার গ্রথিত হইল সেই এক খান বৃহৎ প্রস্তর এমন কল করিয়া সেখানে স্থাপিত করিয়াছিল, যে

এক জনে তাহা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক বাহির হইয়া পুনরায় তদ্রূপে রাখিতে পারে, যাহাতে অন্য কাহারো সন্ধান পাইবার সঙ্গতি ছিল না; সেই প্রকারে ঐ মিস্ত্রি ধনাগারে প্রবিষ্ট হইয়া চুরি করিত। পরে আপন অন্তিম কালে ঐ গুপ্ত কথা দুই পুত্রকে জানাইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর তাহার সন্তানেরাও আপন পিতৃ ব্যবসায় চালাইতে লাগিল, ইহাতে রাজা ধনের অল্পতা দেখিয়া অবশ্য কেহ আমার বিত্তাপহরণ করে, ইহা জানিয়া ঐ ধনঘড়ার চতুষ্পার্শ্বে ফাঁদ পাতিয়া রাখিলেন; পশ্চাৎ ঐ দুই জন চোর নিয়মানুসারে নিঃশঙ্ক হইয়া তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র প্রথমাগত ব্যক্তি ফাঁদে পড়িয়া বদ্ধ হইল, এবং পলাইবার কোন উপায় না দেখিয়া আপন ভ্রাতাকে কহিল, যে হে ভাই, আমার মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া পলায়ন কর; কেননা ইহাতে কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না; অতএব তোমার উপরেও কোন আপদ ঘটিবে না। এই কথা শ্রবণেতে উহার ভাই ভীত হইয়া, তদ্রূপ করিয়া প্রস্থান করিল। তৎ পর দিনে ভূপতি সে স্থলে আগমন করিয়া দেখিলেন, যে একটা ছিন্ন মস্তক শরীর পড়িয়া আছে, তাহাতে তদ্বিষয়ের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না।

রেম্‌ফ্রিষ রাজার পরে আট জন রাজার অধিকার গত হইলে যাহার নাম খিয়োপ্স তিনি রাজত্ব পাইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, এবং মিশর দেশে যে কতক গুলি বৃহৎ ২ চতুষ্কোণ স্তম্ভ স্থাপিত আছে, তাহার মধ্যে একটা তিনিও নির্ম্মাণ করান, ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ছিলেন মাইখিরাইণস্।

ঐ মাইখিরাইণস্ রাজার অধিকারের পর ইতিহাসানুক্রমে ভেনিফাক্‌স্ রাজার বিবরণ লেখা যাইতেছে। তিনি পরিমিতাহারে সুখ্যাত্যাপন্ন হইলেন, ঐ পরিমিত ভোজন যে ঘটনাতে হইয়া উঠিল, তাহার বিবরণ এই, যে তিনি আরবি লোকের সহিত সমর যাত্রায় প্রস্থান করিয়া তৎ স্থানে সুখাদ্য দ্রব্যাভাব প্রযুক্ত আপনি

সসৈন্যে বিস্বাদু কদর্য্য সামগ্রী কিঞ্চিৎ কাল ভোজন করিলেন; তাহাতে রাজা অন্তঃকরণে স্থির করিলেন, যে সামান্য ভক্ষণেতেই যদি প্রাণ ধারণ হইতে পারে, তবে বিশেষ উৎকৃষ্ট ভোজনের প্রয়োজন কি? ইহাতে উত্তম ভোগের নিষ্প্রয়োজনতা জানিয়া আপনি তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন, এবং আজ্ঞা দিয়া অধিকারস্থ তাবৎ লোককেও নিবারিত করিলেন। ইহাতে তাঁহার যশের কারণ এইটী হইয়া উঠিল, যে অন্য ব্যক্তি এমত বিপদগ্রস্ত হইলে পরে অতিরিক্ত সুভোজনেতে পূর্ব্ব ক্লেশ নিবারণ করিত, কিন্তু তিনি বিস্তর সুখাদ্য বস্তু পাইয়াও তাহা না খাইয়া ঐ রূপে কাল যাপন করিলেন।

ঐ জেনিফাক্টসের সন্তান যে বখোরিষ তিনি রাজ্যাধিপতি হইয়া জ্ঞানবান্ নামে বিখ্যাত ছিলেন; কারণ এই, যে তৎ কর্ত্তৃক উত্তমোত্তম ব্যবস্থা সকল নিরূপিতা হইল। তাঁহার উত্তরাধিকারী আসাইখিষ যিনি ঋণবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম স্থাপিত করেন; সে নিয়ম কি প্রকার, না যে ব্যক্তি ঋণগ্রহণ করিত, তাহাকে আপন পিতার মৃত দেহ বন্ধক দিতে হইত, পরে যাবৎ পর্য্যন্ত ঐ ঋণ পরিশোধ না করিত, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার পিতৃ দেহের ও আত্ম দেহের কবর হইত না। এই আসাইখিষের পঞ্চত্ব হইলে পর কোন রাজা জয়যুক্ত কেহ বা রাজ্যচ্যুত কেহ২ বা রাজ্যাধিকারী হওয়াতে বহুকাল এই রূপে রাজ্যেতে উপদ্রব জন্মিল। অবশেষে এককালীন দ্বাদশ ব্যক্তির রাজত্ব প্রাপ্তি ও সিংহাসনাধিষ্ঠান হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত রাজ্যরীতি লুপ্ত হইয়া গেল।

ঐ দ্বাদশ ব্যক্তি রাজ্যাধিপতি হইয়া শক্তিক্রমে আপন২ পদ রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইল। আর তাহাদের পরস্পর এতদ্বিষয়ে বড় ভয় ছিল, যে ইহার মধ্যে কোন জন পাছে আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া রাজ্যগ্রহণ পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করে। পরে কিঞ্চিৎ কাল গত হইলে একাদশ জন এক বাক্যতা পূর্ব্বক সামেতিকসের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দূর করিয়া দিল; অনন্তর ঐ ব্যক্তি অন্য

কোন প্রবল লোকের সাহায্যেতে আপন রাজত্বহারক যে একাদশ ব্যক্তি তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক জয় করিয়া একাকী সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। পরে নম্রতা ও দানশীলতাতে আপন প্রজাদের সন্তোষ জন্মাইতে চেষ্টান্বিত হইলেন, এবং বিদেশস্থ লোকদিগকেও হেয় জ্ঞান না করিয়া বরং তাহাদিগকে সমাদর পূর্ব্বক যে যেমন লোক তাহাকে তেমনি সম্মান প্রদান করিতে লাগিলেন। ও সচরাচর বাণিজ্য চলিবার জন্যে সমুদ্র তীরস্থ যে নগর, তাহাতে অন্য দেশীয় লোককে জাহাজ লইয়া গমনাগমন করিতে আজ্ঞা দিলেন; ইহাতে ব্যবসায় উত্তম রূপে চলিতে লাগিল। আর প্রথমতঃ নীল নদীর উৎপত্তিস্থান যে কোথা তাহার অন্বেষণ করিলেন, এবং মিসরাধিপতিদের মধ্যে তিনি মদিরা পান করিতে আরম্ভ করিলেন। আর তাবদ্ভাষার মধ্যে কোনটা আদি ভাষা ইহা জানিতে এই উপায় স্থির করিলেন, যে দুইটী ছোট বালককে নির্জনে রাখিব, যেখানে অন্য কোন মনুষ্যের শব্দ মাত্রও শুনিতে না পায়; তাহাতে যে ভাষা ঐ বালকেরা অগ্রে উচ্চারণ করিবে তাহাই হইবে আদি ভাষা, এই সুস্থির করিয়া তদ্রূপ করিলেন। শেষে দুই মাসের পর ঐ দুই জন বালক বেকোস এই বাক্য উচ্চারণ করিল, ইহার অর্থ ফ্রিগিয় ভাষায় রুটী; ইহাতে তিনি নির্ণয় করিলেন, যে সকলহইতে ফ্রিগিয় লোক প্রাচীন।

উক্ত আছে, যে পূর্ব্বোক্ত রাজগণের উত্তরাধিকারী যে ফেরোনিকো, তাহার রাজত্ব ভোগকালীন মিশর দেশীয়েরা ফিনিকিয় লোকের সহায়তায় ভরসা পাইয়া জাহাজদ্বারা সুফ সাগরহইতে বাবেল মণ্ডল নামক যে এক ক্ষুদ্র সোঁতা, তাহা অবলম্বন করিয়া আফ্রিকা দেশের উত্তরাঞ্চল বেষ্টন পূর্ব্বক উত্তমাশাখ্য অন্তরীপ বেড়িয়া জিব্রালতর নামক ক্ষুদ্র সোঁতাদ্বারা মধ্যস্থ সমুদ্রে উপনীত হইল, তথায় তিন বৎসর গত হইলে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া স্ব দেশে পুনশ্চ প্রবেশ করিল।

যৎ কালীন ফেরোনিকো নামক রাজার জাহাজ সমূহেতে মধ্যস্থ সাগর ও আরব মোহানা ব্যাপ্ত হইল, তৎকালীন তাঁহার সৈন্য সকল আসরীয় রাজ্যনাশক যে মিডীয় ও বাবেলীয় লোক, তাঁহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিল, তাহাতে ঐ রাজকর্ত্তৃক ফরাৎ নদীর তীরে মিডীয় লোক পরাজিত হইল। পরে য়িহুদী আহাজ নামক রাজাকে পরাস্ত করিয়া শেষে নেবুখদনেজর নামে যে বাবেলের রাজা তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইলেন।

অনুমানে জ্ঞান হয়, যে ফেরোনিকোর পুত্র যাঁহার নাম পসাম্মিষ তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া পিতৃকৃত সমরে নিরস্ত হইলেন। আর তিনি যে জ্ঞানবান্ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; এতদ্বিষয়ে অতি খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন, যেহেতুক য়ূনানী লোক রাজনির্ণীত আলিম্পিক নামে যে খেলা, তাহার নিয়মের উপদেশ গ্রহণার্থে তৎসমীপে এক দূত প্রেরণ করিলে পর, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে এ ক্রীড়ায় যাহারা মধ্যস্থ হইয়া বিচার করে, তাহাদিগকে সেই খেলা করিতে দেও কি না? ইহাতে দূত উত্তর প্রদান করিল, যে হাঁ, তাহারাও ঐ খেলা করে বটে। তখন রাজা কহিলেন, যে তাহারা তবে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, কেননা পরকে আত্ম তুল্য দেখিতে হয় এই যে কর্ম্ম, তাহার ব্যাঘাত করে; তাহার বীজ এই, যে ব্যক্তি যৎকর্ম্মেতে মধ্যস্থাচরণ করে সে যদি আপনি তৎকর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হয় তবে স্ব দেশস্থ লোকের প্রতি পক্ষপাত হইতে পারে।

আপ্রাইস, কিম্বা ফেরোহফ্রা যাহাকে বলে, তিনি অতিশয় যুদ্ধে নিপুণ হইয়া বাবেল দেশীয় লোকদের সঙ্গে যে সমরে পসামিষ নিবৃত্ত ছিলেন, তাহাতে তিনি পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সোর ও সীদন আর সিপ্রিওট লোকের বিরুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য সমুদ্রপথে ও ভূমিপথে যুথে২ পাঠাইলেন। পরে বাবেল দেশাধিপ যে নীবকদনেসর তাঁহার বিরুদ্ধে য়িহুদীদিগকে সংগ্রামে নিযুক্ত করিয়া পশ্চাৎ উহাদিগকে প্রতারণাপূর্ব্বক ত্যাগ করিলেন, কিন্তু আপন দেশে উপ-

পূর্ব্ব হওয়াতে এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইলেন। আর নিজ সৈন্যগণকে বিরক্ত করিয়াছিলেন, এতন্নিমিত্তে তাহারা এক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার এই প্রকার অপবাদ দিল, যে ইনি আমাদিগকে ভয়ঙ্কর যে যুদ্ধ ভূমি তাহাতে সংস্থাপিত করিয়া ছাড়িয়া গেলেন। আর আমাসিয নামক যে তাঁহার এক জন সৈন্যাধিপতি ছিলেন, তিনি ঐ সকল ক্ষুব্ধ সৈন্যের কর্ত্তা হইলে পর আপ্রাইস তাহাদের বিরুদ্ধে অন্য দেশীয় সৈন্যগণকে নিযুক্ত করিলেন; ইহাতে তাহারা মহাপরাক্রমেতে যুদ্ধ করিলেও পরাভূত হইল, ও তিনি আমাসিযের হস্ত গত হইলেন।

আপ্রাইস রাজার প্রাণরক্ষার্থে আমাসিযের বিস্তর যত্ন ছিল, কিন্তু লোকেরা তাঁহার বধেচ্ছু হইয়া অতিশয় শত্রুতা পূর্ব্বক গল দেশ টিপিয়া প্রাণ বাহির করিল। আর আমাসিয নীচ লোক ছিলেন, এবং রাজ্যাভিষিক্ত হওনের পূর্ব্বে অত্যাচারী ও দোষগ্রস্ত ছিলেন। আর চৌর্য্যবৃত্তিতে বিস্তর ধন সঞ্চয় করিয়া অপকর্ম্মেতে তাবৎ ব্যয় করিতেন, ইহাতে তিনি কতং বার বিপদ সাগরে মগ্ন হইয়া তাহা-হইতে কেবল অশিষ্টতা ও নির্লজ্জতাদ্বারা অনেকবার আত্মরক্ষা করিলেন, এবং কখনং তাঁহার অধিকারস্থ প্রজাবর্গে উপযুক্ত রাজ সম্মান প্রদান না করাতেও তিনি তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইতেন না। এই রূপে কিয়দ্দিন গত হইলে পর তিনি ইহা স্থির করিলেন, যে আমি নীচ জাতি প্রযুক্ত ইহারা আমার উপযুক্ত সম্ভ্রম করে না, ভাল এতদ্বিষয়ে আমি যে নিতান্ত অমনোযোগ না করি, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাতসার করাইব; এই মনস্থ করিয়া আজ্ঞা দি-লেন, যে পাদপ্রক্ষালনাধার এক বৃহৎ স্বর্ণ পাত্র ভগ্ন করিয়া তাহা-তে এক প্রতিমা নির্ম্মাণ কর, এবং নগরস্থ প্রসিদ্ধ দেবালয়ে রাখ, তদ-নুসারে তাহারা ইহা করিল; পরন্তু লোকেরা তথায় প্রস্থান পূর্ব্বক ঐ প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে তিনি আপন মন্ত্রিবর্গেকে এক এক করিয়া এতদ্বাক্য প্র-

সঙ্গ করিলেন, যে তোমাদের এই ক্ষণের আরাধ্য দেবতা অতি নীচ কার্য্য পাত্রহইতে নির্ম্মিতা হইয়াছেন, সেই প্রকার আমিও পূর্ব্বে নীচ স্থানে পতিত ছিলাম বটে, কিন্তু সম্প্রতি তোমাদের রাজা হইয়াছি; অতএব আমার উপযুক্ত সম্মান দিতে যত্নবান্ হও।

আর ইনি যদ্যপিস্যাৎ পারসী দেশাধিপতি যে কেম্বাইসিষ তাঁহার ক্রোধ না জন্মাইতেন, তবে ইহাঁর রাজ্য বহুকাল শ্রীযুক্ত হইয়া থাকিত, তাহাতে কোন ব্যাঘাত হইত না। আর ঐ ক্রোধের বীজ এই রূপ উক্ত আছে, যে তিনি আত্ম কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না, কেননা তিনি আপন মনেং বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে আমার কন্যাকে কেবল উপপত্নীর ন্যায় করিয়া রাখিবে; ইহাতে পারসী দেশাধিপ অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া বিস্তর সৈন্য প্রস্তুত করিয়া ঐ মিশরের রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, এবং উহাঁরি প্রধানং সেনাপতি সকলের ভেদ জন্মাইয়া তাঁহার প্রতিকূলাচারে নিযুক্ত করিলেন।

কেম্বাইসিষের জয় হইবার পূর্ব্বে আমাসিষ প্রাণত্যাগ করিলেন, কিন্তু এই সকল দুরবস্থা ঐ আমাসিষের উত্তরাধিকারি পুত্র যে পসামেনিটস তাঁহার উপর ঘটিল। তিনি প্রথম বার সংগ্রামেতে পারসীদের হস্তে পতিত হইয়া পরাজিত হইলেন। আর তাঁহার পরাভব যে রূপে হইল, ও প্রতিহিংসা করিতে গেলে, মনুষ্য যে কি রূপ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে, তাহা দেখাইতে এই ক্ষণে কহা যাইতেছে।

আমাসিষকে পরিত্যাগ করিয়াছিল যে ফানীষ নামক সেনাপতি, সে গ্রীক লোক ছিল; সে ব্যক্তি ত্যাগ করিলেও তাহার অধীন যে সৈন্য গণ মিশর দেশীয় লোকদের পক্ষে স্থির থাকিল; এবং তাহারা আপনাদের সেনাধ্যক্ষকে পারসীদের সৈন্য দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া উভয় দলের সম্মুখ যুদ্ধ হইবার প্রাক্কালীন আপনারা যে পসামেনিটস্ রাজার পক্ষে স্থির

আছে, তাহা জানাইতে ঐ সেনাপতির সন্তান গুলিকে লইয়া তাহার ও তাহার বন্ধু বর্গের প্রত্যক্ষে পাত্রের উপর ঐ বালকদের মস্তক রাখিঁয়া ছেদন পূর্ব্বক তৎপাত্রস্থ রক্তপান করিল। তৎপরে, বড় ভয়ঙ্কর সমর হইয়া উঠিল, কেননা উভয় দলেই ক্রোধে এবং নৈরাশ্যতায় পরিপূর্ণ হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু শেষে মিশরীয় লোকেরা পরাভূত হইয়া মেমফিষনামে নগরে পলায়ন করিলে পর, কেম্বাইসিষ এক দূতকে পাঠাইলেন, যে তুমি গিয়া বল, তাহারা যেন আমার শরণাগত হইয়া থাকে। তাহাতে তাহারা এই বাক্য শুনিবামাত্র অতিশয় ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ঐ দূতের অঙ্গ সমস্ত বিদীর্ণ করিয়া তাহার মৃত দেহ নগর মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া গেল; পরন্তু পারসীরা অনায়াসে সেই নগর অধিকার করিল। আর অনুমান হয়, যে এই নিষ্ঠুর কর্ম্ম কেবল ইতর লোকেই করিল, কিন্তু তাহার সমুচিত প্রতিফল উহাদের তৎকর্ম্ম করণে অনিবারক যে প্রধান লোক সকল, তাহাদের উপরে ঘটিল।

নগর করতলস্থ হইলে দশ দিবসের পর ঐ স্থানের রাজা যে পসামেনিটস তাঁহাকে অপমানিত করিয়া নগরের প্রান্তভাগে লইয়া অপার দুঃখসাগরে মগ্ন করিল। কি রূপ দুর্দ্দশাপন্ন করিল না, তন্নগরস্থ অনেক বিশিষ্ট কুলোদ্ভূত ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাকে একটা উচ্চ স্থানে বসাইল, ও তাঁহার কন্যাদের দাসীবেশ ধরাইয়া একটা ঘট হস্তে প্রদান পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মানা করিল, কেননা ঐ ঘট হাতে দেওয়া অতি নীচ দাসীত্বের চিহ্ন ছিল। আর ঐ রাজকন্যার পশ্চাদ্ভাগে মিশর দেশীয় প্রধান লোকদের কন্যাগণ তদ্মত বেশ বিশিষ্টা হইয়া আপনাদের দুরবস্থা প্রযুক্ত রোদন ও শোকোক্তি করিতে লাগিল, ইহাতে পসামেনিটসের নিকটস্থ তাহাদের পিতৃগণ তাহা দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল; কিন্তু রাজা দুঃখার্ণবে ডুবিয়া রোদন না করিয়া কেবল অধোদৃষ্টিতে রহিলেন।

আর ঐ কন্যাসকলের পশ্চাত্তে পসামেনিটসের পুত্র এবং দুই সহস্র ভদ্র লোকের যুবা সন্তান, তাহাদের মুখ মধ্যে লাগাম ও গলদেশে রজ্জু প্রদান করিয়া মিশরীয় লোক কর্তৃক পূর্ব্ব হত যে পারসী দূত, তাহার উদ্দেশে এই সকলের প্রাণ নষ্ট করিতে উপস্থিত করিল। তাহাতে মিশরাধিপতি মূঢ়ের ন্যায় কেবল অধোবদনে রহিলেন; কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থ মিশরীয় লোক বিলাপযুক্ত রোদন করিল। পরে চৈতন্যের লেশচিহ্ন হত যে ঐ রাজা, তিনি জনসমূহের মধ্যে মহা দুঃখ রূপ শূলেতে বিদ্ধ হৃদয় এই রূপ বাহ্য চিহ্নযুক্ত আপনার এক জন বিশিষ্ট বন্ধুকে দেখিবামাত্র হঠাৎ অত্যন্ত রোদন করিয়া উন্মত্তের ন্যায় মস্তকে করাঘাত করিলেন। অনন্তর কেম্বাইসিস রাজা ইহা দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি পূর্ব্বে নীরব হইয়া ছিলা, কিন্তু এইক্ষণে যে এইরূপ ব্যবহার করিলা ইহার বীজ কি? তাহাতে পসামেনিটস উত্তর প্রদান করিলেন, যে আমার এই সমস্ত পরিবারের অতিশয় বিপদ্দর্শনে উৎকট যে দুঃখোদয়, ইহাতে অশ্রুপাত নিবারণ করিল; কিন্তু শেষে এই অত্যন্ত দুঃখগ্রস্ত যে বন্ধু ইহাকে দেখিয়া রোদন করিতেছি।

এবম্প্রকার হওয়াতে মিশর দেশ পারসী রাজ্যান্তঃপাতি এক প্রদেশ হইয়া উপদ্রবের আধার হইয়া উঠিল। হায়২! দেখ দেখি, যে স্থান সর্ব্ব দেশাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যান্বিত ও সুশোভিত, আর শিল্পকার্য্য ও শাস্ত্রাদি বিদ্যার আকর; এবং জাহাজ সমূহ ও সৈন্যেতে বলবান্; অপর তন্নিকটবর্ত্তী যে নানা দেশ প্রদেশ, তাহার ব্যবস্থা স্থাপক ও অতি দূর দেশীয়দের দর্পহারক; আর রাজনীতি ও আরং সুধারা সকল শ্রদ্ধা পূর্ব্বক রক্ষা করাতে অতিশয় সুখ্যাত্যাপন্ন; এবং সাগরদ্বয়ের মধ্যস্থিত প্রযুক্ত বাণিজ্যের প্রধান স্থান, ও নিবিড় অরণ্যে বেষ্টিত হেতুক অনাক্রমণীয়; এমন উত্তম যে রাজ্য; সে অন্য দেশীয়ের আক্রমণেতে ও আপনাদের এক বাক্যতা না থাকাতে একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। আর এখন পর্য্যন্ত ও অন্যং দেশীয়েরা

কেবল সেখানকার পুরাতন ভগ্ন বস্তু ও পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অবশিষ্ট শোভা দেখিতে তদ্দেশে গমন করে।

প্রথমাধ্যায়ের প্রশ্ন।

ইতিহাসরচনাতে সকল দেশের প্রথমেতেং কেন মিশর দেশের প্রসঙ্গ করা যায়?

কোন সময়ে কে তাহার পত্তন করিলেন?

তাহার চারিদিকে যেং দেশ আছে সে সকলের নাম কি?

ঐ মিশর কয় অংশে বিভক্ত আছে?

মিশরের আদি ভাগে ও মধ্য ভাগে কিং পুরাতন সামগ্রী পাওয়া যায়?

তাহার শেষ ভাগে কিছু আশ্চর্য্য বস্তু আছে কি না?

নীল নদীর বিষয়ে কিং কহা গিয়াছে?

ঋতুতে২ ঐ দেশের কেমন২ আকার হইয়া উঠে?

ঐ দেশের সকল ভূমি কি রূপে উর্ব্বরা হয়?

নির্ঝরের কাছে কোন২ পুরাতন বস্তু আছে?

উহার বিষয়ে কিং বলা গিয়াছে?

মিরোষ হ্রদের পরিসর কত, ও সে হ্রদেতে বিশেষ উপকার কি হয়?

মিশরের বিশেষ২ স্তম্ভের বিষয়ে কিং উক্ত আছে?

যুরন্যা ঘর কোথায়, ও তাহা কি প্রকারেই বা নির্ম্মিত হইয়াছে?

মিশরেতে কোন২ বিশেষ জন্তু ও পক্ষী এবং বৃক্ষ মিলিতে পারে?

দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রশ্ন।

মিশর দেশের যে এত সুখ্যাতি ছিল তাহার কারণ কি?

তদ্দেশীয়দের রাজত্ব ও রাজনীতির শিক্ষা কেমন?

ঐ রাজ্য কি প্রকারে বিভক্ত হইয়া গেল?

তাহাদের পুরোহিতগণের ব্যবহার ও বেশ কি রূপ ছিল?

সেখানকার বিচারকর্ত্তা কোন২ নিয়মে নিযুক্ত হইতেন?

সে স্থানে যত বিধি ব্যবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে বিশেষ বিধি কি২।

তাহাদের ধর্ম্ম কি প্রকার।

তাহাদের বালকগণকে কি রূপে শিক্ষা করাইত?

জীবাত্মার বিষয়ে তাহারা কি বলিত?

তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কি রূপ রীতি ছিল?

তাহাদের শিল্পকর্ম্মে ও বিদ্যায় কেমন ব্যুৎপত্তি ছিল?

বৈদ্যক শাস্ত্রেতে তাহাদের কি প্রকার জ্ঞান ও ব্যবহার ছিল?

তাহাদের বাণিজ্য কি প্রকার?

তাহাদের ভাষা কেমন?

তৃতীয়াধ্যায়ের প্রশ্ন।

মিশর দেশের রাজগণের ইতিহাস কয় অংশে বিভক্ত আছে?

সেখানে প্রথম কে রাজা হইয়াছিলেন?

কোন দেশের লোক মিশরের উপর আক্রমণ করিল?

ঐ আক্রমণ কারিরা বহিষ্কৃত হইলে পরে কোন ব্যক্তি রাজ্য ভোগ করিলেন?

মিশরের মধ্যে প্রথম রাণী কে?

মীরিষ রাজা কোন বিষয়ে খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন?

সিষোস্ত্রীষ রাজার কি গুণ, কি২ কর্ম্ম, আর দোষইবা কি ছিল?

আক্‌টিসানিষ রাজার ব্যবহার কি প্রকার ছিল?

মেণ্ডিষ রাজার সুখ্যাতি কোন বিষয়ে ছিল?

মেম্‌ফিষ রাজার কোন দোষ ছিল?

সকলহইতে বৃহৎ যে স্তম্ভ তাহা কে নির্ম্মাণ করাইল?

গেনিফাকটস কোন বিষয়ে খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন?

পসামিতিকস কি প্রকারে রাজা হইলেন, আর তাঁহার আচরণ কেমন ছিল?

ফেরেনিকার জাহাজ যাত্রা ও যুদ্ধের বিষয় কি লেখা গিয়াছে?

তাঁহার পুত্রের নাম কি, ও কোন বিষয়ে তিনি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন?

আপ্রাইযের খ্যাতি কোন বিষয়ে ছিল?

তাঁহার উত্তরাধিকারী কে, আর কি প্রকারে আপনার সম্ভ্রম বাড়াইতে যত্ন করিলেন?

কোন রাজার রাজত্বের সময়ে, ও কাহাদ্বারা এবং কি প্রকারে মিশর রাজ্য নষ্ট হইল?

এইক্ষণে তাহার কেমন দশা হইয়া উঠিয়াছে?

উপদেশ কথা।

প্রথম অধ্যায়।

লিপি বিদ্যাবিষয়ে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের উচিত, কি জন্যে না, তাহাতে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত আমরা জানিতে পারিতেছি; আর ছাপা বিদ্যাতেও কৃতার্থ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে ঐ সকল ইতিহাস পুস্তক আমরা প্রত্যেক জন অল্প মূল্যে পাইতেছি।

ইতিহাস পুস্তক পড়াতে বিস্তর ফল দর্শে, তাহার মধ্যে একটী ফল এই, যে সেই সমুদয় বিবরণ পাঠ করিয়া আপনং ব্যবহার শুধরাইতে পারা যায়; ইহার প্রমাণ এই, যে কোন একটী কর্ম্ম যদি ক্রমেং দশ জনকে করিতে বলা যায়, তবে সকলের শেষে যে ব্যক্তি ঐ কার্য্য করে সে যেমন পূর্ব্বের নয় জন অপেক্ষা উত্তম করিতে পারে, কেননা অগ্রে তাবতের ক্রিয়া দর্শন পূর্ব্বক দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া

যাহাতে কোন দোষ না থাকে তাহাই করিতে যত্ন করে; তেমনি ইতিহাস পড়িলে এই খানি হইয়া উঠে, যে পূর্ব্বের লোক সকলের ব্যবহার জ্ঞাত হইয়া যাহাতে আপনার সু ব্যবহার হয় এই রূপ করিতে সচেষ্ট থাকে। ফলতঃ, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলের মধ্যে যাহা২ কুৎসিত তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া উত্তম কার্য্য সমস্ত গ্রাহ্য করে।

তিবীস নামে নগর ও অন্য২ প্রাচীন নগর এবং অট্টালিকা এই সকলের ভাঙ্গা কাঁতড়া দেখিয়া, আর ঐ সমস্তই বা কত বড় বৃহৎ ও ঐশ্বর্য্যান্বিত ছিল তাহা জ্ঞাত হইয়া, পৃথিবীস্থ তাবদ্বস্তুর যে কেমন অচিরস্থায়িত্ব, ইহা আমাদের বোধ হইতেছে। দেখ, যাহারা ঐ২ নগরের পত্তন করিয়াছিল, এবং যত লোক সেই২ স্থানে বাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে; তদ্রূপ অল্প দিবসের পর আমাদের এই মাটীর দেহ মাটীতে মিশাইয়া যাইবে; অতএব লোকান্তরে গমন করিতে প্রস্তুত থাকা আমাদের কর্ত্তব্য কি না।

অপর নীল নদীর কথা শ্রবণ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার যে কেমন জ্ঞান ও কি পর্য্যন্ত দয়া, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে; আর নদী সকল বিস্তর ভূমি যুড়িয়া থাকে বটে, তত্রাপি শুষ্ক ক্ষেত্র যাদৃশ আমাদিগের জীবনোপায়ের ও স্বচ্ছন্দ রূপে থাকিবার প্রয়োজনক তাদৃশ নদীও জানিবা। দেখ, নদীর জলপ্লাবনের সময়ে প্রথমতঃ এমনি জ্ঞান হয়, যে ইহাতে দেশ একে বারে নষ্ট হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহা না হইয়া বরং সেখানকার সমস্ত ভূমি উর্ব্বরা হইয়া উঠে, ও তাহার সৌন্দর্য্য জন্মে, এ যেমন তেমনি কখন২ যুদ্ধও আর২ উৎকট দুর্গতিতে ঈশ্বরের কৌশলে মনুষ্যেরা শেষে জ্ঞান ও সুখ এবং স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

মিশর দেশের তাবৎ কথা শুনিয়া এই ভূমণ্ডলস্থ ঐশ্বর্য্যের যে কেমন অনিত্যতা তাহা বুঝা যাইতেছে; আর জগৎস্থ পশু পক্ষ্যাদি অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বর মনুষ্যকে কেমন উত্তম বুদ্ধি

প্রদান করিয়াছেন, আর নিরন্তর চেষ্টা করিলে যে কি পর্য্যন্ত ফল হইয়া উঠে, ইহাও এক বার দৃষ্টি করিতে হয়। দেখ, প্রস্তরের উপর্য্যুপরি প্রস্তর স্থাপন করাতে শেষে একটা পিরামিড অর্থাৎ বৃহৎ স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে, এবং ঐ স্তম্ভ কত শত ২ বৎসর গত হইয়াছে, তথাপি অদ্যাবধি সেই রূপ বিদ্যমান আছে। আর পূর্ব্বাপর এমনি একটা প্রথা আছে, যে অবিচ্ছেদে সাধন করিলে যে সিদ্ধ না হয় এমন কার্য্যই প্রায় নাই, এই জন্যে বলি, আমরা যেন আলস্যকে কোন প্রকারে শরীরের মধ্যে স্থান না দেই। বিশেষতঃ, পরমায়ু হইয়াছে যে এক দিবস স্বরূপ, তাহার প্রত্যূষ সময় যে বালক কাল, তাহাতে গাত্রোত্থান করিয়া যেন স্তম্ভ গাঁথি; কিন্তু প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ নহে; কেননা ঐ স্তম্ভ লোকের চমৎকার বোধ হইলেও সে কেবল ভূমির ভার মাত্র; তবে কি না বিদ্যা রূপ স্তম্ভ গুম্ফন করিয়া এই রূপে উঠাই, যে পাঠের উপর পাঠ সংস্থাপন করিয়া যেন এমন বিদ্যা প্রাপ্ত হই, যাহাতে পরোপকার করিতে পারি, এবং ঐহিক পারত্রিকেও সুখী হইতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মিশরীয় লোক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কি জন্যে না তাহারা যে বলবান্ ও বড় যোদ্ধা ছিল এমন নয়, তবে কি না বিদ্যাপ্রিয়ও ছিল এ জন্যে, আর বুদ্ধিদ্বারা যে প্রকার কতক গুলি ব্যবহার ও বিধি ব্যবস্থা এবং রাজার প্রতিও যে রূপ নিয়মিত ও নিরালস্য ব্যবহার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতেও তাহাদের প্রশংসা করা যায়। আর তাবৎ আপদের মূল হইয়াছে আলস্য; অতএব নিবেদন এই, যে ক্ষণ মাত্রও আলস্য না করিয়া বিদ্যাভ্যাসে কিম্বা আর ২ উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকা উচিত।

বোধ হয়, সকল দেশীয় লোকেরাই জানিয়াছে, যে রাজ্য শাসনের জন্যে এক জন রাজার আবশ্যক বটে, এ যেমন তেমনি সকল লোকেরি জ্ঞানের আবশ্যক আছে, কেননা তদ্ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয় জয় করিবার আর উপায় নাই। দেখ, যাহার মন বশতাপন্ন না হয়, সে ব্যক্তি ভগ্ন প্রাচীর নগর ও অরাজক দেশ এই উভয়ের তুল্য।

বিচারকর্ত্তাকে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে যে কতক গুলি কথা লেখা গিয়াছে, তাহাতে এই বোধ হয়, যে মিশর দেশের লোকেরা রাজ্যের ন্যায় বিচার করা ও সত্য কথা কহা যে কেমন উচিত কর্ম্ম, তাহা জানিত; ইহাতে এই বড় খেদের বিষয়, যে এতদ্দেশে প্রায় সকলেই বাল্য কালাবধি মিথ্যা বাক্য কহিয়া কাল যাপন করে।

আর মিশরীয় লোকের এত জ্ঞান ছিল বটে, কিন্তু স্থানে২ তাহাদের অনেক ভ্রান্তিও দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে একটা এই, যে মৃত মানুষের দেহ অবিকল রাখিতে বিস্তর ব্যয় ও শ্রম করিত, ইহার প্রয়োজন কি। তাহাতে আমাদের আহ্লাদের বিষয় এই, যে মিশরীয়দের সময়াপেক্ষা আমাদের এই সময় ভাল, কারণ উহাদের যাদৃশ জ্ঞান ছিল, তাহাহইতে আমরা ঐহিক পারত্রিকবিষয়ে উত্তম জ্ঞান পাইতে পারি।

তৃতীয় অধ্যায়।

মিশর ও অন্য২ কতক দেশের পূর্ব্ব বিবরণ তত্ত্ব করিতে গেলে বোধ হয়, যে যদ্দিবসে গগণ মণ্ডল মেঘেতে আচ্ছন্ন হয়, তদ্দিনে এক স্থানে দাঁড়াইয়া দেশ দর্শন করিতে হইলে কিঞ্চিৎ দূর দেখা যায়, কিন্তু অধিক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত হয় না, কেননা মেঘেতে ঘোর দেখায়, এ যেমন তেমনি ঐ সকল দেশের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এক

প্রকার অন্ধকারে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ, তথাকার প্রধান ২ রাজগণ ও বীরবর্গ এবং তাহাদের কৃত যে বড় ২ কর্ম্ম এই সমস্তের বৃত্তান্ত প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক, যে ব্যক্তিরা কেবল সংগ্রাম ও দেশ জয় করিয়া বেড়াইত তাহাদের সুখ্যাতি না করিয়া বরং যাহারা স্থির হইয়া উত্তম ২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছে ও কৃষি কর্ম্মের কিম্বা আর ২ হিংসা রহিত বিদ্যার স্ফূর্ত্তি করিয়া তাহার উপকার করিয়াছে, তাহাদের প্রতি অনেকে মনোযোগ না করিলেও আমরা উহাদের প্রশংসা কেন না করি। আর যে স্থানে ঘাস মাত্র না থাকে, সেখানে যে ব্যক্তি এক তৃণাঙ্কুর জন্মায়, সে যদি প্রশংসাপাত্র হয়, তবে মিনিষ রাজার কার্য্যের প্রতি আমরা কি জন্যে দৃষ্টিপাত না করি; তিনি করিয়াছিলেন কি না অনেক খাল কাটিয়া এবং নীল নদীর স্রোতঃ ফিরাইয়া যে ক্ষেত্র সমুদয় পতিত ছিল, তাহা উর্ব্বরা করিলেন। অপর তাঁহার এই সকল কর্ম্ম যদি উত্তম পদবাচ্য হইল, তবে যাহাতে উত্তরোত্তর বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইয়া উঠে, এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, এমন উপায় সৃষ্টি করা আর স্বভাবতঃ দুষ্ট যে মনুষ্যের মন, তাহাকে ফলবৎ করা, অর্থাৎ কুকর্ম্ম হইতে ফিরাইয়া সুক্রিয়াতে নিযুক্ত করা, এ সকল কেমন উত্তম কর্ম্ম!

আর গঙ্গাসাগর অঞ্চলে অনেক২ চড়া আছে, তৎ প্রযুক্ত গঙ্গার মোহানা দিয়া যে জাহাজের গমনাগমন সে অতি দুষ্কর; অতএব ঐ সকল জাহাজ কলিকাতায় অতি কষ্টে আসিয়া পৌঁছে। দেখ, এমন হইতে পারে, যে সেখানে এক শত জাহাজ আছে, কিন্তু পথ প্রদর্শক কর্ণধার ব্যতিরেকে এক খানা জাহাজও অগ্রসর হইতে পারে না। সেই রূপও পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্যের দশা হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ, আমরা সকলেই ভবার্ণবে পড়িয়া সুখের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ইহাতে পরমেশ্বর পথ না দেখাইলে কেহই তাহা পাইতে পারিবে না। দেখ, ভ্রান্তি প্রযুক্ত সকলে পথ হারা-

ইয়াছি, তাহাতে কতক গুলি লোক কহে, যে ধনী হইলে সুখী হয়, কিন্তু সে কথা যে অগ্রাহ্য ইহার প্রমাণ স্বরূপ হইয়াছেন সিষক্রীশ রাজা, যে হেতুক তাঁহার যথেষ্ট ধন ও সম্ভ্রম এবং আর ঐহিক সুখের বিস্তর সামগ্রী ছিল, তত্রাপি ঐ রাজার মনোমধ্যে এমন উৎকট দুঃখ ছিল, যে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া শেষে আত্মঘাতী হইলেন। হায় ২ সুখান্বেষিণের বিষয়ে তাঁহার ভ্রম ছিল। ফল, সুখের চেষ্টা বাহ্য বিষয়ে না করিয়া অন্তরে করিতে হয়, কেননা সাংসারিক কোন বস্তুতে তাহা মিলে না, কিন্তু ঈশ্বর সেবাতে পাওয়া যায়।

পুনশ্চ লিখি, ঐশ্বর্য্যেতে মনুষ্যের বুদ্ধি যে কেমন বিগড়িয়া যায় ও মনে ২ কি প্রকার অহঙ্কার জন্মে, ইহার প্রতি এক বার দৃষ্টি পাত কর। দেখ, ঐ রাজা জয়চিহ্ন সংস্থাপনার্থে স্তম্ভ সকল নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে যে কথা লেখাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমাদের কেমন মনস্তাপ জন্মে।

এই ইতিহাসের শেষে যে কতক গুলি কথা লেখা গিয়াছে, তাহাতে সিষক্রীশ রাজাকে এক বন্দি রাজা চক্রস্থ কাষ্ঠের দৃষ্টান্ত দিয়া যে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা এখন আমাদের মনে উদয় হয়। আর সেই কথা যেমন ব্যক্তির উপর বর্ত্তে তেমনি রাজ্যের প্রতিও খাটে, তাহার শাক্ষী দেখ। মিশর পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যহইতে এক প্রধান রাজ্য ছিল, কিন্তু এইক্ষণে যে কতক গুলি ভাঙ্গা কাঁতড়া পড়িয়া আছে, সে কেবল পূর্ব্বের ঐশ্বর্য্যের স্মরণার্থক চিহ্ন মাত্র।

CHAPTER II.

OF THE ASSYRIANS AND BABYLONIANS.

দ্বিতীয় ভাগ।

আশর ও বাবেল রাজ্যের বিবরণ।

দ্বিতীয় ভাগ।

আশর ও বাবেল রাজ্যের বিষয়।

১ প্রথম অধ্যায়।

আশরীয় প্রথম রাজ্যের বিবরণ।

পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যের মধ্যে আশর রাজ্য অতিশয় প্রধান ছিল। অনুমান হয় যে নিম্রোদ নামক রাজা এই প্রথম রাজ্যাধিকারের সংস্থাপক ছিলেন, এবং এই রাজা অবধি করিয়া সারদনাপালস্ নামে শেষ রাজা পর্য্যন্ত এক হাজার চারি শত পঞ্চাশ বৎসর ঐ রাজ্য মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত ছিল, কিন্তু কখন বা তাহার ন্যূনতাও হইত। আর নিম্রোদ অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন, কিন্তু আয়াস পূর্ব্বক এই সাহসিক কর্ম্ম করাতে তাঁহার দুইটি অভিপ্রায় ছিল। তাহার প্রথম এই, যে হিংস্রক জন্তুর উপদ্রব ও ভয়হইতে আপন প্রজা লোকদিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদের তুষ্টি জন্মান। আর দ্বিতীয় ঐ মৃগয়াদ্বারা অনেক যুবা পুরুষকে অস্ত্র শস্ত্রে পারগ করিয়া ও স্বীয় আজ্ঞা পালনে এবং শ্রম ও দুঃখ সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত করিয়া মৃগয়াপেক্ষা আরং ভারিং কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে প্রস্তুত করা।

এই রাজ্যের প্রধান নগর বাবেল। ঐ নিম্রোদ সেখানহইতে প্রস্থান করিয়া আশর নামক যে দেশ, তথায় গিয়া নিনিবী নামে এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু এ জয়ি ব্যক্তি আশরের সকল প্রদেশ পাইয়াও একটা উপদ্রবির মত তাবৎ লুটপাট না করিয়া বরং স্থানে ২ সুশ্রেণী পূর্ব্বক নগর ও গ্রাম স্থাপিত করিলেন, তাহাতে পূর্ব্ব স্থাপিত প্রজাদিগের যেমন প্রিয়পাত্র ছিলেন নূতন প্রজাগণেরও তেমনি প্রিয়তম হইলেন। পরন্তু তাবৎ নগর অপেক্ষা যে নগর

বৃহৎ ও মনোরঞ্জন, তাহা তিনি ভাল রূপে নির্ম্মাণ করিয়া আপন পুত্র যে নিনস্, চিরকাল তাঁহার স্মৃতি করাইতে ঐ যুবরাজের নামানুসারে নগরের নাম নিনিবী রাখিলেন।

অনেক লোকের বিবেচনায় আইসে যে নিম্রোদের পুত্র নিনস্ কিম্বা বিলস্ইবা হউক আশরের প্রথমাধ্যক্ষ ছিলেন, তন্নিমিত্তে তাঁহার পিতৃকৃত অনেক কর্ম্মের নাম তাঁহার নামানুসারে রাখা গিয়াছিল। পরে তিনি আপন রাজ্য বাড়াইতে ইচ্ছা করিয়া সেই অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে যেং সেনাপতি ও যেং সৈন্যগণ পারগ, তাহাদিগকে প্রস্তুত করিলেন। তদনন্তর নিকটবর্ত্তী যে আরবীয় লোক তাহাদের আনুকূল্য পাইয়া স্থানান্তরে যুদ্ধার্থে চলিলেন, তাহাতে সত্তর বৎসরের মধ্যে নানা দেশ অর্থাৎ মিশর প্রভৃতি দেশ দমন করিলেন; কিন্তু হিন্দুস্থান ও ব্যাক্‌ট্রিয়া পর্য্যন্ত গিয়া ঐং দেশ আক্রমণ করিতে ভীত হইয়া তৎকালে ক্ষান্ত ছিলেন।

নিনস্ আপনার রাজধানীতে পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া আর কোন দেশ করতলস্থ করিবার পূর্ব্বে মনোমধ্যে এই স্থির করিলেন, যে আত্ম পরাক্রমের বাহুল্যেতে যদি এক বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট নগর বানাই তবে আমার সুখ্যাতি চিরকাল থাকিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া টিগ্রীষ নদীর পূর্ব্বতটে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম নিনিবী রাখিলেন; তাহাতে এই অনুমান হয়, যে তিনি তাঁহার পিতার আরম্ভিত ঐ কর্ম্মের কেবল নিষ্পত্তি করিলেন। আর নিনসের এই অভিপ্রায় ছিল, যে নিনিবী নগর সর্ব্বাপেক্ষা এমন উৎকৃষ্ট ও প্রধান হয় যে আমার কোন উত্তরাধিকারী যেন এরূপ না করিতে পারে। ইহা ও যথার্থ বটে; কেননা এই নগরের মত মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত অন্য কোন নগর আর কখন হয় না। ঐ নগর চতুষ্কোণ, তাহা দীর্ঘে প্রায় নয় ক্রোশ এবং প্রস্থে ছয় ক্রোশ, সুতরাং উহার চারিদিকে ত্রিশ ক্রোশ; ও তাহার প্রাচীর পঞ্চাশ হাত উচ্চ, ও ওসার এমন প্রশস্ত যে তিন খান রথ তাহা দিয়া একেবারে যাইতে পারে। আর তাহা এক

শত হাত উচ্চ এমন এক শত মূর্চ্চাতে বিভূষিত ও রক্ষিত ছিল।

নিনস্ এই পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ব্যাক্‌ট্রিয়া দেশের লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। আর এই উক্ত আছে, যে তাঁহার সত্তর লক্ষ পদাতিক, এবং দুই লক্ষ অশ্বারূঢ় সৈন্য, ও যে রথের চাকাতে বড় ২ ছোরা থাকে এমন ষোল হাজার রথ এই সকল ছিল। পরে তিনি বিস্তর নগর জয় করিয়া দেশের প্রধান নগর যে ব্যাক্‌ট্রিয়া, তাহা সসৈন্যে ঘেরিলেন, কিন্তু তাঁহার এক জন সেনাপতির যে স্ত্রী ছিল সে বড় বলবতী ও অত্যন্ত সাহসযুক্তা, তাহার নাম সিমিরামিষ্, সে যদি তদ্বিষয়ে তাঁহার সাহায্য না করিত তবে বোধ হয় যে তিনি বিপদ সাগরে মগ্ন হইতেন। আর সে করিয়াছিল কি, না যে২ উপায়ে গড় আক্রমণ করিতে হইবে তাহা নিনস্ রাজাকে শিক্ষাইল, তিনি তদনুসারেই ঐ স্থান জয় করিলেন: এবং তন্নগরাধিকারী হইয়া তাহাতে বিপুল ধন পাইলেন। অপর ঐ স্ত্রীর প্রেম রূপ রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া তাহার স্বামির প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ ছিলেন; অতএব উহার স্বামী রাজভয়েতে সেখানহইতে পলাইয়া আত্মঘাতী হইল, পরে রাজা ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন।

নিনিবী নগরে তিনি পুনরাগমন করিলে পর ঐ রাজার সেই স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিল, ঐ সন্তানের নাম নিনিয়স্ রাখা গেল, তাহার কিছু কাল পরে রাজা ঐ রাণীকে রাজ্য সমর্পিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। পরে রাজ্ঞী তাঁহার স্মরণার্থে ও সম্ভ্রমার্থে তাঁহার কবর স্থানে একটা বড় আশ্চর্য্য স্তম্ভ বানাইলেন, নিনিবী নগর উচ্ছিন্ন গেলে পরও সেটা অনেক কাল পর্য্যন্ত ছিল।

ঐ সিমিরামিষ্ রাণী কোন আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা আপনার নাম অক্ষয় করিতে এবং নিজের পূর্ব্বের ক্ষুদ্রতা ঢাকাইতে বড়

নচেষ্টিতা ছিলেন; অতএব আপনার পূর্ব্ব পুরুষের তাবৎ কীর্ত্তি অপেক্ষা নিজের এক মহৎ কীর্ত্তি প্রকাশ করিবার জন্যে বাবেল নামে এক বৃহন্নগরের পত্তন করিতে স্বকীয় রাজ্য-হইতে বিশ লক্ষ লোককে নিযুক্ত করিলেন। আর ঐ রাণীর উত্তরাধিকারিরা ঐ মহা নগর বিস্তীর্ণ এবং সুশোভিত করিয়া এমত উৎকৃষ্ট করিল, যে শেষে পৃথিবীর মধ্যে ঐ ক্রিয়া আশ্চর্য্য রূপে গণিত হইল।

এই নগর প্রাচীর, দ্বার, সেতু, হ্রদ, খাল, রাজগৃহ, দেবমন্দির এই সকলেতে প্রসিদ্ধ ছিল। আর ঐ সমস্ত এমনি আশ্চর্য্য ছিল যে প্রায় তাহা কেহই নির্ব্বচিতে পারিত না।

বাবেল নগর এক মহামাঠের মধ্যে স্থাপিত ছিল, ও তাহার প্রাচীর অত্যাশ্চর্য্য, তাহা চৌষট্টি হাত চৌড়া ও দুই শত বত্রিশ হাত উচ্চ। আর সে নগর চতুরস্র, তাহার প্রত্যেক দিক্ সাড়ে সাত ক্রোশ লম্বা, সুতরাং চতুর্দ্দিকে ত্রিশ ক্রোশ আয়তন ছিল; ও সে অতিবৃহৎ আর ইষ্টকদ্বারা গ্রথিত; এবং সে দেশে এক প্রকার আটা জন্মে তাহাতে তাহার গাঁথনি ছিল, তৎপ্রযুক্ত সে প্রাচীর পর্ব্বতের মত শক্ত ছিল।

প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে জলেতে পরিপূর্ণ এক খাল ছিল, সেই খালের উভয় পার্শ্ব ইষ্টকের দ্বারা গ্রথিত। সেই খালের মৃত্তিকাতে নগরের প্রাচীরের ইষ্টক প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহাতে বুঝ যে সে খাল কত বড়।

এই মহাচতুষ্কোণ নগরের প্রত্যেক দিকে পিত্তলময় পচিশ২ দ্বার ছিল, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে স্থানে২ প্রাচীরহইতে ও উচ্চ দুর্গ সকল ছিল; আর প্রত্যেক দ্বারহইতে তৎসম্মুখবর্ত্তি দ্বারপর্য্যন্ত এক শত হাত চৌড়া ও সাড়ে সাত ক্রোশ লম্বা এমন সোজা এক রাজপথ ছিল, এই ক্রমে ঐ নগরের মধ্যে এই প্রকার পঞ্চাশটা রাজপথ ছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত চারিদিকে চারিটা বড় রাজপথ ছিল, সে প্রতি রাজ-

পথ এক শত তেত্রিশ হাত চৌড়া। এই প্রকার পথদ্বারা ছয় শত ছেহত্তর চতুরস্রু পল্লী ছিল; তাহার প্রত্যেক পল্লী চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ পরিমিত, এবং ঐ প্রতি পল্লীর চতুষ্পার্শ্বে অতি সুন্দর গ্রথিত ও নানা ভূষণে ভূষিত এমন তেতালা ও চৌতালা বাটী ছিল। আর ঐ সকল পল্লীর মধ্যস্থলে কেবল উদ্যান।

ঐ নগরের মধ্যে উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ ফরাৎ নামে নদী বহিত, ও সে নদীর উভয় তীরে নগরের প্রাচীরের মত চৌড়া প্রাচীর ছিল, আর সেই উভয় পার্শ্বস্থ প্রাচীরে পিত্তলময় দ্বার সমস্ত ছিল, এবং নগরস্থ লোকের উপকারের জন্যে তাহার বাঁধা ঘাট ছিল। রাত্রিতে সেই সকল দ্বার বদ্ধ করিলে দুই নগর জ্ঞান হইত।

নগরের মধ্যে নদীর উপরে অতি সুন্দর এক সেতু ছিল। ঐ সেতু অত্যাশ্চর্য্য রূপে গ্রথিত হইয়াছিল, যেহেতুক নদীর তলায় বালি ছিল, ও তাহার খীলান শক্ত প্রস্তরেতে গ্রথিত, এবং লৌহ ও সীসা-দ্বারা পাতর সকল বদ্ধ। আর সেতু গাঁথিবার পূর্ব্বে ঐ নদীর স্রোত অন্য পথে ফিরাইয়া গাঁথিয়াছিল।

নগরের নিকটে যে হ্রদ ও খাল কাটা গেল, সে অতিশয় আশ্চর্য্য, ও অত্যন্ত কর্ম্মোপযুক্ত। আর ফরাৎ নদীর উৎপত্তি স্থান যে আরমানী পর্ব্বত, তাহাতে গ্রীষ্ম কালে জমাৎ জল গলিয়া ঐ নদীতে বন্যা হইত, এই প্রযুক্ত নগরে ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দেশে লোকদের কষ্ট হইত, তন্নিবারণার্থে নগরের উজানে কতক দূর দুই মহাখাল কাটা গেল, ও সেই খালের দ্বারা বন্যার জল সকল টিগ্রিষ নদীতে পড়িত. এবং বন্যার জল নদীর উভয় তীরস্থ দেশ নষ্ট যেন না করে, এই নিমিত্ত নদীর উভয় পার্শ্বে উচ্চ প্রাচীর গাঁথা গেল।

ঐ প্রাচীর গাঁথিবার কারণ বাবেল নগরের পশ্চিম ভাগে প্রত্যেক দিকে বিশ ক্রোশ পরিমিত ও তেইশ হাত গভীর ফলতঃ চারিদিকে আশী ক্রোশ আয়তন এমন এক হ্রদ কাটা গেল; এবং ঐ হ্রদের মধ্যে তাহারা ফরাৎ নদীর জল আনাইল, ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে

পুনর্ব্বার ঐ জল ফরাৎ নদীতে আনাইল। কিন্তু বৎসরং বন্যা হইলে ফরাৎ নদীর দ্বার দিয়া বহিয়া নগর নষ্ট যেন না করে, এই নিমিত্ত সেই হ্রদ বজায় রাখিল। দেশের উপকারার্থে তাহার মধ্যে সম্বৎসরের জল রাখিত, এবং অনেক প্রকার ক্ষুদ্রং খালদ্বারা সে জল চতুর্দ্দিকের ক্ষেত্রে দিত। অতএব ঐ হ্রদহইতে দেশের দুই প্রকার উপকার হইল; যে বন্যা হইলে জল ঐ হ্রদে থাকিত ও উপরের দেশ ডুবাইত, ও বন্যা না হইলেও ঐ হ্রদের জলদ্বারা ক্ষেত্রে শস্যাদি জন্মিত। কেহং কহে যে নিবুকদনেসর রাজা এই সকল কর্ম্ম করিলেন, ও অন্যে কহে ঐ রাজার পুত্রবধূ ইহা করিল।

নগরের মধ্যে সেতুর উভয় পার্শ্বে দুই রাজগৃহ ছিল, তাহার এক রাজগৃহহইতে অন্য রাজগৃহে যাইতে ঐ নদীর নীচে দিয়া পথ ছিল, সে পথ নদীর শুষ্কতা দশাতে প্রস্তুত করা গিয়া ছিল। নদীর পূর্ব্ব পার্শ্বে যে প্রাচীন রাজগৃহ ছিল, সে চতুর্দ্দিকে দুই ক্রোশ। ও নদীর পশ্চিম পার্শ্বে যে নূতন রাজগৃহ ছিল, সে চতুর্দ্দিকে পৌনে চারি ক্রোশ। সেই নূতন রাজগৃহের চতুর্দ্দিকে এক প্রাচীর অন্য প্রাচীরের মধ্যে এই রীতিক্রমে তিন প্রাচীর ছিল, ঐ সকল রাজগৃহের প্রাচীরের উপরে প্রস্তরে লিখিত নানা প্রকার জন্তুর আকার ছিল। নূতন রাজগৃহে অতিখ্যাত ঝুলান নামে উদ্যান ছিল। ঐ উদ্যান চতুষ্কোণ, ও তাহার প্রত্যেক দিক্ দুই শত ছেশট্টি হাত পরিমিত। আর তাহার গুম্বন এই রূপ ছিল, যে মৃত্তিকার উপরে খীলান করিয়া তাহার উপরে ছাত করিল। সেই ছাতের উপরে পুনর্ব্বার খীলান করিয়া তাহার উপরে ছাত করিল। এই মত খীলানের উপরে খীলান করিল, যে পর্য্যন্ত নগরের সমান হইয়া উঠিল। পরে সকলের উপরিস্থ খীলানের উপরে সাড়ে দশ হাত লম্বা আড়াই হাত চৌড়া এমত বড়ং পাতর রাখা গেল। পরে এক প্রকার আটাদ্বারা নল সংলগ্ন করিয়া বিছাইল, তাহার উপরে

দোহারা করিয়া ইষ্টক গাঁথিল, তাহার উপরে অতিশয় শক্ত করিয়া সীসার দ্বারা মোড়াইল। উদ্যানের মৃত্তিকার রস গলিয়া না পড়নের কারণ এই সকল প্রক্রিয়া করা গেল। ছাতের উপরে এত মৃত্তিকা দেওয়া গেল, যে বটবৃক্ষ পর্য্যন্তও সেখানে আপন মূল দৃঢ় করিতে পারিত। আর সে উদ্যানে সকলহইতে বৃহদ্বৃক্ষ ও যাহার পত্র পুষ্পাদিতে উদ্যান শোভা পায়, সে বৃক্ষও রোপণ করা গেল।

ইতিহাসবেত্তারা কহে, যে নিবুকদ্‌নেসর রাজার স্ত্রী আমাতস্‌ মিদীয় দেশের রাজার কন্যা ছিলেন। তিনি আপন দেশের পর্ব্বত ও উদ্যান দর্শনে উৎসুকা ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তিনি বাবেল নগরে এই রূপ উদ্যান সন্দর্শন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, তাহাতে নিবুকদ্‌নেসর তাঁহার তুষ্টির নিমিত্ত এই রূপ করিলেন।

বাবেল নগরে পঞ্চম আশ্চর্য্য বেল দেবতার মন্দির; সে চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত, এবং চারি শত আশী হাত উচ্চ। সে মন্দির আট তালা, ও তাহার গাত্রে লগ্ন সোপান ছিল, এবং সে সোপানদ্বারা চতুর্দ্দিকে আট বার প্রদক্ষিণ করিয়া উপরে উঠিতে হইত। আর মন্দিরের উপরে গ্রহ নক্ষত্রাদির দেখিবার স্থান ছিল, তাহার দ্বারা বাবেল নগরীয় লোকেরা অন্য সকল জাতিহইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিপুণ হইল। কিন্তু ঐ মন্দিরের মধ্যে বেল নামক দেবতার সংস্থাপন ছিল, আর ঐ দেবতার স্বর্ণময়ী এক মূর্ত্তি সাতাইশ হাত উচ্চ ছিল, তাহার মূল্য দুই কোটি ছেষট্টি লক্ষ টাকা।

অত্যাশ্চর্য্য রূপ গ্রথিত যে ঐ মহানগর, তাহা এখন এমত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যে প্রায় তাহার নিদর্শনস্থানও নাই। এবং তাহার সৌন্দর্য্য যুক্ত উদ্যান, ও বৃহৎ প্রাচীর, ও ঐশ্বর্য্যশালি মন্দির, এই সকলের এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরেও এখন দেখা যায় না।

এবং সে দেশের লোকেরা এখন প্রায় জানে না, যে স্বদেশে পূর্ব্বে এই রূপ মহানগর ছিল, কিন্তু অন্য২ জাতিদের মধ্যে তাহার বিবরণ আছে।

পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল অতি উত্তম প্রাচীরাদিদ্বারা বাবেল নামে যে মহা নগর, সে অতিশয় খ্যাত হইল, এবং প্রাচীন ইতিহাসরচকেরা বলেন, যে সিমিরামিস রাণী প্রায় ঐ সকলি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তিনি সেচ্ছানুসারে ঐ মহানগর শীঘ্র প্রস্তুত করাইতে আপনার মনোনীত এবং বিশ্বস্ত যে লোক সকল, তাহাদিগকে ডাকিয়া ঐ নগর নির্ম্মাণ করিতে যে২ সামগ্রীর প্রয়োজন ছিল তাহাও তাবৎ দিয়া প্রত্যেককে কিছু২ করিয়া বানাইতে দিলেন, এই প্রকারে কেবল তাহারি আজ্ঞা প্রমাণে ঐ সকল কার্য্য অতি ত্বরায় সম্পন্ন হইল। তদনন্তর রাজমহিষী এই সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া আপনার সকল রাজ্য দেখিতে স্থানে২ বেড়াইতে লাগিলেন; এবং যেখানে২ যান সেখানে২ প্রয়োজনানুসারে নগর ও গ্রাম এবং তাহার সৌন্দর্য্যের কারণ আর২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া, এই সকল আপনার মহিমার চিহ্ন স্বরূপ করিয়া সংস্থাপন করেন। বিশেষতঃ, যে২ স্থানে জলাভাব ছিল, সেই২ স্থানে জলানয়নার্থে বড়২ জলের নালা কাটান,এবং পর্ব্বতদ্বারা যে সকল স্থান উচ্চ ও নিম্ন হইয়াছিল, সেই২ পর্ব্বত কাটাইয়া নীচ স্থান সকল পূরাইয়া ঐ সমস্ত ভূমি সমান পূর্ব্বক রাজপথ সকল সোজা করিয়া প্রস্তুত করাইয়া দেন। আর পূর্ব্বে প্রজারা যুক্তি পূর্ব্বক স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, যে কোন বিশেষ সময়ে রাণীকে বধ করিয়া রাজ্য লইব, তাহা তাঁহার দর্শন মাত্রেই ঘুচিয়া গেল। ইহাতে দেখ দেখি, যে প্রজা লোকদের কাছে তাঁহার কত দূর পর্য্যন্ত সম্মান ছিল।

তাঁহার পতি তাঁহাকে যে মহারাজ্যের কর্ত্রী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা পাইয়াও তিনি পরিতুষ্ট না হইয়া কাফরি দেশের প্রধান এক ভাগ জয় করিয়া লইয়া আপন রাজ্য বাড়াইলেন।

পরে হিন্দুস্থান জয় করিবার জন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া আপনার ঐ বৃহৎ রাজ্যের যত দেশ প্রদেশ ছিল, তাহাহইতে অসংখ্য সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে একত্র করিবার জন্যে বেক্‌ত্রা নামক এক স্থান স্থির করিলেন। আর হিন্দু লোকদের বিস্তর বড় ২ হস্তী ছিল, কেননা তাহাদ্বারা তাহারা যুদ্ধ করিত; অতএব ঐ হস্তিগণ তাহাদের এক প্রকার প্রধান বল ছিল। কিন্তু ঐ রাণী তাহাদিগকে বঞ্চনা করিবার মনস্থ করিয়া উট গুলাকে হাতির মত সাজাইলেন। পরে হিন্দু রাজা তাঁহার আগমনের সম্বাদ পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে এক জন দূতকে প্রেরণ করিলেন, যে তুমি গিয়া তাঁহাকে এই ২ কথা জিজ্ঞাসা কর, যে তুমি কে? আর আমাদের রাজা তোমার কোন অপকার করেন নাই, তথাপি কোন বিচারে মিথ্যা দুঃখ দিতে ও তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে আসিয়াছ? ও পরের পরাক্রম না জানিয়া সাহস পূর্ব্বক যে এই কু ব্যবহার করিতেছ, ইহার উপযুক্ত দণ্ড ত্বরাতেই দেওয়া যাইবে। অনন্তর ঐ দূত গিয়া রাণীকে এই সকল কথা কহিলে, রাজ্ঞী ইহা শুনিয়া উত্তর দিলেন, যে তোমার রাজাকে বল গিয়া, যে আমি আপনার পরিচয় শীঘ্র যাইয়া আপনি দিব, এই কথা কহিয়া তিনি সিন্ধু নদীর নিকটে গিয়া পৌঁছিলেন। পরে বিস্তর নৌকা প্রস্তুত করিয়া সসৈন্য পার হইতে ২ অনেক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল, ইহাতে ও পারে উত্তরিবার বাধ জন্মিল, কিন্তু শেষে এক বার তুমুল সংগ্রাম পূর্ব্বক আপনার শত্রুকে জয় করিয়া ঐ নদী পার হইলেন, তাহাতে হিন্দুদের হাজার হইতেও অধিক নৌকা জলে মগ্ন হইয়া গেল, ও এক লক্ষ সৈন্য তাঁহার হাতে ধরা পড়িল।

রাণী আপনার জয়ে প্রফুল্লচিত্তা হইয়া সিন্ধু নদীতে যে নৌকার সেতু করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে ষাটি হাজার সেনাকে সেখানে রাখিয়া ঐ দেশের ভিতর প্রবেশ করিলেন; ইহাতে হিন্দু

রাজারও মত ছিল, কেননা রাণীর সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল; অতএব আপন দেশের মধ্যে পলাইয়া যখন অনুমান করিলেন, যে আর যাইবার আবশ্যক নাই, তখন ঐ রাজমহিষীর সঙ্গে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে কেবল সাজান যে কাল্পনিক হস্তি সকল তাহারা প্রকৃত হস্তির প্রতাপ সহিতে না পারাতে ঐ সমস্ত হাতী রাণীর সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিল, ও পথিমধ্যে যে সকল সেনা ছিল তাহাদিগকেও পদতলে দলিয়া ফেলিল; ইহাতে সেনাগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রাণ ভয়ে পলাইল। পরন্তু রাজ্ঞী তাহাদিগকে একত্র করিতে ও তাহাদের সাহস জন্মাইতে বিস্তর যত্ন করিলেন, কিন্তু তাবৎ বিফল হইল। শেষে আপনি অশ্বের বেগ গতি প্রযুক্ত শত্রুহস্তহইতে রক্ষা পাইয়া রণস্থলহইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহার সৈন্য সকল নদী পার হইবার জন্যে ঐ নৌকাসেতুর উপরে অত্যন্ত ঘেঁষা ঘেঁষি করিয়া বড় গোলমাল ও কলহ করিতে লাগিল, তাহাতে অনেকেও মারা পড়িল। আর আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ যে সকল লোক তাহারা পার হইবা মাত্র রাণী নৌকাসেতু ভাঙ্গিয়া শত্রুর আক্রমণ নিবারিলেন। ঐ সিমিরামিধ রাণী আর তাহার পর সেকন্দর রাজা এই দুই জন ছাড়া সিন্ধুনদী পার হইতে আর কাহারো সাহস ছিল না।

ঐ রাণী হিন্দুস্থানহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া নিজরাজধানীতে ফিরিয়া আইলে পর সন্ধান পাইলেন, যে তাঁহার নিনীয়স নামা পুত্র আপন প্রধান সেনাপতির সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছেন, যে রাজ্ঞীর প্রাণ দণ্ড করিয়া আপনি রাজা হইব; অতএব রাণী ঐ কুমন্ত্রি সেনাপতিকে আর কোন শাস্তি না দিয়া কেবল কারাগারে বদ্ধ করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপন সিংহাসন ছাড়িয়া তাহাতে ঐ পুত্রকে বসাইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

নিনীয়স যে পিতামাতাহইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তত্তুল্য কোন আচরণ না করিয়া, কেবল নিজ রাজধানীতে সুখামোদে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। আর কুত্রাপি প্রায় কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেও যাইতেন না, এবং তিনি আপন প্রজালোককে স্বং কার্য্যে সর্ব্বদা নিবিষ্ট রাখিবার জন্যে রাজ্যের সকল স্থানহইতে বিস্তর সৈন্য আনাইয়া তাহাদিগকে একত্র করিয়া সেনাপতির সহিত নিনিবী নগরে রাখিতেন। আর আপনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত এক জন সেনাপতিকে তাহাদের সকলের উপর কর্ত্তা করিয়া দিয়া এক বৎসর গত হইলে উহাদিগকে পরিবর্ত্ত করিয়া ঐ রূপ অন্য সৈন্যগণকে নিযুক্ত করিতেন। ইহার ভাব এই, যে দশ জনে ঐক্য হইয়া এক জন মহতেরো মন্দ করিতে পারে, অতএব সেনাপতিরা পাছে অবকাশ পাইয়া সৈন্যের সঙ্গে প্রীতি করিয়া কোন প্রকারে তাঁহার মন্দ করে, এই জন্যে তিনি এমত করিতেন।

নিনীয়স অবধি করিয়া সার্দনাপলস্ শেষ রাজা পর্য্যন্ত ত্রিশপুরুষ, কিন্তু নিনীয়সের যে রূপ আচরণ তদ্রূপ তাঁহার উত্তরাধিকারিদেরও ছিল, বরং তাঁহাহইতে তাহাদের আরও অধিক আলস্য ছিল, কেননা তাহারা রাজকীয় কর্ম্ম না করিয়া সর্ব্বদা সুখভোগ করিত, আর এই সকল রাজারা কোন সময় রাজত্ব পাইয়া কত দিন পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করিল, আর কিং কর্ম্ম করিল, এই সকল ও তাহাদের বংশাবলী ইহা প্রায় কিছুই জানা যায় না।

সর্ব্বশেষের রাজা যে সার্দনাপলস তাঁহার কৃত যত কর্ম্ম সে সকল এক প্রকার অপকীর্ত্তির দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারে, এবং তাঁহার যে সকল কাহিনী শুনিতে পাই, তাহা যদি সত্য হয় তবে তিনি সমূহ অপযশের আধার হইয়া বড় কুপাত্র ছিলেন বটে। আর তিনি কি অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন, না কখনং স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপপত্নীর সঙ্গে সূতা কাটিতেন, এবং কখনবা স্ত্রী লোকের অলঙ্কার সর্ব্বাঙ্গে

পরিয়া ও তাহাদের মত অলকা তিলকাদিদ্বারা বেশভূষা করিয়া নির্ল্লজ্জ রূপে লম্পটতা করিতেন। পরে ঐ দুরাত্মার এই সকল কুব্যবহার প্রযুক্ত তাঁহারি দুই জন প্রজা ক্রোধেতে হউক কিম্বা রাজত্ব লইবার আশাতেই বা হউক, তাঁহাকে সিংহাসনহইতে দূর করিতে মনস্থ করিল; কিন্তু ঐ দুই জন প্রজার এক জনের নাম আবাসীস, সে মিডীয় দেশ জাত এক প্রধান সেনাপতি ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম বিলীসীস, সে বাবেল নগরোদ্ভূত এক পুরোহিত, এবং বড় গণক ছিল। কিন্তু সে প্রথমে আপনার মনে ২ পরামর্শ করিয়া ঐ আবাসীসকে আনিয়া কাল্পনিক কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাক্যেতে তাহার অন্তঃকরণে ফল দর্শাইয়া দিল। তৎকালে রাজা আপনার অসাবধানতা প্রযুক্ত উহাদের কর্ত্তব্য জানিতে না পারিয়া, আর কোন অভিপ্রায়ে সেনাপতি গণকে নানা স্থানহইতে আনাইয়া নিনীবি নগরে একত্র করিয়াছিলেন। এই সময়ে ঐ দুই জন সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে গিয়া মিলিল, তাহাতে তাহারাও ঐ পরামর্শে সম্মত হইয়া যুক্তি পূর্ব্বক বৎসর২ যে সেনাগণকে আনা যাইত তাহাদিগকে সম্বাদ দিয়া আনাইয়া রাজার উপরে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। ইত্তোমধ্যে রাজা এই সকল অনর্থের সমাচার শুনিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে গিয়া গুপ্ত ভাবে রহিলেন। কতক দিনের পরে সৈন্যের সঙ্গে নিজের যাওনের নিতান্ত আবশ্যক জানিয়া সেনাগণকে লইয়া রণ সজ্জা পূর্ব্বক নগরের বাহিরে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিন বার রণজয় করিলেন, কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া নিনীবি নগর পর্য্যন্ত পলায়ন পূর্ব্বক শীঘ্র ঐ নগরের দ্বার বন্ধ করিয়া অরিগণকে আটকাইলেন, এবং মনে ২ এই ভরসা বান্ধিলেন, যে এমন শক্ত বজ্রতুল্য প্রাচীরেতে আবৃত যে এই নগর, ইহা শত্রুরা কখন মারিয়া নিতে পারিবে না; অতএব প্রচুর খাদ্যদ্রব্যেতে পরিপূর্ণ যে এই স্থান, ইহাতে থাকিয়া অনায়াসে কাল কাটাইতে পারিব, ইহা ঠাহরাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার ভিতরে রহিলেন।

পরে তাঁহার বিপক্ষদের ছাউনি সকল ঐ নগর ঘেরিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিল; কতক কালের পর যখন টিগ্রীষ নদীর জল উথলিয়া ঐ পুরীর প্রাচীর দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল, তখন রাজা দেখিলেন যে শত্রু সৈন্যের প্রবেশের পথ হইয়া উঠিল; ইহাতে বুঝিলেন যে আর কোন প্রকারে আমার বাঁচিবার উপায় নাই; অতএব আপনার পূর্ব্বের ঐ সকল কুব্যবহার যাহাতে আচ্ছাদিত হয় এরূপে মরিতে মনস্থ করিয়া ভৃত্যবর্গকে আজ্ঞা দিলেন, যে রাশীকৃত কাষ্ঠ রাজগৃহেতে আনিয়া রাখ। ইহা শুনিয়া চাকরেরা তাহা করিল; তখন তিনি তাহাতে আপন হস্তে অগ্নি দিয়া প্রজ্বলিত করিয়া নিজ স্ত্রী সকল ও খোজা ও ধন সম্পত্তি এই সর্ব্বশুদ্ধা আপনি ঐ অগ্নিতে পড়িয়া মরিলেন।

যে রাজ্যের রাজা এমন পাপিষ্ঠ হয় সে রাজ্য উচ্ছিন্ন হইবার আশ্চর্য্য কি? আর অনুভব হয়, যে এই রাজত্ব নষ্ট হইবার পূর্ব্বে কখন২ উহার বৃদ্ধি ও কখন বা হ্রাস এবং কোন সময়ে বা রাজ-বিনিময়, এই সকল ঘটিয়াছিল, কেননা প্রায় তাবৎ রাজ্যেতেই এই সমস্ত সম্ভবে; অতএব বৃহৎ রাজ্য যদি অনেক কাল পর্য্যন্ত থাকে তবে তাহাতে কি এমন হয় না? অর্থাৎ অবশ্য হইতে পারে; এই হেতুক এই সমস্ত ঘটিলে পর তাহার নাশ হইল।

ঐ রাজ্য নষ্ট হইলে পর তাহার মধ্যে তিন রাজ্য হইয়া উঠিল; তাহার প্রথম রাজ্যের নাম মিডীয়, যাহার কর্ত্তা আবাসীস, যিনি নিনস রাজার উপর আক্রমণ করিবার প্রধান কর্ত্তা ছিলেন. তিনি পূর্ব্বের মত ঐ রাজ্য স্থাপন করিলেন। দ্বিতীয় আশর দেশের বাবেলাখ্য রাজ্য, যাহার কর্ত্তা ছিলেন বিলীসীস, তিনি নাবোনাস্সার নামেতেও খ্যাত ছিলেন। তৃতীয় ঐ আশর দেশের নিনিবী নামে খ্যাত যে রাজ্য, যাহার প্রথম রাজা সিংহাসনে বসিয়া আপনার নাম কনিষ্ঠ নিনিস রাখিলেন।

২ দ্বিতীয়াধ্যায়।

আশরীয় দ্বিতীয় রাজ্যের বৃত্তান্ত।

সার্দনাপলস্ রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর যে ব্যক্তিরা তাঁহার উপর আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা রাজ্যাধিপতি হইলে শেষে ঐ কনিষ্ঠ নিনস আশরীয় দ্বিতীয় রাজ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। আর বোধ হয় পুল ও ফুল এই যে দুই সংজ্ঞা, এ তাঁহারি ছিল; কিন্তু মানাহিম যখন য়িশরাএল দেশের রাজা ছিলেন, তখন নিনস ঐ রাজার উপর আক্রমণ করিতে গিয়া সন্ধি হওয়াতে তাঁহার স্থানে তিন কোটি টাকা পাইলেন, তাহাতে ঐ রাজ্যেতে কোন উৎপাৎ না করিয়া পুনশ্চ আপন অধিকারে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু ঐ পুল সর্ব্বাগ্রে সিরিয়া রাজ্যের উপর আক্রমণ করাতে ঐ রাজ্য তাঁহার করতলস্থ হইয়া রহিল।

টিগ্‌লাৎ পেলিসর নামে যে তাঁহার এক জন উত্তরাধিকারী, তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কিছু কালের পর আত্মপরাক্রম স্থাপনার্থে, এবং নিকটস্থ দেশাধ্যক্ষেরা ভয় প্রযুক্ত বশীভূত হইয়া আপন ২ সাধ্যানুসারে প্রাণপণে সাহায্য করিবে, এহার জন্যেও বটে, য়িশরায়েল রাজ্যের উপর আক্রম করিলেন। এই সময়ে আহাজ নামক যে য়িহুদা দেশের রাজা, তিনি সিরিয়া দেশাধিপতি ও য়িশরায়েল দেশাধিপতি এই দুই জন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, টিগ্‌লাৎ পেলিসরের নিকটে এই সমাচার পাঠাইয়া শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যে ধর্ম্ম মন্দিরের তাবৎ রূপা ও স্বর্ণ লইয়া ঐ আশর দেশের রাজাকে ডালি পাঠাইয়া দিলেন; এবং আরও এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যে আমি চিরকাল তোমার দাস হইয়া থাকিব এবং করও দিব। ইহাতে আশর দেশাধিপ সিরিয়া ও য়িহুদা দেশ আপন রাজ্যান্তঃপাতি করিবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক ঐ উপঢৌকন গ্রহণ করিলেন। পরে বিস্তর সৈন্যের

সহিত ঐ অঞ্চলে গমন পূর্ব্বক সিরিয়া দেশের রেজিন নামক রাজা-কে পরাভূত করিয়া দমস্ক নগর অধিকার করিলেন, এবং ঐ রাজ্য টা উল্টাইয়া দিলেন। অনন্তর য়িশরায়েল দেশের পিকা নামে রাজার নিকটে গিয়া য়র্দন নদীর ওপারে ঐ য়িশরায়েলের অন্তঃপাতি সমস্ত দেশ ও গালিলীর তাবৎদেশ প্রদেশ এই সকল আপন অধি-কার করিয়া লইলেন। আর আহাজ রাজা যে তৎ কর্ত্তৃক উপকৃত হইলেন, তন্নিমিত্তে ঐ আহাজ রাজার স্থানে বিস্তর কর লইলেন। তিনি এত ধন তাঁহার ঠাই চাহিলেন, যে তিনি আপন ভাণ্ডারের তাবৎ ধন দিয়া কুলাইতে পারিলেন না' শেষে ধর্ম্ম মন্দিরের সমস্ত সোণা রুপা লইয়াও দিলেন, কিন্তু তিনি ইহাহইতেও য়িশরায়েলের লোকদিগকে এ রূপ অধিক ক্লেশ দিলেন, যে তথাকার অনেককে দাস করিয়া লইয়া নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

আর শাল্‌মানাশর নামে যে তাঁহার পুত্র তিনি য়িশরায়েলের লোকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা এমন বিপদ সাগরে মগ্ন করিলেন, যে সেখানকার অবশিষ্ট প্রায় সকলকেই দাস করিয়া লইয়া আপন দেশে স্থানে২ রাখিয়া দিলেন।

পরে কাফরি দেশাধিপতি যে সাবাকস তিনি মিশর দেশ যখন জয় করিয়াছিলেন, তখন হোশিয়া নামক যে য়িশরায়েলের রাজা, তিনি তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা করিলেন, কেননা তাঁহার মনে২ এই আশয় ছিল, যে ইহার দ্বারা অশূর দেশাধিকারির অধীনতা ঘুচাইব; অতএব তিনি আর শাল্‌মানাসরের বসতাপন্ন না হইয়া কর বা উপঢৌকন ইহা কিছুই দিতে অঙ্গীকার করিলেন না।

শাল্‌মানাসর ঐ হোষিয়াখ্যা রাজাকে এই কর্ম্মের প্রতিফল দিতে যূথে২ সৈন্য লইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিলেন। পরে যত দূর পর্য্যন্ত পথ পর্ব্বতাদিদ্বারা দুর্গম নয় তত দূর জয় করিয়া শেষে শমরোণ নগরেতে হোষিয়াকে ঘেরিয়া বন্দি করি-লেন, এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত ঐ রূপ বদ্ধ রাখিয়া শেষে ঐ নগর

আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিয়া হোষিয়া রাজাকে শৃঙ্খলে দৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক মরণ পর্য্যন্ত কারাগারে রাখিলেন। আর উহার যত লোক ছিল সে সমুদায়কেই ভৃত্য করিয়া মিডীয় রাজ্যের মধ্যে হালা ও হাবোর নামে যে দুই নগর ছিল তাহাতে রাখিলেন।

শাল্‌মানাসর চতুর্দশ বর্ষ রাজ্য করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে পর সিন্নাখেরিব নামে যে তাঁহার এক পুত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন, তিনি আপন পিতৃ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া য়িহূদী দেশের হিজ-কিয়া নামক রাজার স্থানে তাঁহার পিতা যে কর লইতেন তিনিও তাহা লইতে আশয় করিলেন। তাহাতে হিজকিয়া কর দিতে অঙ্গীকার না করাতে তিনি সুসজ্জীকৃত অনেক সৈন্য লইয়া উহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে য়িহূদী দেশে প্রস্থান করিলেন। পরে হিজকিয়া আপন রাজ্যে লুট হইতে দেখিয়া কোন রূপে সন্ধি হয় এই জন্যে তাঁহার নিকটে দূত পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর দূতের প্রমুখাৎ সকল কথা শুনিয়া ঐ সিন্নখেরিব নম্রতা প্রকাশ করিয়া য়িহূদীর রাজার স্থানে বিস্তর স্বর্ণ রূপ্য চাহিয়া এক নিয়ম স্থির করিলেন। ইহাতে তিনি নিজ ভাণ্ডার ও মন্দির শূন্য করিয়া তাহাতে যত অর্থ ছিল সকলি তাঁহাকে দিলেন তথাপি আশূরাধিপতি নিজ পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আরবার সংগ্রাম করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা জয়ী হইলেন। আর এমন মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন, যে তাঁহার সম্মুখে রণে কেহ স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না; এবং য়িরূশালম ব্যতিরেকে য়িহূদা দেশের যত প্রাচীরাবৃত নগর ছিল, সে সকলি তিনি হস্তগত করিয়া পশ্চাৎ সসৈন্যে গিয়া য়িরূশালম নগর ঘেরিলেন. ইহাতে ঐ নগরে বড় দুঃখ ও বিপদ উপস্থিত হইল। হেন কালে সিন্নাখেরিব সম্বাদ পাইলেন, যে তিরহাকা নামক কাফরীর রাজা মিশরাধিপতির সঙ্গে যোগ করিয়া উভয়ের সৈন্য শুদ্ধা এই নগরের সাহায্যার্থে আসিতেছেন, ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আগামি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আগ বাড়িয়া চলিলেন। পরে যুদ্ধেতে জয়ী হই-

য়া ঐ মিশর দেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তাড়িয়া লইয়া ঐ দেশ সমস্ত লুট করিতে লাগিলেন, এবং যথেষ্ট সামগ্রী লুটিয়া ফিরিয়া পুনশ্চ আপন বিজয়ি সৈন্য শুদ্ধা য়িরুশালেমের চারিদিকে ছাউনি করিয়া ঘেরিয়া রহিলেন; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছাতে সেই কালে একটা মহামারী হইয়া এক রাত্রিতে ১৮৫০০০ সৈন্য মারা পড়িল, ইহাতে প্রায় তাঁহার সকল সেনা নষ্ট হইল।

আশর দেশের রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজ রাজধানী যে নিনিবী নগর, তাহাতে বাহুড়িয়া আইলেন, এবং সৈন্য সকল নষ্ট হওয়াতে পরাজিত হইয়া আপন প্রজাগণের প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বিস্তর উপদ্রব ও নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ, ঐ কোপ য়িহুদার ও য়িশরায়েলের লোকদের প্রতি আরো অধিক প্রকাশ করিলেন; ফল তিনি আজ্ঞা দিলেন, যে প্রতি দিন অনেক লোককে বধ করিয়া ঐ শব গুলাকে রাজপথে ফেল, আর তাহাদের কবর কেহ যেন না দেয়। এবং ঐ দুরাত্মার এমন নির্দয় চরিত্র ছিল, যে অন্য লোক ওদিকে থাকুক তাঁহার পরিবারই তাহা সহ্য করিতে পারিত না; অতএব ঐ রাজার জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম এই দুই পুত্র আপনাদের পিতাকে নষ্ট করিতে মন্ত্রণা করিল। পরে রাজা যখন মন্দিরে গিয়া নিস্রোক নামক যে তাঁহার ইষ্ট দেব, তদগ্রে দণ্ডবৎ করেন, তখন তাহারা তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিল। তদনন্তর ঐ দুই জন যুবরাজ পিতৃহত্যা করিয়া নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে এশারহাদন তাহাকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক আরমানী দেশে পলায়ন করিল।

বাবেল দেশেতে বিলিসীস রাজার উত্তরাধিকারী মিরোদক বালাদন ছিলেন, তাহার পর যাঁহারা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজাবলীতে কেবল তাঁহাদের নাম মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু আর কোন বিবরণ মিলে না। আর আশর দেশের রাজবংশ লোপ হইলে পর ৮ বৎসর পর্য্যন্ত সেখানে কোন রাজা না থাকাতে ঐ

দেশে বিস্তর দুঃখ ও কলহাদি হইতে লাগিল। এই কালে এশারহাদন রাজা ইহা দেখিয়া ঐ রাজ্য লাভের বিলক্ষণ অবকাশকাল জানিয়া বাবেল রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ঐ রাজ্যটা এবং নিজ রাজ্য একত্রীকরণ পূর্ব্বক ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দুই রাজ্য ভোগ করিলেন। পূর্ব্ব কালের কোন রাজকর্ত্তৃক আশর দেশহইতে পৃথক্‌কৃত হইয়াছিল যে শিরিয়া ও যিহুদা দেশ, এই দুইকে ঐ এশারহাদন রাজা আশরের অন্তঃপাতি করিয়া যিশরায়েল দেশে আগমন করিবার সময়ে সেখানে অবশিষ্ট যে লোক ছিল, তাহাদিগকে বন্দি করিয়া নিজ দেশে লইয়া গেলেন, কিন্তু অত্যল্প লোক তাঁহার হাত ছাড়াইয়া সেখানে রহিল; আর পাছে শমোরণ দেশ প্রজাশূন্য হইয়া অরণ্যের প্রায় হইয়া যায়, এই জন্যে ফরাৎ নদীর পারহইতে অনেক লোককে আনাইয়া ঐ দেশে বাস করিতে পাঠাইলেন।

এশারহাদন রাজা আশরীয় দেশে ঊনচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে রাজ্য করিয়া বাবেল দেশে ত্রয়োদশ বর্ষ প্রভুত্ব করিলে পর তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। পরে শাহসদুকিনস নামা তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারী হইলেন, তিনি বাবেল দেশীয় রাজবর্গের সাধারণ পদবী যে নাবুকদ্‌নেসর ইহাতেও খ্যাত ছিলেন, কিন্তু বাবেলের আর সকল রাজাহইতে বিশেষ করিবার জন্যে লোকে তাঁহাকে প্রথম নাবুকদ্‌নেসর বলিত; পরন্তু দ্বাদশ বৎসর রাজ্য করিবার বেলা রাগো মাঠেতে তাহার একত্রীকৃত সৈন্যগণ মীড রাজার ঐ রূপ সেনার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করাতে তিনি জয়ী হইয়া মীড রাজার রাজ্যের মধ্যে প্রধান নগর যে বিতানা, তাহা জয় করিয়া আপনার নিনিবী নগরে পুনর্যাত্রা করিলেন।

যাহাকে সারাকস বলে কিম্বা শইন্নালাদানস্ বলে, তিনি তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া অত্যন্ত স্ত্রৈণ হওয়াতে এবং রাজ্যের পালন না করাতে প্রজাগণ তাঁহাকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিল। পরে নাবো-

পলাসর নামক বাবেল দেশ জাত যে তাহার এক জন সেনাপতি ছিল, সে তাঁহারি আশরীয় রাজ্যের একাংশ হরণ করিয়া লইয়া ২১ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাতে প্রভুত্ব করিল। পরে ঐ ব্যক্তি নিজাক্রান্ত রাজ্য রক্ষার্থে সাই আকসারিষ নামে যে মিডীয় দেশের রাজা, তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা পাতাইয়া পরস্পর এক বাক্যতা পূর্ব্বক আপনাদের উভয়ের সৈন্য একত্র করিয়া নিনিবী নগর ঘেরিয়া জয় করিলেন, এবং সেখানকার সারাকস রাজাকে নষ্ট করিয়া ঐ বৃহন্নগরটা সর্ব্বতো উচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্ন করিলেন। ঐ কালাবধি অ.শরীয় রাজ্যান্তঃপাতি যত নগর ছিল ত.হার মধ্যে কেবল বাবেল প্রধান হইয়া উঠিল।

নিনিবী নগর নষ্ট হওয়াতে বাবেল ও মিডীয় দেশ এমন বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিল, যে উহাদের নিকট রাজ্যস্থ ব্যক্তি সকল তাহাদিগকে ভয় ও দ্বেষ করিতে লাগিল, এবং নিখো নামক যে মিশরের রাজা, তিনিও তাহাদের প্রতাপেতে শঙ্কিত হইয়া ঐ পরাক্রম দমনার্থে বিস্তর সেনা একত্রীকরণ পূর্ব্বক সসৈন্যে ফরাৎ নদীর নিকটে গমন করিয়া নানা নগর জয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু যখন তিনি কারখিমিষ নগর জয় করিলেন, তখনি সিরিয়ার ও য়িহুদী দেশের সমস্ত লোক নাবোপলাসরের বিপক্ষ হইয়া উঠিল; নাবোপলাসর ইহা দেখিয়া আপনার বার্দ্ধক্য ও দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্যে যাইতে অসমর্থ হইয়া ঐ সমস্ত দেশ করতলস্থ করিতে আপন পুত্র যে নাবুকদ্‌নসর, তাহাকে নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সমূহ সৈন্য তাহার সঙ্গে দিয়া পাঠাইলেন।

এই দ্বিতীয় নাবুকদ্‌নসর যুদ্ধে সৈন্য লইয়া ফরাৎ নদীর তীরে গিয়া নিখো রাজাকে সৈন্যের সহিত পরাভূত করিয়া কারখিমিষ নগর পুনশ্চ অধিকার করিলেন। অনন্তর সে স্থানহইতে সিরিয়ায় ও য়িহুদী দেশে প্রস্থান করিয়া ঐ দুই রাজ্য জয় পূর্ব্বক আপন রাজ্যান্তঃ-

পাতি করিয়া য়িহুদী দেশে প্রবেশ করণান্তর য়িরূশালম নগর ঘেরি-য়া জয় করিলেন; পরন্তু তাঁহার এই মনস্থ ছিল, যে য়িহুয়াকিম রাজাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আপনার সঙ্গে বাবেলে লইয়া যান, কিন্তু ঐ রাজার দুঃখ দর্শনে এবং খেদোক্তি শ্রবণে করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাকে পুনশ্চ সিংহাসনে বসাইয়া পূর্ব্ব পদস্থ করিলেন, এবং য়িহুদী দেশের কতক্ গুলি রাজবংশীয় সন্তানকে রাজধানীর বিভব এবং মন্দিরের কতক সুবর্ণাদি নির্ম্মিত পাত্র শুদ্ধা লইয়া ও ঐখান-কারি আর২ অনেক লোককেও লইয়া বাবেল দেশে সংস্থাপন করিলেন।

য়িহুয়াকিমের পঞ্চম বর্ষীয় রাজত্বের সময়ে নাবোপলাসর নামক যে বাবেলের রাজা, তিনি একুশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়া পঞ্চত্ব পাইলে পর তাঁহার পুত্র নাবুকদ্নেসর এই সমাচার পাইবামাত্র তাবৎ লুটিত সামগ্রী পশ্চাৎ লইয়া যাইতে ভৃত্যগণকে আজ্ঞা দিয়া, এবং সেনাপতির হস্তে তাবৎ সৈন্যকে সমর্পণ করিয়া অরণ্যের মধ্যস্থান দিয়া যে সোজা পথ ছিল, সেই পথ ধরিয়া ত্বরায় বাবেল দেশে উত্তরিলেন। আর যে ব্যক্তি তাঁহার নিমিত্তে রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল, তাহাহইতে তিনি আপন পৈতৃক রাজ্য লইয়া তন্মধ্যস্থ যে খাসদি, ও আশর, এবং আরাবী, ও সিরিয়া, ও য়িহুদী দেশ ছিল, এই সকল বুঝিয়া পাইয়া ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত এই সমস্তের উপর রাজত্ব করিলেন।

কিয়ৎকালানন্তর য়িহুয়াকিম রাজা বাবেল দেশাধিপতির অধী-নতা ঘুচাইয়া স্বাধীন হইলেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে যেমন কর প্রদান করিতেন তেমন আর করিলেন না, ইহাতে বাবেলীয় রাজার পূর্ব্ব স্থাপিত য়িহুদী দেশে যে কতক গুলি সেনাপতি ছিল, তাহারা ঐ য়িহুয়াকিমের বিপক্ষ হইয়া তদ্দেশে বিস্তর দৌরাত্ম্য ব্যবহার করিল। তৎকালে য়িহুয়াকিম পরলোকে যাত্রা করিলে পর য়ি-খোনিয় নামে যে তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন, তিনি য়ির-

শলম নগরে পৈতৃক সিংহাসনে বসাতে ঐ সেনাপতিরা গিয়া ৩ মাস পর্য্যন্ত সে নগর ঘেরিয়া রহিল; ইতোমধ্যে নাবুকদ্‌নসর এই সমাচার পাইবা মাত্র সমূহ সৈন্য লইয়া আপনি য়িরুশালমের সমীপে গমন পূর্ব্বক ঐ সৈন্য সেনাপতির সঙ্গে আপন সমভিব্যাহারী সৈন্য সকল মিলাইয়া সে নগর অবিলম্বে জয় করিয়া সে স্থানে আপনি সর্ব্বে সর্ব্বা হইলেন। পরে রাজধানীর ও মন্দিরের সমস্ত ধন এবং শালিমন নামে যে পূর্ব্বে রাজা ছিলেন তাঁহার কৃত অবশিষ্ট যত স্বর্ণাদি পাত্র ছিল, এই সর্ব্বশুদ্ধা বাবেলে চালান করিয়া য়িখোনিয়স ও তাঁহার মাতা এবং তাঁহারি স্ত্রী সকল আর রাজ মন্ত্রিগণ ও আর ২ বিস্তর ধনবন্ত লোক, এতদ্ভিন্ন আর ও যথেষ্ট লোক, এই সকলকে দাস দাসী করিয়া নিজ দেশে লইয়া গেলেন, এবং যাইবার সময় য়িখোনিয়সের খুড়া মাতানিয়াকে কিম্বা জেদিকিয়াকেই বা হউক ঐ য়িখোনিয়সের স্বরূপ করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসাইয়া রাজা করিয়া গেলেন।

ঐ জেদিকিয়া নামক য়িহূদী দেশের রাজা, মিশর দেশের ফরওহ রাজার সঙ্গে মিত্রতা করিয়া সেই ভরসাতে বাবেল রাজ্যাধিপতির সঙ্গে শপথ পূর্ব্বক পূর্ব্বে যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিয়া কর দিলেন না, এই হেতু বাবেলাধিকারী ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে পুনশ্চ গিয়া য়িরুশালম নগর বেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহাকে শীঘ্র দণ্ড দিতে যুদ্ধের উদ্যোগ করাতে ফরওহ রাজা ঐ বেষ্টিত নগরের সাহায্য করিতে সসৈন্যে আসিয়া তত্রাকার লোকদের আহ্লাদজনক ভরসা দিতে লাগিলেন; কিন্তু সে আহ্লাদ ক্ষণেক মাত্র হইল, কেননা বাবেলীয় সৈন্যের হাতে মিশরীয় সেনাগণ আশুপরাভূত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইলে পর, ঐ বাবেলের জয়ি সৈন্য সমূহ এক বৎসর পর্য্যন্ত য়িরুশালম ঘেরিয়া থাকিয়া শেষে চড়াউ হইয়া অধিকার করিয়া লইল। আর এমন বাড়াবাড়ী মারামারি হইয়া উঠিল, যে তাহাতে সহস্র ২ লোক মারা পড়িল, তাহার মধ্যে বাবেলীয় রাজার

আজ্ঞানুসারে জেদিকিয়ার প্রত্যক্ষেতে তাঁহার দুই পুত্র ও মন্ত্রিগণ এবং আরং অনেক প্রধান লোক হত হইল। পরে রাজা প্রধান অনুমতি দিয়া সেই নগর ও মন্দির লুট করাইয়া শেষে অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক ভস্মসাৎ করাইলেন, ও মূর্চ্চা সকল ভগ্ন করিয়া সমভূমি করাইলেন। অনন্তর জেদিকিয়ার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক তাঁহাকে বেড়ি দিয়া বাবেলে লইয়া যাবজ্জীবন কারাগারে বন্ধি করিয়া রাখিলেন।

নাবুকদ্নেসর পূর্ব্বের সকল রাজা অপেক্ষা প্রধান রূপে ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়া পঞ্চত্ব পাইলে পর ইবিল-মিরোদক নামে তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারী হইয়া আপন কাপুরুষতা ও অপব্যয় প্রযুক্ত সকলের নিকট এমনি ঘৃণিত হইলেন, যে অন্যের কথা দূরে থাকুক তাঁহারি পরিজন তাঁহার প্রাণ হিংসা করিল। পরে নেটোকৃশ নাম্নী উহারি স্ত্রী রাজ্যাভিষিক্তা হইয়া ঐ বাবেল দেশে বিস্তর উৎকৃষ্ট মনোরম অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইলেন, ও বহু কাল পর্য্যন্ত আপনার নাম রাখিতে নগরের এক প্রধান দ্বারের উপরে একটা বড় স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ইহা লিখিয়া রাখি-লেন, যে কোন উত্তরাধিকারী জীবনোপায় থাকিতে কিম্বা অত্যা-বশ্যক না হইলে ইহার মধ্য স্থাপিত যে ধন, তাহা স্পর্শও করি-বেন না। পরে ফারশী দেশীয় দারায়স কিম্বা গষ্টাস্প যাহাকে বলে, ঐ রাজার আমল পর্য্যন্ত সে স্তম্ভ পূর্ব্ব মত গাঁথা ছিল, কিন্তু দারায়স ইহার ভিতর কিছু অর্থ আছে, ইহা অনুমান করিয়া ঐ স্তম্ভ ভাঙ্গি-লেন, কিন্তু কিছুই না পাইয়া কেবল এই এক লিখন দেখিলেন, যে "তোমার মন যদি এমন ধন তৃষ্ণিত ও অর্থ লোভি হইয়া তুচ্ছিত না হইত তবে মৃত লোকের স্মরণার্থক যে স্তম্ভ, তাহা কদাচ ভাঙ্গিতা না।"

ইবিলমিরোদক রাজার ভগিনীপতি যে নিরিগ্লিসর: যিনি উহার প্রাণহন্তাদের মধ্যে প্রধান এক জন, তিনিই ঐ রাজ্য লইয়া দ্বিতীয়

রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে শীঘ্র সাজিলেন; তাহাতে মিডীয় দেশাধিপতি যে সাইক্সরীস, তিনি ফারশী দেশের সাইরস রাজাকে আহ্বান পূর্ব্বক দুই জনে মিলিয়া ঐ নিরিগ্লিষের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহার চতুর্থ বৎসর রাজ্য করিবার বেলা তাঁহাকে বধ করিলেন।

তদনন্তর লাবরোসোরোখদ নামক তাঁহার সন্তান, তৎ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণে যে২ অভিলাষ উদয় হইল, তাহা অবাধে পূর্ণ করিলেন; ইহাতে অনেকে তাহার ঐ কু ব্যবহার দেখিয়া মনে২ ঠাহরাইত, যে ইনি উপযুক্ত দণ্ড না পাওয়াতে কেবল নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া পৃথিবীতে অপযশ রাখিতে রাজা হইয়াছেন। বিশেষতঃ, দুইটী কু ক্রিয়া করিয়া যে আপনার কলঙ্ক সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা লেখা যাইতেছে। তাহার প্রথম কর্ম্ম এই, যে তিনি একবার মৃগয়াতে গিয়া একটা পশুর প্রতি শর নিঃক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিন্ধিতে পারিলেন না, কিন্তু বাবেল দেশের এক ব্যক্তি প্রধান গ্যাব্রিয়স নামা যুবা পুরুষ তাঁহার সঙ্গে ছিল, সে ঐ পশুকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল, এই হেতু তিনি তাহার প্রাণ দণ্ড করিলেন। দ্বিতীয়, গাদাত্তিষ নামে তাঁহার এক সেনাপতি ছিল, সে তাঁহার উপস্ত্রীর লাবণ্যের প্রশংসা করিয়াছিল, এই জন্যে তাহার অঙ্গচ্ছেদন করিলেন। অতএব শেষে ঐ দুই ব্যক্তির পরিজন প্রবল হইয়া মিডীয় ও ফারশীয় লোকের সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহার সিংহাসন টলটলায়মান করিল। ইহাতে তাঁহার রাজ্য কেবল ৯ মাস মাত্র ঐ অবস্থাপন্ন হইয়া রহিল, পরে ঐ সকলে ঐক্য হইয়া তাঁহাকে নষ্ট করিল।

ইহার পর বেলসাজর এই রাজ্যাধিকারী হইয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। আর বোধ হয়,যে ইনিই নাবুকদ্‌নসরের পৌত্র নেটোক্রশ রাণীর গর্ব্ভজাত ইবিলমিরোদকের ঔরস পুত্র ছিলেন। পরন্তু তিনি রাজত্ব করিতেছেন এই সময়ে সাইরস রাজা সসৈন্য আসিয়া ঐ

বাবেল নগর ঘেরিয়া রহিলেন; কিন্তু সেখানকার চারিদিকের প্রাচীর অত্যন্ত শক্ত ছিল, এই ভরসাতে বেলসাজ্জর শত্রুদমনার্থে কোন উপায় চেষ্টা না করিয়া প্রতিবৎসর নিয়মিত একটা বিশেষ পর্ব্ব ছিল তাহা করিতে আহ্লাদ পূর্ব্বক মন্ত্রিবর্গের কারণ চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্ব্বিধ উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য যে দিবসে প্রস্তুত করিলেন, সেই রাত্রিতে বিপক্ষেরা নদীর শ্রোত বন্ধ করিয়া তাহার নালা দিয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজাকে এবং তাঁহার সৈন্যগণকে ও প্রজাবর্গকে শানিত খড়্গেতে ছেদন করিয়া ফেলিল। আশরীয় বৃহদ্রাজ্য লুপ্ত হইলে পর বাবেল রাজ্য দুই শত দশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া শেষে এই রূপে নষ্ট হইয়া গেল।

উপদেশ কথা।

জ্ঞানের চেষ্টা করিতে গেলে আপনাকে চিন, এই কথাটি হইয়াছে যে তাহার প্রথম সোপান স্বরূপ, ইহা পূর্ব্বাপর লোক প্রসিদ্ধ আছে। আরও এমনি একটি কথা আছে, যে মনুষ্যের মন জ্ঞাত হওয়া যে বিদ্যা, সে তাবৎ বিদ্যা অপেক্ষা করিয়া অধিক প্রয়োজনক। আর ইহা পাইবার উত্তম উপায় হইয়াছে প্রাচীন ইতিহাস সকল; যে হেতুক ফল দেখিয়া যেমন গাছ জানা যায়, তেমনি মনুষ্য সকল যে কি প্রকার, তাহা তাহাদের ক্রিয়ানুসারেই বোধ হয়। তবে কি ইতিহাস পড়াতে মানুষের কর্ম্ম সকল দেখিয়া যে রূপ স্থির হইয়া উঠে তাহাতে আমাদের অতিশয় ক্ষোভ জন্মে। ফলতঃ এমনি বোধ হয় যে আপনাদের কুৎসিত আকার দেখিতে ঐ দর্পণ স্বরূপ ইতিহাস হাতে করিয়া রহিয়াছিল, ইহাতে কখনং এমনি বিরক্ত হইতে হয়, যে তাহা ফেলিয়া পলাইতে উদ্যত হই। হায়ং পৃথিবীর যে কোন দেশ হউক না কেন, তাহার ইতিহাস পাঠ করিতে গেলে সচরাচর এমনি দেখিতে পাই, যে তাহার অধিক ভাগ কেবল দুষ্কর্ম্মের

বিবরণ। আরও একটি আশ্চর্য্য এই, যে যাহারা ঐ সকল দুষ্কর্ম্ম করিতে শ্রেষ্ঠ, অনেকে তাহাদিগকে বীর ও দেবতা বলিয়া ব্যাখ্যা করে, এবং জগৎ সংসার ব্যাপিয়া তাহাদের যশো ঘোষণা করিয়াছে। ফলতঃ মানুষের নানা প্রকার অসাধারণ ক্ষমতা থাকিলেও পাপেতে এমনি পতিত হইয়াছে যে কোন২ অংশে বন্য পশু অপেক্ষাও অধম। তাহার সাক্ষী দেখ, ব্যাঘ্রাদি হিংসক জন্তু সকল স্বজাতীয় পশুর হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্য যে কত মনুষ্যকে নষ্ট করিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। এইরূপে এ সকলেতে আমরা এই শিক্ষা পাইতে পারি, যে অহঙ্কার না করিয়া নম্র হওয়া উচিত, ও আপন২ মনের উপর বিশ্বাস না রাখা উচিত।

আর দেখা যাইতেছে যে কোন লোক আপন২ পরাক্রম যত বাড়াইতে চেষ্টা করে শেষে ততই তাহাদের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া উঠে। ইহার সাক্ষী দেখ, নিনিবী ও বাবেল নগরের মত ঐশ্বর্য্যান্বিত মহা নগর পৃথিবীর মধ্যে আর ছিল না, তথাপি কত শত বৎসর গত হইল যে সে দুই নগর একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, যে কোনস্থানে নগরের পত্তন হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না; কেবল অনুমানেতে মাত্র বোধ হয়। অতএব পরমেশ্বর যদি রক্ষা না করেন তবে বজ্র তুল্য শক্ত যে দুর্গ তাহা বলেতে ও বুদ্ধিতে আর যত২ উপায় থাকে সে সকলি বিফল হয়; কেননা বাবেল নগর অতিশয় উচ্চ অথচ শক্ত প্রাচীরেতে বেষ্টিত ছিল, আর তাহার দ্বার এবং হুড়কা সকলও তদ্রূপ শক্ত; তথাপি ঈশ্বরকর্তৃক নিরূপিত তাহার নাশ হইবার দিন যখন উপস্থিত হইল তখন কিছুতেই আটকাইতে পারিল না; এই জন্যে বলি কোন রাজ্য কত দিন থাকিবে ও তাহার শ্রী বা কেমন বাড়িবে ইহা অনুভব করিতে গেলে তাহার সৈন্য সামন্ত ও ঐশ্বর্য্যের আধিক্যেতেই যে অধিক দিন থাকিবে এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে এমন নহে। তবে কি না সেই রাজ্যবাসিরা যদি ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া তাঁহার আজ্ঞা সকল

পালন করে তবেই জানিবা যে তাহার ভদ্রত্বের লক্ষণ সেই। আরও ইহ কাল ও পর কালের বিষয় এই উভয় তৌল করিয়া দেখিলে কোন দিক্ ভারি ইহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে যাহারা উচ্চপদস্থ তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করা আমাদের কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নহে। মহল্লোকের নামের সঙ্গে আমাদের নাম যে গণিত নহে এ বিষয়ে খিদ্যমান না হইয়া বরং আমাদিগকে ক্ষুদ্র পদে নিযুক্ত করিয়া নানা আপদহইতে রক্ষা করিয়াছেন যে ঈশ্বর, তাহার ধন্যবাদ গ্রহণ করি। যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গের উপরিস্থ যে গাছ, সে ঝড়ে একেবারে উৎপাটিত হইয়া পড়ে; কিন্তু নীচে যে গাছ থাকে তাহার কোন বিঘ্ন ঘটে না। কিম্বা তুফানের বেলা যে সকল ক্ষুদ্র ২ জাহাজ সমুদ্রের ধারে২ যায়, সে সমস্ত খালের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া রক্ষা পাইতে পারে; কিন্তু যে বৃহৎ২ জাহাজ সাগরের মধ্য দিয়া যায়, সেই গুলা তৎকালীন প্রবল তরঙ্গে বিদীর্ণ হইয়া মারা পড়ে। এই ২ কথার দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছে মিসিরামিস রাণী; দেখ, ঐ রাণী অতুলৈশ্বর্য্য পাইয়াও আপন পুত্রহইতে তাঁহার প্রাণভয় ছিল।

CHAPTER III.

OF THE

MEDES AND PERSIANS.

তৃতীয় খণ্ড।

মীড ও পারশী লোকের বিষয়।

তৃতীয় খণ্ড।

মীড ও পারশী লোকের বিষয়ে।

১ প্রথম অধ্যায়।

মীড লোকের বিষয়ে।

যাফতের তৃতীয় পুত্র যে মাডাই, তৎকুলোদ্ভূত লোকেরা মীড সংজ্ঞিত ছিল; আর ঐ মাডাইর নামানুসারেই দেশের নাম রাখা গিয়াছিল মীডিয়া দেশ। তদ্দেশের উত্তর সীমা কাস্পীয়ন নামে খ্যাত সাগরের এক ভাগ, এবং পূর্ব্ব সীমা পারতীয়া ও হিরকেনিয়া এই দুই প্রদেশ, আর দক্ষিণ সীমা পারশী ও সুষীয়ানা এবং আশরিয়া এই তিন প্রদেশ, ও পশ্চিম সীমা আরমানী মেজর নামে এক দেশ। আর ঐ দেশের পর্ব্বতোপরিস্থ ক্ষেত্র অত্যন্ত শীতল, এবং তদ্ভিন্ন মাঠের ভূমি সকল অতিশয় উষ্ণ; অতএব তত্তৎস্থানানুসারে দ্রব্য সকল ও তদ্রূপ উৎপন্ন হইত। আর যে সকল নদীর জল আসিয়া ঐ কাস্পীয়ন সাগরে পড়িত সে সমস্ত নদী বারম্বার উথলিয়া যাওয়াতে তৎসমীপস্থিত প্রদেশে জলপ্লাবন হইয়া সেইং স্থানে সমূহ বাষ্প উঠাতে ওখানকার বায়ু অস্বাস্থ্যজনক ছিল। আর মীডিয়াখ্য দেশের কোনং ভাগেতে নীরস বাদামেতে রুটি করা যাইত, কিন্তু তদ্দেশের দক্ষিণাংশে অতিরেক শস্য ও মদিরা জন্মিত।

মীড নামক ব্যক্তিদের পূর্ব্বকালীন অতিশয় পরাক্রম ছিল, কিন্তু পশ্চাৎ সুখার্ণবে গা ঢালিয়া তাহাদের পুরুষত্ব সকল একেবারে লোপ হইয়া গেল। ঐ মীড লোকদের বিধি ও ধর্ম্ম সকল প্রায় পারশী লোকদের সদৃশ ছিল। এমনি একটি রীতি ছিল, যে কোন [illegible] হইলে [illegible] রিতে রাজাও সমর্থ হই-

তেন না, অন্যের কথা কি বলিব; অতএব ইতিহাসবেত্তারা যখন কোন অখণ্ডিত বিষয়ের প্রসঙ্গ করেন তখন ঐ ব্যবস্থা সকল তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া কহেন।

আশর দেশীয় দ্বিতীয় রাজ্যসংস্থাপক যে পাল, তৎকর্তৃক কিম্বা তিগলাথপিলিসর নামক যে তাঁহার উত্তরাধিকারী তৎকর্তৃক মীডাখ্য লোকেরা পরাভূত হইয়া ঐ আশরীয় নিনকরিব রাজার অধিকার পর্য্যন্ত বশতাপন্ন থাকিয়া শেষে সাহস পূর্ব্বক পরাধীনতা ঘূচাইয়া স্ববশে কিয়ৎকাল অরাজক হইয়া বাস করিতে২ অস্বামিক প্রযুক্ত তাহাদের লাম্পট্যের আধিক্য হইয়া উঠিল; অতএব তদ্দেশীয় ডিজাসিব নামক এক চতুর ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যেচ্ছুক হইয়া সকলের উপরে কর্তৃত্ব করিতে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া অহঙ্কারী ও দাম্ভিক এবং অত্যাচারী ইত্যাদির ন্যায় কদাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি সসৈন্যে আশর দেশাক্রমণ করিতে যাত্রা করিয়া নিজ সেনাগণ বিপক্ষহস্তে পরাজিত হইলে পর আপনি সোয়াজডিউকিনস্ কিম্বা নাবুকদ্‌নেসর যাহাকে বলে, তাঁহার হাতে প্রাণ হারাইলেন।

তিনি পর লোকে যাত্রা করিলে পর ফ্রাওর্টিস নামক তাঁহার পুত্র পৈতৃক পদ পাইয়া অত্যন্ত সাহসান্বিত হইয়া উঠিলেন, এবং টারস পর্ব্বত অবধি করিয়া হালিস্ নদী পর্য্যন্ত ইহার মধ্যবর্ত্তি যত দেশ প্রদেশ ছিল, আর আশিয়া দেশ এই সকল জয় করিয়া লইলেন। পরে আশর দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক সেখানকার রাজধানী ঘেরিয়া রহিলেন, কিন্তু তথায় তিনি ও তাঁহার বিস্তর সৈন্য প্রাণপরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর অত্যন্ত সাহসান্বিত এবং চতুর সয়াকজরেস, তিনি রাজমুকুট মস্তকোপরি ধারণ পূর্ব্বক মীডিয়া দেশাধিপতি হইয়া আপন পিতৃহন্তা যে আশর দেশীয় লোক, তাহাদিগকে পিতার পরাজয় ও মৃত্যুর প্রতিফল প্রদান করিলেন; এবং সিথিয়া দেশীয় ব্যক্তি-

রা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক যৎকালে লুট করে তৎকালীন তিনি তাহাদের হাতহইতে রক্ষা পাইবার জন্যে তাহাদের অনেককে ছলেতে ভোজনের নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আনাইয়া নির্দয় রূপে হত্যা করিলেন, এবং তিনি বাবেল রাজ্যাভিষিক্ত যে নাবুকদ্‌নসর তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিয়া নিনিবী নগর পুনরায় ঘেরিয়া ঐ নগরাধিপ যে সেরকাখ্য রাজা, তাঁহার প্রাণ দণ্ড পূর্ব্বক ঐ মহা রাজধানী একেবারে সমভূমি করিয়া দিলেন। আর প্রতাপেতে আপন রাজ্যের অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া নিজপুত্র যে এসটিয়াজেস তাঁহাকে রাজ দণ্ড দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

ঐ রাজার আর একটি নাম ছিল আহাসিউরস, পরন্তু বাবেল দেশবাসি লোকেরা ইবিল মিরডাক্‌কে অধ্যক্ষ করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে পর, তিনি তাহাদিগকে নিজাধিকারহইতে দূর করিয়া দিলেন। আর য়িহূদী লোকদের এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল তাহাকে বিবাহ করিলেন, তজ্জন্যে ঐ লোকদের প্রতিপালন পূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিলেন।

ঐ এস্‌টিয়াজেষের শরীর পতনের পর দ্বিতীয় সায়াকজেরেষ নামক যে তাঁহার পুত্র, যাঁহার আর একটি সংজ্ঞা ছিল মিডিয়া দেশীয় ডারিয়স, তিনি পৈতৃক পদাভিষিক্ত হইয়া সাইরস নামক যে তাহার সাহসী ভাগিনেয় ছিল, তাহার সঙ্গে ঐক্য করিয়া বাবেল দেশ জয় পূর্ব্বক অধিকার করিলেন, ও দানিএল নামা এক ব্যক্তিকে ঐ অধিকৃত রাজ্যের শাসনকর্ত্তা করিয়া রাখিয়া দিলেন; এবং মিডিয়া ও পারশী এই দুই রাজ্য সাইরস একসাৎ করাতে মীড লোকদের নাম একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পারশী রাজ্যের বিষয়ে।

আশিয়াস্থঃপাতি তাবদ্দেশ অপেক্ষা পারশী দেশ সর্ব্বাংশে অত্যুত্তম, এবং ঐ দেশ ভিন্নং কালে ভিন্নং নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আর পূর্ব্বে তাহার দীর্ঘতা হেলেস্‌পান্টস মোহানা অবধি সিন্ধুনদীর উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত এক হাজার চারিশত ক্রোশ ছিল, এবং আস্ত্রে পান্টস নদী অবধি করিয়া আরব সাগর পর্য্যন্ত এক হাজার ক্রোশ।

ঐ দেশের নানা স্থানে নানা প্রকার বায়ু বহে, তদ্দ্বারা কিয়ৎ সংখ্যক দেশে অসহ্য গ্রীষ্ম হয়, ও কতক গুলি দেশে এমন প্রবল শীত, যে তাহাতে জল প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া যায়। আর উহার কতক প্রদেশের উর্ব্বরা যে নিম্ন ভূমি সকল, তাহাতে যথেষ্ট ফল ফুল ও অনেক প্রকার সুগন্ধি বৃক্ষ এই সকল উৎপন্ন হয়; এবং এই কথা শুনা গিয়াছে, যে অতি সুন্দর একটা প্রান্তরের মধ্যে এক হাজার পাঁচ শত গ্রাম ছিল, তন্মধ্যে পারশী লোকদের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য-যুক্ত যে রাজ্য, তদুপযুক্ত উৎকৃষ্ট মনোরম পারসেপালিষ নামক রাজধানী স্থাপিত ছিল। পারশী দেশাধিপতিদের পূর্ব্বকার রাজগৃহ এক পর্ব্বতের তলেতে স্থাপিত ছিল, তাহার তিন দিকের প্রাচীর অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। আর যে সকল বৃহৎ প্রস্তরেতে ঐ দেওয়াল গ্রথিত হইয়াছে সেই সমস্ত পাতরের উপরে নানা কথার অর্থবোধক যে সাঙ্কেতিক মূর্ত্তি সকল, এবং ইতিহাস ও যুদ্ধ ও মৃগয়া প্রভৃতি, যে আকার দেখিবা মাত্র বোধ হয় এমন আকার সমস্ত আছে, আর ধর্ম্মবিষয়ের এবং রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞাপক যে আকৃতি সমূহ, এই তাবৎ তাহাতে খোদিত আছে।

বোধ হয় পারশী দেশীয় লোকেরা শেমের পুত্র যে এলাম, তদ্বংশজাত; অতএব কখনং তাহারা এলামীয় পদবাচ্যও হয়। আর তাহাদের রাজ্যে এমনি প্রথা ছিল, যে যিনি রাজপদাভিষিক্ত

হইতেন, তিনি অন্য কাহার অপেক্ষা না করিয়া কেবল আপন ইচ্ছাতেই তাবৎ কর্ম্ম চালাইতেন, এবং রাজা কাল প্রাপ্ত হইলে পর তাঁহারি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমেতে রাজমুকুট পাইতেন। আর ভূপতির আজ্ঞা না পাইয়া যে রাজগৃহে প্রবেশ করা, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম না করিয়া যে সিংহাসন সন্নিধানে যাওয়া, এ সকল কাহারো সাধ্য হইত না। আর ঐ রাজারা সময় বিশেষে প্রজার নিবেদন শ্রবণ করিয়া প্রায় ন্যায়পূর্ব্বক সুবিচার করিতেন।

পারশী দেশের প্রাচীন লোকেরা আপনং সন্তানদের বিদ্যাভ্যাস যে প্রকারে হয় তাহাতে অতিশয় যত্ন করিয়া তৎস্থানস্থ ভদ্র লোক সকলে আপনং বালকদের পঞ্চম বর্ষ বয়স্ হইলেই তাহাদিগকে বিদ্বান্ শিক্ষকের পাঠশালায় প্রেরণ করিতেন, তাহাতে শিক্ষকেরা ঐ ছাত্রদের মন যাহাতে কুকর্ম্ম সকলহইতে ফিরিয়া সৎকর্ম্মে নিবিষ্ট হয়, এমন সমস্ত উদাহরণ বাক্যদ্বারা যত্ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে শিক্ষা করাইতেন।

পারশী লোকের দোষি লোকদের প্রতি এই সকল দণ্ডের নিয়ম ছিল। যে জন রাজদ্রোহ কারণ অপরাধী, প্রমাণদ্বারা এমন নিরূপণ হইলে অগ্রে ঐ ব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া পশ্চাৎ মস্তক ছেদন করিত। আর যে বিষ ভোজন করাইয়া পরের প্রাণ হরণ করিত, তাহাকে পাষাণ দ্বয়ের মধ্যে ফেলিয়া অস্থি সকল চূর্ণ করিয়া প্রাণে মারিত। এবং তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত অকরুণ দারুণ এই দণ্ড ছিল, যে দোষযুক্ত মনুষ্যকে শক্ত রূপে বন্ধনগ্রস্ত করিয়া এই প্রকারে নৌকাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি করিয়া ফেলিয়া রাখিত, যে তাহার হস্ত মস্তক পদাদি প্রকাশিত থাকিয়াও ঐ সকল অবয়বের স্পন্দন করিবার শক্তি থাকিত না। আর তাহার বদন এমন করিয়া রাখিত, যে সূর্য্যকিরণের উত্তাপে উত্তপ্ত হওয়াতে অতি কাতর হইত, এবং মুখেতে মধু লেপন করিয়া দিত। তাহার কারণ এই, যে মধুমক্ষিকা ও বোলতা ঝাঁকে২ উহার মুখ মণ্ডলে বসিয়া হুল

ফুটাইয়া, বিস্তর যন্ত্রণা দিত, তাহাতে হননকারকেরা ঐ দোষিকে উদর পূরণ করিয়া অন্ন ভোজন করাইত, কেননা অধিক কাল দুঃখভোগ হইবে। আর পারশীরা যে সকল অপরাধের দণ্ড বিধান করিয়াছিল, তাহা দোষার্থক অপেক্ষা করিয়া প্রায় দোষ নিবারণার্থে হইতে পারে; এবং অনুমান হয় যে কৃতঘ্নতার যে দণ্ড-বিধান, তাহা কেবল তাহারাই করিয়াছিল।

আর ঐ পূর্ব্বকালীন পারশা দেশীয় লোকেরা প্রায় সকলেই অস্ত্র-বিদ্যা বিশেষতঃ ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিত। আর সেই স্থানের প্রধানং ব্যক্তিরা ব্যক্ত রূপে বাহিরে গমন করিতে হইলে অশ্বারূঢ় হইয়া যাইত, নতুবা তাহাদের মানের হানি হইত। এই কারণ উহাদের ঘোটক স্বর্ণ রজতাদিতে বিভূষিত ছিল; আর তাহারা যে কালে রণ-স্থলে গমন করিত, সে কালে চতুঃ সংখ্যক কিম্বা ষট্ সংখ্যক বা অষ্ট সংখ্যক অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিত। আরও তাহাদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল, যে অন্য কোন লোকের সহিত সংগ্রাম করিতে মনস্থ হইলে ঐ বিপক্ষদের নিকটে এক জন দূত প্রেরণ করিয়া মৃত্তিকা ও জল যাচ্ঞা করিত; ইহার ভাব এই, যে তাহাতে তাহাদের অধীনতা বাঞ্ছা থাকিলে মৃত্তিকা ও জল দিয়া কর প্রদান করিবে, ও পারশীর রাজা সম্রাট্ হইয়া থাকিবেন, নতুবা তুমুল সংগ্রাম হইবে।

অনুমান সিদ্ধ এই, যে পারশী লোকদের পূর্ব্ব পুরুষ যে এলাম, তৎকর্তৃক তাহারা প্রথমতঃ ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছিল, পরে আব্রাহাম নামক যে য়িহুদী লোকের পূর্ব্ব পুরুষ, তাঁহার দ্বারা ভ্রান্তিজনক এমন যে কতক গুলি অশাস্ত্রীয় মত তাহাহইতে রক্ষা পাইয়াছিল; কিন্তু তত্রাপি তাহারা চিরকাল সূর্য্য ও অগ্নিকে যথেষ্ট ভক্তি করে। ফল জোরাষ্টর নামে তাহাদের যে এক জন প্রধান গুরু, তিনি উহাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বরের তাবৎ সৃষ্টের মধ্যে প্রধান রূপে সূর্য্যের সৃষ্টি হয়, এবং ঐ সূর্য্য

মণ্ডল তাঁহার বাসস্থান; ও ঈশ্বর যে কীদৃশ ইহার সকলহইতে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছে অগ্নি। অপর তাঁহারা ইহাও কহে, যে ভাল কর্ম্মের সৃষ্টি করেন ও মন্দ কর্ম্মের সৃষ্টি করেন এমন দুই জন কর্ত্তা আছেন, তদনুসারেই তাহা ঘটে। আর বলে, যে পরলোকে দোষগ্রস্ত ব্যক্তিকে মন্দ দুই দূত বিবেচনা পূর্ব্বক উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিবে, পশ্চাৎ দ্বাদশ সহস্র বৎসর গত হইলে মহা প্রলয় কালীন সকলেই মুক্ত হইয়া যাইবে। আর এই কথা কহে, যে পরমেশ্বর ছয় বারে তাবতের সৃষ্টি করিলেন।

তাহাদের দারপরিগ্রহের যে সকল রীতি তাহা লেখা যাইতেছে। উহাদের বালাবস্থায় বিবাহ হয়, আর স্ত্রী বিয়োগির অন্য স্ত্রীর সহিত পুনর্ব্বার উদ্বাহ হয়; তাহার মধ্যে আরবার এই বিশেষ, যে কতগুলি লোক স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিবাহ করে, ও কতক বা উত্তর কাল ধনাধিকারী হইবার জন্যে অন্যের ইচ্ছাতে বিবাহিত হয়। আর এক আশ্চর্য্য কথা শুন, যে মৃত শরীরেরও বিবাহ দেয়, কেননা তাহাদের এমন গ্রন্থ আছে যে বিবাহিত ব্যক্তি পরকালে গিয়া সুখী হয়। আর বিবাহের পূর্ব্বে পুরোহিত সমীপে বর কন্যা এই উভয়ের সম্মতি জানাইতে হয়, তখন ঐ পুরোহিত ঐ উভয়ের মস্তকে ধান্য দূর্ব্বা প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

ঐ পারশী দেশ নিবাসিরা সেখানকার মৃত দেহ সকলের কবর না দিয়া নিঃশব্দ নামক এক উচ্চ মূর্চ্চার মধ্যে রাখিয়া দিত; ইহার ভাব এই, যে আমমাংসাভিলাষি শকুনি পক্ষি প্রভৃতি ঐ স্থানে গিয়া শবমাংসভোজন করিত, তৎ প্রযুক্ত তৎ স্থানস্থ মৃত্তিকার অশুচিত্ব জন্মিত না, ও বায়ু মন্দ না হওয়াতে মারীভয়ও হইত না। আর তাহারা জোরাষ্টরের মন্ত্রণানুসারে বিস্তর বেদি নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেকের উপরিভাগে ঈশ্বর যে কীদৃশ, ইহার দৃষ্টান্ত হেতুক ও তাঁহার গুণের প্রতিবিম্ব জ্ঞাপনার্থে এক ২ অগ্নি সংস্থাপনার্থক মন্দির প্রস্তুত করিল।

এলাম অর্থাৎ পারশী দেশের আদি রাজা যে চেদারলোয়ামার, তিনি আশিয়ার অন্তর্গত কিয়ৎ সংখ্যক দেশ জয় করিয়া সদম ও গমোরা এবং বেলা ও আদমা আর জেবইম এই সকল দেশাধিপতিদিগকে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু পরে য়িহুদী লোকের পূর্ব্ব পুরুষ যে আব্রাহাম তৎ কর্ত্তৃক সংগ্রামে পরাভূত হইলেন, এবং পেলাপোলিষ নামক যে রাজ্য ছিল, তাহাহইতেও চ্যুত হইলেন। এই সমস্ত ব্যাপার যৎ কালে হইয়াছিল, তৎ কালাবধি সাইরস নামা রাজার রাজ্যভোগ পর্য্যন্ত ঐ পারশী দেশের বিবরণ কেবল কৃত্রিম ইতিহাসে ব্যাপ্ত।

এই সাইরস নামধেয় ভূপতি বিস্তর ভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রাম জয় করিয়াছিলেন, এবং যে সমস্ত য়িহুদী দেশস্থ লোক বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন, এ জন্যে তাঁহার রাজাধিরাজ উপাধি ছিল। আর তিনি ঐ পারশী দেশীয় কেম্বাইশেষ নামধেয় এক জন মহল্লোকের ঔরসজাত ও মীড লোকের রাজা যে এষ্টাএজেস, তাঁহার কন্যা যে মান্দেনী তদ্গর্ভজাত পুত্র ছিলেন। অপর ইনিই দ্বাদশ বৎসর ঐ পারশী দেশে বাস করিয়া সেখানকার দুঃখ সকল সহ্য করিতে এমন অভ্যাস করিলেন, যে তিনি যুদ্ধের যত পরিশ্রম ও ক্লেশ তাহা অনায়াসেই সহিষ্ণুতা করিতে পারিতেন; এবং তাঁহার তৎ স্থানে থাকিয়া নানা প্রকার রণপাণ্ডিত্যও হইয়া উঠিল। পরে দ্বাদশ বৎসরানন্তরে এষ্টাএজেস নামে যে তাঁহার মাতামহ, তৎসমীপে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত থাকিয়া শেষে পুনশ্চ আপন দেশে ফিরিয়া আইলেন; পরন্তু যখন চত্বারিংশদ্বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন সাইআক্সেরস নামক যে তাঁহার মাতুল, তিনি যৎকালে মিডীয়ের রাজা ছিলেন, তৎকালে আত্মসাহায্যার্থে ঐ সাইরস রাজাকে আপনার কাছে আনাইয়া মীড ও পারশীর তাবৎ সৈন্যের অধ্যক্ষ করিয়া রাখিলেন। অপর আরমানীর রাজা

আপনা নিকট রাজাস্থ লোককে দলবদ্ধ দেখিয়া পূর্ব্বে মীড লোকের রাজাকে যে কর প্রদান করিতেন, তাহা রহিত করিলেন; ইহাতে ঐ সাইরস তাঁহার উপর আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলেন, ও পূর্ব্ববৎ কর প্রদান এবং সেনাদ্বারা আত্মসাহায্য করাইলেন।

মিশর দেশীয়েরা, ও গ্রীক লোকেরা, এবং বাবেলীয় মনুষ্যেরা, আর গ্রেস দেশস্থ ব্যক্তিরা, এবং আশিয়ার অন্যান্য দেশস্থ লোকেরা, এই সকলে ঐক্য হইয়া সাইরসের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্রীসস নামক যে লিডিয়ার রাজা, তাঁহাকে আপনাদিগের সেনাধ্যক্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর সকলে সসৈন্যে পাক্‌টোলস নদীর তীরে প্রস্থান পূর্ব্বক একত্র হইয়া, থিমব্রা দেশে উপনীত হইলেন। পরে সাইরস ইহা জ্ঞাত হইয়া এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য ও তিন শত রণের রথ এবং কতক গুলি চলিত মচ্চা আর সহস্র২ উষ্ট্রারূঢ় আরবী ধনুর্দ্ধর, এই সমস্ত লইয়া রণসজ্জা পূর্ব্বক ঐ থিমব্রায় গমন করিলেন; কিন্তু সাইরসের সৈন্য অপেক্ষা করিয়া ক্রীসসের দ্বিগুণ সেনা, তাহা গণনায় চারি লক্ষ ছিল; আর ঐ দুই জনেতে ঘোরতর অতি ভয়ঙ্কর সমর হইয়াছিল; আর তাহাতে কোন২ সময় সাইরসের উপর এমন আপদ ঘটিয়াছিল, যে তাহাতে তাঁহার প্রাণ সংশয়াপন্ন হইয়া ছিল; কিন্তু শেষে এমনি হইয়া উঠিল যে ক্রীসসের বশীভূত হইয়া যে সমস্ত লোক সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করাতে সাইরস নিজ বিপক্ষকে পরাভূত করিয়া লিডিয়া দেশের সারডিস নামক রাজধানী করতলস্থ করিয়া লইলেন, এবং ক্রীসসকে বন্দী করিয়া কিয়ৎকালানন্তর পুনশ্চ পূর্ব্বপদস্থ করিলেন। পশ্চাৎ সিরিয়া ও আরব দেশ অধিকৃত করিয়া বাবেল নগর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন, ও তথায় উপস্থিত হইয়া দুই বৎসর তন্নগর বেষ্টন পূর্ব্বক আপন হস্তগত করিয়া, একেবারে ঐ রাজ্য উঠাইয়া দিলেন।

অনন্তর দুই বৎসর গত হইলে সাইআক্সেরস তাবৎ রাজকীয় কর্ম্মের ভার সাইরসের হস্তে অর্পণ করিয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। পরে ঐ সাইরস এই সুখ্যাতি যুক্ত আইন প্রকাশ করিলেন, যে বন্দি য়িহূদী লোকদিগকে স্ব দেশে যাইতে দেও, এই অনুমত্যনুসারে য়িহূদী লোকেরা আহ্লাদিত হইয়া স্ব দেশে প্রস্থান করিল। আর করিলেন কি না নাবুকদনসর নামক রাজা পূর্ব্বে য়িরুশালেম নগরস্থ মন্দিরহইতে যে সকল সুবর্ণ রজতাদি নির্ম্মিত পাত্র লুট করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সমস্ত তিনি ফিরাইয়া দিলেন। আর এই ভূপতি সমস্ত প্রজা লোকের প্রিয়তম হইয়া রাজ্যের কর্তৃত্ব করিলেন, এবং সত্তর বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। আর এই ভূপাল পারশী রাজ্যের সংস্থাপক ছিলেন, যাহার অন্তর্গত ভারতবর্ষ, আশর, মিডিয়া, পারশী এই সকল দেশ, এবং ইক্সাইন ও কাস্পীয়ন সাগরের নিকটস্থ অনেক ২ দেশ প্রদেশ ছিল। অপর তিনি বুদ্ধির বাহুল্যেতে ঐ রাজ্যের দৃঢ় রূপে পত্তন করিয়াছিলেন; আর তাহার উত্তরাধিকারিরা অবিবেচক হইয়া অনেক অপকর্ম্ম করিয়াছিল, তত্রাপি ঈশ্বরেচ্ছাতে দুই শত বৎসরের মধ্যে তাহার বড় একটা ব্যাঘাত জন্মিল না।

এই সাইরস রাজার সন্তান যে কেম্বাইসিষ তিনি পিতৃপদাভিষিক্ত হইয়া মিশরীয় লোকের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। অনন্তর তৎস্থানে সসৈন্যে প্রস্থান পূর্ব্বক তুমুল সংগ্রাম করিয়া লুট পাটেতে তদ্দেশ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, এবং ঐ রণ সমাপন হইলে পর কাফরী লোকদের সঙ্গে সমর করিতে মনে ২ স্থির করিয়া কতক চর উকিলবেশে ঐ দেশে প্রেরণ করিলেন। এই রূপ করিয়া যে পাঠাইলেন ইহার কারণ এই, যে সেখানকার লোকের বল ও রাজ্যের বৃত্তান্ত সকল তাহাদের অজ্ঞাতসারে জানিয়া আসিবে। পরন্তু ঐ লোকেরা কাফরীর ভূপসমীপে উত্তরিলে ঐ রাজা ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাদের যাওনের যে ভাব, তাহার অনুসন্ধান

পাইয়া কহিলেন, যে তোমাদের রাজার স্বভাব যদি ভাল হইত তবে তিনি আপন সম্পত্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া পরদ্রব্যে এমন লোভ কদাচ করিতেন না। আর যে জন কখন তাঁহার কোন হিংসা করে নাই তাহাকেও বশীভূত করিতে সচেষ্টিত হইতেন না; ভাল এ কথা ওদিকে থাকুক, এইক্ষণে এই ধনুক খানি তাঁহাকে দিয়া কহ যে পারশীরা যৎকালীন ইহাতে জ্যারোপণ করিতে পারিবে, তৎকালীন যেন কাফরীদের সহিত যুদ্ধ দেয়। আর তাঁহাকে এই ভাগ্য করিয়া মানিতেও বলিও, যে কাফরী লোক আপন রাজ্য বৃদ্ধিতে ইচ্ছুক নহে, অর্থাৎ তাহা হইলে তিনি বিপদগ্রস্ত হইতেন। কেম্বাইসিষ নিজ চরদের প্রমুখাৎ কাফরী রাজার এই প্রকার দম্ভবচন সকল শ্রবণ করিয়া উৎকট রাগাপন্ন হইলেন, এবং তৎকালীন কাফর দেশ পর্য্যন্ত যে যাওয়া যায় এমন উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ছিল না, তত্রাপি আপন সৈন্যগণকে আজ্ঞা দিলেন যে তোমরা শীঘ্র সুসজ্জীভূত হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্থান কর। ইহাতে সেনা সকল চলিল। কিছু দিন পরে রাজা দেখিলেন, যে জল ও আহার দ্রব্যের অপ্রতুল হইয়াছে, তাহাতে সেনাগণ এমন দুর্গতিতে পড়িল যে পথি মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভারবাহক যে সমস্ত জন্তু ছিল, তাহাদিগকে ক্রমে ২ ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সরতি খেলাতে দশ জনের মধ্যে এক ২ জনকে আহার করিয়া চলিল। এই রূপে যাইতে ২ উত্তম ২ সৈন্য সকল নষ্ট হইয়া গেল; অতএব শেষে ঐ কেম্বাইসিষ বিমুখ হইয়া থিবেজ নগরে ফিরিয়া গেলেন। আর তাঁহার যে কেবল এই আপদ হইয়া উঠিল এমন নয়, আরও এক খানা মহা উৎপাৎ ঘটিল; সে কি না তিনি আর এক দল সৈন্য আমন দেশে সংগ্রাম করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা যে ওয়াসিষ নগর পর্য্যন্ত গিয়া উপনীত হইল, এই সমাচার প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাহার পর কোন খানে গেল, আর কি রূপ বা হইল, তাহার কিছুই সম্বাদ পাইলেন না।

কেম্বাইসিষ এই সমস্ত দর্দশাতে রাগান্ধ হইয়া মিশর দেশে নানা প্রকার নির্দয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, আর এপিস নামে খ্যাত এক দেবকে নষ্ট করিলেন। শেষে আপন ভ্রাতা যে স্মর্ডিষ তাহার প্রতি বিস্তর ঈর্ষা প্রকাশিয়া প্রেক্সাস্পেষ নামক যে এক জন আপনার প্রধান অমাত্য ছিল, তৎ কর্তৃক ঐ স্মর্ডিষকে বধ করিলেন। পরে মিরই নাম্নী যে তাঁহার এক ভগিনী ছিল তাহাকে ভ্রাতৃশোকার্ত্তা দেখিয়া এমন নিষ্ঠুরতা প্রকাশিয়া পদাঘাত করিলেন, যে তাহাতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। আর করিলেন কি, না সুরাপানে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না, এই কথা কহিয়া প্রেক্সাস্পেষের পুত্রের বক্ষঃস্থলে এক তীর মারিলেন, তাহাতে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া পৃষ্ঠ দিয়া ঐ তীর বাহির হইলে সেও প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরন্তু তিনি লিডিয়ার অধিপতি যে ক্রীসস তাহার মস্তক ছেদন করিতে অনুমতি দিলে পর জল্লাদেরা বিবেচনা করিল, যে এই রাজাকে বধ করিলে পশ্চাৎ ইনি অনুতাপী হইবেন, অতএব ইহাকে রক্ষা করা উচিত, এই সকল ভাবিয়া ঐ ভূপতিকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিল; আর কেম্বাইসিষ তৎ পর দিবস ক্রীসস রাজা জীবিত আছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া মনেং আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু ঐ আজ্ঞালঙ্ঘনকারিদের প্রাণ দণ্ড করিতে অনুজ্ঞা করিলেন, তাহাতে তাহাদেরও প্রাণ গেল। আর স্মর্ডিষ নামক এক ব্যক্তি গণক ছিল, সে ছল করিয়া আমি রাজার ভ্রাতা এই কথা কহিয়া পারশী দেশের উপপ্লব করিয়াছিল; অতএব তাহার শাস্তি করিতে যৎ কালীন কেম্বাইসিষ ঐ দেশে পুনরাগমন করিতে ছিলেন, তৎ কালীন আপনার অস্ত্রাঘাতে ক্ষতাঙ্গী হইয়া সাইরিয়া দেশের একবাটানা নামক নগরে প্রাণ হারাইলেন।

ঐ কল্পিত স্মর্ডিষের অসঙ্গত সাবধানতাতে অমঙ্গল হইয়া উঠিল, ফল সাইরস রাজা তাবদ্গণকের কর্ণচ্ছেদন করিয়াছিলেন, ঐ

চিহ্নেতে স্মর্ডিযের সকল মিথ্যা চতুরতা প্রকাশ পাইল। পরে সাত জন প্রধান ২ লোক পরামর্শ পূর্বক ঐ প্রতারককে গুপ্ত ভাবে বধ করিল, ইহাতে সে স্থানের উপদ্রবের শান্তি হইল। অনন্তর ঐ ব্যক্তিরা কোন২ উপায়েতে রাজ্যশাসন করা কর্ত্তব্য এই যুক্তি করিতে একত্র হইল, এবং বিবেচনা করিয়া চাহিল, যে এক জন সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া আজ্ঞা প্রদান করিলে তদনুসারে রাজত্ব ভাল রূপে চলিবে; অতএব এক ব্যক্তি ভূপতি স্থাপিত করিবার জন্যে এই নির্ণয় করিল, যে কল্য প্রত্যূষে সকলে অশ্বারূঢ় হইয়া নগরসন্নিধানে অমুক স্থানে আসিবা, তাহাতে যাহার অশ্বনাদ অগ্রে হইবে, তিনিই এই পারশী রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মুকুট প্রাপ্ত হইবেন। এবম্প্রকার নিয়ম করিয়া পর দিন ঐ নিয়মিত স্থানে উপস্থিত হইলে পর হিষ্টাস্পসের পুত্র যে ডারাইয়স তাহার সহিসের কোন কৌশলদ্বারা উহারি ঘোটক প্রথম ডাকিয়া উঠিল, তৎপ্রযুক্ত তিনিই ঐ রাজ্যাধিপ হইলেন।

তিনি রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে ব্যক্তিদের সহিত যুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ইণ্টাফরনস নামক এক জনকে রাজ্যভোগের প্রথমেতেই বধ করিলেন; তাহার বিবরণ এই, যে সে অনিয়মিত সময়ে রাজবাটীতে প্রবেশ করিতেছিল, এই হেতুক এক দূত ও এক জন দ্বারী তাহাকে যাইতে বারণ করাতে সে ঐ দুই জনের নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিল, তাহাতে ডারাইয়স রাজা ঐ ব্যক্তিকে সপরিবার ধরাইয়া আনয়ন পূর্ব্বক কয়েদ রাখিলেন, কেননা পাছে তাহার কোন পরিজন তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করে। এবম্প্রকার করিলে ইণ্টাফরনসের পত্নী রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিতা হইয়া বিস্তর বিলাপ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল, তাহাতে ভূপতি ঐ স্ত্রীর দুঃখ দেখিয়া সদয় হইলেন, ও তাহার পরিবারের মধ্যে এক জনকে ছাড়িয়া দিতে অনুমতি করিলেন; তাহাতে ঐ নারী আপন ভ্রাতাকে বাঁচাইতে চাহিল, কেননা

সে মনে২ এই বিচার করিল, যে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে স্বামী ও সন্তান সন্ততি এই সমস্ত পাইতে পারিব; কিন্তু পিতা মাতার পরলোক হইয়াছে; অতএব আর সহোদর হইবার সম্ভাবনা নাই। পরে রাজা ঐ স্ত্রীর ভ্রাতাকে এবং এক পুত্রকে মুক্ত করিয়া দিয়া অন্য সকলকেই নষ্ট করিলেন।

ডারাইয়স ক্রমাগত চারি বৎসর রাজত্ব করিয়া পঞ্চম বৎসরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সৈন্য সকল লইয়া বাবেল নগরে যুদ্ধার্থে প্রস্থান করিলেন; কি জন্যে না সেখানকার লোকেরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহারা সংগ্রাম করিবার জন্যে এত খাদ্যাদি দ্রব্যের আহরণ করিয়া রাখিল, যে ডারাইয়স কর্ত্তৃক নগর বেষ্টিত হইলেও বহু দিন পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ রূপে কালক্ষেপ করিতে পারিবে। আর তাহাদের খাদ্যদ্রব্যের পাছে ন্যূনতা হয় এতন্নিমিত্তক এমন নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিল, যে বৃদ্ধ লোক ও স্ত্রী লোক এবং বালকাদি এই সমস্তকে গল দেশ টিপিয়া নষ্ট করিল, কেবল প্রত্যেক পুরুষের কারণ এক২ স্ত্রী ও প্রতি গৃহের কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্যে এক২ জন দাসী রাখিল। পরে ডারাইয়স সসৈন্যে বাবেল নগর এক বৎসর আট মাস পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিলেন; তদনন্তর জোফাইরস নামক এক ব্যক্তির চাতুর্য্যেতে ঐ নগর তাঁহার করতলস্থ হইল। সে এই রূপ চাতুরি প্রকাশ করিল, যে আপনার নাসিকা কর্ণ আপনি ছেদন করিয়া বাবেল নগরস্থ লোকের সমীপে গিয়া কহিল, যে পারশী দেশের নরপতিকে আমি কহিলাম, যে আপনি এই উদ্যোগহইতে ক্ষান্ত হউন, কেননা ইহাতে কিছুই ফল দর্শিবে না; তাহাতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার এই অবস্থা করিলেন। এই বাক্যেতে বাবেলীয় লোকেরা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দিল।

পরে ডারাইস বাবেলের তাবদ্বিষয়ের স্থৈর্য্য করিয়া সিথিয়া দেশস্থ লোকেরা একশত বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে আসিয়া দেশে বিস্তর

উপদ্রব উপস্থিত করিয়া তদ্দেশস্থ লোকদিগকে অতিশয় দুঃখগ্রস্ত করিয়াছিল; সেই কুকর্ম্মের প্রতিফল তাহাদিগকে দিবার জন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পরে তরণী নির্ম্মিত সেতু করিয়া তদ্দ্বারা সৈন্য সামন্ত সকলকে বাসফারস নদী পার করিলেন, এবং থ্রেস দেশ জয় করিয়া আপন জলস্থ সৈন্যগণকে এই আজ্ঞা প্রদান করিলেন, যে ইষ্টর নদী অর্থাৎ যাহাকে ডানিউব বলে তাহাতে সকলে একত্র হইয়া আমার সহিত মিলিবা। তদনুসারে সকলে ঐ স্থানে তাঁহার সঙ্গী হইয়া সে নদী পার হইল, এবং সিথিয়া দেশে উত্তরিলে পর ঐ দেশীয় ব্যক্তিরা সম্মুখ যুদ্ধ না দিয়া কূপ ও উনই ইত্যাদি সকল পূরাইয়া পিছে হটিল, ইহাতে ডারাইয়সের সেনা সমস্ত ঐ দুর্গম পথ হেতুক জলাদি প্রাপ্ত না হওয়াতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইল। পশ্চাৎ ডারাইয়স ঐ দুষ্কর কার্য্য পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া শিবিরের ভিতরে২ অগ্নি প্রজ্বলিত করাইলেন, এবং বৃদ্ধ ও পীড়িত ব্যক্তিদিগকে সেই২ স্থানে ফেলিয়া ঐ ডানিউব নদী পুনশ্চ পার হইতে অতি ত্বরায় তাহার তীরস্থ হইলেন, এবং পার হইয়া থ্রেস দেশে বাহুড়িয়া আইলেন। আর ঐ দেশ ভাল রূপে স্বাধীন করিতে মিগাবাইজস নামক এক জন আপনার সেনাধ্যক্ষকে ওখানে রাখিয়া গেলেন, পরন্তু বাসফারস নদী পার হইয়া সার্ডিস নগরে অবস্থিতি করিলেন।

ডারাইয়স সেই নগর শাসন করিবার জন্যে আপনার ভ্রাতা যে আর্টাফর্নেস তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া আপনি প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ইজিয়ান সমুদ্রস্থ সাইক্লেডিজ নামে যে সকল উপদ্বীপ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান উপদ্বীপ যে নাক্সস, তাহাতে একটা বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ঐ স্থানের অধ্যক্ষ আপন প্রভু ভূপতির লাভ করিতে এবং যুনানী দেশে গমনাগমন করিবার পথ প্রস্তুত করিতে চেষ্টান্বিত হইল। কিন্তু ডারাইয়স নাক্সস উপদ্বীপ করস্থ করিবার জন্যে যে আশা করিয়াছিলেন, তাহাই যে কেবল

বিফলা হইল এমন নয়, আর ও এই রূপ ঘটিল, যে য়ুনানী লোকেরা প্রকাশ রূপে তাঁহার বৈরি হইয়া উঠিল, এবং জল ও স্থল পথে সংগ্রাম করিতে উভদ্রব্যের আয়োজন করিতে লাগিল। অপর বিংশতি জাহাজ শুদ্ধ এথেন্স নগরস্থ লোকের সাহয্য পাইয়া আপনাদের সৈন্য সামন্ত সকল একত্রীভূত করিয়া রণসজ্জা পূর্ব্বক এফিসস্ নগরে প্রস্থান করিল; এবং তথায় ঐ জাহাজ সমস্ত সংস্থাপন করিয়া সার্ডিস নামক নগরে গমন পূর্ব্বক তন্নগর একেবারে ভস্মসাৎ করিল। পরন্তু পারশী দেশীয়েরা য়ুনানী লোকদের উপরে প্রবল হওয়াতে তাহারা যৎকালীন যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে তৎকালীন বিস্তর মনুষ্যকে বধ করিল; তাহাতে এথেন্স নগর নিবাসিরা সংগ্রামে ক্ষান্ত হইয়া স্ব দেশে পুনঃপ্রস্থান করিল; কিন্তু এই যুদ্ধ হওয়াতে পারশী দেশীয়দের সঙ্গে তাহাদের এমন বিচ্ছেদ হইয়া উঠিল, যে তাহাতে পরে পরস্পর ঘোরতর সমর হওয়াতে শেষে ঐ পারশী রাজ্য একেবারে ধ্বস্ত হইয়া গেল।

ডারাইয়স রাজা য়ুনানী দেশ এবং আশিয়ার নিকটবর্ত্তি উপদ্বীপ সকল বশতাপন্ন করিয়া মার্ডোনিয়স নামা ব্যক্তিকে আপনার তাবৎ সৈন্যের উপর অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিলেন, এবং য়ুনানী দেশ আক্রমণ করিতে ও তদন্তঃপাতী যে এথেন্স আর ইরিট্রিয়া দেশ, সেখানকার যে সমস্ত লোকেরা পূর্ব্বে সার্ডিস নগর নষ্ট করিয়াছিল, তাহাদিগকে তৎকর্ম্মের প্রতিফল দিতে তাহাকে অনুমতি করিলেন। তদনন্তর ঐ মহদ্ব্যক্তি এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আপন সৈন্য দল সকল হেলেস্পান্ট নামক মোহানার তীরে একত্র করিলেন, এবং থ্রেস দেশের মধ্য দিয়া মাকিডোনিয়াতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তৎ স্থানস্থ ব্যক্তি সমস্ত যুদ্ধ বিক্রম ব্যতিরেকে তাঁহার বশীভূত হইল, কিন্তু আথস নামে খ্যাত যে পর্ব্বত, তাহা বেষ্টন করিয়া যাইবার সময় প্রচণ্ড বায়ুতে অতিশয় তুফান হইয়া উঠিল, তাহাতে তাঁহার অনেক জাহাজ সমুদ্রজলে মগ্ন হইলে পর অবশিষ্ট যে সকল

ছিল তাহাও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। জলপথে তো এবম্প্রকার আপদ উপস্থিত হইল, কিন্তু স্থলেতেও যে সেনাগণ যাইতেছিল তাহারা থ্রেষ দেশের ব্রাইজিয নামধেয় এক জাতীয় লোককর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিস্তর নষ্ট হইল। এই সমস্ত উৎপাত ঘটাতে মার্ডোনিয়সকে আশিয়া দেশে পুনরায় গমন করিতে হইল।

ডারাইয়স রাজা এই রূপ বিবেচনা করিলেন, যে মার্ডোনিয়সের অক্ষমতা প্রযুক্ত এই রূপ ব্যাঘাত হইল; অতএব তাহাকে ঐ পদ-চ্যুত করিয়া তাহারি পরিবর্ত্তে মিড জাতীয় ডেটিষ নামক এক ব্যক্তি ও সার্ডিষ নগরের এক জন মৃতাধ্যক্ষের পুত্র যে আর্টাফর্নেষ এই উভয়কেই ঐ সেনাপতি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আর তিনি গ্রীক দেশে পুনশ্চ হটাৎ যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ না করিয়া প্রথমেতে কতক গুলি দূত প্রেরণ করিলেন, কারণ এই যে ঐ দেশস্থ লোকেরা যদি সমর ব্যতিরেকে বশীভূত হয় তবে ভাল। পরন্তু প্রেরিত দূতেরা গ্রীক দেশের অন্তঃপাতি নানা রাজ্যেতে গিয়া অধীন হওনের চিহ্ন জল ও মৃত্তিকা চাহিল, তাহাতে এথেন্স নগর ও স্পার্টা দেশহইতে অনাদৃত হইয়া পুনরাগমন করিলে পর ডারাইয়স মনেং বিচার করিলেন, যে তাহারা সহজে বশীভূত হইবে না; অতএব ঐ দুই জন সেনাপতিকে ছয় শত জাহাজ ও পাঁচ লক্ষ সৈন্য প্রদান করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, যে এথেন্স ও ইরিট্রিয়া নগর করতলস্থ করিয়া সেখানকার তাবৎ গৃহ ও মন্দির একেবারে ভস্মসাৎ কর; এবং নগরস্থ তাবদ্ব্যক্তিকে শৃঙ্খলেতে বান্ধিয়া এই শুষা নগরে পাঠাও।

পারশী দেশীয় ঐ দুই জন সেনাধ্যক্ষ নাক্সস ও ইরিট্রিয়া দেশ করতলস্থ করিলে পর, জাহাজ খুলিয়া আটিকাতে প্রস্থান করিল। পরে পিষসট্রেটসের পুত্র যে হিপাএষ, সে তাহাদিগকে সে স্থান-হইতে লইয়া মারাথনের প্রান্তরে উত্তরিল। তৎকালে লাসিডিমন দেশীয় লোক উহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিল না, কেননা তাহাদের এই এক প্রাচীন রীতি ছিল, যে পূর্ণিমার পূর্ব্বে যুদ্ধযাত্রা

করা নিষেধ। কিন্তু মিলটিএডেষ নামা এক ব্যক্তি সেনাধ্যক্ষ হইয়া প্লেটেয় নগরের এক হাজার ও আথেন্সের নয় হাজার লোক একত্র করিয়া ঐ মারাথনের প্রান্তরে সংগ্রাম করিতে রণ ভূমিতে উপস্থিত হইল; আর নানা প্রকার বাক্য ও ক্রিয়াতে সেনাদের মনোমধ্যে অতিশয় সাহস জন্মাইয়া তাহাদিগকে সমর করিতে আজ্ঞা দিল। তাহাতে তাহারা পারশী দেশীয় সৈন্য অপেক্ষা এত অল্প হইয়াও অতিবেগে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই প্রকার তুমুল সংগ্রাম কিঞ্চিৎ কাল করিয়া আপন বিপক্ষদিগকে পরাভূত করিল, ও তাহাদের জাহাজ পর্যন্ত তাড়াইয়া শেষে অনেক জাহাজ দগ্ধ করিয়া ভস্মসাৎ করিল, এবং ঐ পারশী দেশীয় সৈন্যেরা জয়াশা পূর্ব্বক তচ্চিহ্ন স্তম্ভ নির্ম্মাণার্থ যে সমস্ত প্রস্তর এবং শত্রু বন্ধনার্থে যে শৃঙ্খল সকল আনিয়াছিল, এই সমুদায় উহাদের ছাউনিতে গিয়া পাইল।

ডারাইয়স রাজা আপন সৈন্যেরা কর্ম্ম সিদ্ধ না করিতে পারিয়া যে পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা শ্রবণ মাত্রেই মনে ২ স্থির করিলেন, যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার অধ্যক্ষ আপনি হইয়া গ্রীক দেশের উপর আক্রমণ করিতে যুদ্ধযাত্রা করিবেন; অতএব তিনি তিন বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সমরযাত্রার উদ্যোগ করিয়া শেষে পীড়িত হইয়া লোকান্তরে গমন করিলেন। আর ধর্ম্মপুস্তকে এতদ্বিষয়েতে তাঁহার সুখ্যাতি আছে, যে তিনি য়িহুদী লোকদের বড় উপকারী ছিলেন, এবং য়িরূশালম নগরে যে পরমেশ্বরের মন্দির ছিল, তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ও তথায় ঈশ্বরারাধনার বৃদ্ধি করিতে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। আর প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা তাঁহার জ্ঞান ও যথার্থতা এবং দয়া এই সকলের কারণ যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

ডারাইস্ রাজা বহু দিন রাজ্যশাসন করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন, যে এই জর্কসেষ নামক আমার পুত্র আমার উত্তরাধি-

কারী হইবেন; তাহাতে ঐ রাজপুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া আপন পিতৃকৃত গ্রীক দেশ আক্রমণার্থক যে যুদ্ধের আয়োজন তাহা করিতে লাগিলেন, এবং কারথেজ নগরবাসি লোকদের সহিত এই অভিপ্রায়ে সন্ধি করিলেন, যে তাহারা গ্রীক রাজ্যের যে সমস্ত লোক সিসিলি ও ইটালি দেশেতে বাস করে, তাহাদের উপর আক্রমণ করিবে; এবং স্পেন ও গাল আর ইটালি ও আফ্রিকা এই সমস্ত স্থানেতে তিন লক্ষ সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে সংগ্রহ করিবে। আর পূর্ব্বে জলস্থ সৈন্যদের এথস্ পর্ব্বত বেষ্টন করিতে যে আপদ ঘটিয়াছিল, সে বিপদে পুনর্ব্বার না মগ্ন হইতে হয়, এতদর্থে জর্কসেষ রাজা ঐ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া জাহাজ যাইবার জন্যে এক খাল কাটিতে ও সৈন্য সামন্ত সকলের ইউরপে যাইবার কারণ হেলিস্পাণ্ট নামক মোহানাতে নৌকা নির্ম্মিত একটা সেতু প্রস্তুত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

ঐ পারশী দেশাধিপতি যে জর্কসেষ, তিনি পূর্ব্ব সংগৃহীত যুদ্ধ দ্রব্য সমস্ত লইয়া গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন, তাহাতে তাহার সঙ্গে অষ্টাদশ লক্ষ পদাতিক স্থলপথে চলিল, এবং জলপথে পাঁচ লক্ষ সত্তের হাজার ছয় শত দশ জন মনুষ্য, বার শত সাত খান বৃহৎ জাহাজ, ও তিন হাজার ক্ষুদ্র জাহাজ, আর কএক খান সৈন্য প্রেরণ করা যায় এমন জাহাজ, এই সকল লইয়া প্রস্থান করিল। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধা ত্রয়োবিংশতি লক্ষ সতের হাজার ছয় শত দশ জন সৈন্য মহা কোলাহল করিয়া গমন করিল। পরে পথে যাইতে২ অনেক দেশস্থ লোক পরাভূত হইয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল, তাহাতে এত সেনার বাহুল্য হইয়া উঠিল. যে জর্কসেষ রাজা ছাব্বিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয় শত দশ জন সৈন্য শুদ্ধা থরমাপেলি নামক স্থানে উত্তরিলেন।

তৎকালে থেস্পিয়ান ও প্লেটিয়ান লোক ব্যতিরেকে লাসিডিমোনীয় এবং আথেন্সীয়দিগের আর সমস্ত স্বদেশীয় ব্যক্তিরা তাহা-

দিগকে ত্যাগকরিল, তাহাতে ঐ তাজা ব্যক্তিরা প্রবল শত্রুর আগমন প্রযুক্ত পূর্ব্বের পরস্পর বিবাদ ভঞ্জন পূর্ব্বক আপনারা ঐক্য হইয়া আথেন্সীয়দের মধ্যে থিমিষ্টাক্লিস্ নামক এক ব্যক্তিকে ও স্পার্টনদিগের মধ্যে লিয়নিডাসকে আপনাদের সেনাপতি করিল। আর অনেক বিবেচনা করিয়া ইহা স্থির করিল, যে লিয়নিডাস চারি হাজার সেনা লইয়া যে সকল পর্ব্বতদ্বারা থেসালিহইতে গ্রীক দেশ পৃথক্ হইয়াছে, ঐ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তি থরমাপেলিতে যে ক্ষুদ্র এক পথ আছে, যাহা ব্যতিরেকে পারশী দেশীয় মনুষ্যের আটিকা দেশে প্রবিষ্ট্যে যাইবার আর সঙ্গতি নাই; সেই পথ আটক করুণ গিয়া। ইহাতে ঐ সেনাপতি কহিল, যে আমি সাধ্যানুসারে পারশী দেশীয় লোকের আগমনের বাধ জন্মাইব, নতুবা আপন প্রাণ দিব, এই রূপ পণ করিয়া অতি ত্বরায় ঐ স্থানে প্রস্থান করিল। পরে জর্কসেস তাহাকে ঘুষ দিয়া বশ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার ঐ উদ্যোগ বিফল হইলে তাহার অস্ত্র চাহিতে এক জন দূতকে পাঠাইলেন; তাহাতে ঐ সেনাধ্যক্ষ এই মাত্র উত্তর করিল, যে তুমি বল গিয়া তিনি যেন আপনি লইয়া যান। অতঃপর সমর উপস্থিত হওয়াতে লিয়নিডাসের সেনা এত অল্প হইয়াও অনেক কাল পর্য্যন্ত পারশী দেশীয় সৈন্যাক্রমণের বাধ জন্মাইল, কিন্তু শেষে জর্কসেসের অসংখ্য সেনার তীর ও বঁড়শা ইত্যাদি যে নিঃক্ষিপ্তাস্ত্র, তাহাতে ক্ষতাঙ্গী হইয়া পঞ্চত্ব পাইল।

যৎকালীন আথেন্স নগরে শত্রুদের আগমন সম্বাদ পৌহুঁছিল, তৎকালীন থিমিষ্টাক্লিস ঐ নগরস্থ লোকদিগকে লইয়া এই পরামর্শ করিলেন, যে সকলে আপন ২ স্ত্রী পুত্রগণকে এক উপদ্রব রহিত আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিয়া এই নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাহাজে আরোহণ কর গিয়া চল, কেননা ইহাতে ঐ জয়ী ও দাম্ভিক অরিদের আগমনের বাধ হইতে পারিবে। এই যুক্তির কারণ এই, যে দৈবজ্ঞেরা কহিয়াছিলেন, যে কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রাচীরদ্বারা আথেন্স নগরের

রক্ষা হইবে। এই কথার প্রকৃত ভাব এই ছিল, যে জাহাজে আ-রোহণ করিলে বাঁচিবে; কিন্তু যাহারা এই তাৎপর্য্য না বুঝিয়া তন্নগরের চতুষ্পার্শ্বে দৃঢ়রূপে কাষ্ঠময় প্রাচীর প্রস্তুত করিতে লাগিল. তাহারা কতক দিন বিলম্বে আপনাদের ভ্রম জ্ঞাত হইল।

সেই সময়ে গ্রীক দেশীয় কএক খান জাহাজস্থ কতক গুলি সৈন্য পারশী দেশের কিয়ৎ সংখ্যক জাহাজের কতক সেনাকে যুদ্ধে জয় করিল; তাহার পর সালামিষ দেশ অঞ্চলে তুমুল সংগ্রাম করিয়া সমুদয় পারশী জাহাজস্থ লোককে পরাভব করিল। এই সময়ে জর্কসেষের জাহাজ গুলা এমন ভগ্ন হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল, যে তাহাতে তিনি এই শঙ্কা করিলেন, যে আমি পশ্চাৎ এক জাহাজও পাইতে পারিব না; অতএব এক ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক আশিয়া দেশে পলায়ন করিলেন। এই রণ জয়েতে গ্রীক লোকেরা বড় সাহসী হইয়া পারশী লোকদের চতুর্দ্দিকে সম্যক্ প্রকারে আক্রমণ করিল, এবং আথেন্সীয় ও লাসিডিমোনীয় ব্যক্তিদের সাহায্য করিতে লাগিল। আর পারশীর স্থলস্থ সৈন্য সমূহের সঙ্গে বিয়োসিয়ার অন্তঃপাতি প্লাটাইয়া দেশে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল, এই যুদ্ধে পারশী রাজ্যের তিন লক্ষ সেনার মধ্যে কেবল তিন সহস্র বাঁচিল, বাকি তাবতই মারা পড়িল। আর অবশিষ্ট যে জাহাজ সমস্ত ছিল, তাহা আশিয়ার মধ্যে মাইকাল নামক অন্তরীপে নষ্ট হইয়া গেল; তথাপি ঐ পারশী দেশীয়দের ধন ও ছলদ্বারা কিঞ্চিৎ প্রাবল্য ছিল, ও তদ্দ্বারা অনেক দিবস পর্য্যন্ত তাহাদের যুদ্ধোপকার হইল।

জর্কসেষ রাজা যে সময়ে সার্ডিষ নগরে ছিলেন, সে সময়ে আ-পনার ভ্রাতা যে মাসিষ্টেষ তাহার পত্নীর প্রতি গমন করিতে আসক্ত হইয়া সাধ্যানুসারে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি-লেন, ও তাহার আর্টেন্টা নাম্নী কন্যার সঙ্গে আপনার জ্যেষ্ঠ

পুত্রের বিবাহ দিলেন; কিন্তু ঐ স্ত্রী সাধ্বী ও পতিব্রতা ছিল, এই হেতুক জর্কসেষের আশা বিফলা হইল। পরে ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ গমন করিতে আসক্ত হইলেন, তাহাতে আর্টিনটা আপন মাতৃ বব্যবহার না করিয়া স্বীকৃতা হইল।

জর্কসেষের স্ত্রী যে হামেষ্ট্রিস রাণী তিনি এই বোধ করিলেন, যে মাসিষ্টেষের স্ত্রীর মন্ত্রেতে আর্টিনটার সঙ্গে জর্কসেষ রাজার ঘটনা হইয়াছে, ইহাতে অত্যন্ত দুঃখযুক্তা হইলেন। পরে আপন স্বামীর জন্ম দিবসে ঐ মাসিষ্টেষের স্ত্রীকে চাহিলেন, কেননা সেখানে এমন রীতি ছিল, যে পতির জন্ম দিবসে পত্নী অভিলষিত দ্রব্য পাইতে পারে; অতএব রাজ্ঞীর এই রূপ প্রার্থনা করাতে ঐ পতিব্রতা স্ত্রী তাঁহার হস্তে সমর্পিতা হইল, পরে হামেষ্ট্রিস পূর্ব্বরাগ প্রযুক্ত তাহার ওষ্ঠাধর জিহ্বা নাসিকা কর্ণ এই সকল ছেদন করিলেন, ও উহার স্বামী যে মাসিষ্টেষ, তাহার নিকটে তাহাকে এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্তা করিয়া পাঠাইলেন।

মাসিষ্টেষ এই অসঙ্গত দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত ক্রোধেতে পরিপূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ আপন সকল পরিবার ও অমাত্য বর্গকে লইয়া বাক্‌ট্রিয়া নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন, কেননা তৎকালীন তিনি সে স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঐ সময়ে জর্কসেষ রাজা তাহার পলায়নের সম্বাদ পাইয়া এক দল অশ্বারূঢ় সৈন্য তৎপশ্চাৎ পাঠাইলেন। পরে ঐ সেনাগণ গমন করিয়া সেই দুর্ভাগ্য মাসিষ্টেষের ও তাহার স্ত্রী পুত্রগণের এবং তাহার অমাত্য বর্গের মস্তক ছেদন করিল। জর্কসেষের এই সমস্ত লম্পটতা প্রভৃতি অত্যন্ত দুষ্টতাচরণে প্রজা লোকেরা তাঁহাকে বড় বিরক্ত হইল, এবং তাঁহার প্রধান এক বন্ধু যে আর্টাবেনিষ, সে তাঁহাকে বধ করিয়া তত্তৃতীয় পুত্র যে আর্টাজর্কসেষ, তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস জন্মাইল, যে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডারাইয়স তোমার পিতাকে নষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে ঐ আর্টাজর্কসেষ আপন জেষ্ঠ ভ্রাতাকে সংহার করিলেন, এবং আর্টা-

বেনিষ যে উহার মন্দ চেষ্টা করিতেছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া তাহাকেও নষ্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন।

ঐ আর্টাজর্কসেষ নব্য রাজা, আপনার প্রবল প্রতিযোগী যে আর্টাবেনিষ, তাহাকে এই রূপে নষ্ট করিয়া তৎকালীন বাকট্রিয়া সুবার কর্ত্তা ইষ্টাপেস নামক যে তাঁহার ভ্রাতা, তিনি পারশী রাজ্য লইতে সচেষ্ট ছিলেন, ও সেই চেষ্টা [illegible] করিতে উদ্যোগী হইলেন; এবং আর্টাবেনিষের [illegible] আক্রমণ করিয়া জয় করিলেন। পশ্চাৎ বাকট্রিয়াস [illegible] অনেক সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কেননা সেখানেকার [illegible] বাঞ্ছা ছিল, যে ইষ্টাপেষ রাজা হন। অনন্তর [illegible] পক্ষের প্রথম সমরকালীন জানা গেল না যে কাহার জয় হইবে, কিন্তু শেষে আর্টাজর্কসেষ জয়ী হইয়া সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইলেন।

পরে আর্টাজর্কসেষ রাজার পঞ্চম বৎসর রাজ্যশাসন কালীন মিশর দেশীয়েরা স্বাধীন হইতে বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা বিফল হইয়া উঠিল। সে যাহা হউক আর্টাজর্কসেষ গ্রীক লোকদের সঙ্গে এই নিয়ম স্থির করিয়া সন্ধি করিলেন, যে পারশী দেশের কোন যুদ্ধের জাহাজ [illegible] কলিডোনিয়ন নামক উপদ্বীপের মধ্য দিয়া গমনাগমন করি[illegible] পারিবে না, এবং সেখানকার কোন সেনাপতি গ্রীক [illegible] অধিকারস্থ সমুদ্রহইতে তিন দিবসের পথ পর্যান্ত যাই[illegible]

অনন্তর মিগাবাইজস নামে পারশী দেশের এক জন কুলীন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আর্টাজর্কসেষের বিরুদ্ধে পতাকা উড্ডীয়মানা করিলেন। ইহার কারণ এই, যে আর্টাজর্কসেষ আপন মাতার অনুমতিতে আর এক জন রাজাকে ক্রুশে নষ্ট করিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তির অপরাধ পূর্ব্বে আপনি মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। শেষে উভয় দলের এই বিবাদ ভঞ্জন হইল, ও মিগাবাইজস রাজসভায় পূর্ব্বমত সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু আর্টাজর্কসেষ পত্নীগর্ভজাত জর্কসেষ

নামক যে একটী পুত্র, তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু আরো সতের জন পুত্র তাঁহার ভোগ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত হইল, তাহাদের মধ্যে সাগডিয়ানস, ওকস, আরসাইটিষ, এই তিন জন বর্ত্তমান ছিল।

দ্বিতীয় জর্কসেষ কেবল পঁয়তাল্লিশ দিবস রাজ্যভোগ করিয়া এক রাজকীয় ভোজে মত্ত হইলেন, এই অবকাশ ক্রমে সাগডিয়ানস নামা এক জন তাঁহাকে বধ করিল; পরে ঐ রাজহন্তা সিংহাসনে বসিবামাত্র ওকস জর্কসেষের প্রাণ হিংসার প্রতিফল তাহাকে দিবার মনস্থ করিয়া প্রকাশ করাতে তাবৎ প্রজা লোক সাগডিয়ানসকে ত্যাগ করিল, এবং শেষে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুতে সে পঞ্চত্ব পাইল। ইহাতে তাহার যেমন দুষ্কর্ম্ম তদুপযুক্ত ফল হইয়া উঠিল।

পরে ওকস রাজপদস্থ হইয়া আপনার খ্যাতি করিলেন ডারাইয়স, কিন্তু ইতিহাসবেত্তারা ডারাইয়স নোথস নামে বর্ণনা করেন। অনন্তর আরসাইটিষ নামক যে তাঁহার ভ্রাতা তিনি মিগাবাইজশের পুত্র আর্ষ্টিফিয়সের সাহায্যেতে আপনি রাজ পদাভিলাষী হইয়া নিজ ভ্রাতাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন; তাহাতে তিন বার যুদ্ধ হইয়া গেল, পরে ঐ আর্ষ্টিফিয়স ওকস রাজার শরণাগত হইল। পরে আরসাইটিষ আপন সহকারি ব্যক্তি রাজার নিকটে গিয়া তাঁহার অনুগৃহীত পাত্র হইয়াছে ইহা শুনিয়া তিনিও তাহার মত ব্যবহার করিলেন, পরে ঐ দুই জনকে ওকস রাজা জ্বলদঙ্গারে নিংক্ষেপ করিয়া ভস্মসাৎ করিলেন।

ঐ রাজার রাজত্ব কালীন মিশর দেশীয়েরা স্বপরাক্রম প্রকাশ করিয়া স্বাধীন হইয়া রহিল, এবং মীড লোকেরাও তদ্রূপ করিল; পরন্তু ডারাইয়স যে সকল প্রদেশে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সমাধান পূর্ব্বক আশিয়া মাইনর অর্থাৎ ক্ষুদ্র আশিয়ার প্রধান কর্তৃত্ব ভার তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সাইরসকে দিলেন, আর আথেন্সীয়-

দের বিরোধী যে লাসিডিমোনীয় লোক, তাহাদের সাহায্য করিতে আজ্ঞা দিলেন; ইহাতে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতায় অনৈপুণ্য প্রকাশ হইয়া উঠিল, কেননা ঐ লাসিডিমোনীয় লোক আথেন্সীয়দিগকে জয় করিয়া পারশী দেশাধিপতির অধিকার যে আশিয়াস্থ অনেক প্রদেশ, তাহা আক্রমণ করিয়া লইল। সে যাহা হউক, ওখানে সাইরস করিলেন কি, না পারশী দেশস্থ দুই জন কুলীনের প্রাণ দণ্ড করিতে অনুমতি দিলেন; ইহার কারণ এই মাত্র ছিল, যে তাহারা ঐ সাইরসের সম্মুখে হস্তে আস্তিন অর্থাৎ করাবরণ বস্ত্রাদি না দিয়া আসিয়াছিল, কেননা সেখানে এমন রীতি ছিল, যে বস্ত্রাদিতে করাচ্ছাদিত করিয়া রাজসন্নিধানে আসিতে হয়। পরে ডারাইয়স এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ঐ কনিষ্ঠ পুত্রকে আত্ম নিকটে আনাইলেন, কিন্তু রাজ্ঞী সাইরসকে বড় ভাল বাসিতেন, এবং রাজাও ঐ রাণীর নিতান্ত বশতাপন্ন ছিলেন, এই প্রযুক্ত রাজমহিষী সাইরসকে রাজার সহিত মিলাইয়া প্রিয়পাত্র করিলেন; তাহাতে রাজা ঐ প্রিয়তম পুত্রকে যে সকল প্রদেশ শাসন করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত পুনর্ব্বার তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

কিঞ্চিৎকালানন্তর ডারাইয়স আপন পুত্র যে আরশাসেষ, তাঁহাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন। পরে ঐ আরশাসেষ আর্টাজর্কসেষ নামে আপনার খ্যাতি করিলেন, এবং তিনি বড় স্মারক ছিলেন, এ প্রযুক্ত তাঁহার আর একটা নাম হইয়া উঠিল নেমন। পরে সাইরস নামে তাঁহার এক ভ্রাতা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে নিয়ত চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং আপনার অনুকূল এমন কতক গুলি গ্রীক দেশের সৈন্যকে লইয়া বাবেলের প্রদেশ কনাক্সার নামক যে প্রান্তর, তাহাতে উপস্থিত হইল। কিন্তু দেখিল, যে আর্টাজর্কসেষ নয় লক্ষ সুসজ্জ সৈন্য সুদ্ধা যুদ্ধ করিতে সেখানে প্রস্তুত আছেন। তাহার পর উভয়ে উৎকট সংগ্রাম হইয়া উঠিল, আর সাইরস আপন ভ্রাতাকে দর্শন মাত্রেই

এমন রাগান্বিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, যে ঐ দুই দলের সমর যেন দুই জনে হইতেছে এমন বোধ হয়। এই রূপ ঘোরতর রণেতে ঐ সাইরস আর্টাজর্কসেষ রাজা ও তাঁহার সৈন্যদের হাতে পড়িয়া কালপ্রাপ্ত হইল। এই সময়ে গ্রীক দেশীয় দশ হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষ যে জেনফন, সে ঐ সেনাগণ লইয়া এমন সুসঙ্গতিতে পলায়ন করিল, যে অদ্যাবধি সেই কৌশল যুদ্ধবিষয়ে প্রশংসিত রূপে গ্রাহ্য হইতেছে। পরন্তু পারিসাটিষ নামে গত রাজার স্ত্রী আর্টাজর্কসেষের স্ত্রী যে ষ্টাটাইরা তাহার প্রতি অতিশয় দ্বেষ করিয়া তাহাকে এই রূপে বিষভক্ষণ করাইল, যে এক খানি ছুরিকার একাংশে বিষ মাখাইয়া তাহাতে এক পক্ষিকে দুই খণ্ড করিল, এবং যে অংশে বিষ ছিল সেই অংশ তাহাকে দিল। তাহাতে রাজা পারিসাটিষকে কিঞ্চিৎ কালের জন্যে বাবেলস্থ কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন, পরে তাহাকে রাজসভায় আনিতে অনুমতি হইল।

আর্টাজর্কসেষ মিশরীয় লোকদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তিনি সতর্ক ছিলেন না, অতএব জয়ী হইতেও পারিলেন না। আর তিনি গ্রীক লোকদের সঙ্গে পূর্ব্বাপর সমর করিতেন, তাহাতে ঐ গ্রীক লোকদের অনৈক্য প্রযুক্ত তাহারা শৃঙ্খলা ক্রমে রণ করিতে পারিল না, কিন্তু পারশী দেশীয় সৈন্যাধ্যক্ষেরা যুদ্ধের সুশিক্ষা প্রযুক্ত অনেক দেশ প্রদেশ অধিকার করিয়া লইল। শেষে লাসিডিমোনীয় লোকেরা আপনাদিগকে অসমর্থ জানিয়া সার্ডিষ নগরের অধিপতির সঙ্গে যে প্রকারে সন্ধি হইয়া উঠে, তাহা করিতে আণ্টালসাইডাষ নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইল, আর আথেন্স নগরের ও গ্রীক দেশস্থ অন্য২ নগরের লোকেরাও ঐ জন্যে আপনাদের পক্ষের উকীল পাঠাইয়া দিল; ইহাতে ঐ রাজার সঙ্গে সকলের সন্ধি স্থির হইল, কিন্তু তাহাতে আণ্টালসাইডাষের বড় অবিজ্ঞতা প্রকাশ হইল, কি জন্যে না

গ্রীকদের আশিয়া দেশস্থ তাবৎ নগর পারশী লোকদিগকে সমর্পণ করিল।

আর্টাজর্কসেষ গ্রীক লোকদের সঙ্গে যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই রূপে সমাপ্ত করিয়া অবকাশক্রমে সাইপ্রেষের রাজা যে ইবাগোরাস, তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যত হইলেন; তাহাতে জয়ী হইয়া তাঁহার তাবৎ দেশ প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন, আর বৎসর২ কর প্রদান করিবে ইহা স্বীকার করাইয়া কেবল সালামিন নামক এক নগর তাঁহাকে দিলেন। পরে কাডুসিয়ান লোকদের সঙ্গে সমর করিতে স্থির করিলেন, কিন্তু তাহারা বড় যোদ্ধা ছিল, এবং উকসীন ও কাস্পিয়ন সমুদ্রের মধ্যে এক পর্ব্বতীয় দেশে বাস করিত; অতএব এই রণে রাজা আপনি সেনাধ্যক্ষ হইলেন। পরে পারশীদের উপরে হঠাৎ এক বড় বিপদ পড়িল, তাহাতে টিরিবেজস নামক এক জন পারশী দেশীয় মহল্লোকের উপায়েতে রক্ষা পাইল।

আর্টাজর্কসেষের পুত্রেরা পৈতৃক রাজ্য লইয়া রাজপদাভিলাষে কলহ উপস্থিত করিল। রাজা ইহা দেখিয়া ঐ বিবাদ ভঞ্জনার্থ আপনি জীবদ্দশায় থাকিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র যে ডারাইয়স, তাঁহাকে রাজপদবী ও মুকুট প্রদান করিলেন। পরে ঐ যুবরাজ এবম্প্রকার মর্য্যাদান্বিত হইয়াও তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং টিরিবেজসের সঙ্গে মিলন পূর্ব্বক আপন পিতার প্রাণ দণ্ড করিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু তাঁহার এই কৃতঘ্নতা ত্বরায় ব্যক্ত হওয়াতে যেমন কর্ম্ম তদুপযুক্ত প্রতিফল পাইলেন।

ডারাইয়সের মৃত্যুর পর তিন জন যুবরাজ রাজ মুকুট পরিধান করিতে পরস্পর ঘোরতর অভিভাবাপন্ন হইয়া উঠিল, তাহাদের নাম আরিয়াস্পিষ এবং ওকস ও আরসেমেষ। পরে আরিয়াস্পিষ ওকসের প্রতারণা বাক্যেতে বঞ্চিত হইয়া বিষপানেতে প্রাণহারাইলেন, এবং টিরিবেজসের পুত্র আরসেমেষকে গুপ্ত রূপে অস্ত্রাঘাতে

বধ করিল, তাহাতে আর্টাজর্কসেষ এই সমস্ত নিষ্ঠুর্য্যাচরণে শোক
সাগরে মগ্ন হইয়া কাল প্রাপ্ত হইলেন।

আর্টাজর্কসেষ রাজ্যস্থ সকলের নিকটেই আদৃত ছিলেন, ওকস
ইহা জ্ঞাত হইয়া, এবং আপনি শীঘ্র রাজা হইলেই রাজ্যে পাছে
উপপ্লব উপস্থিত হয়, ইহাতেও ভীত হইয়া আপন পিতার মরণ
গোপন করিলেন, ও তাঁহার নাম করিয়া রাজকীয় কার্য্য চালা-
ইতে লাগিলেন। আর আপনি যে পিতার অনুমতিতে রাজ্যাভিষিক্ত
হইয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিয়া দশ মাসের পর তাঁহার পিতৃ মৃত্যু
প্রকাশ করিলেন। পরে নানা প্রদেশের লোক সকল এই বৃত্তান্ত
শুনিবামাত্র ঐ ওকস রাজার বিপক্ষ হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদের
মধ্যে প্রধান২ লোকদের অনৈক্য প্রযুক্ত যুদ্ধ ব্যতিরেকে ঐ উপ-
দ্রবের শান্তি হইল। কিন্তু ওকস রাজপদাভিষিক্ত হইয়াই আপন
রাজধানীর ও অন্য২ নগরস্থ লোক সকলের সংহার করিয়া তাবৎ
রাজ্য দুঃখসাগরে মগ্ন করিলেন। আর তিনি করিলেন কি, না ওখা
নামে আপন ভগিনী, এবং নিজ শ্বশ্রূ, এই দুই জনকে জীবন্ত থাকিতে
পুঁতিতে আজ্ঞা দিয়া বধ করিলেন। আর এক শত পুত্র পৌত্র সুদ্ধা
এক জন পিতৃব্যকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া শেষ কতক গুলি মনুষ্যকে
অনুজ্ঞা করিলেন, যে ইহাদিগকে একেবারে প্রাণে মার, তাহাতে
তাহারা তদ্রূপ করিল; এবং যাহারা তাঁহার নিকটে অত্যল্প অপরাধ
করিল তাহাদের প্রতিও এই রূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া পারশী
দেশের অনেক মহদ্বংশের সমূলোৎপাটন করিলেন।

এই রূপ অসহ্য দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত তথায় আর এক উপদ্রব উঠিল,
কিন্তু বহু কষ্টে তাহার শান্তি হইলে কিছু কালের পর সীদনীয়
ব্যক্তি সকল ও ফিনিসিয়ার লোকেরা এবং সাইপ্রিয়াট মনুষ্যেরা,
ইহারা সকলে মিশর দেশীয়দের সঙ্গে মিলিয়া পারশী রাজ্যের
বিপক্ষ হইয়া উঠিল, তাহাতে ওকস সীদন জয় করিয়া অন্য২ নগর
সমূহ নিজ পরাক্রমে করতলস্থ করিলেন; পরন্তু যিরিখো নগর

স্বাধীন করিয়া সাইপ্রুস দেশের মহীপালদের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং আপনার বিজয়ী সৈন্য সকল মিশর দেশে লইয়া গিয়া তদ্দেশ সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়া লইলেন।

ওকস এই রূপে আপন প্রতিকূলাচারি সকলের দমন করিলে পর ইন্দ্রিয় সন্তোষার্থে মুগ্ধ হইয়া নানা প্রকার সুখভোগে ও সুভোজনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে যে বেগোজ নামক মিশর দেশীয় খোজাকে রাজ্যের সকল ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি মিশর দেশ ওকস রাজা কর্তৃক জয়কালীন স্বধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম হওয়াতে অত্যন্ত রাগান্বিত ছিল; তৎপ্রযুক্ত ঐ ভূপতির চিকিৎসককে সম্মত করিয়া তাহার দ্বারা ঔষধের পরিবর্ত্তে আপন প্রভু ওকস রাজাকে কালকূট পান করাইল, এবং তাঁহার মৃত দেহ খণ্ড ২ করিয়া কুক্কুর ও বিড়ালকে ভোজন করিতে দিল। অনন্তর আরষেষ নামক সর্ব্ব কনিষ্ঠ যে রাজপুত্র, তাঁহাকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়া আর সকলের প্রাণ দণ্ড করিল; কিন্তু আরষেষ আপনি যে পরাধীন ইহা জ্ঞাত হইয়া স্বাধীন হইবার জন্যে গোপনে তাহার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে বেগোজ তাহা জানিতে পারিয়া ঐ রাজকুমারের দ্বিতীয় বৎসর রাজত্ব ভোগ কালীন তাঁহার প্রাণ হিংসা করিল। পরে ডারাইয়স নোথোষের পুত্র যে ডারাইয়স কোডোমানস, যিনি আরমানি দেশের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। সে যাহা হউক ঐ নরেন্দ্র কিঞ্চিৎ কাল রাজ্য চালাইতেছেন, ইহার মধ্যে ঐ বেগোজ উত্তরোত্তর অধিক ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষানিমিত্তক ঐ ডারাইয়স কোডোমানকে বধ করিতে প্রাণ নাশক এক পেয়দ্রব্য প্রস্তুত করিল; কিন্তু তিনি তাহা অবগত হইয়া সেই বিষ ঐ লুব্ধ বেগোজকে পান করাইলেন, ইহাতে আপনি দৃঢ় রূপে সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন।

তিন শত বৎসর অবধি পারশী দেশীয় লোকেরা গ্রীক লোককে যে দুঃখগ্রস্ত করিয়াছিল, তাহার প্রতিফল দিবার জন্যে মেসিডনের রাজা যে সেকন্দর শাহ, তিনি ডারাইয়সের দ্বিতীয় বৎসর রাজত্ব ভোগ কালীন কতক গুলিন সুশাসিত সৈন্যের অধিপতি হইয়া হেলস্পণ্ট নামক নদী পার হইলেন। পরে গ্রানিকস নামে যে নদী, তাহার তীরে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, যে নদীর ওপারে পারশী দেশীয় এক লক্ষ পদাতিক ও দশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, কিন্তু সেকন্দর শাহের ত্রিশ হাজার পদাতিক এবং পাঁচ হাজার অশ্বারূঢ় সেনার অধিক ছিল না, তত্রাপি আপন অশ্বারূঢ় সৈন্যগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া গ্রানিকস নদী পার হইলেন, এবং অতিশয় বেগেতে শত্রু পক্ষীয় সেনাগণকে আক্রমণ করিলেন, আর প্রাণ পণ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পারশীদের বিংশতি সহস্র পদাতিক ও দুই হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্যকে সংহার করিয়া পরাজয় করিলেন। এই সময়ে স্পিথ্রবেটিষ সংজ্ঞক এক ব্যক্তি যে ডারাইয়সের জামাতা হইবে এমন সম্ভাবনা ছিল, সে মেসিডনের রাজার প্রতি এক শেল নিঃক্ষেপ করিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইলে পর পুনর্ব্বার অস্ত্র ধারণ করিয়া হস্তোত্তোলন করিবামাত্র সেকন্দর শাহ তাহাকে বঁড়শাদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর স্পিথ্রবেটিষের ভ্রাতা রোষেষেষ সেকন্দর শাহের উপর আক্রমণ করিয়া টাঙ্গীতে তাঁহার কিরীট ছেদন করিল, ইতোমধ্যে ক্লাইটস নামক এক জন শাণিত খড়্গেতে ঐ রোষেষেষের মস্তক ছেদন করিয়া মেসিডনের রাজাকে রক্ষা করিল. এবম্প্রকারে সেকন্দর শাহ কর্তৃক পারশীরা নিতান্ত পরাজিত হইলে পর অনেক ২ দেশীয় লোকেরা তাঁহার নিকটে উকীল পাঠাইয়া বাধ্য হইতে অঙ্গীকার করিল।

এই আক্রমণ ক্রমে ২ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠাতে ডারাইয়স রাজা চিন্তিত হইয়া অসংখ্য সৈন্যের সংগ্রহ করিলেন, এবং আপ-

নি সেনাধ্যক্ষ হইয়া সৈন্য সংঘের সম্মুখে এক রৌপ্যময় যজ্ঞ বেদীর উপরে হোমার্থক অগ্নি সংস্থাপন করিলেন, এবং তৎ পশ্চাতে গণক সমূহ, ও তাহাদের পিছে রক্তবর্ণ বস্ত্র পরা এমন তিন শত পঁয়ষট্টি জন যুবক। তাহার পশ্চাদ্ভাগে জুপিটর নামে দেবতার মণি মুক্তাদিতে খচিত যে মনোহর রথ, ও সুবর্ণাদিতে চিত্রিত আর দশ খান বহু মূল্য রথ, এবং সুবর্ণের জরিতে জড়িত যে উত্তম ২ বস্ত্র তাহাতে বিভূষিত পারশী রাজ্যের অজেয় নামে খ্যাত যে এক দল সৈন্য, আর রত্নাভরণে ভূষিত রাজ পরিবারবর্গ, এই সকল লইয়া ডারাইয়স রাজা আপনি নানা রত্ন যুক্ত চিত্তহর বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক রণসজ্জা করিলেন; এবং এক খান স্বর্ণময় অপূর্ব্ব রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

অপর রাজা আপনার সৈন্য সামন্ত সকল লইয়া সিলিষিয়া দেশে উত্তরিলেন। পরে সেখানহইতে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, যে ইসুস নগরের নিকটে যুদ্ধ করিবার এক সুগম স্থানে সেকন্দর শাহ নিজ সেনাগণ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে ঐ পারশী দেশীয় সম্রাট্ সম্মুখবর্ত্তি অরিসৈন্য শ্রেণী অপেক্ষা আত্মসৈন্য শ্রেণী বিস্তারিত করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ সেনাগণকে সারি ২ করিয়া সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর মাসিডনীয়েরা শত্রু সেনার প্রথম পংক্তি ভগ্ন করিবামাত্র তাহারা ইতস্ততঃ হইয়া পড়িল; তাহাতে পারশী দেশীয়েরা একেবারে পরাভূত হইল, এবং তাহাদের সেনাধিপতি যে ডারাইয়স, তিনিও অতিশয় দ্রুত গমনে নিকটস্থ পর্ব্বতের মধ্যে প্রস্থান করিয়া সেখানহইতে অশ্বারূঢ় হইয়া বিপদ ভঞ্জনার্থে আরও দূরে পলাইলেন। সেই সময়ে কতক গুলি গ্রীক সৈন্য যাহারা পারশী দেশীয় রাজার বশীভূত হইয়া বেতন লইতেছিল, তাহারা নিজ বিক্রমেতে ঘোরতর যুদ্ধ করিল, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের দ্বাদশ সহস্র জন সৈন্য নষ্ট না হইল ততক্ষণ বিপক্ষদের উৎকট আক্রমণ সামলাইল; কিন্তু শেষে সেকন্দর শাহ

রুণ ভূমির ও পারশীর রাজার শিবিরের প্রভু হইয়া তথায় ডারাইয়সের জননী ও ভার্য্যা এবং তনয় এই সকলকে বন্ধী করিয়া রাখিলেন। এই যুদ্ধের পর উত্তরোত্তর তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। দেখ, তিনি সাইদিয়ানদের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া য়িহুদী দেশে জয় পূর্ব্বক য়িরুশালেম নগরের মন্দিরে কতক গুলি নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেন; পশ্চাৎ মিশর দেশীয়দিগকে স্বাধীন করিয়া ওয়াসিষের অরণ্য পার হইলেন, এবং তথাকার জুপিটর আমন নামে দেবতাদ্বারা আপনি দেব পদবাচ্য হইলেন।

তৎকালীন ডারাইয়স আপন ভার্য্যা ও জননী, এবং তনয়, ইহাদের প্রতি সেকন্দর শাহের সদ্ব্যবহার দেখিয়া এমন বাধ্য হইলেন, যে হেলিষ নদী অবধি আশিয়ার যাবৎ প্রদেশ তাহা সমুদয় ও ফরাত নদী অবধি হেলেস্পান্ট পর্য্যন্ত যত দেশ ছিল, তাহা ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন; পুনশ্চ তাঁহার পরিবারের উদ্ধারণার্থে ত্রিংশৎ সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু সেকন্দর শাহ তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিলেন, যে তুমি আমাকে রাজপদাভিষিক্ত করিয়া অধীন হইয়া থাক।

ডারাইয়স রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া ইস্সস নগরে যত সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ততোধিক সেনার সংগ্রহ করিয়া পারশী দেশের সীমায় আরবেলা নামক নগরের এক বড় মাঠের মধ্যে যুদ্ধার্থে সুসজ্জ হইয়া রহিলেন। পরে ডারাইয়সের ঐ সেনাগণ অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অত্যন্ত বেগে সমরারম্ভ করিল; কিন্তু এক বার ঘোরতর সংগ্রাম হইলে পর পরাভূত হইয়া অনেকে শত্রু হস্তগত হইল, তাহাতে ডারাইয়স পুনশ্চ প্রাণ লইয়া পলাইলেন। অনন্তর লিকস নামক নদী পার হইলে তাহার অমাত্য বর্গ তাঁহাকে এই পরামর্শ দিল, যে পশ্চাদ্গামি শত্রুর আগমন বারণার্থে এই নদীর সেতু ভাঙ্গিতে অনুমতি করুন; ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যে দয়াবান্ বন্ধুর পথ রোধ করা অপেক্ষা পশ্চা-

স্বামী তাড়নকারী যে শত্রু, তাহার পথ ছাড়িয়া দেওয়া ভাল। পশ্চাৎ তিনি আরবেলা নগরে উপস্থিত হইয়া আরমানির পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন।

অনন্তর সেকন্দর শাহ এই যুদ্ধের পর স্বীয় সৈন্যগণকে অতিশয় শ্রান্ত দেখিয়া পুনশ্চ সবল হইবার জন্যে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিতে দিলেন। অনন্তর ঐ সমস্ত সেনাগণকে লইয়া পারশী দেশীয়দের প্রাচীন রাজধানী যে পারসিপালিষ, তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং ঐ স্থানের দুর্ভাগ্য মনুষ্যদের প্রতি আপন সৈন্যগণের ক্রোধ জন্মাইয়া সেখানকার লোকদের উপর এমনি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিলেন, যে তথাকার সকল পথে রক্ত স্রোত বহাইলেন, এবং এক দুষ্ট মন্ত্রির কথাতে অনর্থক ক্রীড়াভাবে রাজবাটীতে অগ্নি প্রদান করিয়া ভস্মসাৎ করিলেন।

ইতোমধ্যে ডারাইয়স রাজা ইহা শুনিয়া মিডীয় দেশান্তর্গত যে একবাটান নগর, তথায় আশ্রয় পাইয়া সে স্থানে পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; কেননা তাঁহার মনোবর্ত্তি এইখানি ছিল, যে দুই বার তো রণে পরাজিত হইয়াছি, কিন্তু আর একবার মাত্র সংগ্রাম করিব। তাহাতে বাক্‌ট্রিয়া দেশের অধ্যক্ষ যে বেষস এবং নাবারজেনিষ নামে পারশীর এক জন কুলীন প্রধান সেনাপতি, এই উভয়ে ঐ রাজার প্রাণ হিংসার্থে মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার উদ্যোগ ভঙ্গ করিল; তাহারা করিল কি, না ডারাইয়সকে স্বর্ণ শৃঙ্খলে বন্ধন পূর্ব্বক এক খান আচ্ছাদিত শকটে বদ্ধ করিয়া লইয়া অতি ত্বরায় বাক্‌ট্রিয়া দেশাভিমুখে পলায়ন করিল; ও মনে২ এই স্থির করিল, যে যদি সেকন্দর শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তবে তাঁহার ক্রোধের পাত্র যে এই ডারাইয়স, ইহাকে সমর্পণ করিব, নতুবা এই রাজাকে বধ করিয়া ইহার মুকুট ধারণ পূর্ব্বক সমর করিব। এই সকল বৃত্তান্ত সেকন্দর শাহ শুনিয়া আপনার প্রধান২ সেনাগণ ক্যাটীরসের বশেতে রাখিলেন, এবং কতক গুলি অশ্বারূঢ় অস্ত্রধারী

সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন। পরে যাইতে২ পারশীর রাজাকে আচ্ছাদিত শকটে করিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং বেষসকে সেনাধ্যক্ষ করিয়াছে, এই সমস্ত বিশেষ রূপে অবগত হইয়া অবিলম্বে শত্রু সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে ঐ দুষ্টেরা সেকন্দর শাহের দর্শন পাইবামাত্র দুর্ভাগ্য ডারাইয়সের প্রতি বঁড়শা নিঃক্ষেপ করিয়া রক্তারক্তি করিল, ও আপনারা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

এবম্প্রকারে ডারাইয়স রাজা ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়া পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স্কে কাল প্রাপ্ত হইলেন, আর পারশী দেশীয় রাজ্য ক্রমাগত দুই শত বৎসর থাকিয়া তৎকালীন সমাপ্ত হইল। অপর ঐ রাজার স্বভাব নম্র ও মিলনশীল, আর তিনি এক প্রকার যথার্থ রূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, ও তাঁহার চরিত্র পূর্ব্ব রাজাদের ন্যায় দুষ্কর্ম্ম জন্য কলঙ্কাঙ্কিত ছিল না।

উপদেশ কথা।

প্রথম অধ্যায়।

যে দেশে দয়া ও যথাযোগ্য সুবিচার পূর্ব্বক রাজশাসন হয়, তত্তদ্দেশীয় লোকেরাই সৌভাগ্যান্বিত এবং ধন্য, এমন যদি আমাদিগের ভাগ্যক্রমে ঘটনা হয়, তবে স্বর্গ মর্ত্যের একাধিপতি যাঁহাদ্বারা ঐ ভূপাল বর্গেরা শাসনকর্ত্তা ও ন্যায্য বিচারক হইয়াছেন, এমন যে জগদীশ্বর, তাঁহার নিকটে আমাদিগের অবশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। ফলতঃ পরমেশ্বর প্রসন্ন হইলে দয়া পূর্ব্বক সুপ্রতিপালক সু বিচারক হিতকারী রাজাদ্বারা লোকদিগের আশীর্ব্বাদ করেন, অথবা প্রতিকূল হইয়া দুর্দ্দান্ত দুরাচার একটা কুরাজাদ্বারা লোকদের শাস্তিদাতা হয়েন। আর রাজা এবং প্রজা

এই উভয়ের একের সদসচ্চরিত্রদ্বারা উভয়কেই মঙ্গলামঙ্গল ও শাপ কিম্বা বরপ্রাপ্ত করাণ; অতএব প্রজাবর্গের সর্ব্ব প্রকারে এই উচিত হয়, যে সর্ব্বদা রাজশাসনেতে বশীভূত হইয়া থাকে, এবং প্রজাদিগের হিত চেষ্টা ও ন্যায্য বিচার এ সকলও ক্ষিতিপালের অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। দেখ, যে রাজা উত্তম ব্যবস্থা রূপে প্রজাপালন করেন তাঁহাকে প্রজাগণেরাও পিতৃতুল্য রক্ষাকর্ত্তা করিয়া মান্য করে; কিন্তু একটি খেদের বিষয় এই দেখিতেছি, যে এই সকল ইতিহাসের মধ্যে যে২ রাজার বিষয় পাঠ করিলাম তাহার অনেক২ রাজাই ইহার বিপরীত মতাবলম্বী, অর্থাৎ দুষ্ট। তাহারা আপন২ উচ্চপদের দ্বারা কেবল নিজ২ কুস্বভাব প্রকাশ করিয়াছে। ফল, রাজকর্ম্ম যে কি প্রকার গুরুতর, এবং যে২ লোকেরা এই কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় পরকালে তাহাদের নিকটে যে কত বাহুল্য রূপে হিসাব নিতে হইবে, ইহা তাহারা এক বার মনে করে নাই। আর অতি ক্ষুদ্র প্রজার ন্যায় মরিতে হইবে তাহাও বিস্মৃত হইয়াছিল; কিন্তু এ প্রকার বিস্মৃত হইলেও পরমেশ্বরের নিয়মের বহির্ভূত কখন হইতে পারিবে না। তাহার সাক্ষী দেখ, লেখা আছে, যে সাইএকজারিস নামে ক্ষিতিপাল নিনিবী নগর করতলস্থ করিয়া এবং আপন রাজ্য অতিশয় বিস্তারিত করিলেও তিনি আপনি মরিলেন; অতএব এই জন্যে আমরা লিখি, যে রাজা কি প্রজা সকলের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য এই, যে পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজ২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অপর পারশী লোকদিগের রীতি ব্যবস্থার বিষয় যে২ লেখা গিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন২ ব্যবস্থা অতি নিষ্ঠুর এবং রাক্ষসের ব্যবস্থার মত, আর কোন২ ব্যবস্থা অসঙ্গতও বোধ হইতেছে। সে

যাহা হউক, বালকদের নীতি শিক্ষাবিষয়ে যে প্রকার লিখিত আছে তাহাতে তাহারা যে এত পরিশ্রম পাইয়াছিল তাহা তাহাদের প্রশংসার যোগ্য বটে; কেননা মনুষ্যদিগের মন শিক্ষাবিহীন হইলে কেবল অরণ্যের সদৃশ। এখন দেখ, একটি নিবিড় কণ্টকারণ্যকে রাখা উচিত, কি দৃঢ়তর শ্রমেতে ঐ কুৎসিত বৃক্ষাদি উৎপাটন করিয়া উত্তম ২ বৃক্ষদ্বারা উত্তম উদ্যানের ন্যায় করা ভাল, ইহার কি রূপ কর্ত্তব্য হয়? আর মনুষ্যদের মন মাত্রেই বিপথগামী ও কুকর্ম্মাসক্ত ইহা সত্য বটে, তত্রাপি বোধ হয় যে বৃক্ষের অপেক্ষা বালকের মন শিক্ষা পাইলে শিক্ষিত হইবার উপযুক্ত; যেমন বৃক্ষের কোঁড়াকে নোয়াইতে গেলে সে নুইয়া যায়, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থাতে নোয়াইতে গেলে বরং ভাঙ্গিয়া যায়, তত্রাপি নত হয় না। কিম্বা বন্যাদিদ্বারা যে সকল ভূমিতে নূতন মৃত্তিকাদি পতিত হয়, সে সকল ভূমি চাস করিলে তাহাতে অনায়াসে শস্যাদি জন্মে; কিন্তু চিরকালের পতিত শুষ্ক ভূমিতে চাস ও শস্য কিছুই হইতে পারে না, তাদৃশ জানিবা।

পারশী লোকেরাও আপন ২ যুবাদিগের কায়িক শ্রমাদি অভ্যাস করাইয়া তাহাদের আলস্যকে দূর করাইত, সেও ভাল; কেননা শরীরেতে ও মনেতে এমন একটি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ আছে যে এক জনের শুভাশুভেতে উভয়েরই ভাল মন্দ হয়। দেখ, শরীরের দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতার প্রতি যে ২ কর্ম্ম কারণ হয়, সে ২ কর্ম্ম মনের তেজোহানির প্রতিও অবশ্য হেতু হয়; অতএব লিখি, কোন ব্যক্তি আলস্যকে নিজ শরীরে থাকিতে এক দণ্ডও স্থান যেন না দেয়। দেখ, কার্য্যাসক্ত থাকিলে শরীরের দৃঢ়তা ও বলবত্তা হয় কেবল তাহা নয়, মনেরও নানা প্রকার সুখ জন্মে। এতদ্বিষয়ে সাইরস নামক রাজার চরিত্র প্রশংসনীয় ছিল বটে; ফলতঃ তিনি কেবল রাজশাসন বিষয়েতেই এতদ্বুদ্ধির কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন এমন নহে, বরে কি না আত্মশরীর বিষয়ে, অর্থাৎ ঐ রাজা অল্পভোগী, ও নিরা-

নস্য, ও বহুশ্রুমী, এবং কর্ম্মেতে অত্যন্ত আবিষ্ট হওয়াতে রাজ্যের এবং আয়ুর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

আর অত্যন্ত পাপেতে পতিত হইয়া আমাদিগের মনেতে যে নানা কু চেষ্টা জন্মিয়াছে, তাহা সাইরস রাজার উত্তরাধিকারি কাম্বাইশস নামক ভূপালের চরিত্রেতে প্রকাশ পাইতেছে। ভাল যদি ঐশ্বর্য্য কর্তৃত্ব পদাদি চেষ্টা করা উচিত, তবে অগ্রে ইহা জ্ঞাত হওয়া অতি আবশ্যক, যে ঐশ্বর্য্য হইলে ঈশ্বরের আরাধনা ও লোকদিগের মঙ্গল হয়; এ নিমিত্তে তাহার চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু কাম্বাইশস রাজার চরিত্রেতে ইহার বিপরীত দেখিতেছি, অর্থাৎ কি না তাঁহাকে শত্রুহস্তা তরয়াল দত্ত হইলে তিনি ঐ তরয়াল নিরপরাধি আপন নিকটবর্ত্তি গণের উপর নিক্ষেপ করিতে সচেষ্ট হইতেন, ইহাতে যৎকালে অন্যায় ক্ষতিকারক তাঁহার প্রিয় কর্ম্মের উদ্যোগ সম্পূর্ণ না হইয়া বিফল হইত, তখন তিনি লজ্জিত এবং নম্র ও না হইয়া রাগান্ধ হইয়া উঠিতেন; যেমন কোন একটা ব্যাঘ্রকে বান্ধিয়া রাখিলে সে বশীভূত না হইয়া বরং অধিক ক্রোধাপন্ন হইয়া উঠে, তাহার ন্যায়। অতএব স্বজাতীয়ের এই রূপ কর্ম্ম দেখিয়া আমাদের লজ্জাতে অধোমুখ হইতে হইল। পরে ঐ রাজা যে স্বকীয় অস্ত্রদ্বারা নিজপ্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাতে জগদীশ্বরের যে যথার্থ বিচার তাহা আমাদের অবশ্য স্মরণীয় হইয়াছে; অতএব পাপের ভোগ যে এই রূপই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ঘটনা হয় ইহা নিশ্চয় জানিবা। ফলতঃ পাপ দ্বিধার অস্ত্রের স্বরূপ হইয়া প্রথমতঃ অন্যকে নষ্ট করিয়া পরে আপন আশ্রয়কেও বিনাশ করে।

তদনন্তর ডারাইয়স নামক রাজা যৎকালে গ্রীক দেশীয় লোকেরদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তত্তৎকালে তাঁহার এমন অনুভব ছিল, যে গ্রীক দেশ জয়ার্থ যে২ উদ্যোগ করিতেছি তাহা অবশ্য মঙ্গল হইবে, এ কারণ তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃঢ়তর ভরসা ছিল। কিন্তু শেষে যখন আপন সৈন্যগণ প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া বেগেতে জা-

হাজমধ্যে পলায়ন করিল তখন তাঁহার তাদৃশ ক্ষোভ জন্মিয়াছিল; অতএব ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি, যে আমাদিগের কর্ম্মের শুভাশুভ ফল জগদীশ্বরের হস্তগত। আর বলবান্ হইলেই যুদ্ধে জয়ী হয় এমন নয়, কি দ্রুতগামী হইলেই বেগ যুদ্ধে জিত হয় তাহাও নয়; এ সকল যেন আমাদের স্মরণমধ্যে বাস করে। সে যাহা হউক, ঐ গ্রীক লোকদিগের দশ হাজার সৈন্যগণ যে আপন দেশ রক্ষার্থে প্রাণপণে এতাদৃশ উৎকট বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, ইহাতে তাহারা প্রশংসার যোগ্য পাত্র বটে। হায় ২ আমরা কি ভ্রান্তিযুক্ত মনুষ্য! দেখ, যদি পরমেশ্বর নিমিত্তক তাহাদের মত প্রাণপণে তাদৃশ মহোদ্যোগী হইয়া ঈশ্বর শক্তিদ্বারা শয়তান ও পাপ ও ব্রহ্মাণ্ডের কুরীতির সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতাম, তবে তত্তৎ শত্রুদিগের নিরাশ করিয়া জয়ী হইয়া মুকুট ধারণ করিতাম; অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্ত হইতাম। দেখ, মারাথন স্থলে গীক লোকেরাও শত্রু দমন করিয়া মুকুট ধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এতাদৃশ অক্ষয় অম্লান মুকুট তাহাদিগের কখন ইন্দ্রিয়গোচরও হয় নাই।

তেমনিও যে ইতিহাসের প্রকরণেতে জর্কসেস নামক ভূপতির বিবরণ লেখা গিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিবেচনা করিলেও আমরা এই উপদেশ পাইতে পারি, যে অতি দৃঢ়তর রূপে অনেক আয়োজন করিলেও সে কর্ম্মের ফল জগদীশ্বরের হস্তগত, মনুষ্যের হাত নহে। আর বিশেষতঃ তদ্ব্যক্তির চরিত্রবিষয়ে যে রূপ লেখা গিয়াছে, তদ্রূপ কামার্ত্ত হইলে যে মনুষ্যদিগের কত হানি জন্মে তাহা যেন আমরা সর্ব্বদা স্মরণে রাখি; কেননা কাম হইয়াছে এক প্রকার কীটের স্বরূপ, যেমন বৃক্ষাদি মূলে কীট লাগিলে ক্রমে ২ তাহার অন্তর্জ্জর্জ্জরিত হইয়া শাখাপল্লবাদি শুকাইয়া বিনাশকে প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ মনুষ্যেতে কাম প্রবিষ্ট হইলে তাহার হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইয়া শেষে রাজ্য ও বংশের সহিত সে ব্যক্তি নষ্ট হয়।

আর দেখ! এই সকল ইতিহাসের লিখিত পরাক্রান্ত দুর্দান্ত অতি বৃহৎ ২ যে সকল রাজ্য, তাহারাও ক্রমে ২ একেবারে সমূলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যেমন সমুদ্রের অতি প্রবল ২ তরঙ্গ সকল আত্ম গর্ব্বেতে গর্ব্বিত হইয়া অতি গভীর তর্জ্জন গর্জ্জনেতে আকাশ প্রমাণ উচ্চ হইয়া অতি বেগেতে গমন করে, কিন্তু শেষে কূল প্রাপ্ত হইলে ক্রমে ২ সকলেই বিনাশকে প্রাপ্ত হয় তাদৃশ। অতএব পরমেশ্বরের অদ্ভুত২ কর্ম্ম যে সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহার মধ্যে এই সকল আমাদের বিবেচ্য, যে ঐ২ রাজ্যাদির উৎপত্তি ও বিনাশ তাহা হইতে কি জন্যে হইতেছে? দেখ, অতি বড় ঐশ্বর্য্যান্বিত যে পারশী দেশীয় রাজ্য, সে যে ত্রিশ হাজার সৈন্যাধ্যক্ষ সেকন্দর শাহ কর্তৃক ধ্বস্ত হইবে এ আমাদিগের বুদ্ধির অসম্ভবনীয় বটে। কিন্তু শেষে ঐ অভাগ্য ডারাইয়স রাজার অবস্থা দেখিয়া সকলেরই অন্তঃকরণে দয়া উপস্থিত হইতেছে, কেননা যাহাদের ঐ রাজাকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছিল, তাহাদিগের হস্তেতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন; অতএব লিখি যে ২ লোকেরা মনুষ্যেতে আস্থা না করিয়া জগদীশ্বরেতে আস্থা রাখে, তাহারাই ধন্য ও মঙ্গলের আশ্রয় হয়।

CHAPTER IV.

OF

THE GRECIANS.

চতুর্থ খণ্ড ।

গ্রীক লোকের বিষয় ।

চতুর্থ খণ্ড।

গ্রীক লোকের বিষয়।

গ্রীক লোকদের যে প্রধান ২ বিবরণ, তাহা আথেন্সীয়, ও লাসিডিমনীয়, এবং মাসিডোনীয়, এই সকল লোকের বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায়; অতএব ইহাদের বৃত্তান্ত প্রত্যেকে রীত্যনুসারে লেখা যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

আথেন্সীয় লোকের উপাখ্যান।

আটিকা দেশের পশ্চিম সীমা মিগারা ও সাইথেরিয়ন নামক পর্ব্বত, এবং বইসিয়া দেশের একাংশ; আর তাহার উত্তর সীমা ইউরিপিক মোহানা, ও ঐ বইসিয়ার কিয়দংশ; এবং উহার পূর্ব্ব সীমা ইউরোপস নদী; দক্ষিণ সীমা সেরোনিক মোহানা। অপর ঐ দেশ বায়ু কোণহইতে নৈঋত কোণ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিংশৎ ক্রোশ দীর্ঘ এবং উত্তরহইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত অষ্টাবিংশতি ক্রোশ প্রস্থ। আর তদ্দেশ স্বাভাবিক মরুভূমি, তবে যে উর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছে, সে কেবল লোকদের অত্যন্ত শ্রমদ্বারা; ও আথেন্সের লোকেরা পূর্ব্বে বাণিজ্যবিষয়ে সত্যাচরণ প্রযুক্ত খ্যাত্যাপন্ন ছিল, ও নিষ্ঠতা তাহাদের ধনমূল ছিল, ঐ ধনদ্বারা উহারা বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিত।

মিশর দেশস্থ সিক্রাপস্ নামে এক ব্যক্তি নীল নদীর মোহানার নিকটস্থ লোকদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক বসতি করাইয়া ঐ আথেন্স রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, এমনি উক্ত আছে; এবং আথেন্স নামক যে নগর, তাহার সংস্থাপনকর্ত্তা তিনিই ছিলেন, ও যুপিটর

নামক এক জনকে দেবতা করিয়াছিলেন, আর ধর্ম্মের নিয়মের মত বিবাহের নিয়ম তাঁহাহইতেই সুস্থির হয়; অপর দেবতার নিকটে পশু বলিদান করিতে নিষেধ তিনিই করিয়াছিলেন। আর এমন বোধ হয়, যে মিশর দেশের প্রণালীর ন্যায় এরিওপেগাস নামক এক আদালৎ তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। পরে আথেন্সের তৃতীয় রাজা যে এমফিকটিয়ন, তিনি এমফিকটিয়নস্ নামে এক সভা স্থাপিত করিলেন; সেখানে হইত কি, না গ্রীক দেশের অন্তর্গত যে দ্বাদশ সভা, তাহাদের এক২ জন প্রতিনিধি যাহাতে রাজ্য সুশাসিত হইয়া উঠে, এমন উপায় স্থির করিতে বৎসরের মধ্যে দুইবার আসিয়া বসিত। তাহার পর থিষস রাজা পূর্ব্বরীতি ঘুচাইয়া প্রজাদের মধ্যে প্রধান২ যে সকল লোক, তাহাদের দ্বারা রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন, ইহাতে পূর্ব্বের মত একাধিপত্য আর রহিল না। সে যাহা হউক, কিন্তু ঐ রাজার রাজনীতিজ্ঞতা ইত্যাদি নানা গুণ ছিল, তত্রাপি কোন কারণেতে প্রজা লোকেরা চঞ্চলমনা হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিল; কিন্তু তিনি আপনি করিয়াছিলেন যে * আষ্ট্রাসিজম অর্থাৎ শঙ্খ কিম্বা এক প্রকার বড় কৌড়িদ্বারা দুষ্টের প্রতি এক দণ্ডের নিয়ম, সেই নিয়মেতে দেশচ্যুত হইলেন।

সর্ব্বশেষে কোড্রুস নামে এক ব্যক্তি আথেন্স নগরে রাজা হইয়াছিলেন, তাহার রাজত্বকালীন ডোরিয়নেরা ও হিরাক্লিডিরা আথেন্স রাজ্যের অন্তর্গত যে পিলাপনীসস দেশ, তাহা পুনর্ব্বার পাইয়া আথেন্স নগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; তাহাতে ডেলফস দেশের দৈবজ্ঞ এক ব্যক্তি এ কথা কহিল, যে হিরাক্লিডিরা যদি আ-

* আষ্ট্রাসিজম এই শব্দ গ্রীক ভাষাহইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ইহার অর্থ এই, যে শঙ্খ কিম্বা এক প্রকার বড় কৌড়িতে দণ্ড করা। এ বিষয়ে এই আজ্ঞা ছিল, যে যদি কোন ব্যক্তি রাজ্যের হানি জন্মাইতে চেষ্টা করে, তবে সে দশ বৎসরের জন্য রাজ্যহইতে দূরীকৃত হইবে।

থেন্স নগরের রাজশরীরে কোন আঘাত না করে তবে পশ্চাৎ জয়ী হইতে পারিবে। কোড্রুস রাজা ইহা জ্ঞাত হইয়া কৃষক বেশ ধারণ পূর্ব্বক শত্রু শিবিরেতে গমন করিলেন, এবং এক জন সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহার হাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন; তাহার পর দিবসে আথেন্সীয়েরা আপনাদের রাজাকে চাহিল, ইহাতে হিরাক্লিডিরা জয়াশা রহিত হইয়া আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল না। পরে কোড্রুস রাজার এই পুরুষত্ব প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার এই পর্য্যন্ত সম্মান হইয়া উঠিল, যে আথেন্সীয়েরা বুঝিল, যে তত্তুল্য লোক আর পাওয়া যাইবে না; অতএব রাজপদ একেবারে উঠাইয়া দিল।

পরে তাহারা ঐ কোড্রুস রাজার বংশ এক জনকে আরকন্ নামে খ্যাত করিয়া আপনাদের উপর প্রধান বিচারকর্ত্তা রূপে স্থাপিত করিল, এবং আরকন্ যাবজ্জীবন তৎপদে নিযুক্ত রহিলেন। কিন্তু পরে তাহারা আরবার এই রূপ রীতি করিল, যে ঐ পদে এক ২ জন দশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবেন। এই প্রকার কতক কাল গত হইল, পশ্চাৎ সামান্য লোকেরা কলহ উপস্থিত করিয়া আরকন্‌কে পদচ্যুত করিল, এবং ঐ পদে নয় জন আরকন্‌কে রাখিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ ২ কর্ম্মের ভার দিল, এবং এক ২ বৎসরের জন্যে ঐ পদাভিষিক্ত থাকিবেন এমন ধারা করিল।

এই সকল করাতে ঐ রাজ্য কু শৃঙ্খল হইয়া উঠিল, ইহাতে আথেন্সীয়েরা অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে পর আরকন্ অর্থাৎ প্রধান বিচারকর্ত্তা অথচ কুলীন যে ড্রেকো, তিনি দেশের বৈলক্ষণ্য সকল সুধরাইতে এই শক্ত আইন সুস্থির করিলেন, যে যাহারা অল্পই হউক কিম্বা অধিক হউক দোষ মাত্র করিবে, সে সকলকারই প্রাণ দণ্ড হইবে। ইহাতে দেশ সুশাসিত হওয়া ওদিকে থাকুক, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা লোক সমস্ত আরো বিরক্ত হইল। তাহাতে এরিষ্টাটল নামে এক জন বিদ্বান্ লেখেন, যে হিরডিকস বলিয়াছেন, যে ড্রেকোর ব্যবস্থা সকল মনুষ্য কৃত নহে, কিন্তু ভূতের করা এমন

বোধ হয়। এবং ডিমাডিয় নামে আর এক ব্যক্তি এই কথা কহিয়া আত্ম খ্যাতি রাখিলেন, যে ড্রেকোর ব্যবস্থা সকল কালীতে লেখা যায় না, কিন্তু রক্তেতে লেখা গিয়াছে।

পরে জ্ঞানি রূপে খ্যাত ছিলেন যে সোলন নামক এক ব্যক্তি, তিনি আরকনের পদ প্রাপ্ত হইয়া ঐ রাজ্যের পূর্ব্ব ব্যবস্থা সকল শুধরাইতে ও নূতন২ আইন করিতে ভার পাইলেন, তাহাতে প্রথমতঃ খুনি ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড ব্যতিরেকে ড্রেকোর আর তাবৎ ব্যবস্থা লোপ করিলেন। পরে ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ যে সকল ব্যক্তি, তাহাদের পক্ষে এক আইন সুস্থির করিয়া তাহাদিগকে সে দায়হইতে মুক্ত করিলেন, এবং তদ্বিষয়ের জন্যে টাকার সুদ ও মূল্য অল্প করিলেন; ইতোমধ্যে সোলনের কতক গুলি বন্ধু লোক বিশ্বাসঘাতকী হইয়া এই ব্যবস্থা প্রচার হওনের পূর্ব্বে বিস্তর মুদ্রা কর্জ্জ করিয়া স্থাবরাদি ক্রয় করিল, কিন্তু এই নূতন আইনেতে সোলনের নিজের অনেক ক্ষতি হইবে ইহা যখন লোকে বুঝিল, তখন তিনি যে ঐ দুষ্কর্ম্মের অন্তর্ভূত এমন বোধ তাহারা আর করিল না।

পরে সোলন যে সকল পদ ও কর্ম্ম ও বিচারের নিয়ম সুস্থির করিলেন, তাহা তদ্দেশের ভাগ্যবন্ত লোকদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে তাহাদের নিতান্ত কর্তৃত্ব না রাখিয়া এই রূপ আজ্ঞা দিলেন, যে রাজ্যস্থ তাবৎ লোকের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহারা কোন বিষয় স্থির করিতে পারিবে না। এই অভিপ্রায়ে আথেন্স রাজ্যের সকল লোককে চারি ভাগ করিয়া তাহার মধ্যে যাহাদের ঐশ্বর্য্য ছিল তাহাদিগকে ধারানুসারে তিন ভাগে নিযুক্ত করিলেন; আর যাহারা নির্ধনী ছিল তাহাদিগকে চতুর্থ ভাগে নিযুক্ত করিলেন; তাহারা কোন পদস্থ হইতে পারিত না, কিন্তু যৎকালীন কোন বিষয়ের নির্ণয় করিবার নিমিত্তে তাবৎ লোকের সভা হইত, তৎকালীন তাহারা আপনাদের সম্মতি অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিত। তদনন্তর সোলন আরিওপেগস নামক যে আদালত স্থাপিত ছিল, তা-

হার কর্ত্তাদিগকে এই অধিক ভার দিলেন, যে যেন তাহারা রাজ্য-শাসনার্থ তাবৎ নিয়মের প্রতি সতর্ক থাকে; এবং তাহাদের উপর সেনেট নামে এক মহাসভা সংস্থাপন করিয়া তাহাতে চারিশত লোক নিযুক্ত করিলেন, ও তদ্বিষয়ে এই নিয়ম স্থির করিলেন, যে আরিওপেগস আদালতে যে বিচার নিষ্পন্ন না হইবে তাহা ঐ সেনেট সভাতে না গিয়া তাবৎ লোকের সভাতে যাইতে পারিবে না।

পরে সোলন এই ব্যবস্থা স্থির করিলেন, যে রাজ্যেতে কোন উপদ্রব উপস্থিত হইলে প্রজা লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি তাচ্ছীল্য করিয়া তাহার শান্তি করিতে উদ্যত না হইবে সে যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত দেশহইতে বহিষ্কৃত হইবে, এবং তাহার তাবদ্বিষয় রাজার হইবে। আর যাহার এক কন্যা মাত্র কেবল সেই পণ দিবে তদ্ব্যতিরেকে বিবাহের পণ বারণ করিলেন। এবং স্ত্রী লোকের পক্ষে এই নিয়ম করিলেন, যে তাহারা বিবাহের সময়ে কেবল তিন প্রস্থ পরিধেয় বস্ত্র ও গৃহের আবশ্যক কতক গুলি সামগ্রী তদ্ব্যতিরেকে আর অধিক ধন পাইবে না, ইহার অভিপ্রায় এই যে স্ত্রী পুরুষে সম্প্রীতি থাকিবে। এই সকল ব্যবস্থা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ের নিয়ম তিনি স্থাপন করিলেন, তাহা তাবৎ লিখিতে গেলে পুস্তক বৃদ্ধি হইয়া উঠে; অতএব লেখা গেল না। কিন্তু ইদানীন্তন কোন২ রাজ্যেতে যে সকল নিয়ম চলিতেছে, তাহার মধ্যে কতক২ হইয়াছে সোলনের ব্যবস্থামূলক। এই হেতুক এমন বলা যাইতেছে, যে সোলনের ব্যবস্থা সকল এক প্রকার আজি পর্য্যন্ত চলিতেছে।

আর গ্রীক দেশীয় আদি ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে এক জন ইতিহাসবেত্তা কর্ত্তৃক সেই সোলন নামক জ্ঞানি পুরুষের চরিত্র বিষয়ে যে একটি কথা লিখিত আছে, তাহা লিখিবার প্রয়োজনাই হইয়াছিল, অতএব যথা দৃষ্ট তেমনি লিখিতে হয়, যে ঐ মহাত্মানা

সোলন নামক ব্যক্তি রাজনীতিবিষয়ে ও সাংসারিক নীতিবিষয়েতে অতিশয় নিপুণ হইয়া তিনি নানা দিক্‌দেশ দর্শনার্থে যাত্রা করিয়া লিদিয়া দেশের রাজধানী সারদিশ নামক নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর তৎকালে ঐ লিদিয়া দেশীয় ক্রীশস নামক রাজা সৌর্য্য বীর্য্যেতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত, এবং অতুল্য ঐশ্বর্য্যেতে খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। ঐ ভূপতি আপন রাজধানীতে খ্যাত্যাপন্ন মহামান্য সোলনের আগমন শুনিয়া লোকদ্বারা তাঁহাকে আপন রাজগৃহে আনয়ন করাইয়া সমাদর পূর্ব্বক আতিথ্য করিলেন, এবং সাধারণ লোকের ন্যায় ঐ জ্ঞানি ব্যক্তির স্বভাব বুঝিয়া আপন অতুল্য ঐশ্বর্য্য ও বিবিধ ইন্দ্রিয় সুখ সম্বন্ধ্যাদি তাঁহাকে একে২ দেখাইয়া তিনি আপনি যে ভূমণ্ডলের মধ্যে অতুল্য সুখী, ইহা পুনঃ২ ভাব ক্রমে জ্ঞাত করাইতে লাগিলেন। তাহাতে আথেন্স নগরে সুশিক্ষিত যে ঐ মহা জ্ঞানি সোলন, তাঁহার এমন স্বভাব ছিল না, যে মুখাপেক্ষা করিয়া মিথ্যা বচনেতে কোন রাজারও অহঙ্কারের পোষণ করেন; এ জন্যে পৃথিবীর মধ্যে কোন ব্যক্তি সুখী? রাজার এই কথা পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করণেতে তিনি ক্রীশসের কথা না কহিয়া কেবল কতক গুলিন লোক যাহারা দেশের এমন উপকার করিয়াছিল, যে তাহাদের মরণেতে তাবল্লোকই শোকাকুল হইয়াছিল, তাহাদিগের কথা কহিলেন। তখন রাজা ক্রীশস সোলনের এ রূপ উত্তর শুনিয়া অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন এবং চমৎকৃত হইলেন, কেননা ঐ ব্যক্তি যে আমাপেক্ষা কোন সামান্য লোককে অধিক সুখী বোধ করিলেন, এ অতি আশ্চর্য্য বোধের বিষয় বটে। তখন ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি ঐ আত্মশ্লাঘি রাজাকে আপন উত্তর বাক্যার্থ বিশেষ রূপে বুঝাইতে লাগিলেন, যে মহারাজ তবে শ্রবণ কর, কোন ব্যক্তি সুখী, আর কোন ব্যক্তি দুঃখী, ইহা তদ্ব্যক্তি বিদ্যমানে কখন বোধগম্য হয় না; কেননা উত্তর কালের সুখ দুঃখ ঘটনা অগ্রে কখন বুঝা যায় না; অতএব মনুষ্য হউক কি

কোন বিষয় হউক, তাহার শেষ না হইলে ভাল মন্দ বিবেচনা অসম্ভব। তখন কুমন্ত্রি মন্ত্রণাতে দূষিত চিত্ত যে ক্রীশস ভূপতি, তিনি ঐ যথার্থ কথা শ্রবণ করিয়া কোন প্রকারে গ্রাহ্য ও প্রামাণ্য করিলেন না, বরং অতিশয় তুচ্ছনীয় করিয়া জানাইলেন। সে যাহা হউক তিনি ঐ জ্ঞানি ব্যক্তিকে যে অকস্মাৎ বিদায় দিয়াছিলেন, ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে ঐ২ কথা তাঁহার হৃদয়ে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল।

তদনন্তর ঐ জ্ঞানি সোলন স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে পর ঐ ক্ষিতি-পাল ক্রীশসের রাজলক্ষ্মী ও সৌভাগ্য সুখ সম্পদাদি কৃষ্ণ পক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় ক্রমে২ ক্ষয় ভাবাপন্ন হইতে লাগিল, এবং নানা-বিধ দুর্ঘটনাতে রাজ্যের ও প্রাণের বিঘটিত হইতে লাগিল; কি না তাহার প্রাণ প্রিয়তম আটিস নামক পুত্র মৃগয়াতে গমন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, ও পারশী দেশীয় সাইরস নামক নৃপতি মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া নানা দেশ জয় করত শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে লগিলেন। ইহাতে ঐ ক্রীশস ঐ ভূপতি পারশী দেশীয় রাজার সহিত সংগ্রামার্থে কথক গুলিন সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিলেন, তাহাতে তাহারা গতমাত্র নিজ২ প্রাণ ত্যাগ করিল। এ প্রকার হইলে কিছু কালের পর এমন রূপ হইয়া উঠিল, যে ঐ ক্রীশস রাজা আপন রাজধানীর সহিত পারশী দেশীয় ভূপালের হস্তগত হইলেন, তাহাতে ঐ রাজা দৃঢ় পাশেতে বদ্ধ হইয়া সাইরস রাজার নিকটে সমর্পিত হইলেন। তখন রাজা বিচার পূর্ব্বক এই আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, যে আমার জয়ের প্রথম ফলের স্বরূপ ঐ ক্রীশস রাজাকে আর লিদিয়া দেশীয় চতুর্দ্দশ জন কুলীনকে উৎসর্গ পূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া দেবতাদের তুষ্টি জন্মাও। তাহাতে তাহারা তদা-জ্ঞানুযারি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যখন ঐ দুর্ভাগ্য ক্রীশস রাজা-কে দহনার্থ চিতারোহণ করায়, তখন ঐ রাজা ক্রীশসের অন্তঃ-করণে হঠাৎ সেই সোলনের পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইয়া দৃঢ় রূপে বিদ্ধ

হওয়াতে তিনি অন্তঃকরণের সহিত সোলন২ বলিয়া তিন বার তাঁ-হার নামোচ্চারণ করিলেন। তাহাতে পারশী দেশীয় রাজা ক্রীশস রাজার ঐ আক্ষেপ বাক্য শুনিয়া কারণ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁ-হার মন্ত্রী সোলনের সহিত আর ঐ রাজার সহিত যে২ কথোপকথন তাহা বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করাইলেন; তাহাতে ভূপতি মন্ত্রি বাক্য শুনিয়া সোলনের তত্ত্বৎ কথা যে সম্পূর্ণ রূপে সাক্ষাৎ প্রমাণ্য হই-য়াছে ইহাতেই চমৎকৃত হইয়া ক্রীশস রাজার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা স্থগিত করিলেন, এবং ঐ রাজাকে আপন মন্ত্রিবর্গের সহিত ভুক্ত করিতে আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

আর এ কথা আমাদিগের স্মরণীয় বটে, যে যাহাতে ঐ ক্রীশস রাজার সিংহাসন গেল, এবং প্রাণসংশয় হইয়াছিল, তিনি যে এমন ভয়ানক সমরে হঠাৎ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহার বীজ এই, যে যখন পারশী লোকের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া তাহার জয় পরাজয় জানিতে অসংখ্য ধন ব্যয় পূর্ব্বক দেলফস দেশীয় এক জন দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন তাহাহইতে এই দ্ব্যর্থ কথা শুনিলেন, যে ক্রীশস রাজা যদি হেলিস নদী উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে গমন করেন্ তবে একটি মহারাজ্য অবশ্য উচ্ছিন্ন করিবেন; কিন্তু এ কথার অর্থেতে যে আপন রাজ্য লোপ করিবেন, তাহা গর্ব্ব প্রযুক্ত বুদ্ধি গত না হওয়াতে ঐ সামান্যার্থ ধরিয়া তিনি সাহসেতে ঐ সর্ব্বনাশক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পরে সোলন এই সকল ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহা প্রতিপালন করিতে আথেন্স দেশের তাবৎ লোককে শপথেতে বদ্ধ করিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিবার জন্যে যাত্রা করিতে স্থির করিলেন; কিন্তু তাঁহার গমনের কিঞ্চিৎ কাল পরে ঐ দেশের উচ্চ ভাগে ও নিম্ন ভাগে এবং সমুদ্র তীরে এই তিন স্থানের লোক সকল তিন দল হইয়া উঠিল। পশ্চাৎ তাহারা রাজ্যের তাবৎ লোককে উত্ত্যক্ত করিয়া সোলনের নিয়ম সমস্ত উঠাইয়া দিতে এবং রাজ্যও

আপন ২ করতলস্থ করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে উচ্চ ভাগের যে দল তাহার অধ্যক্ষ পিজাষ্ট্রেটস নামে এক জন ছিল, এবং নিম্ন স্থলস্থ দলের অধ্যক্ষ লাইকরগস নামে এক জন, ও মিগাক্লিজ সংজ্ঞক যে এক ব্যক্তি সে ছিল সমুদ্র তীরস্থ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পিজাষ্ট্রেটস ঐ দুই জন অপেক্ষায় অধিক পরাক্রান্ত।

শেষে ঐ ব্যক্তির সকল অভিলাষ পরিপূর্ণ হওনের সময় দশ বৎসরের পর ব্যবস্থাপক যে সোলন, তিনি দেশ ভ্রমণ করিয়া আথেন্স দেশে পুনরাগমন করিলেন; কিন্তু তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া যে ঐ সকল উপপ্লব শান্তি করিতে পারেন এবং জাহাজ স্বরূপ হইয়াছে যে রাজ্যশাসন তাহার হাইল যে রাজনীতি, তাহা ধরিয়া ঐ বিপদ সাগরে যে ফিরাইতে শক্ত হন এমন সম্ভবে না। আর পিজাষ্ট্রেটস আপনার অঙ্গ সকল আপনি ক্ষত বিক্ষত করিয়া শত্রুগণ তাড়না পূর্ব্বক বেগেতে যেন পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া আসিতেছে এই ছলেতে রথারূঢ় হইয়া হট্টমধ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং লোকদিগকে ক্ষত শরীর দেখাইয়া তাহাদের শরণাগত হইতে প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে তাহারা এক সভা করিয়া আরিষ্টন নামক এক ব্যক্তির কথানুসারে পঞ্চাশত জন সৈন্য ঐ পিজাষ্ট্রেটসকে দিল। ইহাতে পিজাষ্ট্রেটস ঐ রাজ্যের গড় আক্রমণ পূর্ব্বক আথেন্স দেশ স্বাধীন করিয়া রাজনিয়ম সকল চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু সোলনের স্থাপিত যে সকল নিয়ম, সে সকল উত্তম রূপে চলে এমন চেষ্টা করিলেন না। ফলতঃ পূর্ব্বে যাহারা যে ২ পদস্থ ছিল, তাহাদের কোন শক্তির ত্রুটি করিয়া তাহাদিগকে সেই ২ পদে রাখিলেন। আর এমত লেখা আছে, যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে খুনের অপবাদ দিয়াছিল; ইহাতে আরিওপেগস নামক যে সভা, তাহার অধ্যক্ষদের আজ্ঞাপত্র পাইবামাত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন।

তদনন্তর পিজাষ্ট্রেটস দুই বৎসর রাজ্যশাসন করিলে পর সোলন অশীতি বৎসর বয়স্ক হইয়া সাইপ্রেস দেশে পঞ্চত্ব পাইলেন। পরে আথেন্স দেশীয় লোকেরা তাঁহার বিস্তর সম্মানের নিমিত্তে যে প্রকারে তিনি বস্ত্রমধ্যে হস্ত রাখিয়া লোক সমূহের মধ্যে কথকতা করিতেন, সেই প্রকার পিত্তলময় তাঁহার দুই প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া এক আথেন্স নগরে সভাগৃহে, এবং আর এক তাঁহার জন্ম স্থান যে সেলামিষ দেশ তাহাতে স্থাপন করিল। আর সোলন যে কেবল রাজনীতি বিষয়েতেই অতি নিপুণ ছিলেন এমন নয়, তবে কি না তিনি বড় সুবক্তাও ছিলেন, এবং তাঁহার অত্যন্ত কবিতাশক্তি ছিল।

আর দুইবার তাঁহাকে রাজ্য ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার এমনি নিপুণতা, যে তিনি নানা প্রকার বিনয়াদি কৌশলেতে পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্র বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যাতে তিনি অতিশয় প্রিয় ছিলেন; অতএব লোক সাধারণের বিদ্যাভ্যাসের জন্যে এক পুস্তকালয় করিয়া তাহাতে নানা শাস্ত্র রাখিয়াছিলেন। আর হোমর নামক যে এক জন সুকবি ছিল, তাহার সকল কবিতা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এবং শিষেরো নামে এক জন রূমী লোকের মধ্যে প্রধান বক্তা এই কথা কহিয়াছে, যে গ্রীক দেশে কথা কহিবার যে উত্তম ধারা, তাহার মূলীভূত তিনিই ছিলেন। অপর তিনি অনেক কাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া বার্দ্ধক্য দশাতে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

পরে হিপিয়স এবং হিপার্কস নামে তাঁহার দুই পুত্র রাজ্যের অধিকারী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারা বড় বিদ্যাপ্রিয় ও বিদ্বান্ লোকের মর্য্যাদক ছিলেন; অতএব টিয়স দেশের আনাক্রিয়ন নামক এক জন, আর শীয়া দেশের সিমানিদীস নামে অন্য এক ব্যক্তি, এই দুই জন বিদ্বানকে আহ্বান পূর্ব্বক

আথেন্স দেশে আনাইয়া রাখিলেন। পরন্তু ঐ দুই যুবরাজকে নষ্ট করিতে কতক গুলি লোক গুপ্ত ভাবে ঐক্য হইয়া এক দল হইয়া উঠিল, তদ্দারা হিপার্কসের প্রাণদণ্ড হইল; ইহাতে হিপিয়সের মন পূর্ব্বে যে রূপ স্থির ছিল, সে রূপ ঘুচিয়া অতিশয় ক্রুর ও ক্রোধান্বিত এবং দয়ারহিত হইয়া উঠিল; আর ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনকে আনাইলেন, এবং তাহাকে বিস্তর যন্ত্রণা দিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যে আমার ভ্রাতাকে কে বধ করিল, ইহা তুমি জান? তাহাতে ঐ ব্যক্তি হিপিয়সের অনেক বন্ধু লোকের নাম করিলে পর তাহারা হত হইল; পশ্চাৎ পুনর্ব্বার এই রূপ জিজ্ঞাসা করাতে সে আরো তেমনি কতক গুলি লোকের উপর অপবাদ দেওয়াতে তাহাদেরও প্রাণদণ্ড হইল। পরে আর বার হিপিয়স যখন তাহাকে ঐ প্রশ্ন করিলেন, তখন সে হাস্যবদনে কহিল, যে তোমাব্যতিরেকে আর কাহাকেও এই দুষ্কর্ম্ম করিতে আমি দেখি নাই; ইহাতে এই দণ্ড স্বীকার করা তোমারও কর্ত্তব্য।

এই সকল নিষ্ঠুর ব্যবহারেতে আথেন্স দেশের লোকেরা অতিশয় বিরক্ত হইল, এবং হিপিয়সকে পদচ্যুত করিয়া দেশহইতে দূর করিল। আর হিপিয়সের উপর উহাদের এমনি দ্বেষভাব হইয়া উঠিল, যে নিরন্তর তাহার বংশের হিংসা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। পরে হিপিয়স রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত হইয়া ফারশী দেশের রাজার সাহায্য করিতে তাঁহার আশুযাকাঙ্খী হইলেন; ইহার ভাব এই, যে ঐ রাজা আথেন্সীয়দের উপর ক্রোধান্বিত ছিলেন, কেননা তাহারা পূর্ব্বে গ্রীক লোকের সহিত যোগ করিয়া সার্ডিস নগর লুঠ করিয়াছিল, এই হেতুক তিনি হিপিয়সের নিবেদনেতে সম্মত হইয়া যুদ্ধার্থে মারাথন নামক মাঠেতে বিস্তর সৈন্য সামন্ত লইয়া চলিলেন। এখানে আথেন্সীয় লোকের দশ হাজার সৈন্য ও দশ জন সেনাধ্যক্ষ ছিল। সেই দশ জনের মধ্যে মিল্টাইয়াডিজ ও আরিষ্টাইডিজ এবং থিমিষ্টাক্লিজ এই তিন ব্যক্তি ছিল, কিন্তু ঐ তিন জনের

মধ্যে দুই জন মিল্‌টাইয়াডিজকে প্রধান করিয়া নিজ কর্ম্মের ভার উঁহার উপর দিল, ইহাতে সে ব্যক্তি এক বার সংগ্রাম করিতে স্থির করিল। পরে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রণ ভূমিতে ফারশীর রাজা আথেন্সীয় সৈন্যের সাহস দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন, শেষে আথেন্সীয় সেনাগণ স্থৈর্য্য ও সুশিক্ষাতে জয়ী হইল। এতদ্বিষয়ে হিরডটস নামে এক জন ইতিহাসবেত্তা লেখেন, যে এই রণে ফারশী রাজার ছয় হাজার তিন শত সৈন্য নষ্ট হইল, এবং আথেন্সীয়দের কেবল এক শত বিরানব্বুই জন মারা পড়িল।

এই যুদ্ধের পর ফারশী দেশীয় সেনাগণ আথেন্স নগর জয় করিবার অভিপ্রায়ে জাহাজ আরোহণ পূর্ব্বক রোয়ানা হইয়া চলিল, কিন্তু মিল্‌টাইয়াডিজ নামে যে সেনাপতি সে তাহার পূর্ব্বে আথেন্স দেশে পঁহুছিয়াছে, এই বার্ত্তা শুনিয়া তাহারা নিরুদ্যোগী হইয়া সকল জাহাজ সুদ্ধা ফারশী দেশে ফিরিয়া গেল। পরে মিল্‌টাইয়াডিজ লোকদের কাছে আমার অনুরাগ আছে ইহা বুঝিয়া গুপ্ত রূপে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্যে জাহাজ সমূহ ও সৈন্য সামন্ত আথেন্সীয়দের নিকটে চাহিল। ইহাতে ঐ সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া পারস নামক উপদ্বীপে গমন করিয়া সেই স্থান বেষ্টন করিল, তাহাতে সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত সাহস পূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া স্বস্থান রক্ষা করিল, এবং মিলটাইয়াডিজকে অতিশয় আঘাত করিল; ইহাতে সে ব্যক্তি ঐ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রত্যাগমন করিলে পর আথেন্সীয়েরা তাহাকে ২০০০০০০০ দুই কোটি টাকা দণ্ড দিতে আজ্ঞা করিল, কিন্তু সে এই দণ্ড দিতে না পারাতে কারাগারে বদ্ধ হইয়া সেই স্থানে মরিল।

আথেন্সীয় লোকেরা এই প্রকারে সকল বিপদহইতে উত্তীর্ণ হইলে তাহাদের উপর আর কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না; কিন্তু রাজ্য শাসনার্থে লোকসমূহের প্রভুত্ব থাকিবে, কি কুলীনের প্রভুত্ব থাকিবে, এতদ্বিষয়ে আপনাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া দুই দল হইয়া

উঠিল; তাহার এক পক্ষে আরিষ্টাইডিজ আর অন্য পক্ষে থিমিষ্টাক্লিজ ছিল, আর ঐ দুই জন সমবয়স্ক এবং ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্বেতেও তুল্য, ইহাতে আরিষ্টাইডিজ রাজনীতি ও আর২ সুনীতি সমস্ত লোক সকলকে শিক্ষাইবার জন্যে উত্তম২ বিদ্যালয়েতে আপনি শিক্ষিত হইয়া ঐহিক সুখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আত্মরক্ষা অপেক্ষা লোক সাধারণের হিত চেষ্টাতে যত্নবান্ ছিলেন; এবং তাঁহার এই রূপ চরিত্র হওয়াতে লৌকিক মানাপমানের দিকে এত দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু থিমিষ্টাক্লিজ তাঁহার মত ছিল না, কেননা সে ব্যক্তি উচ্চাভিলাষী হইয়া সর্ব্বদা বৃহৎ২ কর্ম্মে ও সংগ্রামেতে রত থাকিত, আর বিদ্যোপার্জ্জনের দ্বারা সদক্ষ ও সতর্ক এবং অত্যন্ত উদ্যোগী ছিল। অপর যাহাতে আপনার সুখ্যাতি বাড়ে এমন কর্ম্ম একান্ত মনে উৎকৃষ্ট জ্ঞানে সতত সাবধান করিতে উদ্যত ছিল। আর যে সমস্ত অব্যবহার্য্য কর্ম্ম করিতে মনস্থ করিত আরিষ্টাইডিজ তাহার বাধ জন্মাইতেন; অতএব আষ্ট্রাসিজম নামে এক প্রকার দণ্ড বিশেষদ্বারা আরিষ্টাইডিজকে দেশহইতে বহিষ্কৃত করিল।

এই রূপে তিন বৎসর গত হইলে পর পারশী দেশের রাজা আথেন্স দেশ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বিস্তর সৈন্য সামন্ত সুসজ্জ করিয়া ঐ আথেন্স রাজ্যের অনেক প্রদেশে অধীনতা স্বীকারের চিহ্ন স্বরূপ যে জল ও মৃত্তিকা, তাহা দূতদ্বারা চাহিয়া পাঠালেন, কিন্তু আথেন্সীয়দের প্রতি গণকের এই কথা ছিল, যে তাহারা কেবল কাষ্ঠময় প্রাচীরদ্বারা রক্ষা পাইবে; থিমিষ্টাক্লিজ ঐ কথার ভাব এই রূপ বুঝাইল, যে তাহারা জাহাজারোহণ করিলে রক্ষা পাইবে। এই বিপদের সময়ে আরিষ্টাইডিজ যে দেশ বহিষ্কৃত হইয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া লোক সকলে বড় খেদান্বিত হইল, ইহাতে থিমিষ্টাক্লিজ আরিষ্টাইডিজকে ও তাঁহার সহিত যাহারা দেশচ্যুত হইয়াছিল তাহাদিগকে আনিতে আহ্বান করিয়া পাঠা-

হইল। এই মতে লোক সাধারণের মঙ্গলার্থে আপনাদের মধ্যে যে বিবাদ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সামাই করিল।

আথেন্সীয় লোকদের উপর বিপদ ঘটিবে এই সম্ভাবনাতে গ্রীক দেশের অন্তঃপাতি অন্য২ প্রদেশস্থ লোকেরা তাহাদের সাহায্য করিতে উদ্যত হইল; কেননা সেই উপদ্রব পশ্চাৎ তাহাদের উপরেও পড়িতে পারে, এই শঙ্কায় তাহারা শঙ্কিত ছিল; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লাসিডিমনীয়েরা অধিক সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের জাহাজের অধ্যক্ষ যে ইউরিবাইওডিষ, তাহাকে সকল বিষয়ের অধ্যক্ষ করিয়া দিল। পশ্চাৎ পেলোপনিষস দেশের অঞ্চলে সালামিষ নগরের নিকটে ফারশী দেশের জাহাজস্থ সৈন্যের সঙ্গে আথেন্সীয় জাহাজস্থ সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল, এবং থিমিষ্টাক্লিজের পরামর্শ ক্রমে সেনাগণ ফারশী সৈন্যের সহিত সমুদ্রের খাঁড়ীর মধ্যে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল, তাহাতে আথেন্সীয় লোকেরা সম্যক্ প্রকারে সমরে জয়ী হইয়া ফারশীর রাজা যে জর্কসেষ, তিনি অবশিষ্ট সেনা লইয়া যেন আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন এই জন্যে থিমিষ্টাক্লিজ তাঁহার এমন বোধ জন্মাইয়া দিল, যে হেলিস্পাণ্ট নদীর সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিব, রাজা এই ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া অতি বেগে পলায়ন করিলেন, তাহাতে তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য সামন্ত সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

পরে গ্রীক দেশস্থ লোকেরা, প্রত্যেক প্রদেশস্থ অধ্যক্ষের বিবেচনাতে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাকে পুরস্কার দিবার জন্যে পেলোপনিষস দেশের প্রান্ত ভাগে সমুদ্র তীরস্থ এক সংকীর্ণ ভূমির মধ্যে নেপ্‌টুন নামক দেবতার মন্দিরে একত্র হইল, এবং অধ্যক্ষদিগের প্রতি এই অনুমতি দিল, যে যাহাকে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান হইবে তাহার নামে অঙ্কপাত প্রথমে করা যাইবে, ও তাহার পর যে ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইবে দ্বিতীয় পদে তাহার নামে অঙ্কপাত হইবে; ইহাতে তাবৎ সেনাপতিরা আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান

করিয়া নিজ ২ অঙ্কপাত প্রথম পদে করিয়া আথেন্স দেশের অধ্যক্ষ যে থিমিষ্টাক্লিজ, তাহার অঙ্কপাত দ্বিতীয় পদে করিল; ইহাতে তাহার কেমন গুণ ও সদ্ব্যবহার তাহা প্রকাশ পাইল। তাহাতেও স্পার্টন দেশীয় লোক ইউরিবাইডিষকে সাহসের পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক পরিণাম দর্শির পুরস্কার থিমিষ্টাক্লিজকে দিল; এবং শিরোমালা দিয়া তাহার যথেষ্ট সম্ভ্রম বাড়াইল।

এই সকল যুদ্ধ জয় কালীন ফারশী দেশের রাজা সসৈন্য আসিয়া আথেন্স নগর হঠাৎ নষ্ট করিলেন। ইহার কারণ এই, যে ঐ রাজার বস্তুর অপচয় ও পরাজয় আথেন্সীয় লোক কর্ত্তৃক হইয়াছিল। দেখ, গ্রীক দেশের লোক আরিষ্টাইডিজকে অধ্যক্ষ করিয়া প্লাটিয়া নামক স্থান কেবল আথেন্সীয় লোকের সাহায্যেতে জয় করিয়া লইয়াছিল। আর মিকাল নামক স্থানে যে ফারশী দেশীয়দের জাহাজ সমূহ ধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহার মূলীভূতও তাহারা জানিবা; অতএব পুনর্ব্বার ফারশী দেশের সেনাগণ আথেন্স নগরে আসিয়া সেখানে যে সকল পুরাতন কাঁতড়া ছিল, তাহাও একেবারে সমভূমি করিয়া গেল। এমন হইলেও কিঞ্চিৎ কালের পর সেই নগর ভস্মসাৎ হইয়াও পুনশ্চ পূর্ব্বমত ঐশ্বর্য্যান্বিত ও সুশোভিত হইয়া উঠিল। আর ঐ নগরস্থ লোকদের যে সকল পরিবার নানা দেশে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে আরবার আনিয়া বসতি করাইল। এবং থিমিষ্টাক্লিজের যুক্ত্যনুসারে, কিন্তু লাসিডিমনীয়দের অসম্মতিতে ঐ আথেন্স নগর উচ্চ ২ প্রাচীর ও শক্ত ২ দুর্গদ্বারা আবৃত করিল। আর জাহাজ সকল রাখিতে একটা বড় ঘাট কাটাইল, এবং ঐ ঘাট বৃহৎ প্রাচীরদ্বারা নগরের সহিত সংযুক্ত করিল।

থিমিষ্টাক্লিজের যুক্ত্যনুসারে উচ্চ ২ প্রাচীর ও শক্ত দুর্গেতে আথেন্স নগর গ্রীক দেশের তাবৎ স্থানহইতে উত্তম হইয়া উঠিল. এই জন্যে থিমিষ্টাক্লিজের সঙ্গে লাসিডিমনীয়দের কোন প্রকারে প্রণয় রহিল না; এই হেতুক তাহাদের লোকেরা আথেন্স নগরে

গিয়া গোপনেতে কু পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহাতে তাহাদের মনোভীষ্ট এমনি সিদ্ধ হইয়া উঠিল, যে আথেন্সীয়েরা পূর্ব্বে যে থিমিষ্টাক্লিজকে দেবতার তুল্য করিয়া মানিত তাহাকেই আষ্ট্রাসিস্ম্ নিয়মদ্বারা দেশহইতে বহিষ্কৃত করিল; ইহাতে থিমিস্টাক্লিজ মল্লসি দেশের রাজা যে আডমিটস, তাঁহার নিকটে প্রস্থান করিল; কিন্তু লাসডিমনীয়েরা সেখানেও লোক পাঠাইয়া তাহার উপর এমনি উৎপাৎ ঘটাইল, যে সে ব্যক্তি সে স্থানহইতে পলাইয়া ফারশীদের রাজার শরণাগত হইয়া রহিল; তাহাতে ঐ রাজা তাহাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক রাখিলেন, এবং তদ্দেশেতে তাহার বিবাহ দিয়া অনেক ভূমি দান করিলেন, এবং তাহার ও তদ্বংশের প্রতি এই রূপ নানা প্রকার বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, যে আর ২ লোকেরা যে সকল কর্ম্ম করিতে পারিত না, তাহা তাহারা করিতে পাইবে এমন অনুমতি দিলেন। অপর আরিষ্টাইডিজ থিমিষ্টাক্লিজের শত্রু সমভিব্যাহারে মেল করিতে স্বীকৃত ছিলেন না, কিন্তু সর্ব্বদা থিমিষ্টাক্লিজের সুখ্যাতির কথা কহিতেন।

অনন্তর আরিষ্টাইডিজের মৃত্যুর পর মিলটাইয়াডিজের পুত্র যে সীমন, তাঁহার তুল্য লোকদের মান্য ও অনুগ্রাহ্য আর কেহই ছিল না। আর এই প্রকার উক্ত আছে, যে তাঁহার পিতার যেমন সাহস এবং থিমিষ্টাক্লিজের যাদৃশ পরিণাম দর্শিতা ছিল, তাদৃশ ঐ দুইগুণ তাঁহার শরীরে ছিল; অধিকন্তু তাহাদের দুই জন অপেক্ষা করিয়া সে ব্যক্তির শারল্য ছিল। অতএব ফারশীর রাজার সঙ্গে যে যুদ্ধ ছিল, তাহা তৎকালীন তাঁহার উপর পড়িল, ইহাতে তিনি এক দিনের মধ্যে জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধ এই দুই জয় করিয়া সেই২ স্থানে বিস্তর ধন লুঠ করিলেন। আর ঐ ব্যক্তি এমনি পরাক্রান্ত, যে চারিখান জাহাজ লইয়া ফারশী দেশের জাহাজ সমূহ জয় পূর্ব্বক চার্শনীসস নামে নগর করতলস্থ করিলেন, এবং তাঁহার যুদ্ধ যাত্রার প্রধানোদেশ যে থ্রেস দেশের স্বর্ণাকর লওয়া, তাহাও সিদ্ধ করিলেন। এরস্ন্-

কারে তিনি অতুলৈশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া রাজ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিলেন, আর অকাতরে বিতরণ করিয়া আপনার যে দাতৃত্ব গুণ, তাহা প্রকাশ করিলেন। অপর তাঁহার ক্ষুদ্রতারহিত শীলতা এবং অহঙ্কার রহিত গাম্ভীর্য্য ইত্যাদি নানা গুণ ছিল।

এই সময়ে পেসিষ্ট্রাটসদিগকে যাহারা দেশ ত্যাগী করিয়াছিল, তাহাদের বংশ এবং মহৎকুলোদ্ভূত ও আর২ অনেক গুণযুক্ত যে পেরিক্লিজ, তিনি রাজ পদাভিলাষী হইয়া উপস্থিত হইলেন। অপর সীমন মহৎ সভাতে বসিতে যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা গোপন করিলেন না; অতএব লোক সাধারণের কাছে তাঁহার মর্য্যাদার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইল, এবং তাঁহার দান পরোপকারার্থে কি আত্ম খ্যাতির নিমিত্তে ইহাতেও সকলের সন্দেহ হইয়া উঠিল। আর সীমন বহির্গত হইয়া বেড়াইতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু পেরিক্লিজ আবশ্যক কর্ম্ম ব্যতিরেকে বাহির হইতেন না। এই পেরিক্লিজের অবয়ব ও চরিত্র এবং স্বর এই সকল প্রায় পেসিষ্ট্রেটসের ন্যায় ছিল, এই প্রযুক্ত তাঁহার অসাধারণ যে সমস্ত গুণ ছিল, তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে হইল। আর যৌবনাবস্থায় তিনি যুদ্ধেতে ও অস্ত্র বিদ্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে২ যে অবকাশ হইত, তাহাতেই লেখা পড়া চালাইতেন, ও তাঁহার পরিবার এবং দলস্থ যে লোক সকল, তাহাদের উপরোধে তিনি মহৎ সভাস্থ লোকদের বিপক্ষ স্বরূপ হইয়া লোক সাধারণের অনগ্রহ পাইতে যত্ন করিলেন। আর তাঁহার এমন উত্তম বক্তৃতা গুণ ছিল, যে তাহাতে অলিম্পস নামক উপাধি পাইলেন।

পরন্তু পেরিক্লিজ ও সীমন এই উভয়ের উচ্চ পদের নিমিত্তে বিবাদ হইয়া উঠিল, ইহাতে কোন ব্যক্তির জয় হইবে তাহা বহু দিন পর্য্যন্ত কেহই স্থির জানিতে পারিল না; কিন্তু শেষে সীমনের এই অপবাদ প্রকাশ হইয়া উঠিল, যে ফারশী রাজ্যের অন্তর্গত যে থ্রেষ দেশ, সেখানকার সুবর্ণাকর তিনি যখন অধিকার করিয়া লন, তখন

মাসিডনীয় লোকেরা স্বদেশ রক্ষার্থে তাঁহাকে ঘুষ দেয়। ইহাতে তাবৎ লোক তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়াতে শত্রুপক্ষীয়েরা সুসময় পাইয়া অষ্ট্রাসিস্ম্ নিয়মদ্বারা তাঁহাকে দেশহইতে বহিষ্কৃত করিতে লোক সমূহের কাছে নিবেদন করিল, তাহাতে লোকেরা স্বীকৃত হইয়া তাহা করাতে রাজ্য শাসনের ভার পেরিক্লিজের হইল। পরন্তু যৎকালীন সীমন দেশ চ্যুত হইলেন তৎকালে আথেন্সীয় লোক শত্রু হস্তে পরাজিত হইয়া সীমনের সাহায্য শক্তি সে সময়ে না থাকাতে বড় খেদান্বিত হইল। শেষে কুলীনের প্রভুত্বাভিলাষী যে সকল ব্যক্তি, ও লোক সমূহের প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী যাহারা, এই দুই দলে মেল হইয়া উঠিল। অপর লোক সাধারণের সভাতে পেরিক্লিজ এই নিবেদন করিলেন, যে সীমন পুনরায় আসিয়া যেন পূর্ব্বের স্বপদে নিযুক্ত হন।

পরন্তু সীমন সকলের আহ্বানে আথেন্স দেশে পুনরাগত হইয়া এই রূপ বিবেচনা করিলেন, যে অন্য দেশীয় লোকের সঙ্গে যুদ্ধোপস্থিত না করিলে এখানকার লোক স্থির হইতে পারিবে না. বিশেষতঃ পূর্ব্বাপর গ্রীক দেশের প্রবল শত্রু যে ফারশী দেশের রাজা, তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে মনস্থ করিলেন। পরে সেই যুদ্ধেতে অনেক বার জয়ী হইয়া সাইপ্রুস নামক উপদ্বীপের প্রধান নগর বেষ্টন করিবার কালে পঞ্চত্ব পাইলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু পীড়াতে কি শত্রুর অস্ত্রাঘাতে হইল, তাহা জানা যায় না। আর সীমন সমরেতে বড় সাহসী ছিলেন, অধিকন্তু তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ও যাথার্থিকতা, এবং পরিমিতাচার, আর শীলতা এই সকল গুণ ছিল, তৎপ্রযুক্ত আথেন্সীয় লোকেরা বড় খিদ্যমান হইল। আর জাহাজ সমূহের ও সৈন্য সামন্তের অধ্যক্ষ হইয়া যে রণ জয় করিতে পারে এমন অনেক ব্যক্তি ছিল, কিন্তু গ্রীকদের বিরোধ সমাধা পূর্ব্বক তাবৎকে থামাইয়া রাজ্যশাসন করিতে সীমনের তুল্য এক জনও ছিল না।

সীমন পঞ্চত্ব পাইলে পর পেরিক্লিজ রাজ্যের প্রধান কর্ত্তা হইলেন, কিন্তু কুলীন বর্গেরা তাঁহার প্রতিকূলাচরণে ও তাহাকে বিরক্ত করিতে ক্ষান্ত ছিল না। অপর তিনি এই পরামর্শ করিলেন, যে গ্রীক দেশের তাবৎ প্রদেশ একত্রীভূত করিয়া এক সাধারণ রাজ্য করেন, এবং আথেন্স নগর তাহার মধ্যে রাজধানী করিয়া সাধারণ প্রভুত্ব করেন; কিন্তু পেলোপনীসীয় ও লাসিডিমনীয় লোক আপনাদের ন্যূনতা হইবে, এই জন্যে গর্ব্ব প্রযুক্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ঐ চেষ্টার বাধ প্রাণপণে করিতে লাগিল, সুতরাং তাঁহাকে তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইতে হইল। অপর মেগারিয়া লোক আথেন্সীয়দের বিপক্ষ হইয়া লাসিডিমনীয় লোকের সঙ্গে যোগ করিল, তাহাতে আথেন্সীয়দের সহিত স্পার্টা দেশীয়দের যুদ্ধোপস্থিত হইল। শেষে ঐ আথেন্সীয়দের সঙ্গে লাসিডিমনীয়দের সন্ধি হওয়াতে ক্রমিক ত্রিশ বৎসর সংগ্রামের সম্পর্কও রহিল না।

যাদৃশ অগ্নিকণা রাশীকৃত তুলাতে লাগিয়া তাবৎ দগ্ধ হয়, তাদৃশ গ্রীক দেশের প্রান্তভাগে যে সংগ্রাম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে তাবৎ প্রদেশের মধ্যে মহা উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে. সেই যুদ্ধ পেলোপনীসীয়ন নামে খ্যাত আছে। আর ঐ রণের প্রথম বীজ কি ইহার তাবৎ বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে তদ্দেশের নিকটস্থ যত প্রদেশ, তাহাতে যত২ আপৎ উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকলি বিবরিয়া লিখিতে হয়; অতএব তাহাতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল সংক্ষেপে এই মাত্র কহি, যে লাসিডিমনীয়েরা ও আথেন্সীয়েরা পরস্পর বিবাদ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত দ্বেষভাব ও হিংসা করিতে লাগিল; আর শেষে এমনি হইয়া উঠিল, যে উভয় দলের মধ্যে কেহ বা স্পার্টা দেশীয়দের কেহ বা আথেন্সীয়দের পক্ষ হইয়া যাহাতে যুদ্ধোপস্থিত হয় এমন চেষ্টা করে। পরে স্পার্টীয়েরা এই নিবেদন করিল যে আথেন্সীয়েরা লাসিডিমনীয়দিগের যত ক্ষতি করিয়াছে তাহার উপযুক্ত দণ্ড দিতে হইবে, ইহাতে পেরিক্লিজ

সম্মত না হইয়া সুবক্তৃতা পূর্ব্বক বাগ্জালেতে আত্ম্য ও বন্ধুদিগের দোষ আচ্ছাদিত করিয়া বিস্তর সুখ্যাতি পাইলেন; কিন্তু তাহাতে লোকক্ষয়কারক যে পেলোপনীসীয়ন নামক যুদ্ধ, তাহা দৃঢ় রূপে রোপিত হইল।

ঐ যুদ্ধের প্রথম বৎসরে লাসিডিমনীয়েরা আথেন্স দেশান্তঃপাতি নানা দেশ লুঠ করিয়া আথেন্স নগরের প্রাচীর পর্য্যন্ত আসিয়া চড়াও হইল, তৎ প্রযুক্ত পেরিক্লিজ অনেক যুদ্ধের জাহাজ প্রস্তুত করিয়া ঐ শত্রুদিগকে প্রতিফল প্রদান করিতে পাঠাইলেন; এবং আটিকা কি না আথেন্স দেশের যত লোক আথেন্স নগরে বদ্ধ ছিল, তাহাদের তুষ্ট্যর্থে রাজভাণ্ডারহইতে নানা ধন বিতরণ করিলেন। আর ভূমি সকল বিভাগ করিবার এক নূতন রীতি স্থাপিত করিলেন, এবং মৃত লোকদের সম্ভ্রমের জন্যে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করাইলেন।

অপর দ্বিতীয় বৎসরে যখন শত্রু বর্গেরা আটিকা দেশ লুঠ করিতেছিল, তখন ঐ দেশে এক মহামারী উপস্থিত হইল, তৎ প্রযুক্ত পেরিক্লিজ আথেন্সীয় লোক সকলকে রাজধানীহইতে বাহিরাইতে দিলেন না; কিন্তু শেষে ঐ মহামারী সৈন্য ও নাবিকদের মধ্যে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠাতে আথেন্সীয় লোকেরা সাহসহীন হইয়া শত্রুনিকটে সন্ধি প্রার্থনা করিল, তাহা না হওয়াতে আথেন্সীয় লোক পেরিক্লিজকে পদচ্যুত করিল, এবং তাঁহাকে অপরাধী করিয়া বিস্তর দণ্ড করিল। কিন্তু পশ্চাৎ ঐ লোকদের চঞ্চল স্বভাব প্রযুক্ত সঙ্কল্পের যে দৃঢ়তা ছিল, তাহার অন্যথা হইয়া ঐ পেরিক্লিজকে পুনর্ব্বার পূর্ব্বপদে স্থাপিত করিল, এবং পূর্ব্বমত সম্ভ্রম ও পরাক্রম তাঁহাকে দিল। পরে আথেন্সীয়েরা পটিডিয়া নগর আক্রমণ পূর্ব্বক বেষ্টন করিয়া সেখানকার লোকদিগকে এমনি বিপদাশয়ে ফেলিল, যে তাহারা খাদ্যমাত্র না পাইয়া মহামাংস

ভোজন করিতে লাগিল; অতএব শেষে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া শত্রুবর্গের অধীনতা স্বীকার করিল।

পরে তৃতীয় বৎসরে ঐ দুই যুদ্ধ কারক দলের সমভাবে জয় পরাজয় হইল। পরে পেরিক্লিজের পরিবার ও কুটুম্বগণ প্রায় সকলি ঐ মরকেতে মরিয়াছিল, কিন্তু শেষে তিনিও সেই রোগেতে মরণাপন্ন হইলেন। তৎকালীন তাঁহার কতকগুলি বন্ধুবর্গ তাঁহাকে অচৈতন্য বোধ করিয়া এই সমস্ত স্তুতিবাদ করিতে লাগিল, যে ইনি উত্তম জ্ঞানে ও শরলতাচরণে রাজকর্ম্ম চালাইয়াছেন, এবং জাহাজে ও ভূমিতে দুর্জয় সংগ্রাম সকল জয় করিয়াছেন; ইতোমধ্যে এই সকল কথা তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি শয্যাহইতে আপন মস্তক কিঞ্চিৎ উঠাইয়া কহিলেন, যে হে মিত্রবর্গেরা, আমি যত২ কর্ম্ম করিয়াছি তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যে ক্রিয়া, তাহা কি তোমরা বিস্মৃত হইয়াছ? আমি অন্যায় পূর্ব্বক কখন কাহাকেও শোকাগ্নিতে দগ্ধ করি নাই। ইহা কহিয়া পঞ্চত্ব পাইলেন।

ক্রমিক পাঁচ বৎসরে লাসিডিমনীয়েরা যে সমস্ত দেশ প্রদেশে চড়াউ হইয়া অধিকার করিয়াছিল, তাহাতে কলীন লোকের কর্তৃত্ব স্থাপিত করিল; এবং আথেন্সীয়েরা যে২ দেশ ও রাজ্য করতলস্থ করিয়াছিল, তাহা সাধারণ লোকের কর্ত্তৃত্বদ্বারা শাসন করিতে লাগিল। আর ঐ সকল রাজ্যে তাহারা উভয়ে অনেক দল স্থাপিত করাতেই পরস্পর দ্বেষ ও হিংসা উপস্থিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। বিশেষতঃ স্বদেশীয় যুদ্ধোপস্থিতি হইলে মনুষ্য যে প্রকারে উৎকট নিষ্ঠুরতাচরণ প্রকাশ করে, তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছে কোকেইরা নামক নগর।

পরে নবম এবং দশম বৎসরে লাসিডিমনীয়েরা ও আথেন্সীয়েরা এই উভয় পক্ষে সন্ধির চেষ্টা করিয়া তদ্বিষয়ের এক লিপি

প্রস্তুত করিল; কিন্তু গ্রীক দেশের মধ্যবর্ত্তী যে সমস্ত ক্ষুদ্র২ প্রদেশ ছিল, তথাকার লোকদের দেনা পাওনার বিষয় বিলক্ষণ রূপে তাহাতে লেখা যায় নাই, এই ত্রুটিতে তাহারা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল; এবং প্রধান রাজারাও তাহাতে যোগ দিয়া সংগ্রাম বাড়াইলেন।

তাহার পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত আলসিবাইডিষ নামক এক ব্যক্তি রাজ কার্য্যে প্রধান হইলেন। তিনি ক্লিনিয়সের পুত্র ও পেরিক্লিজের ভ্রাতষ্পুত্র এবং এজাকেসর বংশোদ্ভূত; আর ঐ ব্যক্তি পরম সুন্দর, অথচ আথেন্সীয় তাবৎ প্রধান২ লোকহইতে ধনী ছিলেন, এবং তিনি পণ্ডিত ও সদ্বক্তা অথচ শুমী ঐশ্বর্য্যান্বিত এবং শিষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই সকল কেবল লোকদের কাছে ব্যক্ত করিতেন, ফলতঃ কর্ম্মেতে অলস ও সুখভোগী এবং কামা অপরিমিতাচারা ও অধার্ম্মিক ছিলেন। অপর তাঁহার বিষয় অধিক আর কি লিখিব আথেন্সীয় লোক কখন২ বোধ করিত, যে ইনি উত্তম কর্ম্ম করিতে শ্রেষ্ঠ, ও কখন২ জ্ঞান করিত, যে ইনি সকলহইতে অধম। পরে লাসিডিমনীয়েরা আথেন্স দেশে কতক গুলি উকীল পাঠাইয়া দিল, তাহাতে নিষিয়াস নামক এক জনের সঙ্গে উহাদের সাক্ষাৎ হওয়াতে, ঐ নিষিয়াস তাহাদিগকে মহা সভাতে লইয়া গিয়া সভাস্থ লোকদের কাছে তাহাদের পরিচয় দিল। পরন্তু সেই উকীলগণ কহিল যে আমাদের বিবাদ ভঞ্জন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। পশ্চাৎ তাহারা যখন সভাহইতে উঠিয়া যায়, তখন আলসিবাইডিষ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আপন বাটীতে আনাইয়া তাহারা যে অগ্রে নিষিয়াসের নিকটে গিয়াছিল তজ্জন্যে অপরুদ্ধ করিলেন। আর তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া এই পরামর্শ দিলেন, যে তোমরা অদ্য সভাতে যে কথা কহিয়াছ, তাহা পুনশ্চ কহিও না; কেননা কি জানি লোকেরা পাছে তোমাদের নিকটে অসঙ্গত প্রার্থনা করে। পরে ঐ উকীলেরা যখন পুনর্ব্বার মহা সভাতে উপস্থিত হইল তখন আলসি-

বাইডিস তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমাদের বিরোধ সমাধা করিবার সম্পূর্ণ শক্তি আছে কি না? তাহাতে তাহারা যে সময় উত্তর করিল, যে না মহাশয়, সেই সময়ে আলসিবাইডিস স্ব দেশস্থ লোকদিগকে কহিলেন, যে হে স্বদেশীয়েরা দেখ, এমন লোকদের উপর কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? কেননা ইহারা কল্য যাহা কহিয়াছে অদ্য তাহার অন্যথা করিতেছে। লোকেরা এই কথা শুনিয়া ঐ উকীলদের আর কোন বাক্যে শ্রদ্ধা না করিয়া তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিল।

তৎপরে চারিবৎসর পর্য্যন্ত আর্গাইস দেশস্থ লোকেরা স্পার্টা-দেশীয়দের সঙ্গে যোগ করিয়া গ্রীক দেশাবচ্ছেদে যে সাধারণ লোকের কর্তৃত্ব ছিল, তাহা লোপ করিয়া কুলীনের কর্তৃত্ব স্থা-পিত করিল। কিন্তু এই রূপ করা গেলেও কিছু কালের পর প্রজা লোক বিরক্ত হইয়া কুলীন কর্তৃত্ব মতাবলম্বী যে সকল লোক, ও লাসিডিমনীয় লোক এই উভয়কে দেশহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল, এবং আথেন্সীয় লোককে আহ্বান করিল; ইহাতে আথেন্স দেশীয়েরা আলসিবাইডিষকে এই জন্যে প্রেরণ করিল, যে তিনি যেন সাধারণ লোকের কর্তৃত্ব পক্ষে যাহারা আছে, ও লাসিডিমনীয় লোক, এই উভয়কেই দেশহইতে দূর করেন, ইহাতে তিনি গিয়া অনেকের দণ্ড করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ মিলাস নামক উপদ্বী-পস্থ লোক স্পার্টা দেশীয়দের পক্ষে ছিল, এই জন্যে তাহাদিগকে অতিশয় নিগ্রহ করিলেন।

এই যুদ্ধের সপ্তম বৎসরে আথেন্সীয় ও লাসিডিমনীয় লোক সিসিলি দেশে সমরারম্ভ করিল। এবং ইজেষ্টিন দেশের লোকেরা সাইরেকিউষান দেশস্থদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে আথেন্সীয় লোক তাহাদের সাহায্যার্থে সসৈন্য বিস্তর জাহাজ পাঠাইয়া দিল। এই যুদ্ধ যাত্রায় নিষিয়াসকে আলসিবাইডিষ ও লামার্কসের সহিত সেনাধ্যক্ষ করিয়া দিল; কিন্তু ঐ সকল জাহাজেতে আবশ্যক

রণ সামগ্রী প্রস্তুত করিবার কালীন এক রাত্রিতে মার্কিউরি নামে দেবতার মূর্ত্তি নষ্ট হইল, ইহাতে আথেন্সীয়েরা আলসিবাইডিষের প্রতি সন্দেহ করিয়া আর দুই জন সেনাধ্যক্ষের প্রতি এই আজ্ঞা পাঠাইল, যে তোমরা আলসিবাইডিষকে বদ্ধ করিয়া রক্ষকের সহিত পুনশ্চ আথেন্স দেশে পাঠাইয়া। এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া তিনি লাসিডিমন দেশে পলায়ন পূর্ব্বক তদ্দেশীয় যে সমস্ত ব্যবহার, তাহা স্বীকার করিলেন; এবং আথেন্সীয় লোকদের গুহ্য কথা সকল তাহাদের নিকটে প্রকাশ করিয়া তাহাদের বিশ্বাসের পাত্র হইলেন।

তাহার পর বৎসরে লাসিডিমনীয়েরা আলসিবাইডিষের পরামর্শানুসারে ডেষিলিয়া নামে এক নগর করতলস্থ করিয়া সৈন্য সামন্ত ও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করিল, ঐ নগর আথেন্স ও বৈষিয়া এই দুই দেশের মধ্যস্থলস্থ ছিল। ঐ বৎসরে আথেন্সীয়েরা সিসিলি দেশে পরাভূত হইল, এবং উহাদের সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্য এবং জাহাজ সমূহ এই সমস্ত শত্রু হস্তগত হইল। এই সমস্ত অপচয় ও পরাজয় হওয়াতে আথেন্সীয়েরা বিবেচনা পূর্ব্বক প্রাচীন লোকদের মন্ত্রণার্থে এক সভা স্থাপন করিল। পরে তাবৎ কর্ম্ম ঐ সভাতে আগে বিবেচনা করিয়া শেষে লোকদের কাছে প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই যুদ্ধ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত হইলে পর আলসিবাইডিষ ফারশী দেশীয় লোকদিগকে লাসিডিমনীয়দের সহিত ঐক্য করিয়া দিলেন। কিন্তু স্পার্টা দেশের আজিষ নামক রাজার স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী করিলেন, এই প্রযুক্ত ফারশী দেশের সেনাধ্যক্ষ যে টিশাফার্নিষ, তাহার শরণ লইয়া তদ্দেশীয় লোকের মত অতি সুখী হইয়া নানা প্রকার সুখভোগের পথ দেখানতে তদ্বিষয়ে এক জন শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে আথেন্সীয়েরা যদ্যপি সাধারণ লোকের কর্তৃত্ব লোপ করিয়া

প্রধান২ লোকের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করে, তবে আমি তথায় প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদের সঙ্গে ফারশী দেশস্থ লোকের মিলন করিয়া দিব। অনন্তর পাইসাণ্ডর নামে এক জন ও আর ২ উকীলগণ প্রেরিত হইয়া এই সকল কথা আথেন্স দেশে গিয়া কহিল, তাহাতে সে স্থানের লোকেরা চঞ্চলিতচিত্ত ও সর্ব্বদা নূতন২ ধারা স্থাপনে প্রিয় এই প্রযুক্ত ঐ বাক্যে স্বীকৃত হইল। তখন ঐ আলসিবাইডিষের প্রেরিতেরা পূর্ব্ব রীতি উঠাইয়া পাঁচ হাজার প্রধান লোকের কর্তৃত্ব স্থাপন করিল. কিন্তু ইহাতে প্রধান২ ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হইলেন; কেননা সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাদের অধিক ক্ষমতা থাকে এমত বাঞ্ছা ছিল; এই জন্যে পাইসাণ্ডর পনশ্চ এই পরামর্শ দিলেন, যে তবে মনোনীত পাঁচ জন প্রধানকে প্রিটানী নামে স্থাপিত করিতে হয়। পরে তাঁহারা আরবার এক শত জনকে নির্ব্বাছিয়া নিযুক্ত করিবেন, শেষে ঐ এক শত ব্যক্তি প্রত্যেকে আপন২ স্থানে তিন ২ জনকে স্থাপন করিবেন, এই সর্ব্বশুদ্ধ চারি শত লোক আপনাদের ইচ্ছানুসারে ঐ পাঁচ সহস্র লোকের পরামর্শ শুনিবেন। ইহাতে তাবৎ লোক সম্মত হইয়া এই রূপ নিয়ম স্থাপন করিল, শেষে এই হইয়া উঠিল, যে ঐ চারি শত লোক কিরিচ হস্তে করিয়া সসৈন্য পূর্ব্ব স্থাপিত সভার লোকদিগকে দূর করিয়া দিল।

এই রূপ রাজ্যশাসনের নিয়ম পরিবর্ত্তন সৈন্য সামন্তদিগের ও আলসিবাইডিষের অগ্রাহ্য হইল, কারণ কুলীন লোকেরা বিদ্যমান থাকিতে তাহাদের ভার অত্যল্প লোকের উপরে দেওয়া গেল; অতএব সেনাগণ ঐক্য হইয়া আলসিবাইডিষকে সেনাধ্যক্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। পরে আলসিবাইডিষ ঐ চারি শত ব্যক্তিকে পদচ্যুত করিতে ও পূর্ব্বমত সভা স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন, সুতরাং ঐ আজ্ঞাতে আথেন্স নগরে বড় কোলাহল উপস্থিত হইয়া উঠিল, কিন্তু শেষে ঐ চারি শত ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব নষ্ট করিয়া পূর্ব্ব স্থাপিত যে পাঁচ সহস্র লোক, তাহাদিগকে ঐ ভার দেওয়া গেল।

পরে আলসিবাইডিষ আথেন্স দেশে সেনাধ্যক্ষ হইয়া বহুযুদ্ধে জয়ী হইলেন, এবং শত্রুদিগের জলস্থ সেনাগণকে এক দিনের মধ্যে স্বায়ত্তে আনিলেন; ইহাতে আথেন্সীয়েরা তাঁহার প্রত্যাগমনকালে পূর্ব্বকার দেশত্যাগের লিপিতে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরাক্রম প্রদান পূর্ব্বক জলস্থ ও স্থলস্থ তাবৎ সৈন্যের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিল। কিন্তু পরে এই রূপ ঘটিয়া উঠিল, যে তিনি সৈন্যের মধ্যে উপস্থিত না থাকাতে তৎকৃত এক জন জলস্থ সেনাপতিকে শত্রুগণ আসিয়া পরাভূত করিল; ইহাতে আথেন্সীয় লোক বোধ করিল, যে এই কর্ম্ম আলসিবাইডিষের স্বেচ্ছা ও আলস্য প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং লাসিডিমনীয়দের সঙ্গেও লিপিদ্বারা তাঁহার যোগ আছে, এই সকল অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বদত্ত পরাক্রম ও পদহইতে তাঁহাকে চ্যুত করিল; আর তাঁহার পরিবর্ত্তে দশ জনকে জলস্থ সেনাধ্যক্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। তদনন্তর আলসিবাইডিষ থ্রেষ দেশে পলায়ন পূর্ব্বক বিস্তর প্রবল শত্রুর মধ্যে এক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া আত্ম রক্ষার্থে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন।

পরে ঐ দশ জন সেনাধ্যক্ষ এক তুমুল যুদ্ধে জয়ী হইল, তথাপি তাহাদের পঞ্চবিংশতি জাহাজ প্রায় সকল নাবিক শুদ্ধা নষ্ট হইল; ইহাতে তাহাদের মধ্যে থারামিনিষ নামে এক জন আপন সহবর্ত্তি অধ্যক্ষদের উপরে এই নালিশ করিল, যে ইহাদের তুচ্ছতা প্রযুক্ত আঘাতিদের তত্ত্বাবধারণ ও চিকিৎসা না হওয়াতে তাহারা পঞ্চত্ব পাইয়াছে, এবং মরণানন্তর তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও করেন নাই; ইহাতে তাহাদের বিচার হইয়া ছয় জন অপরাধী হইল, তৎপ্রযুক্ত তাহাদের প্রাণ দণ্ড করা গেল।

তদনন্তর স্পার্টা দেশের জাহাজের অধ্যক্ষ যে লাইসাণ্ডর, তিনি থ্রেষ দেশের নিকটাভূত দেশে গিয়া আথেন্সীয়দিগকে জল স্থল পথেতে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাভূত করিলেন। ইতিহাস পুস্তকে

তাবৎ সংগ্রামহইতে এই যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে জয় হইয়াছিল এমত লিখিত আছে। পরে ঐ লাইসাণ্ডর জল পথেতে আথেন্স নগরে উপস্থিত হইয়া তাহা বেষ্টন করিলেন। এই সময়ে এজিষ নামক আর এক ব্যক্তি স্থল পথে গিয়া ঐ নগর বেষ্টন করিল; ইহাতে আথেন্সী-য়েরা সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া আত্ম রক্ষা করিল; অতএব বহু দিন পর্য্যন্ত সন্ধি করিবার কোন চেষ্টা পাইল না; কিন্তু শেষে আকাল প্রযুক্ত খাদ্যাভাব হওয়াতে তাহারা সন্ধি করিল। সেই সন্ধির নিয়মেতে পাইরিয়স নামে যে উচ্চ২ প্রাচীর ও দুর্গ, এ সকল ভা-ঙ্গিতে হইবে, এবং জাহাজ সমূহের মধ্যে কেবল দ্বাদশ খান রাখিয়া আর সমস্ত বিদায় করিতে হইবে। আর যাহাদিগকে দেশহইতে দূর করিয়াছিল তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আনয়ন পূর্ব্বক লাসিডিমনীয়-দিগের অনুগত হইয়া থাকিতে হইবে। পশ্চাৎ লাইসাণ্ডর এই আজ্ঞা দিলেন, যে রণ বাদ্য পূর্ব্বক উচ্চ২ প্রাচীর ও দুর্গ সমস্ত ভগ্ন করিয়া আথেন্স নগর সমভূমি করিয়া ফেল; এই প্রকারে ঐ পেলো-পনীসন নামক তুমুল সংগ্রাম সপ্তবিংশতি বৎসরের পর সমাপ্ত হইল।

পরে পাইরিয়স নামে যে উচ্চ২ প্রাচীর ও দুর্গ ছিল, তাহা ভগ্ন করিয়া সমভূমি করিলে পর লাইসাণ্ডর ত্রিশ জন মন্ত্রিকে স্থাপিত করিলেন। ঐ মন্ত্রিগণ ইতিহাস গ্রন্থে দুরাত্মা নামে খ্যাত আছে, কারণ তাহারা উত্তম২ ব্যবস্থা কিছুই সংস্থাপিত না করিয়া কেবল স্বেচ্ছানুসারে অব্যবস্থিত রূপে কর্ম্ম সকল করিতে লাগিল, এবং এক সভা স্থাপন করিয়া কতকগুলি বিচারকর্ত্তাকে নিযুক্ত করিল; আর লাসিডিমন দেশের এক দুর্গেতে যত সেনা ছিল, তাহাদিগকে আনয়ন করিল। অপর ঐ ত্রিশ জনের মধ্যে ক্রিটিয়াস ও থারা-মিনিষ নামে দুই জন প্রধানতম ছিল, এবং আথেন্সীয় তাবৎ লোকের মধ্যে তাহারা উভয়ে বড় ক্ষমতাপন্ন রূপে খ্যাত ছিল। আর তাহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যে ক্রিটিয়াস সে উচ্চাভিলাষী ও

অত্যন্ত নির্দ্দয় ছিল, কিন্তু থারামিনিষ তাহা অপেক্ষায় সদয় ছিল। অতএব ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি আর সকল অত্যাচারিদের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থে সচেষ্ট হইল, এই প্রযুক্ত ক্রিটিয়াস তাহাকে রাজ্যের অহিতকারি রূপে দোষী করাতে লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে মশানে লইয়া বিষপান করাইল, তাহাতে তাহার প্রাণ ত্যাগ হইল।

এই রূপে থারামিনিষের মৃত্যু হইলে পর ঐ ত্রিশ জনের দৌরাত্ম্যের কোন প্রকারে ত্রুটি হইল না, ইহাতে আথেন্স দেশহইতে অনেক লোক পলাইয়া দেশান্তরে গেল। পরে থ্রাসিবোলস নামক এক জন ঐ দুর্ভাগ্যারব্ধ পলায়িত ব্যক্তিদিগকে একত্র করিল। আর তাহাদের মনে২ এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল, যে স্বদেশচ্যুত না হইয়া আমাদিগকে যদি বিপৎসাগরে মগ্ন হইতে হয়, তাহাও স্বীকার করিব। ইহাতে ঐ থ্রাসিবোলস প্রথমতঃ আটিকা দেশের এক দুর্গ করতলস্থ করিয়া পাইরিয়স নামক দুর্গ জয় করিল। পরে লাসিডিমনীয়দিগকে পরাভূত করিয়া ঐ ত্রিশ জনের দৌরাত্ম্য এমনি অপযশ পূর্ব্বক প্রকাশ করিল, যে তাহাতে সামান্য লোকেরা তাহাদিগকে দেশচ্যুত করিয়া অন্য দশ জনকে বিচারকর্ত্তা করিয়া তাহাদের উপর রাজ্যশাসনের ভার দিল। পরন্তু থ্রাসিবোলস লাসিডিমনীয়দের সহিত সন্ধি করিয়া তাবতের নিকট পূর্ব্বকৃত সকল দোষের ক্ষমা যাহাতে হয় এমন এক লিপি লইল। অপর ঐ ত্রিশ জন দুরাত্মাদের অল্প কাল রাজ্য শাসনের মধ্যে চৌদ্দ শত লোকের প্রাণ দণ্ড হইয়াছিল, এবং পাঁচ হাজার লোক দেশ বহিষ্কৃত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল; এবং ঐ ক্রূরেরা আলসিবাইডিষের মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল, কেননা লাসিডিমনীয়দিগের নিকটে আলসিবাইডিষকে সিংহ পুরুষ রূপে ত্রাসের পাত্র বোধ করাইয়া তাঁহার মান হানি করিয়াছিল, ইহাতে গুপ্ত ঘাতকদের হস্তে তাঁহার প্রাণ গেল।

লোক সাধারণ কর্তৃক এই রূপ রাজ্যশাসনের নিয়ম স্থাপিত হইলে পর আলসিবাইডিষের গুরু এবং বন্ধু যে সক্রাটিষ, তাহার বিচার হইয়া তাহার প্রাণ দণ্ড হইল। ঐ সক্রাটিষ যুদ্ধেতে অতিশয় সাহসান্বিত ছিল, এবং তাহার মৃদু স্বভাব ও ক্ষান্তি শীলতা ছিল, আর তাহার বুদ্ধি ও সারল্যবিষয়ে সুখ্যাতি ছিল; সুতরাং তাহার প্রতি ঐ ত্রিশ জনের ঈর্ষা জন্মিল, এই প্রযুক্ত প্রথমতঃ তাবতের কাছে তাহার শিক্ষা ও রীতি বিষয়ে নিন্দা করিতে লাগিল। পরে তাহারা এই মনস্থ করিল, যে এ ব্যক্তিকে আমাদের ন্যায় দুষ্কর্ম্ম করাইব, নতুবা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য দোষ তাহার উপর বর্ত্তাইব; এই রূপে ঐ দুষ্টেরা তাহার সর্ব্বদা দোষান্বেষণ করিতে লাগিল, আর অধিক কি বলিব তাহারা সর্ব্বদা নিষ্কারণে তাহাকে দুঃখ দিতে সচেষ্ট হইল, এবং নানা প্রকারে তাহার অপ্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। আর যাহারা সং করে, তাহাদের মধ্যে আরিষ্টফানিষ নামক এক জন, অপকর্ম্ম সকলকে সৎকর্ম্ম রূপে বোধ করায় এমন যে গুরু, তাহার সং ঐ ব্যক্তির সদৃশ করিয়া মঞ্চকের উপরে করিল। পশ্চাৎ ঐ ত্রিশ জন সক্রাটিষের উপর এই সমস্ত অপবাদ দিতে লাগিল, যে এ ব্যক্তি প্রাচীন দেবতা ও মত সকলের নিন্দাকারী, এবং নূতন দেবতার প্রকাশক। অপর শেষে এই দোষ সপ্রমাণ করিল, যে আথেন্স দেশের দেবতাকে এ মানে না, ইহাতে ঐ সক্রাটিষ আপনার মোকদ্দমায় উত্তম রূপে বিস্তর উত্তর প্রত্যুত্তর করিল, তথাচ দোষারোপণ করিয়া তাহার প্রাণ দণ্ড করিল।

তাহার পর কোনন নামে এক ব্যক্তি ফারশীর রাজার সঙ্গে যোগ করিয়া আথেন্স দেশের তাবদ্বিষয় ভাল রূপে স্থির করিতে মনস্থ করিলেন, ইহাতে অতি সতর্ক অথচ পরিণামদর্শিরূপে পূর্ব্বাপর খ্যাত যে ইপিক্রেটিষ, এবং থ্রাসিবোলস, এই দুই জনে সহকারী হইল; শেষে স্পার্টা দেশীয় জাহাজ সমূহের অধ্যক্ষ যে

আণ্টালসিডাস, সে ফারশী দেশের রাজার সঙ্গে এমন একখানি সাধারণ সন্ধিপত্র স্থির করিল, যে তাহাতে গ্রীক দেশের তাবৎ দেশ প্রদেশ সুশৃঙ্খল রূপে চলিতে পারে; ঐ সন্ধিপত্র আণ্টালসিডাসের সন্ধিপত্ররূপে খ্যাত ছিল। কিন্তু লাসিডিমনীয় ও আথেন্সীয় লোকদের মনে ২ এই অভিমান ছিল, যে আমাদের ব্যতিরেকে কোন বিবাদের সমাধা হইবে না, ইহাতে তাহারা হঠাৎ গিয়া আরে ২ রাজ্যের কলহেতে উপস্থিত হইল; তাহাতে কিয়ৎ সংখ্যক নগরস্থ লোক স্বাধীন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিল না, ও আর কতক দেশের লোক অন্য বৃহৎ রাজ্যের অনুগত হইয়া থাকিতে বাঞ্ছিত হইল, এই প্রকারে সকলের মতের ঐক্য না হওয়াতে সুতরাং শেষে যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

বিশেষতঃ খায়ান ও রোদিয়ান আর কোয়ান এবং বাইজাণ্টিন এই চারি দেশীয় লোকেরা আথেন্সীয় লোকদের অধীনতা ঘুচাইয়া স্বাধীন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিল। তাহাতে ঐ উপপ্লবের সম্বাদ পাইবামাত্র আথেন্সীয়েরা বিস্তর জাহাজ সুসজ্জ করিয়া পাঠাইয়া দিল। সে সকলের অধ্যক্ষ পদ খেরিস ও টিমোথিয়স আর ইফিক্রেটিষ এই তিন জন সমান রূপে পাইল; তাহাতে খেরিষের ইচ্ছা ছিল, যে শত্রুবর্গের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করে, কিন্তু তাহার সহকারী আর দুই জন সম্মত না হওয়াতে তাহাদের উপরে ঐ ব্যক্তি নালিশ করিল। পরে আথেন্সীয়েরা তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া অনেক টাকাতে দণ্ড করিল, এই প্রযুক্ত টিমোথিয়স অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পশ্চাৎ তাহার পুত্র যে কোনন, তাহার কাছে আথেন্সীয় লোকেরা কতকগুলি টাকা জমা করিয়া দশমাংশ লইল, ঐ সকল টাকাতে তাহাদের পিতামহ কৃত যে উচ্চ ২ নগরের প্রাচীর সকল তাহা সারাইতে আরম্ভ করিল।

পরে ফোখিয়ানেরা ডেলফস নগরের আপল্লো নামে যে দেবতা, তাঁহার ভূমিতে সকলে হলপ্রবাহ করিয়াছিল, এই জন্যে আম্ফিকটিন

নামে যে গ্রীক দেশের মহতী সভা, তথাকার লোকেরা ফোথিয়ানদের ধনদ্বারা দণ্ড স্থির করিল; তাহাতে তাহারা অসম্মত হইয়া লোক্রিয়ান ও বৈথিয়ান লোকদের সঙ্গে ঐক্য হইয়া যুদ্ধ দিতে প্রস্তুত হইল। পরে সেই সময়ে ফোথিয়ানেরা সর্ব্বতোভাবে জয়ী হইয়া ঐ আপল্লো দেবতার মন্দিরস্থ তাবৎ ধন লুঠ করিয়া লইল, এবং বেতনের দ্বারা বিস্তর সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিল; বিশেষতঃ আথেন্স দেশীয় সেনাগণ লাভাধিক্য দেখিয়া তাহাদের সহিত মিলিল। ঐ যুদ্ধের নাম ধর্ম্ম যুদ্ধ। সেই সময়ে সদ্বক্তা রূপে অতিশয় খ্যাত্যাপন্ন ডেমস্থেনিষ নামক এক জন বর্ত্তমান ছিলেন। তলোয়ার ব্যবসায়দ্বারা বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিল, এমন যে আথেন্সীয় এক জন লোক, সে ব্যক্তি ইঁহার সন্তান। তিনি সদ্বক্তৃতাভ্যাস করিতে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাতে বাধা জন্মিতে পারে এমন স্বাভাবিক দোষ তাঁহার ছিল বটে, তথাপি ধৈর্য্য ও শ্রম এবং অত্যন্ত মনোযোগ প্রযুক্ত তিনি এমনি সুবক্তা হইয়া উঠিলেন, যে তৎকালে বা অন্য সময়ে তদ্রূপ আর কেহ ছিল না। পরে তিনি আথেন্সীয় লোকদিগকে এই পরামর্শ দিলেন, যে তোমরা ফারশীর রাজার সঙ্গে ঐক্য রাখ, যে হেতুক তোমাদের ক্ষতি করিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই, এবং ইচ্ছাও নাই। আর ফিলিপ নামক মাসিডন দেশের রাজা যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে চেতনা দিলেন; এবং ঐ রাজা পরাক্রান্ত হইলে যে আথেন্সীয়েদের কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হইবে তাহা বুঝাইতে আপনার কি পর্য্যন্ত বক্তৃতা গুণ তাহা অতিশয় রূপে প্রকাশ করিলেন।

অপর ফোথিয়ান বড় যোদ্ধা ও সেনাপতি এবং রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা গুণ বড় একটা ছিল না। আর তিনি যখন কথা কহিতেন তখন ন্যায় পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া সংক্ষেপে কহিতেন, এবং কোন দলে পক্ষপাত না করিয়া সারল্য ও জ্ঞানপূর্ব্বক আপন দেশীয় লোকদের মঙ্গল চেষ্টা করিতেন। আর ডেমস্থেনিষ

সতর্ক সাহসান্বিত ছিলেন, এবং সর্ব্বদা লোকদিগকে ঔৎসুক্যেতে ও সাহসিক কার্য্যেতে প্রবৃত্ত করাইতেন; কিন্তু ফোকিয়ান মৃদু ও পরিণাম দর্শী প্রযুক্ত অনায়াস সাধ্য যে সকল কর্ম্ম, তাহা করিতে লোকদিগকে পরামর্শ দিতেন।

আর ডেমস্থেনিয অত্যন্ত প্রবল ও মনোহর রূপে কথকতা করিয়া নিজবক্তৃতা গুণ প্রকাশ করিলেন, তথাচ মাসিডনের রাজা যে ফিলিপ, তিনি গ্রীক দেশ করতলস্থ করিবার যে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইতে লাগিল; শেষে তিনি চিরনীয় নামে এক তুমুল যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে আথেন্স দেশকে এমনি স্ববশে রাখিলেন, যে তাহাতে যখন যাহা মনে করেন তখনি তাহা করিতে পারেন, এই রূপে কিয়ৎকাল গত হইলে পর ফিলিপ পঞ্চত্ব পাইলেন। অনন্তর আথেন্সীয়েরা এই সম্বাদ পাইবা মাত্র আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া যুদ্ধেতে জয়ী হইলে যেমন পুষ্পমাল্য পরে তেমনি ফুলের মালা সকল ধারণ করিতে লাগিল; কিন্তু ফিলিপের উত্তরাধিকারী যে সেকন্দর শাহ, তিনিও আথেন্সীয়ের উপরে এমনি উপদ্রব করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে তাহারা অনন্যগতিক হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল।

পরে সেকন্দর শাহ প্রাণ ত্যাগ করিবামাত্র আথেন্সীয় লোকেরা অতিশয় বেগে যুদ্ধ করিতে সুসজ্জ হইল, আর সেকন্দর শাহের প্রধান২ সেনাপতির মধ্যে এক জন যে আণ্টিপেটর, যাহাকে তিনি গ্রীক দেশের অধ্যক্ষ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে অবিবেচনা পূর্ব্বক সংগ্রাম উপস্থিত করিল। কিন্তু তাহাতে পরাভূত হইয়া ডেমস্থেনিয ও হিপেরিডিয নামে আর একজন সদ্বক্তা এই দুই জনকে আণ্টিপেটরের নিকট সমর্পণ করিতে হইল, এবং পূর্ব্ববৎ রাজকরও দিতে হইল। অপর সমুদ্র সমীপে তাহাদের যত নগর ছিল, তাহাতে ঐ আণ্টিপেটরের সৈন্য সামন্ত রাখিতে হইল, আর যুদ্ধোপযুক্ত ব্যয় ছাড়া আরও বিস্তর ধন দিতে হইল। পশ্চাৎ ঐ

ডেমস্থেনিস প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন, তাহাতে আণ্টিপেটর তাঁহাকে ধরিতে তৎপশ্চাতে সৈন্য প্রেরণ করাতে তিনি বিষপান করিয়া লোকান্তরে গমন করিলেন।

পশ্চাৎ ঐ আণ্টিপেটর লোকান্তরে প্রস্থান করিলে পর মাসিডন দেশে দুই দল হইয়া উঠিল, তাহার এক দলের অধ্যক্ষ পলিপের্খন যিনি রাজার রক্ষক ছিলেন; ও অন্য দলের অধ্যক্ষ ছিলেন আণ্টি-পেটরের পুত্র কাশাণ্ডর। তিনি আথেন্স দেশীয় দুর্গসকলের কর্তৃত্ব ভার নিকেনর নামক এক জনকে দিলেন; ঐ নিকেনর বড় যোদ্ধা, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত তৎকর্ম্মেতে নিযুক্ত ছিল। ইতোমধ্যে পলি-পের্খন আত্মতুল্যাধিকারী যে কাশাণ্ডর, তাহার হাতহইতে গ্রীক দেশের তাবৎ নগর কাড়িয়া লইতে মানস করিয়া রাজার নামে এমন এক আইন প্রকাশ করিলেন, যাহাতে আথেন্সীয়েরা স্বাধীন হইয়া থাকিতে পারে, এবং সেখানকার তাবৎ সৈন্য সামন্ত স্থানা-ন্তরে যাইতে পারে, আর পূর্ব্ববৎ সাধারণ লোকের কর্তৃত্বদ্বারা রাজ্যশাসন যেন হয়। তাহাতে যে নিকেনর নামক ব্যক্তিকে সে-খানে পাঠান গিয়াছিল, সে ঐ আইন জারি করিতে স্বীকৃত হইল না। আর ফোসিয়ান নামক যে ব্যক্তি তিনিও তদ্রূপ অসম্মত হইয়া তাবৎ লোকের কাছে প্রকাশ রূপে সেই অস্বীকার নির্ধার্য্য করি-লেন। পরে পলিপের্খন যৎকালে বিস্তর সৈন্য সমভিব্যাহারে আথেন্স নগরে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে আথেন্সীয় লোকে ঐ ফোসি-য়ানকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিল, এবং তাঁহাকে বন্ধু বান্ধব গণের সহিত দোষী করিয়া সকলের প্রাণ দণ্ড করিল।

পরে আণ্টিগণসের পুত্র এবং সেকন্দর শাহের এক জন প্রধান সেনাপতি যে ডিমিট্রিয়স, যাহার উপাধি পলিয়র্সিটিস, তিনি আ-থেন্স নগর কাশাণ্ডরের বশহইতে মুক্ত করিব এমত প্রকাশ করিয়া সেই নগরের কর্ত্তা যে ডিমিট্রিয়স ফালিরিয়স, তাহাকে দূর করিয়া দিলেন; কিন্তু সে ব্যক্তি প্রজা পালনেতে কোন নির্দ্দয়তা প্রকাশ করে

নাই, এবং নানা প্রকার উত্তমং অট্টালিকাদ্বারা ঐ নগর সুশোভিত করিয়াছিল। পরে কাশাণ্ডর আথেন্সীয় লোকদিগকে প্রতিফল প্রদান করিতে মনস্থ করিয়া দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিতে লাগিল; তাহাতে পলিয়র্সিটিষের সঙ্গে যুদ্ধোপস্থিত হওয়াতে পলিয়র্সিটিষ জয়ী হইলেন; অতএব আথেন্সীয় লোক মিনার্বা নামে দেবতার মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে যে গৃহ ছিল, যেখানে ঐ দেবতার সেবিকা স্ত্রীগণ থাকিত তাহাতে তাঁহার বাসস্থান দিল।

সে যাহা হউক, পলিয়র্সিটিষ আথেন্সীয় লোকদের নানা প্রকার স্তবেতে অতিশয় প্রফুল্লচিত্ত হইয়া আশিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন, তাহাতে সেখানে তাঁহার উদ্যোগ সমস্ত পূর্ব্বমত সফল হইয়া উঠিল না, এই জন্যে তিনি পুনশ্চ আথেন্স নগরে আসিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু যে আথেন্সীয়েরা পূর্ব্বে তাঁহার সকল কুব্যবহারের স্তব করিয়াছিল, তাহারা এখন তাঁহাকে আর নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না; অতএব তিনি সৈন্যদ্বারা ঐ নগর বেষ্টন করিয়া কতক দিনের পর অধিকার করিয়া লইলেন। আর তাহাদিগকে কিছু ভৎর্সনা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু পরে যখন মাসিডন রাজ্য ঐ পলিয়র্সিটিষের দোষে শত্রুহস্তগত হইল, তখন আথেন্সীয় লোকেরা তাঁহার যাজককে পদচ্যুত করিয়া বেদি সকল ভগ্ন করিল; ও তাঁহার মর্য্যাদার্থে এক মাসের নাম ডিমিট্রিয়ান রাখা গিয়াছিল, তাহা ঘুচাইয়া পূর্ব্বের নাম সংস্থাপন করিল। অনন্তর ঐ ডিমিট্রিয়সের পুত্র যে আণ্টিগনস গণেটস তিনি এই সকল অপমানের দণ্ড তাহাদিগকে দিয়া আথেন্স নগরের দুর্গেতে এক দল সৈন্য রাখিলেন। অপর তন্নগরস্থ আরেটস নামক আর এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক আকেয়ান নামে এক সন্ধিপত্রের নিয়মেতে ঐ নগর পুনশ্চ স্বাধীন হইয়া রহিল।

পরে রুমী লোক কর্ত্তৃক ঐ আকেয়ান নামে সন্ধিপত্র লুপ্ত হইয়া গেল, তাহাতে আথেন্স দেশ মিথ্রিডাটিক যুদ্ধ পর্য্যন্ত গ্রীক

দেশান্তর্গত অন্য এক রাজ্যের মত হইয়া রহিল। তৎকালে আথেন্সীয় লোকেরা পান্টস দেশের রাজার পক্ষ হইয়া রুমী লোকদের সঙ্গে প্রকাশ রূপে সমর করিতে স্থির করিল; অতএব রুম দেশীয়েরা মিথ্রিডেটিসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সিলা নামক এক জনকে সেনাধ্যক্ষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। পশ্চাৎ ঐ সিলা সৈন্য সামন্ত লইয়া আথেন্স নগর আক্রমণ করিল. আর বার২ নগরের উপর চড়াও হইতে উদ্যোগ করিল, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হওয়াতে এই অভিপ্রায়ে নগর বেষ্টন করিয়া রহিল. যে এই প্রকার থাকাতে অনাহার প্রযুক্ত শত্রুপক্ষীয় লোক সকল প্রাণত্যাগ করিবে। তাহাতে কিয়দ্দিনের পর তন্নগরস্থ লোক সকল খাদ্যাভাবে কণ্ঠাগত প্রাণ হইল, তথাচ ঐ আথেন্স নগরের কর্ত্তা যে আরিষ্টায়ন নামক এক দুরন্ত ব্যক্তি, সে কোন প্রকারে ঐ স্থান ছাড়িয়া দিল না; কেননা তাহার মনে২ এই ছিল, যে রুমী লোকদের নিকট কোন রূপে রক্ষা পাইবে না; পরন্তু ঐ সিলা নামে যে সেনাপতি সে নগরস্থ লোকদের দুরবস্থা জ্ঞাত হইয়া পুনশ্চ চড়াও হইল, এবং প্রাচীর সকল ভাঙ্গিয়া শাণিত খড়্গেতে অসংখ্য লোকের মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক শেষে আরিষ্টায়নেরও প্রাণ দণ্ড করিল।

উপদেশ কথা।

যে স্থানে আথেন্স নামক নগর স্থাপিত হইয়াছিল সে স্থান তন্নগরের ঐশ্বর্য্য জনকের উপযুক্ত বটে, কেননা তদ্দেশের বহুদূর পর্য্যন্ত সমুদ্রেতে বেষ্টিত একারণ সে স্থানে সুন্দর সুখ স্পর্শ বায়ু ছিল, আর তাহাদ্বারা নানা দূরদেশে গমনাগমন ও ধনজনক বাণিজ্যাদিও হইত; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ সমুদ্র বলিয়া কেবল নয়, পরমেশ্বরের যে২ সৃষ্টি সকলি লোকদের নানা উপকারক বটে।

আর গ্রীক দেশে প্রাচীন ২ বিজ্ঞ মহাপণ্ডিতের মধ্যে শোলন নামে প্রসিদ্ধ এক জন জ্ঞানি পুরুষ ছিলেন; তিনি নানাবিধ উত্তম ব্যবস্থা স্থাপিত করিয়া স্বদেশের হিত করিতেন, একারণ আর দিগ্দেশায় শত্রুদমনের জন্য অতিশয় উন্নত ব্যক্তির অপেক্ষাও ঐ শোলনের মর্য্যাদার আধিক্য ছিল। আর যাহারা আথেন্স দেশীয় লোকদের ঈদৃশ চাপল্য চরিত্র জ্ঞাত আছে তাহারা অবশ্য বুঝিতে পারে, যে শোলন কৃতকর্ম্ম কেমন সুকঠিন আর কত জ্ঞান সাধ্য। কিন্তু তত্রাপি ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি সুবিচার ও সুব্যবহার ও শাসন-দ্বারা লোকদের প্রবল তরঙ্গ স্বরূপ চঞ্চল মনকে সুস্থির করিয়া ক্রমে ২ আপন অভিলাষ সম্পূর্ণ করিলেন। ইহাতে আমরা এক উপদেশ পাইতে পারি, যে যদ্যপি আমরা পরোপকার করিতে উদ্যত হই, তবে প্রথমতঃ স্বীয় ২ কামাদি বৈরি দমন পূর্ব্বক আমাদের মনকে নিগ্রহ করা উচিত। আর ঐ উদ্যোগ সফল করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের স্ব ২ উপকার রহিত কেবল একান্ত পরোপকারার্থে চেষ্টা এমত যেন সুস্পষ্ট বিদিত হয়। আর ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি যে সকল আজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে জ্ঞাত হয়, যে ছোট বড় দুই প্রকার লোক ব্যতিরেক জগৎসংসার চলে না। সে যাহা হউক, আমাদের নিবেদন এই, যে উচ্চপদস্থ লোকেরা যেন দীন হীন ব্যক্তিদের তুচ্ছ করিয়া ঘৃণা না করে, এবং দরিদ্র লোকেরাও ভাগ্যবান্ লোকদের প্রতি ঈর্ষা না করে, যে হেতুক উভয়ের পরস্পর বশীভূতত্ব আছে, যেমন কড়াতে ২ পরস্পর সংলগ্ন হইলে একটি শৃঙ্খল হয়, কিন্তু একের বিচ্ছেদেতেই শৃঙ্খলের বিনাশ হয়। অতএব মনুষ্যদের ইহা জ্ঞাত হওয়া উচিত, যে পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে উত্তমাধম আচরণ-দ্বারাতেই লোকেরা ছোট ও বড় হয়। আর একথাও মনে রাখিতে হয়, যে সমূহ বিষয় থাকিলে সুখী কিম্বা দীর্ঘজীবী হয় এমন নহে, আর আমরা ভাগ্যবান্ হইলে তবে পরোপ-

কার করিব এমন চিন্তা যেন তিলেকও মনে না করি। দেখ অনেকেই এমন কথা বলিয়া থাকে, যে আমি যদি রাজা হইতাম তবে কত লোকের কত পর্য্যন্ত হিত করিতাম, অথবা যথেষ্ট ধনাধিকারী হইলেও কত ২ দরিদ্রের দীনহীনত্ব ঘুচাইতাম। কিন্তু একথা কেবল মনের চাতুরী মাত্র, কেননা তোমার মনে যদি এমন দৃঢ় চেষ্টা থাকিত, তবে এইক্ষণে তুমি যথাসাধ্য পরোপকার আরম্ভ করিতা। অতএব এই কথা মনে রাখা অত্যাবশ্যক, যে পর দিবস রাজা হইয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা দৃঢ় বাঞ্ছা থাকিলে ঈশ্বরানুগ্রহেতে আরম্ভ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ সাধ্যানুসারে পরোপকার করিতে পারা যায়। আর দেখ যে পদদ্বারা সমূহ লোকের নানাবিধ উপকার হইতে পারে এমন পদপ্রাপ্ত অত্যল্প লোক, অতএব অধিক লোকের হিত চেষ্টা পাইয়াও এইক্ষণে যে আমরা যৎ কিঞ্চিৎ পরোপকার করিতে পারি ইহাই পরম লাভ মানিতে হয়।

আর ক্রীশস রাজার সহিত শোলনের যে রূপ কথোপকথন লিখিত আছে, সে কথাতে পুনর্ব্বার এই উপদেশ ব্যক্ত হইতেছে, যে যাহাদের চিরকাল অবধি সাংসারিক মঙ্গল ঘটিতেছে তাহাদিগের অবশ্য বিপরীত বুদ্ধি জন্মে; কেননা দেখ যাহারা যুবকালে কিম্বা পৌগণ্ডকাল পর্য্যন্ত জীবতমান থাকিয়াও কখন কোন আপদগ্রস্ত হয় নাই, সাংসারিক বিষয় যে কি রূপ চঞ্চল আর বিপদের মূলীভূত তাহা তাহাদের স্মরণের বহির্গত থাকে; একারণ যখন আপদ উপস্থিত হয় তখন সুতরাং তাহাদের দশ গুণ ভয়ানক বোধ হয়। অতএব শিখি, যে সুখের সময়েতেও দুঃখভোগের নিমিত্তে প্রস্তুত থাকা অত্যাবশ্যক। আর ক্রীশস রাজাকে শোলন যে রূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা উত্তম বটে; কিন্তু এরূপ উত্তর দিলে আরো ভাল হইত, যে ধনবান্ হউক কিম্বা দীন হউক যাহারা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত আছে এবং সত্যরূপে সেবা করে

তাহারাই ধন্য। সে যাহা হউক, শোলনের সে সদুত্তর ক্রীশস রাজার নিতান্ত অগ্রাহ্য হওয়াতে এই আমরা শিক্ষা পাইতেছি, যে পরাক্রম ও সম্পদ ইহারা সত্য কথাকে গোপন রাখিয়া কেবল প্রবঞ্চনা ও উপাসনাবাক্য শ্রবণার্থে লোকদিগের কর্ণপাত করায়।

আর ঐ শোলন আলস্যেতে কিম্বা কুক্রিয়াতে স্বকীয় যৌবন কাল ব্যর্থ হরণ না করিয়া কেবল বিদ্যা উপার্জ্জন দ্বারা কালক্ষেপ করিয়াছিলেন, একারণ তিনি এত আদরণীয় ও সুখ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব আমরা যৌবনকালে যে২ সকল কর্ম্ম করি তদ্বিষয়ে আমাদিগের অতি সাবধান থাকিতে হয়; কেননা ঐ সকল কিম্বা কুক্রিয়াদ্বারাতেই আমাদের চিরকাল সুখ কিম্বা দুঃখেতে কাল গত হয়। দেখ, ঐ শোলন তৎকালে যদি জ্ঞান চেষ্টা না করিয়া কেবল অপকর্ম্মেতে মনোনিবিষ্ট হইয়া বশীভূত হইতেন, তবে তিনি আথেন্স নগরবাসিদিগের কখন এত আদৃত হইয়া চিরকাল সুখ্যাত্যাপন্ন হইতেন না, এবং তাঁহার ঐ দেশ কোনক্রমে মঙ্গলযুক্ত হইত না। কিন্তু হায়২ খেদের বিষয় এই দেখিতেছি, যে যাহারা সুশিক্ষিত হইলে আপন দেশের ভূষণ স্বরূপ হইয়া পরোপকার করিতে পারিত এমন অনেক২ যুবা লোকেরা আপন২ কুবুদ্ধির বশতাপন্ন হইয়া কেবল বন্ধু বান্ধব ও দেশের অহিতকারী হইয়াছে। অতএব লিখি, যে যৌবনকালের কামহইতে পৃথক্ হও। আর এই কথা যেন স্মরণে থাকে যে জ্ঞানির সহবাসে থাকিলে অবশ্য জ্ঞান উপার্জ্জন হয়, আর মূর্খের সহিত বাস করিলে সর্ব্বনাশ ঘটে। আর ঐ ব্যবস্থাদায়কের জ্ঞানী বলিয়া একটি বিশেষ উপাধি ছিল। অতএব জ্ঞান আর ধনের মধ্যে ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে গেলে জ্ঞানেরই প্রাধান্য হইয়া উঠে। দেখ, সকল লাভহইতে বিদ্যালাভই শ্রেষ্ঠ। অতএব লোকেরা যেমন বহুমূল্য নিধি প্রাপ্ত্যর্থে দৃঢ় চেষ্টা করে তেমনি যেন বিদ্যার নিমিত্তে আমরা দৃঢ় চেষ্টা পা-

ইয়া বিদ্যা প্রাপ্ত হই। যে ব্যক্তি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ সেই ধন্য যে হেতু রূপা মুক্তাদি ধনহইতে বিদ্যাধন বহুমূল্য এবং তদুৎপন্ন ধন স্বর্ণহইতেও শ্রেষ্ঠ। তাহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘায়ু এবং তাহার বাম হস্তে ধন ও সম্ভ্রম, তাহার সকল পথ শান্তিকর ও সুখদায়ক।

আর ঐ শোলন এতাদৃশ পরিমিতাচারী ও পরিণামদর্শী এবং অতুল্য সম্ভ্রান্ত হইলেও তত্রাপি তাঁহার বৃদ্ধাবস্থাতে এক জন কুসঙ্কল্পা আক্রমিলেক কুমন্ত্রণাতে লোকদের মন বশীভূত করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিল। আর তিনি চিরদিন লোকদের বহুবিধ হিত চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, তথাপি লোক কর্তৃক এমন অনাদৃত হইলেন যে সামান্য লোকের ন্যায় গুপ্তভাবে থাকিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। আর রাজ কর্তৃত্ব দ্বারা তাবল্লোকদের দুঃখ দূর করণার্থে তাঁহার অতিশয় বাঞ্ছা ছিল, এবং তদ্বিষয়ে দৃঢ় শ্রমও করিয়াছিলেন; কিন্তু তত্রাপি বৃদ্ধাবস্থাতে তাঁহার এই একটি ক্ষোভ রহিয়া গেল, যে তাবৎ আশা ভরসা বৃথা হইয়া কেবল পণ্ডশ্রম হইল। অতএব ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাইতে পারি, যে এ সংসারের উপরে যেন আমরা আশা না করি। আর দেখ এই ইতিহাসহইতে এই উপদেশ পাওয়া যায়, যে মনুষ্যদের মনোমধ্যে যে দুষ্টতাও কপটতা আছে তাহা ঈশ্বর ব্যতিরেক মনুষ্যেতে কোন প্রকারে সুধরাইতে পারে না।

দ্বিতীয়াধ্যায়।

লাসিডীমনীয় লোকদের বিষয়।

লাসিডীমন নামক যে দেশ প্রথমতঃ তাহার নাম ছিল লাকনিয়া, তাহার পর স্পার্টা নামে খ্যাত হইল, কারণ তাহার রাজধানীর নাম স্পার্টা; এবং আর একটি নাম যে লাসিডীমন ইহার বীজ এই, যে তাহাতে লাসিডীমন নামে এক প্রাচীন রাজা ছিলেন। এই রাজা

পেলিপনিসস্ দেশের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে, ও তাহার উত্তর সীমা আরগস এবং আরকেডিয়া দেশ, আর পশ্চিম সীমা মেসেনিয়া, এবং পূর্ব্ব সীমা আরগসনামক সমুদ্রের অখাত, ও দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যস্থ সাগর। অপর লাসিডীমন অথবা * স্পার্টা যে নগর সে গ্রীক দেশের মধ্যে প্রধান ; আর ঐ স্থান টিগীটস নামক পর্ব্বতের তলে, এবং ইউরোটস নদীর তটে সংস্থাপিত ছিল। অপর তদ্দেশস্থ লোক সকল সাহসী এবং যোদ্ধা ও অভিমানী, আর আপনাদের পরাক্রমের বৃদ্ধিতে ও অন্যস্থানস্থ লোকের বিক্রমের হ্রাসেতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত।

অপর ঐ স্পার্টা কিম্বা লাসিডীমন রাজ্য প্রথমতঃ একাধিপত্য ছিল, এবং তাহা লীলেক্স নামক এক রাজা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পরে ঐ রাজা অবধি করিয়া দশম অধিকারিণী হইল হেলন নাম্নী রাণী, সেই রাজ্ঞী পরমসুন্দরী কিন্তু ভ্রষ্টা ছিল। আর মেনলস নামে যে তাহার পতি, তৎসহবাসে কেবল তিন বৎসর মাত্র থাকিলে পর প্রায়াম নামে ট্রয় নগরের রাজার পুত্র যে পারিষ, সে আসিয়া স্পার্টা দেশে উপস্থিত হইল। ঐ ব্যক্তি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, কারণ তাহার তুল্য রূপবান্ তৎকালে আর ছিল না। আর যাহাতে স্ত্রী লোকের মনোরঞ্জন হয় এমন অনেক গুণ তাহার ছিল ; অতএব ঐ হেলন তাহার রূপেতে গুণেতে ও নানা প্রকার কৌশলেতে মুগ্ধা হইয়া আপন স্বামী ও জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং দেশ এই সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিস্তর সম্পত্তি লইয়া ঐ লম্পটের সঙ্গে ট্রয় নগরে প্রস্থান করিল। এই হেতুক গ্রীক দেশের তাবৎ লোক ঐ মেনলস রাজার সহায় হইয়া ট্রয় নগর আক্রমণ করিল, এবং দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহা বেষ্টন করিয়া শেষে পরাজয় করিল। পরে আরগস ও মাইসিনী এবং লাসিডীমন এই তিন রাজ্য একত্র করা গেল, আর ওরেষ্টিষ নামে এক ব্যক্তি তাহাতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

* এইক্ষণে তাহার নাম মিষিট্রা।

প্রাচীনং ইতিহাস বেত্তারা পূর্ব্বং ইতিহাস সকলের মধ্যে গ্রীক দেশীয় লোকদের আর ত্রোয়াস দেশীয় লোকদের সঙ্গে মহাযুদ্ধ-বিষয়ে যে রূপ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের প্রয়োজনক বটে, অতএব তাহা লেখা উচিত। আর তাঁহারা যে রূপ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা ইদানীন্তনের দিগ্‌দেশ ভ্রমণকারি লোকদের কথাতে পুষ্ট ও প্রমাণ বটে, আর গ্রীক ভাষা ও লাটিন ভাষাতে বিরচিত যে তত্তৎ যুদ্ধ বিষয়ক পদ্য করিয়া যে দুই ইতিহাস লিখিত আছে তাহার উৎকৃষ্টতা দেখিয়া বোধ হয়, যে পৃথিবীতে পাণ্ডিত্য ও কবিতার গুণগ্রাহকতা থাকিতে কখন ঐ কবিতার প্রশংসা ও মর্য্যাদার হ্রাস হইবে না।

প্রথমতঃ ডার্ডেনস নামক এক জন ভূপতি দুই শত ক্রোশাধিক দীর্ঘ ঐ ত্রোয়াস নামক রাজ্যের মধ্যে ত্রয় নামে খ্যাত্যাপন্ন একটি রাজধানী স্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন। অনন্তর প্রিয়াম রাজার পিতা যে রাজা লাওমিডন তৎকর্ত্তৃক ঐ নগর উন্নত হইয়া অতি দৃঢ় রূপে প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল। পরে প্রিয়াম নামক পঞ্চম রাজার অধিকারে ঐ ভূপতির পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে আর মাইসিনি দেশীয় আগামেম্‌নন রাজার পূর্ব্ব পুরুষের সহিত বহুকাল পর্য্যন্ত যে দ্বন্দ্ব হইয়া আসিতেছিল তাহা তৎকালে এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে তাহাতে শেষে ত্রোয়াস দেশ ও গ্রীক দেশ উভয়ই এক প্রকার উচ্ছিন্নতাকে প্রাপ্ত হইল। এই যুদ্ধারম্ভের সূত্র হইয়াছে কেবল প্রিয়াম রাজার কনিষ্ঠ পুত্র পারিষ নামকের লম্পটতা, আর স্পার্টা দেশীয় মেনেলস রাজার হেলন নামক পত্নীর অসতীত্ব। ফলতঃ ঐ যুবরাজ এক সময় স্পার্টীয় রাজগৃহে অতিথিভাবে মর্য্যাদাপন্ন হইলে পর তিনি কৃতঘ্নতা পূর্ব্বক চাতুরীদ্বারা ঐ স্পার্টীয় রাজমহিষীর মন এমন বশীভূত করিলেন, যে তাহাতে ঐ রাজমহিষী কামাকুলিত চিত্তা হইয়া স্ত্রী লোকের উত্তম ভূষণ স্বরূপ যে লজ্জা ও পতিব্রতত্ব, তাহাতে অনায়াসে জলাঞ্জলি দিয়া, এবং দেশ ও স্বামীতে

নিষ্পৃহ হওত ঐ দুষ্টতে মন সমর্পণ করিয়া তাহার সহিত ট্রোয়াস দেশে প্রস্থান করিলেন। এমন হইলে গ্রীক দেশীয় সেনাপতিগণেরা মেনেলস রাজার প্রতি পারিষ যুবরাজের এইরূপ অসঙ্গত অত্যাচার জানিয়া আথায়া দেশের ইজিয়ম নামক স্থানেতে পরস্পর একত্র হইয়া ঐ যুবরাজের প্রতিফল জন্য পরামর্শেতে এই স্থির করিল, যে আপনং প্রত্যেক জনের জাহাজ ও সৈন্য দলবল একত্র করিয়া ট্রোয়াস দেশীয় রাজধানী প্রতি সকলে এককালে আক্রমণ করিতে হইবে। এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পশ্চাৎ তাহারা আপনং একং জাহাজে পঞ্চাশ জন ও একশত জন সংখ্যা করিয়া লোক তুলিল এমন বারো শত জাহাজ সুসজ্জীভূত করিল। তদ্ব্যতিরিক্ত এক লক্ষ মহাং যোদ্ধা সৈন্য লইয়া মেনেলস ভূপালের আগামেম্নন নামক ভ্রাতা সকলের অনুমতি পূর্ব্বক তাহাদিগের অধ্যক্ষ হইলেন। পরে যুদ্ধ যাত্রার সময় স্থির করিয়া বইসিয়া দেশীয় অলিস নামক নগর হইতে জাহাজ খুলিয়া দিলেন। অনন্তর কিছু কালের পর ট্রোয়াস দেশীয় রাজধানীর নিকটস্থ যে হেলিসপণ্ট নামে নদী তাহার পশ্চিম তীরে প্রিয়াম রাজার রাজ্যের সীমাতে পৌঁছিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহাতে কিছু দিন পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রাম করিয়া গ্রীক লোকেরা জয়ী হওত ট্রোয়াস দেশের বিস্তরং নগর লুঠ করিয়া তন্নগরস্থ অনেকং লোককে বান্ধি করিয়া রাখিল, এবং বিস্তরং ধনও পাইল। এরূপ হওয়াতে গ্রীক লোকেরা পুলকিত হইয়া রণ জয়েতে অধিক সাহস-যুক্ত হইলে অসংখ্য সৈন্যের সহিত ট্রোয়াস দেশীয় রাজধানীর সম্মুখে গিয়া ছাউনী করিল। এপ্রকার দেখিয়া ট্রোয়াস দেশীয় হেক্টর নামক সেনাপতি ক্রোধেতে অগ্নিতুল্য হইয়া অসংখ্যং সৈন্য লইয়া ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল, তাহাতে গ্রীক লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্রমেং পরাজয় হইতে লাগিল। আর গ্রীক লোকদের যে এরূপ বিপরীত হইয়া উঠিল তাহার একটি কারণ এই, যে তাহাদের সৈন্যেরা খাদ্যদ্রব্যানয়নে নানাস্থানী হইয়া গেল,

বিশেষতঃ অনৈক্য প্রযুক্ত তাহাদের কতক গুলিন প্রধান২ সেনাপতি আপন২ দলবল লইয়া রণস্থলহইতে প্রস্থান করিল। সে যাহা হউক এই প্রকারে কাহারো কখন জয় ও কাহারো কখন পরাজয় হইয়া ক্রমিক নয় বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হওয়াতে উভয় পক্ষেরই বিস্তর২ সেনা ও সেনাপতি হত হইতে লাগিল। আর এই দীর্ঘকালীন মহামারী স্বরূপ সংগ্রাম নবম বৎসর গত হইলে তাহার উপরে আরবার গ্রীক সৈন্যের মধ্যে ঈশ্বর দত্ত একটি মহামারী হইয়া তাহাদের বিস্তর২ সেনা ক্ষয় হইল, তাহাতে গ্রীক লোকেরা যুদ্ধের বিফলত্ব নিশ্চয় করিয়া আপন২ জাহাজে যাইতে উদ্যত হইলে ডাইওমিডস নামক সেনাপতির দৃঢ় নিবেদনেতে ও নেষ্টর নামক সেনাপতির বক্তৃতাতে, আর ইউলিসিস সেনাপতির নানা কৌশলেতে তাহারা নিবৃত্ত হইয়া রহিল। কিন্তু শেষে বলেতে না হইয়া ছলেতে গ্রীক লোকদের ঐ যুদ্ধ অনায়াসে ফলবান্ হইয়া উঠিল; তাহার কারণ এই, যে ট্রোয়াস দেশীয় হেক্টর নামক সেনাপতি আর আকিলিস নামক সেনাপতি, এই দুই জন প্রধান লোক সংগ্রামে হত হইলে পর এক সময় ইউলিসিস নামক গ্রীক সেনাপতি কোন বুদ্ধির কৌশলেতে কতক গুলিন গ্রীক লোককে ঐ নগর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিল; তাহাতে রাত্রি যোগেতে তাহারা ঐ নগরের দ্বার মুক্ত করিয়া দিলে পর অনেক২ সৈন্য সামন্ত ঐ নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাবৎ গৃহাদি ভস্মীভূত করিল। আর ঐ নগরের সহস্র২ লোক অস্ত্রদ্বারা ও অগ্নিদ্বারা প্রাণত্যাগ করিল। শেষে ঐ বৃদ্ধ প্রিয়াম রাজা নিজ সাক্ষাতে আপন পুত্রগণের বিনাশ দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলে পর তিনিও পিরস নামক গ্রীক সেনাপতির হস্তে হত হইলেন।

গ্রীক লোকেরা এই রূপে ঐ ভয়ানক সমরে জয়ী হইল, কিন্তু তত্রাপি ঐ পরাজিত লোকদের ন্যায় অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল, তাহার বীজ এই, যে যখন তাহারা জয়ী হইয়া আপন গ্রীকদেশে

যাইতেছিল তখন এক সময় একটি প্রবল প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা বিস্তর২ জাহাজ শত্রুদেশীয় তীরেতে ও উপদ্বীপাদিতে লাগিয়া ভগ্ন ও মগ্ন হওয়াতে অনেক২ লোক প্রাণ ত্যাগ করিল। দেখ,তাহাদের একি সামান্য দুর্ভাগ্য যে এ প্রকার ভয়ানক সংগ্রাম জয় করিয়াও অনেক২ সেনাপতিরা বাটী পৌঁছিতে পারিল না। পরে অবশিষ্ট কতক গুলিন লোক আপন২ দেশে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিল, যে গ্রীক দেশে অরাজক প্রযুক্ত উপপ্লব হইতেছে, আর উপদ্রবি লোকেরা ঐ রাজসিংহাসনস্থ হইয়াছে, এবং প্রজালোকেরাও আপনাদের তাদৃশ শ্রদ্ধা ভক্তি করে না। ও কথা ঐ পর্য্যন্ত থাকুক এদিকে সংগ্রামে রক্ষা প্রাপ্ত ত্রোয়াস দেশীয় কতক গুলিন লোক তাহারা এনিয়াস নামক একজন অধ্যক্ষের আশ্রয় লইয়া দেশান্তরে দ্বিতীয় ত্রোয়াস রাজ্য স্থাপনার্থে অনুসন্ধানী হইয়া জাহাজে আরোহণ করিল; কিছু কালের পর তাহারা সমুদ্রের নানা তরঙ্গ ও নানা দুর্ঘটনা উত্তীর্ণ হইয়া কার্থেজ নামক নগরে পৌঁছিয়া দেখিল, যে সে স্থানে শোর দেশীয় কতক গুলিন লোক বসতি পূর্ব্বক নগর স্থাপন করিতেছে; কিন্তু ঐ নগর কালক্রমে এমন উন্নত ও প্রবল ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়াছিল, যে তদ্দেশীয় লোকেরা জগতের একাধিপ হইবার জন্যে রুমী লোকের সহিত ঘোরতর বিবাদ ও সংগ্রাম করিতে লাগিল। পরে ঐ ইনিয়াস সেনাপতি আপন অনুগত লোকের সহিত ঐ দেশ ত্যাগ করিয়া ইটালি নামক দেশে পৌঁছিয়া বসতি করত সেই স্থানে জগৎ খ্যাত রুম নামে নগর স্থাপন করিল।

পরে হারকিউলিষ নামক এক ব্যক্তির বংশ যে হেরাক্লিডি লোক তাহারা ওরেষ্টিষের পুত্র যে টিসামিনিষ তাহাকে দেশচ্যুত করিয়া আপনারা দিক্ এবং দেশ প্রদেশ সকল করতলস্থ করিয়া কৃতাংশ পূর্ব্বক লইল; তাহাতে আরেষ্টডীমস নামে এক ব্যক্তির ভাগে লাসিডীমন দেশ পড়িল; কিন্তু তৎকালীন ঐ ব্যক্তির

পঞ্চত্ব হওয়াতে ইউরিস্থিনিস ও প্রোক্লিস নামক তাহার উত্তরাধিকারী দুই পুত্র স্পার্টা রাজ্যের কর্ত্তা হইল, কিন্তু তাহারা ঐ রাজ্য দুই অংশ করিয়া লওয়া কিম্বা পালা পূর্ব্বক কর্তৃত্ব করা ইহার কিছুই না করিয়া এক কালীন উভয়ে প্রভুত্ব করিতে লাগিল, ইহাতে দুই জনেই স্পার্টা দেশের রাজা নামে খ্যাত হইল। এই প্রকারে ঐ দেশে দুই রাজার কর্তৃত্বেতে অদ্ভুত এবং এক প্রকার ব্যবহার বিরুদ্ধ রাজ্য শাসন আট শত বৎসর হইল।

পরন্তু হারক্লিউলিষ সংজ্ঞক রাজা অবধি করিয়া দশমাধিকারী লাইকরগস ছিলেন, ও তাঁহার ভ্রাতা যে পালিডেক্টীস তিনি ঐ স্পার্টা দেশের ভূপতি, তন্মরণানন্তর ঐ লাইকরগস তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু সেই মৃত রাজার পত্নীর গর্ব্ভ নিশ্চয় হওয়াতে লাইকরগস রাজমুকুট ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। পরে লাইকরগস নগরস্থ প্রধান২ লোকদের সঙ্গে রাত্রি যোগে ভোজন করিতেছিলেন এমত কালে এক জন ঐ অভিনবজাত বালককে লইয়া তাঁহাকে দিল, ইহাতে তিনি শিশুকে লইয়া সহভোক্তাদিগকে এই কথা কহিলেন, যে ওহে স্পার্টা দেশীয় মহাশয়রা, এই দেখ, আমাদের এক রাজা জন্মিয়াছেন। অনন্তর ঐ বালককে রাজ সিংহাসনে বসাইলেন। এতদ্বিষয়ে সভাস্থ লোকদের অতিশয় আহ্লাদ হওয়াতে বালকের নাম রাখিলেন চারিলস। কিন্তু এই রূপ কর্ম্ম করাতেও রাণী ও তাহার পক্ষের লোকেরা অসন্তুষ্ট হওয়াতে ঐ রাজা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ক্রিট ও মিশর এবং আশিয়া এই সকল দেশেতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শেষে স্পার্টা দেশীয় লোকেরা তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, যে তুমি আসিয়া এখানকার তাবৎ বিষয় সমাধা কর।

অপর লাইকরগস ডেলফস নগরস্থ দেবতার দৈববাণীতে আপন সকল আজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথমাজ্ঞাতে এক সভাস্থাপন হইল, এবং আটাইশ জন লোককে ঐ সভাস্থ করা

গেল; ইহার অভিপ্রায় এই, যে সভাসতেরা মধ্যস্থ হইয়া রাজা ও প্রজাবর্গ পরস্পর কেহ কাহারো উপর অন্যায় করিতে যেন না পারে। কোন আইন ঐ সভাস্থ লোকদের অনুমতি না পাইয়া কেহ লোক সাধারণ সভাতে কহিতে পারিত না। তদ্রূপ ঐ সভাস্থ ব্যক্তিদের সকল আজ্ঞা লোকদের অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যাইত না। আর রাজারা ঐ সভার প্রধানীভূত এবং রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিল, কিন্তু প্রজালোকের সম্মতি ছাড়া কোন যুদ্ধাদি করিতে পারিত না; তবে কি না তাহারা এক প্রকার প্রজাদের মধ্যে প্রধান ছিল এই মাত্র কিন্তু রাজ পরাক্রম তাহাদের সর্ব্বতোভাবে ছিল না, কেবল রাজা নাম মাত্র ধারী।

অপর প্রজা লোকদের নিজের এক সভা ছিল ও রাজশাসনেতে তাহাদের এক প্রকার অংশ ছিল, তত্রাপি রাজ সভাস্থেরা ইচ্ছানুসারে সাধারণ লোকদের সভা স্থাপন করিতে ও ভাঙ্গিতে পারে। আর প্রজাদের মধ্যে কোন লোক রাজ কর্ম্ম করিতে পাইত না, এই নিমিত্তে তাহাদের ক্ষমতাও প্রকৃত রূপ ছিল না। আর সে স্থানের মধ্যে যে সকল লোক প্রধান ও ভাগ্যবন্ত, তাহাদের যেন দাম্ভিকতা ও অহঙ্কার এবং [illegible] না বাড়ে, আর দুঃখি লোকেরা যেন অধিক ক্লেশ না পায়, এই জন্য লাইকরগস লেকোনিয়া দেশ ঊনচল্লিশ হাজার ভাগেতে বিভক্ত করিলেন; তাহার মধ্যে নয় হাজার ভাগ স্পার্টা নগরস্থ লোকদিগকে প্রদান করিলেন, কিন্তু ঐ সকল ভূমিতে যাহাদের স্বত্ব [illegible] তাহারা আর কাহাকেও দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবে না, কিন্তু পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবে।

পরে লাইকরগস চলিত যে সুবর্ণ রজতের মুদ্রা তাহা একেবারে উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কেবল লৌহমুদ্রা চালাইতে অনুমতি দিলেন। ও তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া সির্কাতে সিক্ত করিতে আজ্ঞা করিলেন; ইহাতে ঐ ধাতু এমন মড়মড়্যা হইয়া উঠিল, যে তাহাতে

আর কোন দ্রব্যান্তর জন্মে না। এবং কোন বিদেশি লোকের সহিত বানিজ্য করিতে বারণ করিলেন, আর অন্য দেশীয় জাহাজ সকল লেকোনিয়াতে প্রবেশ করিতেও দিলেন না, এই রূপে তাবৎ বানিজ্য স্থগিত করিলেন। অপর যে সকল বিদ্যা কোন কার্য্যোতে আইসে না তাহা লোপ করিয়া যে২ বিদ্যা না হইলে সংসারের নির্ব্বাহ চলে না তাহা কেবল কিঙ্করদিগকে শিখিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

আর লাইকরগসের নিয়মানুসারে প্রজালোক কি রাজারা সকলেই একত্র বসিয়া ভোজন করিত, ইহার ভাব এই যে তাহাতে সকলে পেটুক হইবে না এবং ব্যয়ও অল্প হইবে, আর তাহারা শাকাদি সামান্য দ্রব্য ও অল্প মূল্যেতে যাহা২ মেলে এমন সকল সামগ্রী খাইত; এবং ঐ ভোজন স্থানে যে কথোপকথন হইত লোকের মন যেন স্থির থাকে, এবং রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণও না করে, এই তাহার অভিপ্রায়।

আর ঐ স্পার্টা দেশে এই সকল আজ্ঞা ছিল যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র রাজকীয় লোকদের নিকট লইয়া যাইবে, তাহাতে, লোকেরা আপন২ অপত্যকে লইয়া গেলে তাহারা করিত কি, না যে সকল শিশু বলবান্ ও অঙ্গ সৌষ্ঠবান্বিত তাহাদিগকে বাঁচাইত, আর যে গুলিন কুৎসিত ও দুর্ব্বল তাহাদিগকে বিনাশ করিতে টেগিটস নামক পর্ব্বতের তলে পরিত্যাগ করিত। অপর তদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি আপনার ইচ্ছানুসারে নিজ বালককে লেখা পড়া শিক্ষাইতে পারিত না; বালকেরা যখন সপ্তম বৎসর বয়স্ক হইত তখন দেশের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিত। কিন্তু ঐ পাঠশালায় পড়ুয়াদিগকে বিশেষ২ যে বিদ্যা তাহা অভ্যাস করাইত না, কেবল সামান্য বিদ্যা শিক্ষাইত। আর যাহাতে তাহাদের মনঃ সাহসিক হয়, এবং যে রূপে রাজাজ্ঞাবহ হইয়া থাকে, ও পিতা মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, আর বৃদ্ধ লোকদিগকে সমাদর করে।

এবং যাহাতে অতিশয় ভরসা হয়, আর বিপদেতে ও মরণেতে ভয় না থাকে, এবং সর্ব্বাপেক্ষায় আত্ম গৌরবেচ্ছা; ও নিজ দেশ যে সকল দেশহইতে প্রিয়জ্ঞান করে, এই সমস্ত যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করাইত।

কিন্তু ঐ লাইকরগসের নীতি বিধান ব্যবস্থাতে প্রায় অনেক দোষ ছিল, তাহার প্রমাণ দেখ; তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ঘাটে গিয়া পুরুষদিগের সহিত একত্র স্নান করিত, এবং পালীষ্ট্রা নামে কৌতুক গৃহে গিয়া পুরুষের সহিত পরস্পর বাহু যুদ্ধ করিত; এই রূপ ব্যবহারে লোকদের চরিত্র অত্যন্ত নির্লজ্জ হইল। আর ঐ স্পার্টা দেশে সকল বিদ্যার মত চোরী বিদ্যাও সকলের শিক্ষিত ছিল। আর দেখ, বালকদিগের মাতা পিতা ভ্রাতৃ বন্ধু বান্ধবেতে পরস্পর স্নেহ যাহাতে লোপ পায় এমন শিক্ষা করাইত, এবং তাহাদের ক্রীত দাস দাসীদিগের প্রতি সর্ব্বদা নির্দ্দয় আচরণ করিত। অধিক কি লিখিব তাহাদের কাহার২ প্রাণদণ্ডও কখন২ করিত।

লাইকরগস এইরূপে লাসিডীয়নীয়ের সাধারণাধিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করিয়া ঐ ব্যবস্থাকে চিরস্থায়িনী করিবার ইচ্ছা করিয়া লাসিডীয়নীয়দের এক শপথ করাইলেন, যে যে অবধি আমি দেলফি দেশহইতে না আসিব সেই পর্য্যন্ত তোমরা আমার স্থাপিত ব্যবস্থাদি মনোযোগ করিয়া পালন করিবা; ইহা কহিয়া তিনি দেলফি দেশে গমন করিলেন। সেই দেশে গ্রাম্য দেবতার নিকটে এই দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, যে স্পার্টা দেশস্থ লোকদিগকে যে সমস্ত ব্যবস্থাদি দান করা গিয়াছে সে অতি উত্তম, যে পর্য্যন্ত ঐ লোকেরা ঐ সকল ব্যবস্থাদি প্রতিপালন করিবেন তাবৎ স্পার্টা দেশ ভূমণ্ডল-মধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও শ্রীযুক্ত হইয়া থাকিবে; এই দৈববাণী লিপি-দ্বারা তিনি লাসিডীয়নীয়দিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। পরে লাই-করগস স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অনশন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কেহ২ কহে তিনি ক্রীট দেশে পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন, এবং স্বীয় শরীর দগ্ধ ভস্মাদি সাগরে নিঃক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, কারণ যদ্যপি

কোন ব্যক্তি ঐ ভস্ম স্পার্টা দেশে লইয়া যায় তবে লাসিডীয়নীয়েরা মনে করিবে যে আমরা অন্ধকারহইতে অদ্য মুক্ত হইলাম।

পরন্তু নাইকেণ্ডর নামে এক ব্যক্তি স্পার্টানদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহার অনুমতিদ্বারা স্পার্টানেরা আপনাদিগের নিকটস্থ মেসিনিয়ন জাতিদিগের সহিত হঠাৎ যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার অন্যায়তা ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাতে মেসিনিয়নেরা কহিল, যে তোমরা অন্যায় যুদ্ধ করিও না, বরং এম্ফিক্তিয়নদিগের অথবা আথেন্স দেশীয় এরিয়পেগস নামে সভাস্থ লোকদিগকে মধ্যস্থ মান; স্পার্টানেরা এ কথা না শুনিয়া অতি তুচ্ছ বিষয়ের নিমিত্তে ক্রমাগত তিন বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলে পরে মেসিনিয়নদিগের সীমাবচ্ছিন্ন নগর আক্রমণ করিয়া তন্নগরস্থ স্ত্রী পুরুষাদি প্রজাদিগকে নির্দ্দয় রূপে বিনাশ করিল।

পরে থিয়ডোরস নামে এক অধ্যক্ষ ও থিয়পম্পস নামে এক অধ্যক্ষ এই দুই অধ্যক্ষের অধিকারে মেসিনিয়নেরা ক্রমিক বার২ পরাভূত হইয়া আপনাদিগের দেবতানিকটে হত্যা দিয়া কহিল, যে হে দেবতে, আমাদিগের এমন দুর্দ্দশা কেন হইতেছে? ইহাতে এই দৈববাণী হইল, যে তোমরা এক রাজবংশোদ্ভব কুমারীকে দেবতার নিকটে বলিপ্রদান কর। ঐ দৈববাণী শুনিয়া মেসিনিয়নেরা গুলিবাঁট করিলে পরে ঐ গুলিবাঁট লাইসস্কস্ নামে এক ব্যক্তির কন্যার নামে পড়িল, কিন্তু সে কন্যা জারজা অনুভব করিয়া এরিষ্টডিমস নামক কোন এক ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ কন্যাচ্ছেদনে অভিমত হইলেন। এতৎকালে কোন ব্যক্তি ঐ কন্যার বরত্ব ইচ্ছা করিয়া কহিল, যে আমার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইয়াছে, কি প্রকারে এ কন্যা কুমারী হইবে? এরিষ্টডিমস নামক ব্যক্তি এই বাক্য শ্রবণ মাত্রে অতিশয় কোপান্বিত হইয়া ঐ স্বীয় কন্যাকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিল। পরে ঐ কন্যার বধ হওয়াতে তদ্দেশস্থ সমস্ত লোকেরা আনন্দান্বিত হইয়া কহিতে লাগিল, যে

অদ্যাবধি আমরা বিজয়ী হইলাম। কিন্তু ঐ এরিষ্টডিমস এ প্রকার করিলেও মেসিনিয়নেরা পুনর্ব্বার যুদ্ধে পরাভব পাইয়া অত্যন্ত হীনবীর্য্য হইল। পরে ঐ এরিষ্টডিমস সমস্ত বিষয়ে নিরাশ হইয়া নিজ দুহিতার গোরোপরি আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরে মেসিনিয়নেরা অনুপায় ভাবিয়া স্পার্টানদিগের সহিত সন্ধি করত করদানদ্বারা অধীন হইয়া থাকিল।

ঐ সময়ে সাধারণ লোক সমূহহইতে আনীত পাঁচ জন ইফোরাই নামে সভাতে রাজ কর্ম্ম বিবেচনা করিত, কিন্তু তাহাদের ক্রমেং অতিশয় পরাক্রম বৃদ্ধি হওয়াতে তাহারা লোক সাধারণ সভাতে অধ্যক্ষতা করিতে লাগিল, ও ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ ও সন্ধি বিষয়ে আজ্ঞা করিল, ও সৈন্যসংখ্যা নিরূপণ করিত, ও রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিত, এবং সজ্জনদিগের পুরস্কার ও দুর্জ্জনদিগের দণ্ড স্বেচ্ছানুসারে করিত। আর অধিক কি লিখিব তাহাদিগের কোনং বিষয়ে ক্ষমতার ত্রুটি ছিল বটে, কিন্তু কোনং বিষয়ে রাজা ও সভাস্থ লোকের অপেক্ষায়ও অধিক শক্তি ছিল।

মেসিনিয়নেরা ক্ষতি স্বীকার করিয়াও স্পার্টানদিগের সহিত সন্ধি করাতে স্পার্টানেরা এমন কঠিন নিয়ম করিয়া দিল, যে তাহারা অসহিষ্ণু হইয়া উপপ্লব প্রাপ্ত হইল; এবং আরিস্টমিনিস নামে এক ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত কঠোর যুদ্ধদ্বারা স্পার্টানদিগকে পরাভব করিল। পরে স্পার্টানদের আপনাদিগের দেবতানিকটে হত্যা দেওয়াতে এই দৈববাণী হইল, যে আথেন্স দেশীয়দিগের নিকটে এক সেনাপতি যাচ্ঞা কর, সেই সেনাপতিদ্বারা তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। পরে আথেন্স দেশীয়েরা এক জন বিদ্যাশিক্ষকও কবিকে পাঠাইয়া দিল। ঐ কবির এক চরণ ভগ্ন ছিল, এবং তাহাকে অনেকে পাগল অনুমান করিত, কিন্তু ঐ ব্যক্তি আপন ক্ষমতাদ্বারা কএক জন সৈন্য আনিয়া স্পার্টানদিগের সৈন্য বাহুল্য করিল, ও কবিতাদ্বারা ও পরামর্শদ্বারা তাহাদিগের সাহস জন্মাইল। পরে নানা প্রকার

ঘোরতর যুদ্ধদ্বারা মেসিনিয়নদিগকে পরাজয় করিল, এবং তাহাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষকে বন্ধন পূর্ব্বক আনিয়া একটা গভীর গর্ত্তমধ্যে নিঃক্ষেপ করিল, সেই গর্ত্তমধ্যে কেবল নানা প্রকার মৃতদেহ ও মৃত প্রায় ব্যক্তিরা থাকিত। সে যাহা হউক ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ এক শৃগালের লাঙ্গূল ধরিয়া পশ্চাদ্গামী হইলে পরে এক ক্ষুদ্র গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় বলদ্বারা উপ... উঠিয়া পলায়ন করিল। পরে স্পার্টানেরা মেসিনিয়নদিগের রাজধানী একাদশ বৎসরে রুদ্ধ করিয়া স্বায়ত্তে আনিয়া স্পার্টার রাজ্যের সহিত মিলন করিল।

যে কালে জর্কসিস নামে রাজা গ্রীক দেশকে স্বাধীন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তৎকালে লিয়নেডস নামে স্পার্টান দেশীয় সেনাপতি আপন দেশরক্ষার্থে প্রাণব্যয় পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়া কথক গুলিন সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া ফারশী দেশের অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া গমন করিল। সেই কালে ঐ সেনাপতি তদ্দেশস্থ সমস্ত লোকদিগকে কহিলেন, যে আমার কেবল থের্ম্মপলি নামে ক্ষুদ্রপথ রক্ষা করিতেছ যাত্রা নহে, অনুমান করি আপন দেশ রক্ষানিমিত্তে প্রাণ প্রদান করিতে যাত্রা করিতেছি। পরে সেনাপতি আপন সঙ্গী তিন শত সৈন্যদিগকে অবলোকন করিয়া তন্মধ্যস্থ নূতন যৌবন প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিতে মনোবৃত্তি করিয়া ঐ নবযৌবন প্রাপ্ত লোকদিগকে কহিলেন, যে তোমরা ইফোরাই নামে সভাস্থ লোকদিগকে আমার সমাচার দিতে গমন কর; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমে ঐ অভিপ্রায় জানিয়া কেহ২ কহিল, হে মহাশয় আমরা সৈন্যকর্ম্মে চিরকাল নিযুক্ত আছি, কিন্তু কখন দৌত্য ক্রিয়াতে নিযুক্ত হই নাই। আর কেহ২, কহিল, আমরা প্রথমত যুদ্ধ করিব, পশ্চাৎ আজ্ঞানুসারে যুদ্ধ সমাচার লইয়া যাইব। পরে ঐ যুদ্ধেতে ঐ তিন শত লোককে এবং আর কিয়ৎ সৈন্য বিনাশার্থে ফারশীদের বিংশতি সহস্র সৈন্য প্রাণ ত্যাগ করিল।

পরে পসানিয়স নামে গ্রীক দেশের এক সেনাপতি প্লাটীয় দেশে সংগ্রামে জয়ী হইয়া মার্ডনিয়স নামে ফারশী দেশীয় সেনাপতির তাম্বুতে প্রবিষ্ট হইয়া পাচকদিগকে এই আজ্ঞা দিল, যে ওহে পাচক সকল, নানা সুস্বাদু সামগ্রী সম্বলিত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত কর, আর আমার নিমিত্তে স্পার্টান দেশীয়ের মত নানা দ্রব্য প্রস্তুত কর। এ কথা কহিয়া ঐ সেনাপতি নিজ সহচরদিগকে কহিতে লাগিল, যে ও হে বন্ধুগণ, ফারশী দেশীয় রাজার কি আশ্চর্য্য মূঢ়তা ও কৃপণতা দেখিতেছি। দেখ, নিজ দেশীয় নানা বহুমূল্য সুস্বাদু সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া এত দূর দেশীয় সামান্য দ্রব্যে লোভ করিয়া আমাদিগের দেশ বিনাশার্থে আসিয়াছেন, ইহার কারণ কি? কিন্তু ঐ পসানিয়স এমত নিন্দা করিয়া ও ঐ ফারশী দেশীয় আহার ব্যবহারে অবিরত রত হইয়া কিয়ৎ দিনান্তে তম্মতে নিমগ্ন হইলেন। পরে ফারশী দেশীয় লোকেরা উঁহাকে নানা প্রকার আশ্বাস দিয়া কহিল, যে আমরা সহায়তা করিয়া অবশ্য তোমাকে গ্রীক দেশের রাজা করিব; কিন্তু পরে ঐ গুপ্ত কুমন্ত্রণা প্রকাশ হওয়াতে পসানিয়স পালস নামে এক দেবতার মন্দির আশ্রয় করিলেন। পরে লোকেরা এক দীর্ঘপ্রস্তরদ্বারা মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিল, তাহাতে পসানিয়স ক্ষুধা পিপাসাদ্বারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

পসানিয়সের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পরে রাজ নীতি বিষয়ে বিজ্ঞতম এরিস নামে এক ব্যক্তি উঁহার ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন, তিনি সর্ব্বদা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতেন, যে যদ্যপি আমরা বিস্তর লোকোপরি প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা করি তবেই বিস্তর জাতির সহিত অবশ্য যুদ্ধ করিতে হইবে। এই ব্যক্তির অধিকার কালে কলিক্রেটাইডেস নামে ও লাইসেণ্ডর নামে দুই সেনাপতি ছিল; কিয়ৎ কালান্তে লাইসেণ্ডর সেনাপতি আথেন্স দেশ জয় করিয়া তদ্দেশস্থ দুর্গ প্রাচীরাদি সকলি ভগ্ন করিল, ও তাহাদিগের জাহাজ সকল দগ্ধ করিয়া স্বীয় সকল নৌকাতে স্বর্ণ রূপ্যাদি নানা ধন পরিপূর্ণ করিয়া

স্বদেশে গমন করিল। পরে স্পার্টানেরা বিবেচনা করিয়া এই শাসন করিল, যে রাজসম্বন্ধীয় ক্রিয়া ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি ঐ স্বর্ণ রূপ্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবে না।

রাজা এজিসের কালপ্রাপ্তি হইলে পর লাইসেণ্ডর নামক সেনাপতি সাহায্য করিয়া আজিসিলাস নামে ঐ রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট করাইলেন; ঐ যুবরাজ গৌরবাকাঙ্ক্ষী ও সাহসী ছিলেন, এবং সম্পূর্ণ বীরত্ব বিশিষ্ট হইয়াও সুশীলদ্বারা তাবৎ ব্যক্তিদিগের মনোরম ছিলেন, এ প্রযুক্ত ইফোরাই নামে সভাস্থ লোকেরা ভীত হইয়া ঐ রাজাকে অপবাদী করিয়া ধনদ্বারা দণ্ড করিল। পরে ঐ আজিসিলাস স্ব দেশীয়দিগের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আক্রম পূর্ব্বক ফারশীদিগকে জয় করিলেন, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে জয় হইলেও স্পার্টানদের ক্ষতি বোধ হইল।

পরে রাজা আজিসিলাস ও লাইসেণ্ডর সেনাপতি দুই জন পরস্পর ঈর্ষা প্রযুক্ত উভয়ের আত্যন্তিক আন্তরিক আত্মীয়তা প্রায় ছিল না, কিন্তু উভয়ে এক দ্রব্যাভিলাষি প্রযুক্ত পরস্পর ঐক্য হইয়া রাজ্যার্থে সংগ্রামাদি করিতেন। একদা লাইসেণ্ডর থিবেনদিগের সহিত উৎকট সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। ঐ লাইসেণ্ডরের ধনোপার্জ্জনের নানা উপায় চিরকাল ছিল বটে, কিন্তু তথাপি তিনি এমন দীন ছিলেন, যে মৃত্যু সময়ে আপনার কন্যার কারণ কিছু ধন সংস্থাপন না করিয়া গেলেন।

পরে অতি সামান্য বিষয়ের নিমিত্তে স্পার্টানদিগের সহিত ও তিবেশ নামে রাজধানীযুক্ত যে বিওসিয়া দেশ, তদ্দেশস্থ লোকদের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একদা উভয় পক্ষ লোকেরাই বহু যত্ন পূর্ব্বক নানা অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, কিন্তু কিছু দিনান্তে বিওসিয়া দেশীয় লোকেরা কঠোর যুদ্ধদ্বারা লুকত্রা নামক প্রান্তরে লাসিডিমনীয় লোকদের তাবৎ সৈন্য সামন্তদিগকে

রণশায়ী করিল। আর এমন অবস্থা করিল, যে তাহাদিগের পূর্ব্বস্থ রাজার অধিকারাবধি এমন কখন হয় নাই। পরে ভগ্ন দূতদ্বারা ঐ পরাজয় সম্বাদ স্পার্টান দেশে পৌঁছিল, তাহাতে সেই সময় ইফো-রাই নামক সভাস্থ লোকেরা মল্লযুদ্ধ যুক্ত কোন মহোৎসবে ব্যস্ত ছিল; এবং তাহাদিগের পণ ছিল, যে এ মহোৎসব কোন প্রকারে ভঙ্গ না হয়, একারণ তাহারা ঐ সম্বাদ সকলকে না জানাইয়া সমরে মৃতব্যক্তিদের মাতা পিতা ও বন্ধু বান্ধবকে ঐ সমাচার দিল; তাহাতে তাহাদিগের সম্পূর্ণ সাহস প্রকাশ হইল, কারণ তাহারা আপনং পিতা ও পুত্র ও ভ্রাতা ইত্যাদির সংগ্রাম মৃত্যু সম্বাদ শুনিলেও কোন খেদোক্তি না করিয়া বরং আনন্দযুক্ত হইয়া পরস্পর মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি রণহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের মাতা পিতা বন্ধু বান্ধব ঐ সম্বাদ শুনিয়া বড় ক্ষুব্ধ হইল, এবং তাহারা মলিন বস্ত্রাচ্ছন্ন হইয়া অধোবদনে থাকিল। আর ঐ রাজ্যে লাইকর্গাস কর্ত্তৃক এমত ব্যবস্থা চলিত ছিল, যে যে ব্যক্তি যুদ্ধহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া আসিবে সেই ব্যক্তি স্বপদচ্যুত হইবে, এবং তাহার অর্দ্ধ শ্মশ্রু মুণ্ডন ও পঞ্চ বর্ণসিক্ত বস্ত্র পরিধান করিতে, আর অন্যের ইচ্ছাধীন প্রহার সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু রাজা আজিসিলাস রাজ্যের কোন অমঙ্গল ভয় প্রযুক্ত বিবেচনা করিয়া এই ব্যবস্থা দিলেন, যে অদ্য ঐ সকল ব্যবস্থা স্থগিত থাকুক, পর দিন ফের প্রকাশিত হইবে, ইহা কহিয়া দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিদিগকে তদ্দিনে রক্ষা করিলেন।

পরে রাজশাসন প্রযুক্ত বিপক্ষ সৈন্যের ওদন পাকাগ্নি ঐ ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট স্পার্টান নগরহইতে কখন দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু একদা ইপামিনণ্ডস্ নামে থিব দেশীয় এক জন সেনাপতি সসৈন্য হইয়া ঐ নগরসম্মুখে উপস্থিত হইয়া ছাউনি করিল। তাহাতে ঐ স্পার্টান নগরস্থ আজিসিলাস্ নামক সেনাপতি নানা কৌশলদ্বারা এমত সংগ্রাম আরম্ভ করিল, যে ঐ থিবেন দেশীয় সেনাপতি যুদ্ধে বিমুখ

হইয়া পলায়ন করিল। পরে যে সময় আজিসিলাস নামক সেনাপতি লাসিডিমন সৈন্যের সহিত কোন প্রয়োজন নিমিত্তে গ্রামান্তর গমন করিয়াছিলেন, এতৎ কালে ঐ ইপামিননডস সেনাপতি আক্রম করিতে চেষ্টা করিল; তাহাতে ঐ নগরবাসি বালক বৃদ্ধ বনিতা, ও আর্কডিমস নামে ঐ আজিসিলাস সেনাপতির পুত্র, ঘোরতর সমর করিল, তাহাতে ঐ সেনাপতি প্রাণভয়ে যুদ্ধের আশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পরাঙ্মুখ হইয়া দ্বিতীয়বার পলায়ন করিল।

কিন্তু লাসিডিমনীয়েরা থিব দেশীয় লোকের সহিত যুদ্ধবিষয়ে এতাদৃশ অপমান গ্রস্ত হইয়াছিলেন, যে তাঁহাদিগের পরাক্রম ও সুখ্যাতি চিরকাল জর্জ্জরিত হইয়া থাকিল। পরে কিয়ৎ দিনান্তে রাজা আজিসিলাস চতুরশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার যুদ্ধবিষয়ে নানা প্রকার বীরত্ব প্রকাশ ও প্রশংসা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার এক মুখ্য দোষ এই, যে তাঁহার পরামর্শাবলম্বনে অন্য লোক কর্তৃক রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল। সে যাহা হউক, পরে আর্কডিমস নামে ঐ রাজার পুত্র ঐ রাজ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। এক সময় মাসিডন দেশীয় ফিলিপ নামক ভূপতি বিজয়ী হইয়া আত্মশ্লাঘা করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ আর্কডিমস নরপতি কহিলেন,যে ওহে রাজন্,তোমার গাত্রছায়া পরিমাণে কিছু অধিক আছে? পরে ঐ রাজার কালপ্রাপ্তি হইলে এজিস নামে তাঁহার পুত্র রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু মাসিডিমনীয়দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরে ঐ রাজা এজিসের মৃত্যু হইলে ইউডামিডস নামে তাহার পুত্র রাজদণ্ডধারী হইলেন; তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়াও মৃদুস্বভাব যুক্ত ছিলেন, ও সাকল্য বিষয়ে পরিমিত ছিলেন। আর ক্লিয়মেনিস্ নামকের পুত্র ক্লিয়মিনেষ সর্ব্বতোভাবে ঐ রাজার সহায় ছিলেন; পরে কিছু দিবসান্তে রাজা ইউডামিডসের পরলোক প্রাপ্তি হইলে আর্কডিমস নামে তাহার পুত্র রাজা হইলেন, এবং

ক্লিয়মিনেসের কাল প্রাপ্তি হইলে আরিয়স নামে তাঁহার পুত্রপৌত্র উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু ক্লিয়নিমস নামক তাহার পিতৃব্য রাজ্যাভিলাষ প্রযুক্ত নানা বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল, এবং এক দিন ইপাইরস দেশীয় পিরস নামক ভূপতি তাহার পক্ষ হইয়া যথেষ্ট সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে ঐ লাসিডিমন নগরের সম্মুখে উত্তীর্ণ হইয়া থাকিল, কিন্তু তৎকালে কেহ জানিতে পারে নাই। পরে লাসিডিমনীয় লোকেরা পরামর্শদ্বারা তন্নগরস্থ স্ত্রী লোকদিগকে ক্রীট দেশে পাঠাইতে স্থির করিল. তাহাতে ঐ স্ত্রীলোকেরা আর্কডেমিয়া নামে এক জন স্ত্রীলোককে রাজসভাতে প্রেরণ করিল। ঐ স্ত্রীলোক একখানি শাণিতাস্ত্র হস্তে লইয়া সভাস্থ হইয়া কহিতে লাগিল, যে হে সভাসদ্গণ, যদ্যপি তোমরা সংগ্রামে শরীর ত্যাগ কর তবে স্পার্টা দেশীয় স্ত্রী বর্গে জীবন ধারণ করিয়া থাকিবে, এতাদৃশ বোধ করিও না, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আজ্ঞা কর। স্পার্টানের উপকারার্থে প্রাণব্যয় পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়া প্রস্তুত আছি। তাহাতে লাসিডিমনীয়রেরা উহাদিগকে সহায় করিয়া এতাদৃশ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল, যে ঐ পিরস নামক সেনাপতি পলায়ন করিল; কিন্তু ঐ রাজা আর্গস্ নগর লুট করিতে উপক্রম করিলে পর তন্নগরস্থ কোন ব্যক্তি ইষ্টকদ্বারা তাঁহাকে এমন আঘাত করিল, যে তাঁহাতেই তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হইল।

তদনন্তর এজিস্ নামে রাজা ইউডামিডসের পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ঐ যুবরাজের বৃদ্ধি বিষয়ে তাবন্নগরস্থ লোকেরাই প্রত্যাশাপন্ন ছিল। ক্লিয়নিমস নামকের পুত্র লিওনিদস তাঁহার সহকারী ছিলেন। যৎকালে তিনি সিলুকস্ রাজার দেশহইতে স্পার্টান দেশে আইলেন, তখন তিনি সে দেশে যেমন সুখ ভোগ করিতেন স্পার্টান দেশেও তেমনি সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ এজিস নামক রাজা যৌবন কাল প্রাপ্ত হইয়া

ও সুখেতে বিরক্ত ছিলেন, এবং পূর্ব্ব২ মত স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

স্পার্টা দেশে লাইকরগাস কর্ত্তৃক এমত ব্যবস্থা চলিত ছিল,যে আ-পন২ ভূমি সকল দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবে না; তাহাতে চির-কাল প্রজাবর্গে ঐ মত অন্যথা করিত বটে, কিন্তু রাজা এ ব্যবস্থার অন্যমত আজ্ঞা দিতেন না, একারণ বহুকালে এক২ বংশে এক২ শত ঘর লোক হওয়াতে ভূমি সকল অচিহ্নিত হইয়া বিভিন্ন হইল, এতন্নিমিত্তে লিয়নিডস রাজার অধিকারে অপিটাডিয়স নামে এক জন ইফোরাই লাইকরগসের ঐ ব্যবস্থা পরিবর্ত্ত করিতে মনোবৃত্তি করিলেন, এবং ধনি লোকদের পক্ষ হইয়া আপন পরামর্শ লওয়া-ইতে ছিলেন। এতৎকালে রাজা এজিসের মন্ত্রণাদ্বারা লাইসেণ্ডর নামে আর এক জন ইফোরাই এই পরামর্শ স্থির করিলেন,যে তাবৎ ঋণগ্রস্ত লোকদের ক্ষমা, ও ভূমি বিষয়ে পাত্র বিশেষে অধিকার, এবং লুপ্ত প্রাচীন বংশে পোষ্য পুত্র লইয়া লাইকরগসের ব্যবস্থা শিক্ষা করাণ, এই সকল ব্যবস্থা চলিত হউক।

তদনন্তর লাইসেণ্ডর নামে এক জন ইফোরাই লিয়নিডস্কে এক বিদেশস্থ কন্যা বিবাহ করণ জন্য মহাদোষে দূষ্য করিয়া রাজস-ভাতে জানাইলেন, তাহাতে ঐ লিয়নিডস রাজভয়ে পলায়ন করিয়া মিনের্ব্বা নামে দেবতার মন্দির আশ্রয় করিয়া থাকিলেন। একারণ ক্লিয়ম্ব্রোটস নামে তাঁহার জামতা নানা চেষ্টাদ্বারা ঐ রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। পশ্চাৎ যৎকালে ঐ ক্লিয়ম্ব্রোটস ও রাজা এজিস উভয়ে ঋণিদিগের ঋণমুক্তির নিমিত্তে ও ভূমি বিভাগ করিবার জন্যে এক পরামর্শ হইয়াছিলেন, তৎকালে রাজ এজিসের পিতৃব্য এজিসলাস নামক,তিনি পৈতৃক ভূমি ও বসতবাটি প্রভৃতি বন্ধক দিয়া অনেক ঋণগ্রস্ত হইয়া রাজা এজিস্কে এই মন্ত্রণা দিলেন, যে এক বিষয় সমাপ্ত না করিয়া অন্য বিষয়ে হাত দেওয়া

অনুচিত; অতএব অগ্রে ঋণিদিগকে মুক্ত করিয়া পশ্চাৎ ভূমি বিভাগ বিষয়ে বিবেচনা করিলে ভাল হয়। তাহাতে রাজা এজিস ঐ মত আজ্ঞা দিলে পর ঐ ধূর্ত্ত এজিসলাস আপনি ভূম্যাদি বন্ধকি ঋণহইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে অন্য লোকদের ভূমি বিভাগ বিবেচনা না হয় এমত কুমন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। অপর কোন যুদ্ধোপস্থিত হওয়াতে রাজা এজিস দেশান্তরে প্রস্থান করিলেন, এমন সময় পাইয়া এজিসলাস ইফোরস পদ প্রাপ্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক অবিচার ও দৌরাত্ম্য করাতে দেশস্থ লোকেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ও লিয়নিডসকে রাজা করিল। এতৎকালে রাজা এজিস ঐ দেশে আসিয়া মিনের্ব্বা নামে মন্দির আশ্রয় করিয়া থাকিলেন। তাহাতে কোন বিশ্বাসঘাতক বন্ধু লোক ঐ সম্বাদ রাজাকে কহিয়া এজিসকে কারাগারে বদ্ধ করাইল, এবং ঐ এজিসকে ও তাঁহার মাতা আজিসিস্ট্রোটাকে এবং তাঁহার মাতামহী আর্কিডেমিয়াকে এই তিন জনকে রাজা বধ করিতে স্থির করিলেন, কিন্তু লিয়নিডসের কন্যা যে ছেলনেস, তিনি রাজাকে জানাইয়া আপন স্বামী ক্লিয়ম্ব্রোটস্‌কে বাঁচাইলেন।

পরে কিছু কালাবসানে রাজা লিয়নিডসের পরলোক প্রাপ্তি হইলে ক্লিয়মিনেস নামে তাঁহার পুত্র স্পার্টান রাজ্যের অধিপতি হইলেন; তিনি অল্প ভোগী ও ধীরস্থ স্বভাব বিশিষ্ট হইয়াও আত্ম গৌরবাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, এবং প্রথম অধিকার সময়ে নানা দিগ্‌দেশীয় বৈরিসমূহ জয় করিয়া শৌর্য্যদ্বারা সূর্য্যের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত হইলেন। এ প্রকার দেখিয়া ইফোরাই লোকেরা অন্তঃকরণে ভীত হইল, পাছে এ ব্যক্তির শাসনে তাবৎ প্রজাবর্গে বশীভূত হয়। পরে এক সময় ঐ রাজা কোন দিগ্‌দিক্ জয় করিয়া স্পার্টা দেশে প্রত্যাগমন কালে স্বদেশস্থ কণ্টক স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ইফোরাই লোকদিগকে দূর করিবার জন্যে কএক জন সৈন্য সামন্ত সসজ্জীভূত করিয়া অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে তাঁহারা নানা প্রকার

যুদ্ধ করিয়া চারি জন ইফোরাইকে রুগ্নশায়ী করিল, অবশিষ্ট যে এক জন ছিল সে পলাইয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে রাজা ক্লিয়মিনেস্ ইফোরাই সভাতে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সভাস্থ কাষ্ঠাসন আপনার নিমিত্তে এক খানি রাখিয়া আর তাবৎ স্থানান্তর করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং সভাস্থ সকল লোকদিগকে বিনয় বচনদ্বারা কহিলেন, যে হুজন, আমি তোমাদিগের এই যে সকল উপদ্রবাদি করি সে কেবল রাজ্যের হিতের নিমিত্তে জানিবা, ইহাতে আমাতে দোষ সম্ভাবনা হয় না, এবং তোমাদের ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে লাইকরগসের স্থাপিত যে সকল ব্যবস্থা, তদনুসারে চলিতে আবশ্যকতা আছে; ইত্যাদি কথাদ্বারা দৌরাত্ম্য বিষয়ে আপনাকে দোষশূন্য করিলেন; এবং তিনি তাহাদিগের উপর আরো একটি উপদ্রব করিতে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তন্নগরস্থ অশীতি জন লোককে দেশের বহিষ্কৃত করিয়া একটি পত্রে তাহাদিগের প্রত্যেকের নাম ও দোষ লিখিয়া টাঙ্গাইতে আজ্ঞা দিলেন। পরে নগরস্থ সমুদায় লোকদিগকে ভূমি বিভাগ করিয়া দেওন কালে ঐ দেশবহিষ্কৃত ব্যক্তিদিগের ভূমির এক২ অংশ দিয়া অঙ্গীকার পূর্ব্বক এই আশ্বাস দিলেন, যে নিঃশঙ্ক রাজ্য হইলে তোমাদিগের পুনঃ বরণ করিব; এ কথা কহিয়া তিনি ও তাঁহার শ্বশুর ও বন্ধু লোকেরা স্ব২ উপার্জ্জিত যে সকল ধন, তাহা সাধারণ ব্যয়ের নিমিত্তে রাজ ভাণ্ডারে সমর্পণ করিলেন। এবং তিনি স্বেচ্ছাধীন কোন অত্যাচার করিব না, এই অঙ্গীকার করিয়া ইহার প্রমাণ স্বরূপ নিজ ভ্রাতাকে সহকারী রাখিলেন, আর প্রকাশ রূপে ভোজন ও অভ্যাসাদি যে সকল লাসিডিমনীয় প্রাচীন রীতি, তদনুসারে বালকদিগকে শিক্ষা করাইতে আজ্ঞা দিলেন। এবং তিনি সুখ ভোগ বিষয়ে লোকদের যেমত আজ্ঞা দিলেন, আপনিও তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছিলেন, কল উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও গৃহ সজ্জাদি না করিয়া পূর্ব্বমত কঠিন ধারাতে কাল যাপন করিতেন।

তদনন্তর রাজা ক্লিয়মিনেস এবং আখাইয়া দেশীয় আরাটস নামে সেনাপতি এই দুই জনে ঐশ্বর্য্যাভিমানী প্রযুক্ত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল, তাহাতে লাসিডিমনীয় রাজা যে ক্লিয়মিনেস, তিনি সংগ্রাম বিষয়ে অতি শৌর্য্যান্বিত ছিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বের বিবিধ যুদ্ধপরিশ্রমদ্বারা ক্ষীণবল প্রযুক্ত ঐ যুদ্ধে পরাভূত হইলেন, তাহাতে মিশর দেশীয় টলমি নামে রাজার শরণাপন্ন হওয়াতে ঐ রাজা তাহার মাতা ও সন্তানগণকে বন্ধক রাখিয়া সাহায্য করিলেন। পরে ঐ ক্লিয়মিনেস আন্টিগণেশ নামে মাসিডন দেশীয় রাজার সহিত পুনর্যুদ্ধ করাতে পরাজয়ী হইয়া স্পার্টান নগরহইতে পলায়ন করিয়া মিশর দেশ আশ্রয় করিলেন; তাহাতে ঐ রাজা টলমি তাহাকে পারিষদগণের সহিত কারাগৃহে বদ্ধ করিলে তাহারা কারাগারে চিরকাল বদ্ধ থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ ইহা বিবেচনা করিয়া অস্ত্রাঘাতে পরস্পর প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর কিছু দিনান্তে ঐ রাজা তাঁহার মাতাকে পরিবারের সহিত প্রাণদণ্ড করিলেন।

পশ্চাৎ রাজা আন্টিগণেশের সহিত যুদ্ধ হইলে পর মাসিডনীয় লোকেরা স্পার্টা নগর স্বায়ত্ত করিয়া লাসিডিমনীয় লোকদের মধ্যে রাজা ক্লিয়ম্ব্রোটসের পৌত্র আজিসিপলেস ও লাইকরগস এই দুই জনকে রাজা করিতে অনুমতি দিলেন। পশ্চাৎ কোন অপরাধদ্বারা আজিসিপলেস লাইকরগস কর্ত্তৃক রাজ্যহইতে দূরীকৃত হইয়া পলায়ন করিলেন। কিছু কালান্তে ঐ লাইকরগসের পলাইতে হইল; তাহাতে মাখানিডস নামে কোন ব্যক্তি ঐ পদপ্রাপ্ত হইয়া তদ্দেশস্থ ইফোরাই সভা লুপ্ত করিলে তদনন্তর ঐ রাজা মাখানিডস আখাইয়া লোকদের সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাহার পর রাজা মাখানিডসের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর নাবিস নামে স্পার্টান দেশীয় ভূপতি হইলেন। তিনি কৃপণের অগ্রগণ্য ও স্বাভাবিক ক্রূর, তন্নিমিত্ত সুতরাং প্রজা বর্গের অপ্রিয় ছিলেন। আর ভাগ্যবন্ত প্রজাদিগকে দেশ বহিষ্কৃত অথবা গুপ্ত রূপে বধ করিয়া

সমুদায় ধন গ্রহণ করিতেন। আর তাহার ধনের কথা অধিক কি লিখিব, তিনি ধন আদান করিবার জন্যে আপন স্ত্রী সদৃশ একটা কাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার হস্ত পাদাদিতে সমূহ লৌহ শলাকা বিস্তারিত ক্রমে বিদ্ধ করিয়া উত্তম বস্ত্র আভরণাদিদ্বারা ভূষিত করিলেন; তাহাতে যে স্বেচ্ছাধীন ধন না দেয়, তাহাকে ঐ প্রতিমার সহিত কোল দিতে হইলে সে ব্যক্তি যন্ত্রণাতে ভোজন পাত্রাদি বিক্রয় করিয়াও ধন দিতে স্বীকার করিত। এ প্রকার ঐ দুরাত্মার অধীন হইয়াও স্পার্টা নগর পূর্ব্ব মত নানা বীরেতে ও ঐশ্বর্য্যেতে ভারাক্রান্ত হইল। বিশেষতঃ নিকটবর্ত্তি আখাইয়া দেশীয় লোকেরা মাসিডোনীয় লোকের সহিত যুদ্ধে বার২ পরাভূত হইয়া রূমি লোকের সহিত মিলন করিল; তাহাতে টাইটস কুইণ্টস নামে রূমি সেনাপতি স্পার্টা দেশীয় লোকের সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়া প্রস্থান করিল। এ প্রকার দেখিয়া রাজা নাবিশ ভয়ে কম্পিত কলেবর হইল, কারণ যদি আপন নগরস্থ শত্রুবর্গে ইহাদিগের সহিত যোগ করে তবেই প্রমাদ উপস্থিত হইল। তাহাতে রাজা নাবিশের বিপক্ষ সকলে ইটোলিয়ান দেশীয় লোককে অধ্যক্ষ করিয়া এক পরামর্শ হইয়া আক্রম পূর্ব্বক রাজা নাবিশকে বধ করিল। পশ্চাৎ স্পার্টানেরা ঐ দলের মধ্যে থাকিয়া গ্রীক দেশের তাবৎ লোকের সহিত ঐক্য না রাখিয়া আখাইয়া দেশের সহিত মিলন করিল।

উপদেশ কথা।

এই ইতিহাসের প্রথম প্রকরণে স্পার্টা দেশীয়া হেলেন নাম্নী রাজ্ঞীর যে২ বিবরণ লেখা গিয়াছে, তদ্দ্বারা এই রূপ উপদেশ ব্যক্ত হইতেছে, যে বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তর সৌন্দর্য্যের বহু রূপ শ্রেষ্ঠত্ব আছে; অতএব যে২ লোকেরা অতুল্য পরম সৌন্দর্য্যশালী তাহাদের তদ্বিষয়ে গর্ব্ব না করিয়া বরং অন্তঃকরণেন্দ্রিয় রাখা উচিত,

কেননা তাহাতে বহুবিধ বিপদ্ ঘটনার ও পাপকূপে পতনের অধিক সম্ভাবনা আছে। তাহার একটি প্রমাণ দেখ, ঐ হেলেন রাজ্ঞীর লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যকে হেতু করিয়া একটি প্রধান রাজ্য সমভূমি হইল। অতএব বাহ্য সৌন্দর্য্য যে বিপদের মূলীভূত ইহা কেবল নয়, কিন্তু নবীন পুষ্পের ন্যায় অত্যল্প কাল স্থায়ী। আর যৌবন ও লাবণ্য ও কৃত্রিম ভূষণাদি মনুষ্যের অতি প্রশংসনীয় হইলেও যাঁহার প্রশংসা আমাদের চেষ্টনীয়, সেই অন্তরদর্শি জগদীশ্বরের দৃষ্টিতে, সে সকল তৃণাপেক্ষাও লঘু জানিবা। কিন্তু মনুষ্যেরা তাহা না বুঝিয়া প্রায় সর্ব্বদা এই রূপ ব্যবহার করে। দেখ, উত্তম রূপবান্ ও মধুর বাক্য বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল যদ্যপি বিদ্যা ও বুদ্ধি বিহীন হয়, এবং মনেতেও কুরীতির ক্রীড়া ধারণ করে, তথাপি তাহারা লোকদের নিকটে আদরণীয় হয়, কিন্তু অনেক২ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকেরা ঐ সকল কৃত্রিম ভূষণাভাবে অনাদৃত হইয়া গুপ্তের ন্যায় থাকেন।

আর ত্রয় নগরের আক্রমণ ও যুদ্ধবিষয়ে যে২ কথা লেখা গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে পাপ যে কি রূপ সর্ব্বনাশক বস্তু, তাহা আমরা বিশেষে জানিয়া লোমাঞ্চিত হইয়া থাকি। দেখ, পাপ হইয়াছে এক প্রকার অগ্নিকণা স্বরূপ, যেমন একটি অগ্নির ফিন্‌কি তৃণ সমূহমধ্যে পড়িলে প্রথমতঃ গুপ্ত ভাবে থাকে, কিন্তু ক্রমে২ ধুমে২ ধরিয়া শেষে এমত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, যে তাহাতে দেশ সমুদয় একেবারে ভস্মরাশি হইয়া যায়, তাদৃশ জানিবা। দেখ, এক জনের অনিবারিত কাম ও লম্পটতাতে কি পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশ ও দুঃখ না ঘটিল। কিন্তু যাহারা এ রূপ সর্ব্বনাশক ক্রিয়াতে রত, জগদীশ্বরের নিকটে তাহাদের যে কি রূপে প্রতিফল হইবে তাহা এইক্ষণে বুঝা যায় না। আর তাহারা দুষ্টতা প্রযুক্ত এতদ্বিষয়ে এইক্ষণে অহঙ্কার করিতেছে করুক, ও এরূপ লজ্জাকর ক্রিয়াতে তাহারা প্রশংসা বোধও করুক, কিন্তু অত্যল্প দিনের মধ্যে তাহাদের সর্ব্বনাশক কাল উপস্থিত হইলে যখন ঐ দুষ্কর্ম্মের স্মরণ তাহাদি-

গকে কাল সর্পের সদৃশ হইয়া দংশন করিবে, তখন অবশ্য জানিবে যে পাপ কর্ম্ম কি রূপ দুঃখদায়ক। আর দেখ, যে ব্যক্তি আপন মন্ত্রিতাদ্বারা আপন দেশ উচ্ছিন্ন করিল, এবং আপন বৃদ্ধ পিতাকে শোক প্রাপ্ত করাইয়া তাঁহার মৃত্যুর প্রতি হেতু হইল, এমন যে ঐ লম্পট পারিস্, সে কিছু দিনের নিমিত্তে আপন দুষ্ট উদ্যোগ সকল করিবার জন্যে গর্ব্ব করিতে পারিত, কিন্তু ঐ গর্ব্ব শীঘ্র খর্ব্ব হইয়া গেল; কেবল আপন অযশ পৃথিবীতে অবিনাশ্য রূপে স্থাপন করিল। আর পাপ করিতেং তাহার মন এমন পাষাণের অধিক কঠিন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তত্রাপি বোধ হয় যে ঐ ব্যক্তি আপন পাপের ভয়ানক ভাবনাবিষয়ে এক মুহূর্ত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না, বরং যখন আপন বৃদ্ধ পিতা ও বন্ধু বান্ধবগণের সমূহ রক্তদ্বারা স্রোতবাহী পথ দেখিল, তখন তাহার অন্তঃকরণে অবশ্য কঠোর বেদনা লাগিয়াছিল। অতএব যাহারা ঈদৃশ লোভবশেতে এরূপ পাপ কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত আছে, তাহারা যেন প্রথমতঃ এই সকল মনে স্থান দেয়, যে আমরা এরূপ অধর্ম্ম কর্ম্ম করিলেই অপরিমিত দুঃখের আস্পদ হইব, অর্থাৎ কি না লোকসমূহকে যে শোক সাগরে মগ্ন করিব তাহা কেবল নয়, আপনং মৃত্যুশয্যা ও কণ্টকদ্বারা নির্ম্মাণ করিব, আর মরণান্তে ঐ সকল আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে।

আর স্পার্টা দেশীয় লোকেরা যে অসম অটল সাহসিক ও অতি সতর্ক ছিল সে সত্য বটে, কিন্তু সে সাহস কেবল ক্রূরতাতে মিশ্রিত, সুতরাং পশুর ন্যায় ছিল। আর তাহাদের ব্যবস্থাতে এরূপ শাসন লিখে, যে বালক জন্মিবামাত্র পিতামাতা কর্তৃক রাজকীয় লোকের নিকটে আনীত হইবে, তাহাতে ঐ রাজকীয় লোকেরা বালককে দীর্ঘকায় এবং সবল দেখিলে পুনশ্চ দিবে; আর খর্ব্ব ক্ষীণ দেখিলে রাজপথে নিক্ষেপ করিয়া নষ্ট করিবে; কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা শুনিলে দয়াল বিজ্ঞেরা অবশ্য ঘৃণা করেন। আর তাহাদের বৃথা লোকের

প্রতিও যে রূপ ব্যবস্থা নিরূপিত ছিল, তাহা আমরা এইক্ষণে ছাত্রদিগকে তদনুরূপ চলিতে এক বারও বলিতে পারি না, যে হেতুক রাজ আজ্ঞার বশীভূত থাকিতে হয়, আর পিতা মাতার আজ্ঞা পালন ও বৃদ্ধ লোকদের সমাদর করিতে হয়, তাহা কেবল নয়, আপদ ও মরণকে সর্ব্বদা তুচ্ছ করিতে হয়, আর সর্ব্বাপেক্ষা আপন২ দেশ ও সুখ্যাতিতে অধিক স্নেহ রাখিতে হয়। ফলতঃ স্পার্টা দেশীয় লোকেরা এমন বিবেচনা করিয়াছিল, যে লোকদের অহঙ্কার জাত মিথ্যা সুখ্যাতির যে অভিলাষ, সে উত্তম কর্ম্মের মূলীভূত। আর যে ব্যক্তি এ রূপ আশা অন্তঃকরণে রাখে, সে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; অতএব আক্ষেপের বিষয় এই, যে তাহাদের সমূহ বিদ্যা থাকিতেও তাহারা প্রকৃত জ্ঞানের আদি সোপানও প্রাপ্ত হয় নাই, যে হেতুক সেই জ্ঞানদ্বারা যে আমাদের আপন২ দেশের উপরে ও পিতা মাতার উপরে স্নেহ জন্মিতেছে তাহা কেবল নহে, তবে কি না সকল উত্তম কর্ম্মের মূল যে জগদীশ্বরেতে প্রীতি, তাহাও জন্মিতেছে, ফলতঃ প্রকৃত জ্ঞানের কর্ম্ম এই, যে কেবল ঈশ্বরের মহিমা বর্দ্ধনার্থে জন্মিয়া জীবদ্দমান থাকিতে হয়। সে যাহা হউক, ঐ সকল কথাদ্বারা এই স্থির জানা যাইতেছে, যে গ্রীক লোকেরা শিল্প কর্ম্মে ও অন্যান্য বিদ্যাতে নিপুণ প্রযুক্ত প্রশংসনীয় হইয়াও ঘোরতর ভ্রমেতে ও মিথ্যা ধর্ম্মেতে মগ্ন ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মাসিডনীয়দিগের বিবরণ।

মাসিডনীয় নামে যে দেশ, ঐ দেশের পূর্ব্ব সীমা ইজিয়ান্ নামে সমুদ্রের দ্বারা চিহ্নিত ছিল, আর থেশালি ও ইপাইরস দেশের

দ্বারা দক্ষিণ সীমা নির্ণীত, এবং পশ্চিমে আড্রিয়াটিক ও উনানি সমুদ্রধারা, আর উত্তরে ষ্ট্রিমন নদী ও স্কার্ডীয়ান্ নামে পর্ব্বতের দ্বারা সীমার নিরূপণ ছিল। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন মাসিডন নামে দেশ প্রথমে অল্প লোক বিশিষ্ট থাকিয়া অরাজক ছিল বটে, কিন্তু পশ্চাৎ ক্রমে২ ঐ লোকেরা একত্র এক পরামর্শ হইয়া এক জনকে প্রধানত্ব দিয়া আপন দেশের রাজা করিল। ঐ দেশে শীতবীর্য্য সুখস্পর্শ বায়ুর গতিবিগতিদ্বারা তদ্দেশস্থ লোক সকল সুস্থ থাকিয়া বহুকাল জীবী হইত; এবং দেশের সমুদ্র তীরস্থ প্রান্তরে উত্তম উর্ব্বরা ভূমি সমূহেতে অসংখ্য নানা জাতীয় শস্যাদি জন্মাইত। তদ্ভিন্ন দেশের চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতাদি ভূমিতে ও অনেক জন্মাইত, কিন্তু ঐ উর্ব্বরা ভূমির সদৃশ নহে।

ঐ মাসিডন দেশে গ্রীক দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যবস্থা ব্যবহৃত ছিল। আর ঐ রাজা স্বাধীন থাকিয়া রাজ্য শাসন পালন করিতেন বটে, কিন্তু অব্যবস্থা প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিলে সে ব্যবস্থা লুপ্ত হইত। এবং তিনি পীঠোপরি দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা পূর্ব্বক নানা পশু উৎসর্গ করিয়া বলি প্রদানাদিদ্বারা যাজন ক্রিয়া করিতেন, আর কখন২ যজ্ঞাদি ও করিতেন। মাসিডনীয় লোকেরা মহাবল পরাক্রান্ত বীর ও যুদ্ধ বিষয়ে পণ্ডিত ছিল, একারণ তাহারা ক্রমে২ দিগ্বিজয়ী হইয়া উঠিল। অধিক কি লিখিব, তাহাদের সংগ্রাম করা একটা ব্যবসায়ের মধ্যে ছিল। আর তাহাদের বালক যুবা সকল ঐ রণস্থলেতে তাবৎ বিদ্যাই শিক্ষা করিত। তাহাদের পদাতিক সৈন্য তিন প্রকার ছিল, প্রথম লঘু অস্ত্রধারী, দ্বিতীয় পেল্টাসটী অর্থাৎ অধিক অস্ত্রধারী, তৃতীয় সমূহ অস্ত্রধারী। ইহার মধ্যে তৃতীয় পদাতিকেরা সমূহব্যূহ করিতে পরিপক্ক ছিল, এবং যখন বিদ্যানুসারে দ্রুত গতিদ্বারা অগ্রসর হইয়া আক্রম করিত, তখন অত্যন্ত ভয়ানক কালস্বরূপ দেখাইত। আর আত্মরক্ষা কালীন স্থির হইয়া থাকিত, এবং শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইত।

অনন্তর আরগস্ দেশস্থ কারানস্ নামে এক ব্যক্তি প্রথমতঃ স্বদেশীয় বলবান্ কথক গুলিন লোক সঙ্গে লইয়া মাসিডন দেশে বসতি করত আক্রমণপূর্ব্বক তদ্দেশের একটি নগর জয় করিল, এমনি ক্রমেং পশ্চাৎ সাম্প্রদায়িক রাজ্য জয় করিয়া তদ্দেশাধিপতি হইয়া রাজ্য শাসন পালন করিতে লাগিল। তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর রাজ্যের উত্তরাধিকারী পিনস্ নামে এবং থিউসাইটিমস নামে এই দুই জন রাজা হইলেন। তাঁহারা যুদ্ধ ব্যতিরেকে কেবল পরিণাম দর্শক জ্ঞানের দ্বারাই তাবৎ কার্য্য সাধন করিতেন। ঐ দেশে পর্ডিকস নামে দুই জন রাজা ছিলেন, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পর্ডিকস নামে রাজা অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও পরাক্রমী ছিলেন, এবং তিনি আপন রাজ্য-বৃদ্ধি করিয়া আসমুদ্র করগ্রাহী হওয়াতে এবং তাঁহার যশেতে দিগ্মণ্ডল পরিপূর্ণ থাকাতে কোনং ইতিহাসবেত্তারা তাহাকে মাসিডনীয় রাজ্যস্থাপক রাজা করিয়া বলেন। সে যাহা হউক, পরে জর্কসিস রাজার গ্রীক দেশ আক্রম কালে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া সুখ্যাতি পাইয়াছিলেন যে জ্যেষ্ঠ সেকন্দরশাহ, তাঁহার অধিকার পর্য্যন্ত মাসিডন দেশের ইতিহাসের সপ্রকাশ সূত্র আমরা পাই নাই।

অনন্তর প্রথম সেকন্দর শাহের পুত্র দ্বিতীয় পর্ডিকস নামে রাজা অতিশয় সুবোধ ছিলেন বটে, কিন্তু শরলতাবিষয়ে তাঁহার পিতার সহিত তুলনা দিতে হইলে তাঁহাকে অনেকং ন্যূন বোধ করিত। তিনি পর লোকগামী হইলে প্রথম আর্কেলাস নামে তাহার তনয় তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। তিনি প্রশস্ত বুদ্ধিমান্ ও নিরন্তর পরিশ্রমেতে অশান্ত ছিলেন। এবং বুদ্ধি ও সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক রাজ্যশাসনের দ্বারা রাজ্যের এমন উপকার করিয়াছেন, যে সেকন্দর শাহের সাহস ও পর্ডিকসের কপটতা এ উভয়ের দ্বারা তাঁহারা ইহার শতাংশের একাংশ উপকার করণ করিতে পারে নাই, ইহাতেই জ্ঞান হয় যে প্রথম ব্যক্তি অধিক প্রশংসনীয় ছিলেন। আর

ঐ রাজা আর্চ্চলাস্ অসংখ্যক সৈনাদিগকে শিক্ষাদ্বারা যুদ্ধবিষয়ে নিপুণ করিয়া তাবৎ রাজ্যের বৃদ্ধি করণেতে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাতে অত্যন্ত প্রীতি ছিল, কেননা তিনি স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন, একারণ তাবৎ অধিকারস্থ পণ্ডিত বর্গের সহিত নিরন্তর আলাপ করত তাহাদের সুখেতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। আর রাজ বাটীতে গ্রীক দেশীয় বিচিত্রং চিত্রকর আনাইয়া বাটী চিত্র করত চিত্তহর শোভাকর করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাজা আর্চ্চলাস্ স্বদেহ ত্যাগ করিলে পর ঐ রাজ্যে বাহু বল দ্বারা ক্রমেং দশ জন রাজা ঐ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। তাহার মধ্যে আমিন্টস্ নামে রাজা পর্য্যন্ত এ দেশের যথার্থ ইতিহাস আর পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে। সে যাহা হউক, ঐ রাজা আমিন্টস্ কোন বিধানদ্বারা আপন বংশের চিররাজ্য স্থির করিয়া কাল প্রাপ্ত হইলে পর তাঁহার পুত্র সেকন্দরশাহ পিতৃপদাভিষিক্ত হইয়া অত্যল্প কাল রাজ্য ভোগাদি করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তৎকালে পরডিকস নামেও ফিলিপ নামে তাঁহার দুই ভ্রাতা অত্যল্প বয়ঃক্রম হেতুক সিংহাসন অপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন হইলে ঐ দেশের পসেনিয়স নামে এক জন সেনাপতি ঐ রাজ্যে আত্ম অধিকার জানাইয়া স্ববলে সিংহাসন লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাতে ঐ বলবান্ ব্যক্তি রাজা হইবে এমন সকলেরি বোধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইউরিডিসি নামে ঐ দুই বালকের মাতা তিনি ইফক্রাটিস নামে আথেন্স দেশীয় সেনাপতিকে এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করাতে সেই সেনাপতি যথেষ্ট উপকার করিলেন। আপনি তাহাদের তিন জনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ন্যায্য বিবেচনাতে পরডিকসকে রাজা নির্ণয় করিয়া দিলেন। পশ্চাৎ কিছু কাল বিলম্বে টলমী আলোরাইটিস নামে এক ব্যক্তি বাহুবলের দ্বারা ঐ সিংহাসন গ্রহণ করিলে পর থিবস্ দেশীয় লোকেরা পিলপিডস্ নামে সেনাপতিকে অধ্যক্ষ করিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক টলমীকে দূর করিল, এবং পরডিকসকে ঐ সিংহাসনে

পুনঃস্থাপন করিল। অনন্তর থিবস্ লোকেরা মাসিডনীয় লোক-দিগকে স্বাধীন রাখিবার জন্যে তাহাদের ত্রিশ জন যুবা লোককে বন্ধক রাখিল, তাহার মধ্যে রাজা পরডিকসের ভ্রাতা ফিলিপ ছিলেন; তাহাতে পিলপিডস সেনাপতি ঐ যুবরাজকে আত্মবন্ধু ইপামিনন্ডসের সমীপে নিযুক্ত করিলেন। তিনি পাইথাগরসের মতাবলম্বী এক জন বড় সম্ভ্রান্ত অধ্যাপক ছিলেন; ঐ পণ্ডিত ফিলি-পকে বিবিধ বিদ্যা এবং অস্ত্র বিদ্যা অভ্যাস করাইলেন। এই প্রকার সহবাসেতে থাকিয়া যুবরাজ অবিরত উদ্যোগ ও অটল সাহস ও সভ্যতা এবং নিরাকাঙ্ক্ষিত্ব ইত্যাদি নানা শিক্ষা পাইলেও ইতিহাস-বেত্তারা তাঁহার এই দোষ বর্ণনা করেন, যে তিনি আপন অভিলাষ পরিপূরণার্থে ঐ সকল শিক্ষা গোপন করিতেন।

অনন্তর এক সময় ফিলিপ নিজ ভ্রাতা রাজা পরডিকসের মৃত্যু সম্বাদ শ্রবণ করিয়া ত্রটস্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ থিবস্ নগরহইতে মাসিড-নীয় দেশে প্রস্থান করিলেন, আর দেখিলেন, যে আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাবন্নগরস্থ লোকই বিরসান্তঃকরণে শোকেতে হাহাকার করিতেছে, আর চারি জন সেনাপতি বলবান্ বাহুল্য বলগণেতে আবৃত হইয়া চারি স্থানে থাকিয়া রাজ্যের প্রতি আক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছে। এবং আর দুই জন মহা বল পরাক্রান্ত মনুষ্য সিংহাসনস্থ আপন ভ্রাতৃ পুত্র বালকে অধিকার চ্যুত করিতে চেষ্টা পাইতেছে; এ প্রকার রাজ্যে উপদ্রবাদি দেখিয়া ঐ ফিলিপ তখন দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃ-ক্রম প্রাপ্ত হইয়াও অন্তঃকরণে কিছু শঙ্কান্বিত হইল না, বরং আরো অধিক সাহস করিয়া আপন ভ্রাতৃপুত্রের সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্যে ঐ বলবান্ দুই জন শত্রুকে বাহুবলেতে দূর করিয়া দিলেন; এবং অন্যোন্য বৈরি সমূহকে দমন করিয়া সৌজন্য ও সমূহ দানের দ্বারা দেশস্থ সমস্ত লোককে বশীভূত করিলেন। তখন লোকেরা ফিলিপের এপ্রকার আশ্চর্য্য সাহস ও সৌভাগ্য দেখিয়া তাহাকে ঐ বালকের সিংহাসনে অভিষিক্ত করাইল, আর কি

শিখিব, ঐ ফিলিপ দুই তিন বৎসরের পর এতাদৃশ বর্দ্ধিষ্ণু হইল, যে জগতে তাহার উপমার স্থান ছিল না।

ঐ ফিলিপ রাজা আত্মগৌরবাভিলাষ সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ে ধারণ করিতেন, কিন্তু ছলদ্বারা, বাহ্যে স্বাভাবিকের ন্যায় আত্ম নিরাকাঙ্ক্ষিত্ব প্রকাশ করিতেন। তাহার নিদর্শন এই দেখ, তিনি আম্ফিপলিস নামে নগর আক্রমপূর্ব্বক জয় করিয়া এথিনীয়ানদের চাতুরীদ্বারা এই প্রবোধ দিলেন, যে আমি কেবল নগর নিবাসিদের বিরোধ নিবারণার্থে এ কর্ম্ম করিয়াছি। আর পুনর্ব্বার যখন তিনি স্বার্থ চিন্তা করিয়া পলিতিয়া নামে ও পিডনা নামে এই দুই নগর স্বাধীন করিলেন, তখন এই কথা কহিলেন, যে আমি কেবল এথিনীয়ান সৈন্যদের হস্তহইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যে এ নগর জয় করিয়াছি, ইহাতে আপন স্বার্থ কিছুই নাই, কেবল আমি আপন বন্ধু অলিনথি লোককে এই দুই নগর প্রদান করিব। এবং আরো দেখ, যখন তিনি নেসস নদী অবধি ত্রিমন নদী পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ বলেতে স্বায়ত্ত করিলেন, তখন এই কহিলেন, যে এতদ্দেশস্থ আকরীয় সুবর্ণ রূপ্যাদিতে আমার বাঞ্ছা নহে, কেবল এতদ্দেশের বৈরিবিনাশার্থে অধিকার করিয়াছি। রাজা ফিলিপ এপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিলে পর ঐ সকল ছল প্রকাশ হওয়াতে কোন আশঙ্কা করিতেন না।

অনন্তর যখন রাজা ফিলিপ থ্রেস নগরহইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তৎকালে তাঁহার এক জন দূত আসিয়া নিবেদন করিল, যে হে মহারাজ, মহাশয়ের পারমিনিও নামে সেনাপতি এলোরি জাতিদিগকে পরাভব করিয়াছে। এবং ঐ সময়ে আর এক জন দূত সমাচার দিল, যে মহারাজার রথ ওলিম্পিক নামে খেলাতে জয় হইয়া পণ পাইয়াছে। তৎক্ষণে আর এক জন দূত আসিয়া জ্ঞাপন করাইল, যে মহারাজার অলিম্পিয়াস নামে রাজ্ঞী পেলা নগরে একটি পুত্র প্রসব হইয়াছেন। ঐ দূত যে পুত্রের সমাচার আনিয়া

ছিল, সেই পুত্র খ্যাত্যাপন্ন সেকন্দর শাহ্ জানিবা। এই সকল শুনিয়া রাজা ফিলিপ আপন দেবতা প্রতি কহিলেন, যে হে জুপিতর, আমার প্রতি তোমার এত অনুগ্রহ, ইহার পরিবর্ত্তে কি কিঞ্চিৎ দুঃখ দিবা না?

ঐ ফিলিপ রাজা এই প্রকারে অতিশয় বিস্তারিত রাজ্য করিয়া দৃঢ় রূপে শাসন পালন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ সমস্ত রাজ্যের অধিক কর গ্রহণেতে প্রচুর ধনের দ্বারা কোটি২ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। আর তাঁহার সমস্ত গ্রীক দেশের একাধিপ হইতে সম্পূর্ণ অভিলাষ হওয়াতে ঐ রাজ্য স্বাধীন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে হঠাৎ আক্রম করেন্ নাই, যে অত্যন্ত লোভ করিলে পাছে ক্ষোভ পাইতে হয়। এ প্রকার হইলে ডিমস্থেনেস নামে খ্যাত্যাপন্ন আথেন্স দেশীয় এক জন সদ্বক্তা, তিনি ফিলিপের এই মত অভিপ্রায় জানিয়া আথেন্স্ দেশীয় লোকদিগকে তাঁহার কর্ম্মের বিশেষ কারণ জ্ঞাত করাইলেন। তাহাতে রাজা ফিলিপ অন্যোন্য সদ্বক্তাকে উৎকোচদ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন; এবং ডিমস্থেনেসকে কহিলেন, যে যদি তুমি আমার অভীষ্টেতে চেষ্টা কর, তবে আমি তোমাকে উত্তম সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত করিব। আর এই সংকল্পকের অন্যের বক্তৃতা বিষয়ে তিনি কহিলেন, যে ইসক্রাটিস সারশূন্য অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করেন্, কিন্তু ডিমস্থেনেস অতিশয় তীক্ষ্ণাস্ত্র লইয়া সংগ্রাম করেন্।

ঐ ডিমস্থেনেস নামক ব্যক্তি আথেন্স দেশীয় এক জন ভাগ্যবান্ সওদাগরের পুত্র ছিলেন। তাঁহার অত্যল্প বয়সেতেই বক্তৃত্ব গুণের অঙ্কুর থাকিলেও বাক্যের জড়তা প্রভৃতি বিবিধ বাধা প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে শীঘ্র নৈপুণ্য জন্মে এমন কাহারো বোধ ছিল না। তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে আপন বিরোধি অভিভাবকের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা করিয়াছিলেন। সেই তাঁহার বক্তৃতার প্রথম সূত্র, কিন্তু তাহাতে যে তিনি আপন বক্তৃতা প্রকাশ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন

তাহা নয়, তবে কি না কেবল আপন ন্যায্য মোকদ্দমা প্রযুক্তই জয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রথম উদ্যোগের সফলত্ব পাওয়াতে সাহসী হইয়া পরে এক জন বন্ধু লোকের মোকদ্দমা নিষ্পন্ন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বাক্যের অপটুতা ও মুখের বিকৃত মুদ্রাদি প্রযুক্ত সভাস্থ লোক কর্তৃক এমন নিন্দিত হইলেন, যে কাযেং তদ্বিষয়ে তাঁহার ক্ষান্ত হইতে হইল। একারণ তিনি নিতান্ত মনোভঙ্গ হইয়া লজ্জাতে হঠাৎ এই মনস্থ করিলেন, যে আমি এ কালা মুখ আর কাহাকেও দেখাইব না, অতএব নির্জ্জনে গিয়া কাল ক্ষেপণ করি। কিন্তু শেষে বন্ধুবান্ধবদের সুপরামর্শ লওয়ানতে এবং আপন বুদ্ধি প্রভাবেতে ঐ মনস্থকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া আপন বাধা ভঞ্জনার্থে সচেষ্ট হইলেন। তাহাতে তোতলা দোষ ভঞ্জনার্থে করিলেন কি, না কতক গুলিন ক্ষুদ্রং প্রস্তর মুখে দিয়া সর্ব্বদা কথা কহিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের দোষ ক্ষালনার্থে অবিচ্ছেদে অনেকং শ্লোক এক নিঃশ্বাসে পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং দুর্গম্য ঢালু স্থানের উপরে উঠিতে লাগিলেন। আর আথেন্স্ দেশীয় সভাস্থ লোক সমূহের কলরবেতে কথা কহিবার জন্যে শব্দায়মান সমুদ্র তরঙ্গের নিকটে গিয়া বক্তৃতাদি অভ্যাস করিতে লাগিলেন। আর বাক্যের কৌশল ও অবিকৃত মুদ্রাদি হইলেই যে উত্তম বক্তৃতা হয় এমন নহে, বাক্য বিন্যাসাদি বিদ্যাও অপেক্ষা করে, ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি বহু দিবস লোক সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিখ্যাত এক কবির কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইতিহাসবেত্তারা লিখেন, যে তিনি থিউসিডিডিস্ নামক খ্যাত্যাপন্ন এক ইতিহাসবেত্তার তুল্য লিখন ও তত্তুল্য কথা প্রণালী জানিবার জন্যে তৎকৃত গ্রন্থ ক্রমিক আট বার নকল করিয়াছিলেন।

এরূপ নিয়মাদি করিলে পরে ঐ ডিমস্টিনিস্ এক সময় আথেন্স্ দেশীয় সভাতে উপস্থিত হইয়া ফিলিপ রাজার বিরুদ্ধে এমন বক্তৃতাদি প্রকাশ করিলেন, যে তাহাতে আথেন্স্ দেশীয় উৎকোচ

গ্রীক বক্তারা উত্তর দিতে অসভ্য লোকের ন্যায় গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া অবাক্ হইয়া রহিল। আর প্রধান কি অপ্রধান সকলেই বক্তৃতা-শ্রোতে দূরে পড়িল। ফলতঃ শ্রোতা সকল ঐ সুবক্তার বক্তৃতা প্রশংসনীয় কি নিন্দনীয় ইহা মোহিত প্রযুক্ত বিবেচনা করিতে অসমর্থ হইয়া ঐ অল্প বয়স্ক ব্যক্তির বাক্য বলেতে দৃঢ়তর সাহসী হইয়া পূর্ব্বের আলস্যামী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশের মঙ্গলার্থে তাঁহারি মত উদ্যোগী হইতে লাগিল। আর ঐ ডিমস্টিনিস্ কৃত অনেক২ গ্রন্থ সকল কালক্রমে লুপ্ত হইলেও অদ্যাপি যে দুই একখানি গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, আমরা তাহার বাক্য বিন্যাস ও উত্তম২ ভাব দেখিয়া গ্রীক লোকেরা যে এরূপ মোহিত হইয়াছিল, ইহাতে বড় আশ্চর্য্য বোধ করি না; এবং ঐ সুবক্তার বক্তৃতা শুনিতে যে গ্রীক দেশ প্রদেশের সমুদয় লোক ঝাঁকে২ আথেন্স্ নগরে আসিয়া তাঁহার আশাদায়ক বাক্যদ্বারা নিদ্রা আলস্য ও নিরাশত্ব দূরকরত স্বদেশ রক্ষার্থে উদ্যোগী হইয়াছিল, আর ফিলিপ রাজা যে গ্রীক সৈন্য ও গ্রীক জাহাজ অপেক্ষায়ও ঐ ডিমস্টিনিসকে অধিক ভয় করিতেন, ইহাতেও আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি না। দেখ, ফিলিপ রাজা নিজে এই কথা কহিয়াছিলেন, যে ডিমস্টিনিসের কথা এক প্রকার তোপ ও কেল্লার স্বরূপ বোধ হয়, কেননা আমি অতি যত্ন পূর্ব্বক যে সকল চেষ্টা করি, তাহাদ্বারা সে সকলই একেবারে ব্যর্থ হয়। আর আমি যদি আথেন্স্ দেশীয় সভাতে গিয়া ডিমস্টিনিসের ঐ সকল কথা শুনিতাম, তবে আমার সঙ্গে যে আথেন্স্ দেশীয় লোকদের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা আমি অবশ্য স্বীকার পাইতাম। অতএব তাঁহার এক শত্রু সাক্ষী দেখিয়াই বিবেচনা কর, যে কি পর্য্যন্ত তাহার বক্তৃতা শক্তি ও স্বদেশ-মঙ্গলার্থে চেষ্টা ছিল।

তদনন্তর আথেন্স্ দেশীয় লোকদের সহিত ও রাজা ফিলিপের সহিত উভয় প্রেরিত প্রতিনিধি লোকের দ্বারা সন্ধি হওনের কথোপকথন হইতেছিল, একারণ বহু দিনাবধি পরস্পর সংগ্রাম বিরাম

হইয়া থাকিল। তাহাতে মাসিডনীয়ানদের রাজা ফিলিপ অন্তঃকরণে স্থির সন্ধানদ্বারা ঐ রাজ্য স্বায়ত্ত করিবার অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন। এবং আমি দুর্ব্বল লোকদের রক্ষক, ও উপদ্রবি লোকদের বৈরি, এমন গ্রীকদের প্রত্যয় জন্মাইতে সচেষ্টিত ছিলেন। আর তিনি দেলফাই নগরে দেবমন্দিরের কিছু ভূমি অন্য কর্তৃক অপহৃত জানিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আথেন্স্ দেশীয় লোকেরা রাজা ফিলিপের সমস্ত মনস্থ অবগত হইয়াছি, এপ্রকার কোন ছল ক্রমে রাজাকে জ্ঞাত করাইল।

অবশেষে আথেন্স্ দেশীয় লোকেরা অন্যোন্য দেশীয় লোকদের সহিত মিলিত হইয়া অসংখ্য প্রবল বলগণেতে আবৃত হইয়া, কুহু২ শব্দেতে নদীবেগের ন্যায় আগমন পূর্ব্বক থিব নগরের নিকট বিওসিয়া দেশে চিরনিয়া নামে প্রান্তরে উত্তীর্ণ হইলে পর অরুণোদয়ের প্রাক্কালে উভয় সৈন্যগণ শ্রেণী বদ্ধ থাকিয়া পরস্পর সম্মুখস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন রাজা ফিলিপ আথেন্স্ দেশীয় সৈন্য রূপ সমুদ্রের প্রবল বেগ বিশিষ্ট স্রোতো নিবারণার্থে আপন দক্ষিণদিকস্থ সেনাদিগের অধ্যক্ষ হইলেন। এবং সেকন্দর শাহ নামে তাহার পুত্র থিবস্ দেশীয় সৈন্যদিগের বায়ু বেগের ন্যায় বেগভঙ্গ করণার্থে বামপার্শ্বস্থ সৈন্য সমূহের পর্ব্বতাধিপতি তুল্য অধিপতি হইলেন তখন উভয় সৈন্যেতে পরস্পর মিলন হইলে আথেন্স্ দেশীয় লোকেরা ঘোরতর যুদ্ধ করত কিছু জয়যুক্ত হইয়া অসাবধান রূপে যখন সৈন্য তাড়না করিতে লাগিল, তখন রাজা ফিলিপ বলিলেন, ইহারা জয়ের ক্রম কিছুই জানে না। একথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, যেমন মত্তহস্তী নলবনেতে প্রবেশ করিলে সমুদায় নলবন ভূমিশায়ি হয়, তাদৃশ রাজা ফিলিপ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য সৈন্য ছিন্নভিন্ন ক্রমেতে রণশায়ী করিলেন। এবং অবশিষ্ট যে সকল সৈন্য তাহারা লজ্জান্বিত হইয়া প্রাণভয়ে বেগে পলায়ন করিল।

এপ্রকার জয়ী হইলে পর ডিমস্টিনিস ফিলিপের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধারম্ভের প্রকাশক এক পত্র লিখিয়াছিলেন, রাজা ফিলিপ ঐ পত্র পাঠ করিয়া তাহা ব্যঙ্গক্রমে গান করিতে লাগিলেন। তখন ডিমডেস নামে আথেন্স্ দেশীয় একজন সুবক্তা রাজা ফিলিপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি স্বাভাবিক আগামেমনন নামে ব্যক্তির সদৃশ হইয়া থ্যারসাইটিসের তুল্য হইতে আকাঙ্ক্ষা কর? এ তোমার বড় ভুল দেখিতেছি। তখন এ কথা শুনিয়া রাজা ফিলিপ জয়াভিমান জন্যে উন্মাদ হইতে বোধ প্রাপ্ত হইয়া আপন পুত্র সেকন্দর শাহ ও আত্মবিশ্বাসী অন্টিপাটর নামে মন্ত্রী এই দুই জনকে আথেন্স্ দেশীয় লোকদের সহিত সন্ধি করিতে উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আথেন্স্ দেশীয় লোকেরা যে প্রকার সন্ধি বিষয়ে আত্মক্ষতি অনুমান করিয়াছিল তাহা না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ মঙ্গল হইল

রাজা ফিলিপ এই রূপে সমুদয় গ্রীক দেশ স্বাধীন করিলে পর আশিয়া দেশ, অর্থাৎ ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত করিতে মনোবৃত্তি করিলেন। আর ঐ সংগ্রামে রাজা স্বয়ং অধ্যক্ষ হইয়া যুদ্ধ করেন, এমন গ্রীক দেশীয় সমস্ত লোকদের বাসনা ছিল। এপ্রকার হইলে ইতোমধ্যে রাজা ফিলিপ ও তাঁহার মহিষী আলিম্পিয়াস এই দুই জনে হঠাৎ বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজা গ্রামস্থ সমস্ত বিশিষ্টশিষ্ট মহল্লোকদিগকে সাক্ষী করিয়া আপন রাজ্ঞীকে পরিত্যাগ করিলেন। এবং মাসিডন দেশীয় বিশিষ্ট বংশজাত আটালস্ নামে এক ব্যক্তির ভ্রাতৃকন্যা ক্লিওপাত্রাকে দারপরিগ্রহ করিলেন। কিয়ৎকালানন্তরে এক সময় রাজা ফিলিপ আত্ম কন্যার বিবাহ মহোৎসবে অত্যন্ত সমারোহ করিয়া দ্বাদশ দেব প্রতিমূর্ত্তি সমভিব্যাহারে ঘটা করিয়া যাইতে ছিলেন, ইতোমধ্যে আটালস্ নামে সেনাপতি কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া পসানিয়স্ নামে এক লোক একখানি তীক্ষ্ণ ধার বি-

শিষ্ট কাটারি লইয়া অকস্মাৎ রাজা ফিলিপের বাম কক্ষে আঘাত করিল, তাহাতে রাজা তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

ঐ রাজা ফিলিপ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া সপ্ত চত্বারিংশদ্বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তে কাল প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার চরিত্র দেখিয়া অনুমান হয়, যে তাঁহার বুদ্ধি ও পরিণাম দর্শিতা ছিল, আর সাহস ও সদ্বক্তৃত্ব কৌশল এবং সন্ধানের স্থিরত্ব ও নিরন্তর পরিশ্রম আর চিরকাল সমান উদ্যোগ ইত্যাদি গ্রীক দেশীয় লোকদের যেং লক্ষণ, তাহা তাঁহাতে অধিক ছিল। একারণ বোধ হয়, যে যদ্যপি তিনি অকালে হঠাৎ না মরিতেন, তবে পারসী রাজ্য অবশ্য অনায়াসে জয় করিতে পারিতেন।

রাজা ফিলিপের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর তাঁহার পুত্র সেকন্দর শাহ পিতাকর্ত্তৃক অতিশয় উন্নত ঐশ্বর্য্যান্বিত মাসিডনীয় রাজ্যের অধিপতি হইলেন। ঐ নবীন রাজা হোমর নামক কবি কৃত বীর রসান্বিত কাব্যেতে মনঃসংযোগ করত সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত থাকিতেন। অনন্তর আশিয়া দেশ আক্রম করণার্থে ফিলিপ কর্ত্তৃক যেং সৈন্য নিযুক্ত ছিল, তিনি তাহার অধ্যক্ষ হইয়া উত্তর দেশস্থ অসভ্য বনবাসি লোকদিগের নিকটে আপন প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত নামের দ্বারা শঙ্কা প্রকাশ করিয়া যুদ্ধে গমনার্থে সুসজ্জীভূত হইয়া ছিলেন। ইতোমধ্যে রাজা সেকন্দর শাহের মৃত্যুসমাচার অকারণ গ্রীক দেশে প্রচার হওয়াতে থিবস্ দেশীয় লোকেরা আমিন্টস্ নামক ও টিমোলাস নামক এই দুই জন সেনাপতিকে প্রাণের সহিত নষ্ট করিল, এবং তদ্দেশস্থ মাসিডন সৈন্যদিগকে নগরহইতে দূর করিল। এ সকল সমাচার রাজা সেকন্দর শাহ পাইয়া ঐ রণ সজ্জাতে সমূহ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া বোইসিয়া দেশে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন রাজ আজ্ঞাদ্বারা থিবস্ দেশীয় লোকেরা অপরাধি লোকদিগকে সমর্পণ করিতে অস্বীকারি হইলে রাজা কোপ ভরেতে তাহাদের নগর

সমভূমি করিয়া বিস্তর প্রজাগণের মস্তক ছেদন ও নিজদাস করিয়া সঙ্গে লইলেন। এ প্রকার ভয়ঙ্কর দর্শনের দ্বারা গ্রীক দেশস্থ লোকেরা সশঙ্ক হইয়া থাকিল।

রাজা সেকন্দরশাহ ভারত বর্ষে যাইবার প্রাক্‌কালে যখন দেলফাই নগরের দেবতার মন্দিরে কোন পরামর্শ লইতে গিয়াছিলেন, তখন সেখানকার যোগিনীকে সেই স্থানস্থ ত্রিপদ সিংহাসনোপরি উঠিতে অসম্মত দেখিয়া রাজা তাঁহাকে নিজবলেতে উঠাইতে ইচ্ছা করিলে পর, ঐ যোগিনী কহিলেন, যে হে পুত্র, আমাকে ব্যস্ত করিও না, আমি বর দিতেছি, তুমি দিগ্বিজয়ী নিঃশত্রু হইবা। এ কথা শুনিয়া রাজা পুলকিত হইয়া উত্তর করিলেন, হে মাতঃ, ইহাতেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। এ কথা কহিয়া রাজা সে স্থান হইতে যে স্থানে ত্রয় নামে বিখ্যাত নগর ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নগরের চতুর্দিকস্থ কবরেতে বিবিধ পশু বলিপ্রদান করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ আপন পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া, অকিলিশ নামে সেনাপতির উদ্দেশে পুনঃ২ বলিদান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর গ্রানিকশ নামে নদী উত্তীর্ণ হইয়া হালিকার্ণাশস নামে নগর আক্রম পূর্ব্বক বাহুবলেতে জয় করিয়া যেমন থিবস্ নগরের অবস্থা করিয়াছিলেন, তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া এই নগর ভস্মরাশি করিলেন।

তদনন্তর রাজা সেকন্দরশাহ দিগ্বিজয়ার্থে যাত্রা করিয়া মাসিডন দেশহইতে ভূমধ্যস্থ সাগর তীরস্থ পথের দ্বারা প্রথমতঃ মিশর দেশে প্রবেশ করিলেন। পরে লিবিয়া দেশীয় ভয়ানক বালুকাময় প্রান্তরোত্তীর্ণ হইয়া রক্ত সমুদ্র ও পারসী সাগর দিয়া কাস্পিয়ন সমুদ্রের নিকটস্থ দেশ সমূহ ও ঐ সাগর পেলসমিওটিস নামে যেং স্থান সকল, তাহার অনুসন্ধান পূর্ব্বক গমন করিলেন। অধিক কি লিখিব, ঐ রাজা সৈন্য সামন্ত রথ রথি হস্তি উষ্ট্র ঘোটকাদিদ্বারা এক কালে তাবদ্দেশের চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া পঙ্গপালের ন্যায় গমন করত সম্মুখে যেং দেশ প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে সমভূমি করিয়া যাইতেন।

এ প্রকারে দশ বৎসরের মধ্যে তিনি এমন এক আশ্চর্য্য রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যে তাহার সদৃশ রাজ্য আর কখন ছিল না। এ প্রকার রাজা সেকন্দরশাহের উৎকট দুঃসাধ্য কর্ম্ম সকল কর্ণগোচর হইলে আমাদিগের বিস্ময় জ্ঞান দূরে থাকুক, বরং ক্ষোভ উপস্থিত হয়। কেননা দেখ দেখি, ঐ রাজা নানা দিগ্দিক্ দেশদেশান্তর ভ্রমণ করত জয়যুক্ত হইয়া উত্তমং শস্যশালি দেশ সকলকে নির্ম্মূল অরণ্য করা ও গ্রাম দগ্ধ করা এবং নিরপরাধি লোকদিগকে দাসত্বে নিযোগ করা এ সকল কি অজ্ঞান তমো-বিশিষ্টের কর্ম্ম নয়। জগদীশ্বর সেকন্দরশাহকে কেবল মহামারি স্বরূপ করিয়া জগতে প্রেরণ করিলেন; আর ইতিহাসবেত্তাদের আপন গ্রন্থহইতে এই ব্যক্তির নাম লোপ করা উচিত জানিবা। সে যাহা হউক, অনন্তর রাজা সেকন্দরশাহ্ এক সময় তীর্থাভিলাষী হইয়া আপনাকে জুপিটর আমন নামে দেবতারপুত্র বলিয়া আপন সৈন্য সামন্ত সকল বালুকাময় প্রান্তরে অনাহারে পিপাসাতে ওষ্ঠা-গত প্রাণ হইলেও তিনি ঐ দেবতার মন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর রাজা সেকন্দরশাহ্ যে সেনাপতিকে মাসিডন দেশের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন সেই আণ্টিপাটর নামে সেনাপতিকে আলি-ম্প্যাস নামে ঐ রাজার মাতা, নিজ পুত্রের স্নেহবলেতে যথেষ্ট দুঃখ দিতেন। এ কারণ ঐ সেনাপতি আপন দুরবস্থা বিস্তারিত ক্রমে লিখিয়া এক খানি আবেদন পত্র মহারাজার নিকটে পাঠাইলেন, তাহাতে রাজা ঐ পত্র পাঠ করিয়া উত্তর করিলেন, যে শুন, তুমি কি জানিতে পার না যে জননীর নয়নজল কণামাত্র নিঃসরণ হইলে এমন সহস্রং লিপি বৃথা হয়, এমন হইলে তত্রাপি রাজা সেই সেনাপতিকে পদচ্যুত করিলেন না।

পশ্চাৎ ভূপাল সেকন্দরশাহের ঈষদনুগ্রহ গ্রহণার্থে নানা দিগ্-দেশীয় ক্ষিতিপালবর্গ ও সভ্যভব্য ভাগ্যবান্ যুবরাজ প্রজা সক-লেতে আসিয়া রাজসিংহাসনের চতুর্দ্দিকে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় সভার

গোড়া করিয়া বসিত, এবং সর্ব্বদা তাহারা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক মহারাজকে স্তব ও মনোরম বাক্যদ্বারা উপাসনাদি করিত, তাহাতে রাজা সেকন্দরশাহ্ ঐ সকল উপাসনা বাক্যে প্রফুল্লচিত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু আপন মাসিডন দেশীয় লোকহইতে তাদৃশ উপাসনাদি প্রাপ্তি না হওয়াতে রাজা অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ পাইলেন। তৎকালে ক্লাইটস্ নামে এক জন প্রাচীন সৈন্য যিনি গ্রানিকস নদীর নিকট যুদ্ধে রাজার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন তিনি কাস্তর নামে ও পলক্স নামে ও হর্কুলিস নামে বীরগণ অপেক্ষা রাজা সেকন্দর শাহের অধিক সুখ্যাতি শুনিয়া চমকিত হইয়া রাজার পারিষদ্বর্গকে কহিলেন, যে এ কি তোমরা এই রাজাকে এমন অতিশয় প্রশংসা করিয়া ঐ প্রাচীনং বীর সকলের মানের ত্রুটি কেন করিতেছ? তখন রাজা সেকন্দরশাহ্ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ ক্লাইটস্ যে প্রাচীন সৈন্য, তাহাকে বর্শাঘাতে বিদ্ধ করিয়া নষ্ট করিলেন। পরে যখন ক্রোধরূপ মদ্য নেশার হ্রাসতা হইল, তখন রাজা কুকর্ম্ম জানিয়া শোকসাগরেতে মগ্ন হইলে পর উপাসক পারিষদ্গণেরা বিবিধ প্রবোধ বাক্যরূপ নৌকাদ্বারা তাঁহাকে শোকসাগরহইতে উত্তীর্ণ করিল।

ঐ রাজা সেকন্দরশাহ্ লুঠকরণ ও নষ্টতা এবং অগ্নি কিম্বা তীক্ষ্মাস্ত্রদ্বারা দেশ বিদেশ নষ্ট করা এই সকলেতে সর্ব্বদা বাঞ্ছা করিতেন, তদ্ব্যতিরিক্ত ক্ষণকাল থাকিতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। ঐ অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে যখন ক্রোধরূপ মদ্যপানে প্রমত্ত হইতেন, তখন নিঃশঙ্ক হইয়া বড়ং আপৎকে তৃণ তুল্য লঘু জ্ঞান করিয়া তুচ্ছ করিতেন। তিনি দিগ্বিজয়ার্থে সর্ব্বক্ষণ দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়া এক সময় যে পাঁচটি নদীর যোগেতে সিন্ধুনদী হইয়াছে, তাহার পশ্চিম ইফাসিস নামে নদীর পারে যাইতে রাজা চেষ্টিত হইলেন। তখন তাঁহার মাসিডনীয় সৈন্য সকলে উহার আর পূর্ব্বদিকে যাইতে অসম্মত হইয়া কহিল, যে মহারাজের অপরিমিত জয়ের

অভিলাষ বিষয়ে এত দুঃখদায়ক কর্ম্মের আশা আমরা আর করিতে স্বীকৃত হইব না; এই প্রকার মাসিডনীয় লোকদের স্থির প্রতিজ্ঞা জানিয়া রাজা তাহার অধিক আর পূর্ব্বদিকে যাইতে পারিলেন না। তখন রাজা মাসিডনীয় লোকদিগকে আজ্ঞা দিয়া আ-পন জয়ের সীমা চিহ্ন রাখিবার জন্যে ইফাসিস নদীর পশ্চিমে তদ্দে-শীয় দুর্গহইতে বৃহৎ২ দ্বাদশটা বেদী নির্ম্মাণ করাইলেন।

ঐ রাজা সেকন্দরশাহ নিজ সৈন্যদিগের অসম্মতি প্রযুক্ত দিগ্‌-দিগন্তরে যাত্রা ও বাহুল্য যুদ্ধহইতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্তঃকরণে জয়ের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ না হইয়া যখন নিজ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন যে২ দেশ দিয়া গমন করেন সেখানে২ নানা উপদ্রব করাতে আপনার উপর এবং সৈন্যদিগের উপর বিস্তর বিপদ ও পরিশ্রম ঘটনা হইল। আর অনুমান হয় রাজা বাবেল নামে নগরেতে রাজধানী করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, যে হেতুক যখন ঐ নগরের নিকটে আইসেন তখন পারসী লোক-দের সহিত এবং মাসিডনীয় লোকদের সহিত এক জাতি করণে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, এই অভিপ্রায়েতে রাজা দারায়স নামে রাজার কন্যা এবং অন্য এক রাজবংশীয়া কন্যা এই দুই কন্যাকে দার পরিগ্রহ করিলেন, এবং ঐ দারায়স রাজার আর এক কন্যাকে হেফাষ্টন নামে সেনাপতিকে বিবাহ দিলেন, এ প্রকার দেখিয়া অমাত্যগণ সকল পারসী দেশীয় সদ্বংশজাত কন্যাদিগকে বিবাহ করিল। এই সকল বিবাহ এক দিনেতেই হইল।

রাজা সেকন্দরশাহ আত্মমরণের পূর্ব্ববৎসরে নিজ রাজধানীতে বিরাজমান থাকিয়া কালক্ষেপণ করত জাহাজ থাকিবার জলাশয় সকল পঙ্ক উদ্ধার পূর্ব্বক পুনর্নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, ও উত্তম২ অস্ত্রাগার সকল নির্ম্মাণ করিলেন। আর বাবেল নগরেতে এক সহস্র যুদ্ধের নৌকা উত্তীর্ণ হইয়া থাকিতে পারে এমন একটা দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করিলেন। আর আপন ব্যবস্থা রীত্যানুক্রমে সমুদয় রাজ্যের

অসংখ্য প্রজাগণের পরস্পর মিলন থাকে এমন চিন্তা অহর্নিশি করত আশিয়া দেশস্থ দ্বাদশ জন সৈন্যের মধ্যে চারিজন নিজের সেনাকে থাকিতে নিযুক্ত করিলেন, এবং বলবান্ ও সংগ্রামে নিপুণ এমন প্রজাদিগকে মাসিডনীয় সৈন্য দলমধ্যে মিশ্রিত করিলেন। পরে ক্রমে২ ঐ রাজার জীবনাবশেষের নানা চিহ্ন ব্যক্ত হইতে লাগিল, ফল যুদ্ধান্তে উত্তম২ সুস্বাদু সামগ্রীতে ও নানা ক্রীড়াতে নিমগ্ন হইলেন।

ঐ রাজা সেকন্দরশাহ ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্য করিয়া ত্রয়ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমে অপরিমিত মদিরাপান করাতে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ঐ রাজা অনেক২ দুঃসাধ্য অদ্ভুত২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবেচনা করিতে হইলে বোধ হয়, যে এই সকল জয়ের প্রধান মূলীভূত হইয়াছেন রাজা ফিলিপ, কেননা রাজা ফিলিপ আপন বিজ্ঞতা ও রণপারগতাদ্বারা অসংখ্য সৈন্য সেনাপতিদিগকে অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষাদ্বারা অতুল্য২ যোদ্ধা করিয়া গিয়াছিলেন, সেই বলেতেই এতাদৃশ শূরত্ব প্রকাশ ছিল, কিন্তু নির্দ্দয়তা ও অত্যাচার ও অহঙ্কার এবং উপকার শূন্য জয়াভিলাষ এ সকল রাজা সেকন্দরশাহের স্বাভাবিক ছিল। তিনি যে সকল যুদ্ধের উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সৌভাগ্যক্রমে অত্যন্ত ফলবান্ হইয়াছিল। সে যাহা হউক কিন্তু তাহার এ প্রকার জয়দ্বারা যশেতে গ্রীক দেশ পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর রাজার স্থাপিত আলিগজন্দ্রিয়া নামে নগরে রাজাকে স্মরণার্থে একটি সুন্দর মনোরম কবর নির্ম্মাণ করাইল।

রাজা সেকন্দর শাহের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর তাঁহার পরিবারের অভিভাবক পর্ডিকস নামকের অনুমতি লইয়া প্রধান২ সেনাপতিরা ঐ রাজ্য বিভাগ করিয়া লইয়া ভোগ করিতে লাগিল। আর রাজবংশের মধ্যে আরিডস নামে রাজা সেকন্দরশাহের এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনি রোকসানা নামে রাজমহিষীর প্রসব অপেক্ষা

করিয়া সিংহাসন শূন্য রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পর্ডিকস ঐ সিংহাসনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঐ গর্ব্ভবতী রাজ্ঞীকে কারাতে বদ্ধ রাখিয়া লোকেতে এই প্রকাশ করিলেন, যে ক্ষীণ বলবুদ্ধি বিশিষ্ট আরিডসকে রক্ষার্থে কেবল আমি এ কর্ম্ম করিয়াছি। অনন্তর তিনি রাজার দ্বিতীয় তৃতীয় বিবাহিতা দুই রাজ্ঞীকে জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবের সহিত বিনাশ করিলেন, এবং আপন নামে আর রোকসানা মহিষী সন্তানের নামে এই দুই নামে রাজ্য বিভাগের ব্যবস্থা স্থির করিলেন। এই রূপে রাজ্য লইবার অভিলাষ প্রকাশ পাওয়াতে যাহারা তাঁহার নামে ভয়ে কম্পকম্পান্বিত হইত, তাহারাই এ প্রকার অনিষ্টাচরণ দেখিয়া তাঁহার বিপক্ষতাচরণে গর্ব্ব করিতে লাগিল। পরে পর্ডিকস সেকন্দরের স্থাপিত মিশর দেশাধ্যক্ষ টলমি নামকের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন, তাহাতে ঐ যুদ্ধের পরাজয় কেবল পর্ডিকসের অপটুতা প্রযুক্ত হইয়াছে, এমন জানিয়া তাঁহার নিজ সৈন্যেরা পরস্পর পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রাণের সহিত বিনাশ করিল।

তদনন্তর আণ্টিপাটর নামে এক জন সেনাপতি নিজ বলবুদ্ধিদ্বারা ঐ রাজ্যের কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় রাজ্য অংশাংশ করিয়া প্রত্যেক সেনাপতিকে এক২ দেশের অধিপতি করিলেন। তাহাতে টলমি নামে সেনাপতিকে মিশর দেশ ও লিবিয়া দেশ এবং তন্নিকটস্থ সকল দেশের ভূপতি করিলেন, ও সিলুকস্ নামে সেনানী বাবেল দেশাধিপতি হইলেন, ও এণ্টিগনেশ নামে সেনাধ্যক্ষ সুরিয়ান দেশের চক্রবর্ত্তী হইলেন, এবং কাসেণ্ডর নামে সেনাপতি কারিয়া দেশের কর্ত্তা হইলেন, ও আণ্টিগনেশ নামে সেনানী ফ্রিজিয়া দেশাধিপতি হইলেন, এবং আণ্টিপাটর নামে সেনাধ্যক্ষ রাজধানী মাসিডন দেশের ও নিজ সৈন্যের অধিপতি হইলেন। এই ২ প্রকারে সেনাপতি সকল রাজা সেকন্দরশাহের এমন অসীম রাজ্য সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নিজ২ রাজ্য স্থাপন করিল।

পশ্চাৎ প্রধান আণ্টিপাটর সেনাপতির মৃত্যু সম্বাদ এবং পলিপর্কন্ নামে এক ব্যক্তি যুবরাজের অধ্যাপনা কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইয়াছেন, এই দুই সমাচার আণ্টিগণেশ সেনাপতি শুনিয়া আপনি আসিয়া দেশাধিপতি হইতে চেষ্টিত হইলেন। তখন পলিপর্কন্ অধ্যাপক এই সকল বৃত্তান্ত জানিয়া সমুদয় রাজাদিগকে জ্ঞাত করাইলেন, যে তোমরা আসিয়া এই দুর্বৃত্তের হস্তহইতে আশিয়া রাজ্য রক্ষা কর, এবং মৃত রাজার আত্মীয় ইউমিনেস্ নামে সেনাপতিকে সসৈন্যে তাহার সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে উভয় সেনাপতিই সমান সাহসিক ও তুল্য বুদ্ধিমান্ এ প্রযুক্ত ক্রমাগত দুই বৎসরাবধি ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পশ্চাৎ এক সময় উভয়পক্ষ লোকেরাই ক্লোধাপন্ন হইয়া তুমুল যুদ্ধ করাতে ইউমিনেস্ সেনাপতি জয়ী হইলেন। পরে আণ্টিগণেশ পুনর্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বহু দিবসাবধি সংগ্রাম করিয়া পুনঃ পরাভূত হওয়াতে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, যে শিশির সময়ে যখন সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভ্রমণ করিবে, ঐ সময় আক্রম করিয়া পরাজয় করিব; এই পরামর্শ শুনিয়া ইউমিনেসের পদাতিক সৈন্যেরা সাহসদ্বারা আণ্টিগণেশের সমূহ সৈন্যব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে পসেষ্টস নামে অশ্বারূঢ় সৈন্যাধ্যক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোপনে আণ্টিগণেশের দলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এ প্রকার হইলে আণ্টিগণেশ অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাদের তাবৎ অস্ত্র শস্ত্রাদি ও স্ত্রীপুত্র ইত্যাদি আনাইয়া হস্তগত করিয়া রাখিলেন।

রাজা সেকন্দর শাহ কর্তৃক রূপাময় ঢাল প্রাপ্ত হওয়াতে যাহাদিগের নাম আরগিরাসপিডস হইয়াছিল, ঐ সৈন্যদলেরা এই সংগ্রামের পরাজয়েতে অনেক ক্ষতি হওন প্রযুক্ত অধ্যক্ষের অবাধ্য হইয়াছিল। এই দলের মধ্যে এক দলাধিপতি টুটামস নামে আণ্টিগণেশের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি পত্রদ্বারা আণ্টিগণেশকে এই লিখিলেন, যে লুণ্ঠিতদ্রব্যাদি সমস্ত এখানে পাঠাইয়া

দিবা। তাহাতে সে ব্যক্তি এই উত্তর লিখিল, যে যদ্যপি তোমরা আমাকে ইউমিনেসকে সমর্পণ করিতে পার তবে তোমাদের তাবৎ দ্রব্যাদি দিতে প্রস্তুত আছি। এমন হইলে সৈন্যগণেরা ইউমিনেসকে ধরিয়া শৃঙ্খলেতে বন্ধন করিয়া তাহার নিকটে পাঠাইলে পর আন্টিগণেশ আজ্ঞামাত্রে ভৃত্যের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

তদন্তর টলমি ও লিসিমকস্ ও কাসাণ্ডার এবং সিলুকস্ এই চারি জন সেনাপতি ঐক্য হইয়া প্রত্যেক জন পরস্পর প্রত্যেক রাজ্যের অবিরোধী হইয়া সকল রাজ্য যাহাতে বজায় থাকে এমন পরামর্শ স্থির করিলেন; এই প্রকারে ভাগ্যক্রমে কেহ কখন বা বৰ্দ্ধিষ্ণু কেহ বা কখন ক্ষুন্ন হইয়া বহুকাল কালযাপন করেন। পশ্চাৎ লিসিমকস্ ও সিলুকস উভয়ে এক দলাক্রান্ত হইলেন, এবং আন্টিগণেশ ও ডিমিত্রিয়স নামে তাঁহার পুত্র এই দুই জনে এক দল ভুক্ত হইলেন; এই উভয় দলস্থ লোকেরাই মহাবল পরাক্রান্ত বীর সৈন্য সমস্ত সঙ্গে লইয়া ফ্রিজিয়া দেশের প্রদেশে ইপ্সস নামে ক্ষুদ্র নগরের নিকটস্থ রণ ভূমিতে উপস্থিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাহাতে উভয় পক্ষ লোকেরাই তুল্য বিক্রান্ত ও সমান সাহসিক এ প্রযুক্ত এই নানা বিষয় সম্পাদক যে রণজয় পরাজয়, তাহা কোন পক্ষে সম্ভব তাহা অনেক ক্ষণ অনুভব করিয়া স্থির করা যায় নাই; কিন্তু অবশেষে আন্টিগণেশ সেনাপতি রণমধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন, এ প্রকার দেখিয়া তাঁহার পুত্র যুদ্ধের অসহ্য কষ্টেতে ভয় পাইয়া নব সহস্র সৈন্য লইয়া পলায়ন করিলেন। এই যুদ্ধের পর রাজা সেকন্দরশাহের তাবৎ রাজ্য এই প্রকারে পুনর্বিভাগান্বিত হইল, তাহাতে মিশর দেশ ও লিবিয়া দেশ ও আরবী এবং য়িহুদী এই চারি দেশ রাজা টলমির অধিকার হইল। আর মাসিডন দেশ ও গ্রীক দেশ রাজা কাসাণ্ডর প্রাপ্ত হইলেন। আর বিথিনিয়া দেশ এবং থ্রেশ দেশ লিসিমকস্ রাজা পাইলেন। আর আশিয়া দেশ ভুক্ত সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত শিরিয়া নামে রাজ্য রাজা সিলুকসের আয়ত্ত হইল।

এই রূপে রাজা সিলুকস্ আশিয়া দেশাধিপতি হইলে পর মাসিডন দেশ অধিকার করণার্থে দুই ব্যক্তি বিরোধী হইয়া আক্রম করিতে উদ্যোগ করিলেন। ঐ দুই জনের মধ্যে রাজা কাসাণ্ডরের পুত্র সেকন্দর শাহ ছিলেন, তিনি আপন সাহায্য প্রার্থনা করিয়া লিপির দ্বারা ডিমিত্রিয়স্ রাজাকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু ঐ রাজা ডিমিত্রিয়স আগমন করিলে পর সেকন্দর শাহ্ তাঁহাকে গুপ্তরূপে বধ করিবার উদ্যোগ করাতে তিনি কোন ছদ্মাংশে ঐ গুপ্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া উহাকে প্রাণের সহিত বিনাশ করিলেন। অনন্তর রাজা ডিমিত্রিয়স সমস্ত সৈন্য সামন্তের অভিমতানুক্রমে মাসিডন দেশের রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, এই প্রকারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বে যে আশিয়া দেশহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, ঐ দেশ জয়করণার্থে নানা আয়োজন করত অসংখ্য প্রবল বলগণেতে আবৃত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ক্রমেতে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক আত্মপরাক্রমেতে আক্রম করিয়া অনেক নগর স্বায়ত্ত করিয়া কিছু জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। পরে যিনি ডিমিত্রিয়সের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ঐ সিলুকস রাজা ডিমিত্রিয়সকে অপরিমিত সৈন্যের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া টরস নামে পর্ব্বতের ক্ষুদ্র গলিপথে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এ প্রকার হইলে রাজা ডিমিত্রিয়স যাইবার আশা শূন্য হইয়া তথাপি পলায়নে প্রাণপণে অশেষ উদ্যোগ করাতে একটি পথ করিয়া শিরিয়া নামে দেশে বহির্গত হইলেন। পরে এক সময় তিনি মহাজ্বরেতে পীড়িত হওয়াতে প্রায় সকল সৈন্যরাই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, এবং অবশিষ্ট যাহারা সঙ্গে ছিল ঐ দুরাত্মা সৈন্যেরা তাঁহাকে রাজা সিলুকসের হস্তে সমর্পণ করিল, তাহাতে রাজা সিলুকস পূর্ব্বরীতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বলগণতে আবৃত করিয়া দেশের বহির্ভাগে সমুদ্রনিকটস্থ কারাতে দৃঢ়রজ্জুতে বন্ধন করিয়া রাখিলেন।

পশ্চাৎ রাজা ডিমিত্রিয়স্ কিয়ৎকাল কারাহইতে পরিত্রাণ পাইবার আশারূপ একটি লতা হৃদয়েতে রোপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক দিবস গত হইলেও ঐ আশালতার ফল পুষ্প না হওয়াতে এবং রাজা সিলুকসের সহিত এক বারও সাক্ষাত না হওয়াতে অনেক খেদোক্তি করিয়া সেই আশালতাকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকার অকূল দুঃখ সাগরেতে নিমগ্ন হইয়া কোন প্রকারে নিস্তার পাইতে পারিলেন না, বরং মুক্ত হইবার নিমিত্তে নানা কাল্পনিক মানসিক চেষ্টা করাতে এমন উৎকটরোগগ্রস্ত হইলেন, যে চতুঃপঞ্চাশৎ বৎসরবয়ঃক্রমে ঐ রোগেতেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি সুধীর ও দাতা, ধৈর্য্যশালী ও যন্ত্রবিদ্যাতে নিপুণ, এবং বিদ্যাতে সন্তুষ্ট, ও সপরিবারের প্রিয়তম পাত্র ছিলেন। আর আন্টিগণস নামে তাঁহার পুত্র তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তির দ্বারা প্রেম করিত। অধিক কি লিখিব কারাস্থ পিতাকে মুক্ত করিবার জন্যে আত্মশরীর বন্ধক রাখিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং পিতার উদ্ধারার্থে গ্রীক দেশের অধিকার পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; আর যদবধি পিতা কারাগারস্থ হইয়াছিলেন সেই পর্য্যন্ত শোকসূচক মলিন বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন; এবং পিতা পরলোকগামী হইলে পর সেই মৃত দেহ দাহ ভস্ম একটি স্বর্ণ পাত্রে পূরিয়া রাজা ডিমিত্রিয়সের স্থাপিত ডিমিত্রাইডিস্ নামে নগরে একটি সুন্দর মনোরম কবর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ঐ স্বর্ণ পাত্র রাখিলেন।

রাজা সেকন্দর শাহের অতিশয় অসহ্য তুমুল সংগ্রামের দ্বারা আশিয়া দেশে যেমন বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল, অনুমান করি মাসিডন দেশে তাহার অধিক বিপত্তি ঘটিতে পারে। রাজা সেকন্দর শাহ পিতা ফিলিপ কর্তৃক মান্য এবং মহাবংশোদ্ভব যে আণ্টিপাটর সেনাপতি, তাঁহাকে ঐ সময়ে মাসিডন রাজ্যের কর্তৃত্ব ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ সেনাপতি রাজমাতা অলিম্পি-

সের অধিক অহঙ্কারিত্ব স্বভাব দেখিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া থাকিতে অত্যন্ত প্রমাদ গণিত হইলেন; কেননা যদি রাজ্ঞীকে কিঞ্চিৎ তুচ্ছ করিয়া কর্ম্ম করি তবে রাজা কোপান্বিত হইবেন, এ উভয়ই দুঃসাধ্য হইল! পরে রাজা সেকন্দরের কাল প্রাপ্তি হইলে তিনি আরো প্রমাদে পড়িলেন, এবং গ্রীক দেশীয় লোকেরা মাসিডনীয় সৈন্যদিগের আপন নগরহইতে বহিষ্কৃত করিলে পর আণ্টিপাটর কোন২ লোকদিগের সহিত সন্ধি করিয়া বশীভূত করিলেন, ও কোন২ লোকদের শাসনদ্বারা বাধ্য রাখিয়া আপন সৈন্য রক্ষা করিলেন। এবং আথেন্স লোকদিগের সহিত সন্ধিপত্র প্রার্থনা করাতে তাহারা এই উত্তর করিল, যে তুমি আমাদিগের অধীন না হইলে সন্ধি হইতে পারিবে না। এ কথা শুনিয়া আণ্টিপাটর কোন কৌশলদ্বারা এমন এক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন, যে আপন সমস্ত বিপদহইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইলেন; এবং আথেন্স দেশীয় লোকেরা সন্ধিবিষয়ে আণ্টিপাটরের উপর যে নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিল, এইক্ষণে ঐ নিয়ম বিপরীত হইয়া তাহাদিগের উপরে স্থাপিত হইল। অনন্তর আণ্টিপাটর আত্মমরণের প্রাক্‌কাল বিবেচনা করিয়া মাসিডন রাজ্যের শাসন পালনাদি কর্তৃত্ব পদ আপন পুত্রকে না দিয়া সকলের মধ্যে প্রাচীন পলিপর্কন নামে সেনাপতিকে সমুদয় কর্তৃত্ব ভার প্রদান করিলেন, এ প্রকারে আত্মপরিবারের বৃদ্ধি না করিয়া সর্ব্বতোভাবে রাজ্যের উন্নতি করিয়া কালপ্রাপ্ত হইলেন।

ঐ পলিপর্কন নামক প্রাচীন সেনাপতি কিছু নির্বুদ্ধি ও চঞ্চল, এবং বক্র স্বভাব বিশিষ্ট; কিন্তু সেকন্দরশাহ নামে তাহার পুত্র তিনি ইহার অপেক্ষা বরং গুণ বিশিষ্ট। তাঁহারা রাজ্ঞী অলিম্প্যাসকে মাসিডন দেশে আনাইলে পর ঐ ধূর্ত্ততাশালি অলিম্প্যাস অযুক্ত শাসনের দ্বারা ও নিত্য২ শাসন পরিবর্ত্ত করাতে সমুদয় প্রজাদিগকে নানা ক্লেশেতে ক্লিষ্ট করাইতে লাগিলেন, এবং পলিপর্কন্ সেনাপতি সর্ব্বতোভাবে কর্তৃত্ব করত রাজদূত আরিডস

নামক ও রোক্সানাপুত্র সেকন্দরশাহ নামে রাজকুমার এই দুই ব্যক্তির নামে সমুদয় ব্যবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ আরিডস ইউরিডিসি নামে আপন ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তদনন্তর এক সময় রাণী অলিম্পাসের সহিত ও ঐ ইউরিডিসির সহিত ঈর্ষাঈর্ষি হওয়াতে দ্বন্দ উপস্থিত হইল, তাহাতে পলিপর্কন সেনাপতি রাণীর পক্ষপাতী ছিলেন, এবং আণ্টিপাটরের পুত্র কাসাণ্ডর ইউরিডিসির সাহায্য করিয়াছিলেন।

একদা মাসিডন দেশে প্রজাতে২ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে যখন উভয়পক্ষের প্রধান দুই স্ত্রী লোক রণভূমিতে গিয়া আপন২ উভয় দলেতে মিশ্রিত হইয়া আক্রম পূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিল; তৎকালীন রাণী অলিম্পাস বিপক্ষসৈন্য সম্মুখে উপস্থিতা হইলে পর বৈরিসৈন্য সকলে রাজ লক্ষণাক্রান্তা সম্মুখাগতা রাণীকে দেখিয়া রাজা ফিলিপের মহিষী এবং রাজ সেকন্দরশাহের মাতা এই বোধ হওয়াতে তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, যে আমরা কাহার সহিত যুদ্ধ করি। ইং বলিয়া কম্পকম্পান্বিত কলেবর হওত অস্ত্রশস্ত্রাদি সমস্ত ত্যাগ করিল এবং অভাগাবতী ইউরিডিসিকে স্বামীর সহিত ত্যাগ করিয়া রাণীর শরণাপন্ন হইল; তখন নিষ্ঠুরাচারিণী রাণী তাহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই কিছু কাল কারাতে বদ্ধ রাখিয়া পশ্চাৎ প্রাণদণ্ড করিল।

তদনন্তর কাসাণ্ডর সেনাপতি এই সকল সমাচার পাইয়া সসৈন্য সুসজ্জীভূত হইয়া মাসিডন দেশে আশু উপস্থিত হইলেন, তখন রাণী অলিম্পাস অতিশয় ভীতা হইয়া সমুদ্রতীরস্থ উচ্চ২ প্রাচীর বেষ্টিত পিডনা নামে নগরেতে পলায়ন করিলেন। এ কথা কাসাণ্ডর জানিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া ডেঙ্গাপথে সৈন্যের দ্বারা ও জলপথে জাহাজের দ্বারা ঐ নগরের চারি দিক্ বেষ্টন করিলেন। তাহাতে ঐ নগরস্থ লোকদের এই মত অত্যন্ত দুরবস্থা হইতে লাগিল, যে রাণী সপরিবারে অশ্বমাংস ভোজন করত ক্ষুধা-

নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন ; এবং সৈন্য সামন্তেরা শবমাংস ও হস্তি সকল ও করাতের গুঁড়া প্রভৃতি আহার করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল। এমন হইলে রাণী পলিপর্কন সেনাপতির সাহায্য করিতে যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাকে কাসাণ্ডর বদ্ধ রাখিয়া রাণীর সকল ভরসা নির্মূল করিলেন ; অতএব সুতরাং সৈন্যের সহিত রাণী কাসাণ্ডরের হস্তে পতিত হইতে হইল. এইরূপে কাসাণ্ডর অল্প দিনের মধ্যে মাসিডন দেশ হস্তগত করিয়াছিলেন

তদনন্তর মাসিডনীয় রাজ সভাস্থ লোকেরা রাণী অলিম্পিয়াসের নামে দোষবিষয়ক আভাস গ্রাহ্য করিয়া তাঁহার কোন নিবেদন বাক্য না শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ দণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে কাসাণ্ডর সেনাপতি তাঁহাকে একখানি জাহাজ দিয়া আথেন্স দেশে পলায়নার্থে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু রাণী ঐ মন্ত্রণাতে স্বীকৃতা না হইয়া রাজসভাতে কিছু আত্ম বিষয়ক কথা জানাইতে প্রার্থনা করাতে সভাস্থ লোকেরা রাণী কর্তৃক নিহত ব্যক্তিদিগের বন্ধু বান্ধবের হস্তে ঐ রাজ্ঞীকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর রাণী রোক্সানা এবং তৎপুত্র সেকন্দরশাহ উভয়ে আম্ফিপলিস নগরেতে কাসাণ্ডর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ঐ নগরে অন্যান্য সামান্য প্রজার ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে কাসাণ্ডর তাহাদিগের এক নির্জন দুর্গমধ্যে স্থাপিত করিয়া যখন দেখিলেন, যে মাসিডন লোকেরা তাহা বিস্মৃত হইয়াছে, ঐ সময় তিনি তাহাদিগকে বধার্থে আজ্ঞা দিলেন, এবং তিনি আপন রাজ্যরক্ষক উপাধি পরিবর্ত্ত করিয়া রাজা নামে বিখ্যাত হইলেন।

ঐ কাসাণ্ডর সেনাপতি আত্ম অভিলাষ পূর্ণ করিতে রাজ মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ রাজ মুকুট কেবল অসুখের কারণ কণ্টক স্বরূপ হইয়াছিল, কেননা চতুর্দ্দিকে কালসর্পের ন্যায় শত্রু সকল তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। সে যাহা হউক পশ্চাৎ তিনি স্থির রাজলক্ষ্মী ও শ্রীযুক্ত নির্যুক্ত রাজ্য করিলেন, এবং উচ্ছিন্ন দেশ সকল পুনঃ

স্থাপন করিয়া ইপাইরস রাজ্যের সহিত মাসিডন রাজ্যের মিলন করিলেন। আর আশিয়া দেশাধিপতি আণ্টিগণশকে জয় করিলেন, এবং ইটালি নামে ও ইলিরিয়া নামে দুই নগরকে আত্ম বশীভূত করিলেন, ও পেলোপোনেশস্ নামে দেশ জয় করিয়া রাজা কাসাণ্ডর নিষ্কণ্টকে মাসিডন রাজ্য ভোগ করত পর লোক প্রাপ্ত হইলেন। পরে ঐ রাজার কাল প্রাপ্তি হইলে পর আণ্টিপাটর নামে ও সেকন্দরশাহ্ নামে তাঁহার দুই পুত্র পিতৃরাজ্য লইয়া বিবাদ করিতে লাগিলেন, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ইপাইরস দেশাধিপতি রাজা পিরস্‌কে এবং আণ্টিগণশের পুত্র ডিমিত্রিয়সকে আপন সাহায্যার্থে আনাইলেন; তাহাতে উপকার করা দূরে থাকুক, আরো রাজা ডিমিত্রিয়স রাজকুমারদ্বয়কে বিনাশ করিলেন। এমন হইলেও মাসিডনীয় লোকেরা এই অপরাধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে মাসিডন দেশাধিপতি করিলেন।

পরে রাজা ডিমিত্রিয়স শত্রু কর্ত্তৃক উপক্রুত আপন দেশের প্রতিকার না করিয়া গ্রীক দেশ ও ইটালি দেশ ও ইপাইরস এবং থ্রেস এই চারি দেশের প্রতি আক্রম করিলেন, এবং ক্রমে২ সুখভোগ ও আত্মশ্লাঘা এবং প্রবল অহঙ্কার এই সকলেতে অবিরত রত হইতে লাগিলেন। তাহাতে মাসিডনীয় লোকেরা বিরক্ত হইয়া দুর্গাশ্রয় করিল; এবং তাঁহাকে মাসিডন দেশহইতে দূর করিয়া ইপাইরস দেশীয় রাজা পিরসকে রাজসিংহাসনোপবিষ্ট করাইলেক, এই প্রকারে পূর্ব্ব কালীন মাসিডন রাজ্যের সহিত মিলিত যে পাইরস দেশ, সেই দেশের সহিত এইরূপে মাসিডন রাজ্য মিলিত হইল।

পরে কিছু কাল বিলম্বে থ্রেস দেশাধিপতি কর্ত্তৃক রাজা পিরস স্বপদচ্যুত হইয়া দেশ বহির্ভূত হইলেন। পরে ঐ থ্রেসীয় রাজার পারিষদগণে পরস্পর অপ্রণয়েতে ভিন্ন২ দল হইয়া অশেষ বিবাদ করাতে গুপ্তরূপে এক জনের প্রাণ বিয়োগ হইল, এবং এক দলস্থ লোকেরা

রাজা সিলুকসের আশ্রয় লইল; তাহাতে তিনি মাসিডন দেশ ও গ্রীক্ দেশ এবং অন্যান্য দেশ আপন দেশের সহিত যোগ করিতে ইচ্ছা করিলে পর, রাজা লিসিমাকস সসৈন্য সিলুকসের সহিত সংগ্রামার্থী হইয়া ফ্রিজিয়া দেশের প্রান্তভাগে গমন করিলেন। তাহাতে রাজা সেকন্দরশাহের সেনাপতির মধ্যে জীবৎমান এই দুই জন মহাবল পরাক্রান্ত বীরেতে ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল; কিন্তু অবশেষে রাজা লিসিমাকসের সৈন্য ছিন্নভিন্ন হওয়াতে আপনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন রাজা সিলুকস জয়ী হইয়া হেলিস্পণ্ট্ নামে নদী উত্তীর্ণ হইয়া লাইসিমাখ্যা নগরেতে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে টলমি শিরানস্ নামে ঐ নগরাধিপতি সিলুকসকে বিনাশ করিয়া মাসিডন দেশে অভিষিক্ত হইলেন। পরে ফরাশিস্ দেশহইতে তিন লক্ষ লোক আর২ দেশে যাইতেছিল, ইতোমধ্যে তাহার এক দল মাসিডন দেশে প্রবেশ করিলে পর তাহারা ঘোরতর কঠিন যুদ্ধের দ্বারা রাজা টলমিকে বধ করিল, তাহাতে মাসিডনীয় লোকেরা ঐ রাজা টলমির ভ্রাতা মেলেগরকে হঠাৎ সিংহাসনস্থ করাইলেন বটে, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাকে ক্ষমতাশূন্য জানিয়া দুই মাসের পর পদচ্যুত করিয়া রাজা কাসাণ্ডরের পৌত্র আণ্টিপাটরকে রাজ মুকুট প্রদান করিল। তিনি পঞ্চচত্বারিংশৎ দিবস রাজ্য করিয়াছিলেন। পরে শসটেনিস্ নামে সেনাপতি অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ফরাশিসদিগকে জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তদনন্তর আর এক দল আসিয়া তাঁহাকে সৈন্য সামন্তের সহিত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল।

রাজা শসটেনিসের পরলোক প্রাপ্তি এবং ফরাশিস লোকদের মাসিডন দেশ ত্যাগ হইলে পর রাজা ডিমিত্রিয়সের পুত্র আণ্টিগণস গনাটস নামে মাসিডনাধিপতি হইলেন। অনুমান হয় তাঁহার ধৈর্য্য ও যথার্থ রূপে শাসন পালনের দ্বারা মাসিডনীয় লোকেরা চির সুখী হইতে পারিত, কিন্তু রাজা পিরসের পুত্র সেকন্দরশাহ

পিতৃরাজ্যের দাওয়া করিলে পর মাসিডনীয় লোকেরা তাহার উজ্জ্বল সাহসের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তৎপক্ষপাতী হইলেন। এপ্রকার দেখিয়া ঐ সুশীল রাজা আণ্টিগণস রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গ্রীক দেশে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু এমন হইলে ডিমিত্রিয়স নামে তাঁহার পুত্র ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিজ বাহু বলেতে ঐ সেকন্দরশাহকে দূর করিয়া পিতাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনস্থ করাইলেন। পরে রাজা আণ্টিগণস চতুস্ত্রিংশৎ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

রাজা আণ্টিগণস পরলোকগামী হইলে পর দ্বিতীয় ডিমিত্রিয়স নামে যুবরাজ রাজকুমার রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হওত পিতার সদৃশ দীনদয়ালু হইয়া সুখেতে প্রজাপালনাদি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সংগ্রামে পিতৃতুল্য উৎকট বিক্রম ছিল না। তিনি অত্যল্প কাল রাজ্যভোগ করিয়া কাল প্রাপ্ত হওয়াতে প্রজাগণেরা শোকানলেতে দগ্ধচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা নয়ন জলেতে অভিষিক্ত হইত। সে যাহাহউক, পশ্চাৎ তাঁহার ভ্রাতা আণ্টিগণস ডোসন নামে তৎপদস্থ হইলেন। তিনি অতিশয় যোদ্ধা এবং রাজনীতি বিষয়ে বিজ্ঞতম, তাঁহার শাসন পালনেতে মাসিডন দেশ অনুপম পরম শোভাযুক্ত হইল। এক সময় তিনি স্বদেশ রক্ষা নিমিত্তে যুদ্ধেতে প্রাণত্যাগ করিলেন, ঐ মরণকালে বিনয়োক্তিদ্বারা সৈন্য সেনাপতিদিগের আপন ভ্রাতৃপুত্র ফিলিপের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতে কহিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন।

রাজা আণ্টিগণসের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতৃপুত্র ফিলিপ নামে পিতৃব্য রাজ্যেতে অভিষিক্ত হইলেন; তিনি সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রান্ত হইয়াও তত্রাপি অত্যন্ত প্রবীণ ও প্রিয়ম্বদ এবং দানশীল আর রাজকর্ম্মেতে সর্ব্বদা মনোনিবিষ্ট ছিলেন; পশ্চাৎ রুমী লোকেরা বলেতে ছলেতে এবং কৌশলেতে তাঁহার এমন অধঃপতন করিয়াছিল, যে তাহাতে তাঁহার আপন কনিষ্ঠ পুত্র ডিমিত্রিয়সকে রুম নগরে

বন্ধক স্বরূপ পাঠাইতে হইল। আর মাসিডন দেশের পূর্ব্বকালীন সীমা ব্যতিরেকে সাকল্য দেশ ও যুদ্ধের জাহাজ আর এক সহস্র তোড়া মুদ্রা তাহাদিগকে দিতে স্বীকৃত হইলে তবে তাহারা ডিমিত্রিয়সকে পাঠাইয়া দিল; সেখানে তাহাদের সহিত পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ হইয়াও ডিমিত্রিয়সের সঙ্গে উভয়ত আত্মীয়তা হইয়াছিল।

ঐ যুবরাজ রাজকুমার ডিমিত্রিয়স বড় প্রিয়তম ও প্রিয়হৃদ এবং উদার ছিলেন, তিনি আপন পিতা ফিলিপের উপর রুমী লোকদিগের ক্রোধ সম্বরণ করাইতে চেষ্টিত ছিলেন, তাহাতে রাজা ফিলিপ কর্ণেজপদিগের কাণ ফুসলানিদ্বারা বিপরীত বুদ্ধিতে ডিমিত্রিয়সকে রুমী লোকদের স্বপক্ষ জানিয়া চিন্তমালিন্য করিলেন, তাহাতে ফিলিপের উপপত্নীজাত পর্শিয় নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনি পিতৃরাজ্য লোভ করিয়া স্বাভাবিক ধূর্ত্ততা ও ক্রূরতা এবং হিংসুকতাদ্বারা ডিমিত্রিয়সের উপর পিতার আর ও অধিক ক্রোধ জন্মাইতে সর্ব্বদা পুষ্টিপূরক ছিলেন। পরে এক সময় রাজা ফিলিপ রুমী লোকদের আজ্ঞা ব্যতিরেকে মারনিয়া নামে নগর লুঠ করিলে পর রুমীরাজসভাস্থ লোকেরা বিবরণ জ্ঞানার্থে ফিলিপকে আহ্বান করিলেন; তাহাতে তিনি নিজদোষ মার্জনা নিমিত্ত আত্ম আত্মজ ডিমিত্রিয়সকে প্রেরণ করিলেন, সেখানে ঐ যুবরাজ পিতৃদোষ জ্ঞাপক আদাসিত পত্র পাঠ শুনিয়া বাক রহিত হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় রহিলেন; তাহাতে সভাস্থ লোকেরা রাজ অনুমতিদ্বারা ফিলিপের প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া গ্রাহ্য করত সন্ধিপত্র নিষ্পত্তি করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন; এবং তাহাতে এই লিখিলেন, যে এতদ্বিষয়ে কেবল পুত্রের অনুরোধে রাজা ফিলিপ ক্ষমাপন্ন হইলেন।

এমন২ বিষয় ও রাজা ফিলিপের আহ্লাদের প্রতি কারণ হয় নাই, কেননা সর্ব্বদা তাহার অন্তঃকরণে এই চিন্তা ছিল, যে পাছে রুমী লোকেরা ডিমিত্রিয়সকে নিজ দেশের প্রতি ঔদাস্য জন্মাইয়া আপন২ প্রতি প্রেম জন্মাইতে চেষ্টা করে, এই সন্দেহরূপ অগ্নি

পর্শিষের কুমন্ত্রণারূপ কাষ্ঠ পাইয়া ক্রমে২ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল; যে হেতুক পর্শিষ সদৃশাক্ষরের দ্বারা ছলেতে ডিমিত্রিয়সের তাবৎ অভিপ্রায় সম্বলিত কএক খানি পত্র রুম দেশে পাঠাইতে লিখিল, তাহাতে কোন প্রকারে ঐ সকল পত্র রাজা ফিলিপ পাইয়া দুষ্ট প্রবঞ্চক কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া ক্রোধেতে আপন পুত্র ডিমিত্রিয়সকে ভৃত্যের দ্বারা ধরিয়া আনিয়া পরে সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর কিছু কাল বিলম্বে রাজা ফিলিপ পাপিষ্ঠ পর্শিষের ঐ সকল কপটতা ও প্রবঞ্চনাতে অনর্থক পুত্রবিনাশ করণ জানিয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হওত উন্মাদতুল্য হইয়া অল্প দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজা ফিলিপ মরণকালে যদ্যপিও ডিমিত্রিয়সের পুত্র আণ্টিগর্ণসকে রাজ্যে অভিষেক করাইতে মাসিডনীয় লোকদিগকে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তত্রাপি পর্শিষ রাজসিংহাসনস্থ হইয়া কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম কাল্পনিক ধর্ম্মাচরণ ও সভ্যতা এবং ন্যায্য ব্যবহার করত প্রজাপালনাদি করিতেন, এবং আত্মদয়া ধর্ম্ম প্রকাশ করণার্থে নিত্যং বিচারস্থানে বসিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক মীমাংসাদি করিতেন। আর তাঁহার পিতার সহিত রুমি লোকদের যে সন্ধিপত্র ছিল তাহা স্থির করণার্থে এবং আপনাকে মাসিডন দেশের রাজা হওন স্বীকার করণার্থে বিনয় পূর্ব্বক দূতদ্বারা রুম দেশে এক পত্র পাঠাইলেন, আর তাহাতে লিখিলেন, যে এমন হইলে আমি বন্ধু হইয়া অনুমতি ব্যতিরেক কোন যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত হইব না, তাহাতে রুমী লোকেরা তাঁহাকে রাজা করিতে এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতা করণে স্বীকৃত হইলেন।

ঐ রাজা পর্শিষের তাবৎ ক্রিয়াই কৃপান্বিত ছিল; তিনি গ্রীক দেশ রুমী লোকদের স্বাধীনতার বহির্ভূত করণার্থে যে প্রকার বাক্চাতুরী ও গুপ্ত পৈশূন্য এবং কপটতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তাহাতে গ্রীক দেশের তাবৎ রাজা তাঁহার পক্ষে হইয়াছিল। আর তিনি দশ বর্ষ বিতরণোপযুক্ত যুদ্ধযোগ্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ও ত্রিংশৎ

সহস্র পদাতিক সৈন্য এবং পঞ্চসহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন; তাহাতে রুমী লোকেরা এই সকল অনুসন্ধান পাইয়া পর্শিষের নিকটে ইহার বিশেষ সমাচার জানিতে কএক জন দূতকে প্রেরণ করিলেন। তখন রাজা পর্শিষ তাহাকে প্রাচুর্য্য ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য প্রযুক্ত অবিচার্য্য কদর্য্য উৎকট কটু কাটব্য বলাতে ঐ দুই জাতিতে বিজাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

তদনন্তর রুমী লোকেরা লিসিনিয়স্ ক্রাশস্ নামে ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে ঐ সেনাপতি রাজা পর্শিষ কর্ত্তৃক জিত হইলেও মাসিডনীয় লোকেরা বশীভূত না হওয়াতে সন্ধিপত্রাদি দিতে স্বীকৃত হন নাই। ঐ যুদ্ধ তিন বৎসর ব্যাপিয়া হইলে পর রুমি লোকেরা ঐ সেনাপতিকে অসন্তুষ্ট হওয়াতে দূর করিয়া পলস্ ঈমিলিয়ান নামে সভাস্থ এক জন প্রধান লোককে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। পশ্চাৎ ঐ সেনাপতি বিক্রম পূর্ব্বক আক্রম করিয়া রাজা পর্শিষকে এনিপিয়ুস্ নামে নদী তীরস্থ ব্যূহহইতে দূর করিলেন; তখন তিনি প্রাণভয়ে পলাইয়া পিডনা নামে নগরে রহিলেন; তাহাতে সে স্থানেতেও উভয় পক্ষ সৈন্য সেনাপতিতে ঘোরতর সমর আরম্ভ হওয়াতে মাসিডনীয় লোকদের বিস্তর সৈন্য সামন্তাদি রণশায়ী হইল, তাহাতে রাজা পর্শিষ পলায়ন করিয়া পালা নামে মাসিডন দেশের প্রধান নগরেতে কিছু দিন থাকিয়া পশ্চাৎ সামথ্রেস নামে উপদ্বীপ কাষ্টর ও পলক্স নামক দেবতার মন্দির আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

তদনন্তর রাজা পর্শিষ পৃথিবীস্থ সাকল্য লোক কর্ত্তৃক ত্যাজ্য এবং সৈন্য সামন্ত বন্ধুবান্ধবাদি বিহীন, আর আত্মরক্ষাবিষয়ে উপায়াদি রহিত হইয়া, আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র ফিলিপের সহিত রুমী লোকদের হস্তগত হওয়াতে তিনি দীনহীন ক্ষীণের ন্যায় রুমি লোকদের অধ্যক্ষ ইমিলিয়স্ নামকের চরণধারণ পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন ইমিলিয়স্ অহ-

ক্কার প্রকাশক কুরাকোর দ্বারা কহিতে লাগিলেন, যে ও রে অভাগা ধিক্২ তোরে ধিক্ থাকুক, কেননা আপন অদৃষ্টের উপর দোষ প্রকাশ না করিয়া স্বয়ং বুদ্ধিতে আপনি দুষ্ট হইয়া কেন অধমতা প্রকাশ করিলি? আর রুমি লোকদের অনুপযুক্ত শত্রু হইয়া আমার দিগ্বিজয়ি মহিমার ত্রুটি কেন জন্মাইতেছিস? ভাল, এইক্ষণে তোর ভয় নাই, কোন রুমি লোকেরা তোর প্রাণদণ্ড করিবে না। এই কথাতে সাহস জন্মাইয়া হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক উঠাইলেন। পরে উচ্চৈঃস্বরে জয় ধ্বনি পূর্ব্বক তাঁহাকে রুম নগরে পথের দ্বারা গমন করাইয়া লইয়া গেলেন, শেষে তাঁহাকে নিবিড়ান্ধকার কারাতে বদ্ধ রাখাতে ঐ রাজা পর্শিষ আপনাকে ধিক্কার দিয়া স্বেচ্ছাধীন অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি জীবৎমান থাকিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফিলিপের কাল প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সেকন্দরশাহ এক সূত্রধর সমীপে ছুতারের বিদ্যা অভ্যাস করিতেন, কিন্তু পরে সভাস্থ লোকের মধ্যে এক জন মুহুরী হইয়াছিলেন।

তদনন্তর পলইস মিলিয়স্ নামে সেনাপতি মাসিডন দেশীয় লোক স্বাধীন আছে ইহা স্বীকার করিয়াও তত্রাপি তিনি ঐ রাজ্য চারি খণ্ডেতে বিভক্ত করিয়া তদ্দেশস্থ বিশিষ্ট বংশজাত যুবাপুরুষদিগের দেশান্তর দূর করিয়া এক রাজ্যের লোকের সহিত অন্য রাজ্যের লোকদিগের পরস্পর বন্ধুত্ব না থাকে এমন আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, এবং নূতন২ নানা ব্যবস্থা স্থাপিত করিলেন। আর সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্যাদি হস্তগত করিয়া স্বর্ণ রূপ্যাদির আকর স্থান সকল খনন করিতে নিষেধ করিলেন; অতএব বোধ হয় ঐ দেশ যে পরাধীন নহে সে কেবল নামমাত্র ছিল, কিন্তু যথার্থ রূপে তাঁহারা নিতান্ত রুমি লোকদের আয়ত্তের মধ্যে ছিলেন।

তদনন্তর আন্ত্রিস্কশ নামে এক জন কল্পিত রাজা পর্শিষ রাজার সিরেথেসা নামে উপপত্নী জাত পুত্র বলিয়া আপন পরিচয় দিয়া মাসিডন দেশে উপস্থিত হওত ফিলিপ নামে বিখ্যাত হইয়াছি-

লেন, তাহাতে তদ্দেশস্থ লোকেরা যে তাঁহাকে গ্রাহ্য করিয়াছিলেন ইহা কিছু বড় আশ্চর্য্য বোধের বিষয় হয় না। সে যাহা হউক পরে ঐ ছদ্মবেশি রাজা পর্শিষের ভগিনীপতি সিরিয়া দেশ নিবাসি ডিমিত্রিয়স্ সোটর নামকের নিকটে গমন করিলে পর ঐ ব্যক্তি রুমি লোকদের অতিশয় কঠিন শাসন প্রযুক্ত ভয়েতে তাঁহাকে রুমি লোকদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তি কোন প্রকারে তথাহইতে পলায়ন করিয়া গ্রেস দেশে উপনীত হইলেন। পরে তিনি সেখানহইতে আহরণ পূর্ব্বক কতক গুলিন সৈন্য সামন্ত লইয়া মাসিডন দেশে প্রবেশ করত আক্রম পূর্ব্বক বাহু বলেতে ঐ দেশ করতলস্থ করিলেন; তিনি অতিশয় যোদ্ধা ও সাহসিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার খলতা ও কৃপণতা প্রায় রাজা পর্শিষের মত ছিল; এবং ঐশ্বর্য্যশালী হইলে অহঙ্কারে ত্রিভুবনকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেন আর দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে দীনহীন ব্যক্তির ন্যায় থাকিতেন, এ প্রযুক্ত অহঙ্কারে অন্ধীভূত হইয়া অবিবেচনা পূর্ব্বক রুমি লোকদের সহিত মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে ঐ রণে পরাভব হওয়াতে সেখানে বদ্ধ হইয়া মিটালস নামে রুমি সেনাপতির জয়যাত্রার শোভা করিলেন, এ প্রকার যুদ্ধাদি হইলে তাহারা মাসিডন দেশ রুম রাজ্যের সহিত ভুক্ত করিলেন। পরে কএক জন লোক ঐ রাজ্য অধিকার করিতে সচেষ্ট হইলে রুমি লোকেরা তাহাদিগকে অনায়াসে দমন করিয়া সুখেতে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল।

উপদেশ কথা।

মাসিডন দেশীয় ফিলিপ নামক রাজার উপাখ্যানে লিখিত আছে, যে ঐ রাজা যৌবন কালে বিদ্যা শিক্ষার্থে থীবস দেশায় ইপামিনন্ডস নামে বিখ্যাত এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া

ছিলেন। তদ্দ্বারা এই উপদেশ প্রকাশ পাইতেছে, যে ছাত্রেরা উত্তম বিষয়ে কি উত্তম অভিপ্রায়ে মনকে লওয়াইতে নিপুণ এমন এক জন অধ্যাপক যদি প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাদের অবশ্য পরমভাগ্য করিয়া মানিতে হয়। কিন্তু তথাপি ঐ ফিলিপ রাজা অল্প দিনও আপন কুস্বভাব গুপ্ত রাখিতে পারেন নাই, কারণ তিনি সদুপদেশকে স্মরণে ... না দিয়া কেবল ঐশ্বর্য্যাভিলাষ পূরক যে শিক্ষা তাহাই স্মরণে রাখিতেন। আর শুন ঐ রাজার যে রূপ অধ্যবসায় ও সাহস ছিল, তাহা যদি সৎকর্ম্ম করিতে আমাদের ঘটিত, তবে মঙ্গলের বিষয় হইতে পারিত। কেননা দেখ, তাঁহার অসাধ্য দায় সকল এবং অধিক প্রবল বৈরি সমূহ থাকিলেও ক্রমেতে তাবৎ বাধা উত্তীর্ণ হইয়া চলিলেন। অতএব তাঁহার যে এরূপ অসীম সাহস ও অধ্যবসায় তাহা আমাদের প্রশংসনীয় বটে; কিন্তু তাহার ব্যবহার যে কেবল ছল ও কপটতাতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহাতে আমাদিগের দোষারোপণ করা উচিত। ফলতঃ তিনি করিতেন কি না ছদ্মবন্ধু তুল্য হইয়া আপন প্রতিবাসিদিগের বিবাদও দ্বেষ্যদ্বেষীয় ভাব ভঞ্জন ছলেতে তাহাদিগকে আপন বশেতে এক প্রকার দাস করিয়া রাখিতেন। আর এই রূপ নীতি চলিত হওয়াতে এক সময়ে অনেকং জ্ঞাতি বন্ধু প্রতিবাসি লোকেরা নিজমঙ্গলে অজ্ঞপ্রযুক্ত পরস্পর বিবাদ করিয়া ঐ রাজার সদৃশ কপটি এক জনকে মধ্যস্থ মানিলে সে ব্যক্তি আসিয়া ছলেতে উভয়েরই সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া যায়। অতএব এরূপ ছল ও কপটতা আমাদের অবশ্য দূষ্য বটে। আর এই একটি বিষয় আমাদের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য, যে শুভদায়ক যোগাযোগ ব্যতিরেক কেবল বলেতে ঐ রাজার এরূপ উন্নতি হয় নাই, কেননা দেখ যে কোনো ইতিহাস হউক সর্ব্বত্র এমন প্রমাণ সিদ্ধ আছে, যে মনুষ্যদের অতিবড় তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইলেও পরমেশ্বরের অনুমতি ব্যতিরেক কখন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। আর ইহাও অবশ্য মানিতে হয়, যে এই ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগৃহীত কিনা ইহা কেবল বাহ্য বিষয়

দর্শনে জানা যায় না। তাহার সাক্ষী দেখ, ঐ রাজা পরমেশ্বরকে তুষ্ট করিতে না জানিলেও তথাপি তাঁহার চেষ্টা সকল ফলবান্ হইয়া উঠিল, এবং অতুল্য ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রম হইল, কিন্তু তৎকালে অনেক২ প্রকৃত ঈশ্বর সেবকেরা নিজ২ চেষ্টার নিষ্ফলত্ব পাইয়া অশুভবিষয়ে ও দুঃখসাগরে মগ্ন হইল। আর ও দেখ, যেমন অগ্নি সমূহেতে রাশি২ কাষ্ঠ প্রদান করিলে সে নির্ব্বাণ না হইয়া আরও অধিক প্রজ্বলিত হয়, তেমনি মনুষ্যদের অভিলাষ অসংখ্য২ ঐশ্বর্য্য পাইলেও তথাপি নিবৃত্তি পায় না। তাহার প্রমাণ দেখ, লিখিত আছে যে ঐ রাজা সমুদয় গ্রীক দেশ জয়করিলে আশিয়া দেশের জয়েতে মানস করিলেন। অতএব পরমেশ্বর যাহা দেন তাহাতেই যেন আমাদের মন সন্তুষ্ট থাকে, সেই আমাদের পরম লাভ। সে যাহা হউক, কিন্তু অজেয় এবং অতর্পণীয় যে এক জন জয়কারি মৃত্যু আছে, তাহার অস্ত্রধারেতে পৃথিবীস্থ তাবৎ জয়িলোকদিগের ও অবশ্য পরাস্ত মানিতে হয়; কেননা দেখ ঐ রাজা আপনার২ হস্তগত দেশের মধ্যে এক জন ক্ষুদ্র লোকের অস্ত্রেতে ঐ মৃত্যুর হস্তগত হইলেন।

এই ক্ষণে রাজা সেকন্দরশাহের চরিত্রবিষয় আমাদিগের কিছু লেখা উচিত। ঐ সেকন্দরশাহ সদ্গুণ নিমিত্ত ব্যতিরেক কেবল দিগ্বিদিগ্ জয়প্রযুক্ত মহা নামে বিখ্যাতএকজন প্রধান রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার যে রূপ আক্রমণের গতি ছিল সে প্রায় তুফানের তুল্য, অথবা বন্যাসদৃশ, কেননা বন্যা যেমন প্রথমে অল্পজল আসিয়া বহিতে২ শেষে ক্রমে২ বাড়িয়া অথাই জল হইয়া উঠে, এবং সম্মুখে যদি কোন জঙ্গলাদি থাকে তবু তাহা ছাপাইয়া সর্ব্বনাশকারি প্রচণ্ড বেগেতে সম্মুখ ভূমিতে পড়ে, তাহার ন্যায় জানিবা। আর সৎকর্ম্মে যে রূপ উদ্যোগ করিলে মহা২ যশঃ ও প্রশংসা হইত, এমন উদ্যোগে উৎসুক হইয়া প্রবল বৈরিপক্ষের প্রচণ্ড প্রতাপেতে ভয় করা দূরে থাকুক, বরং অত্যন্ত সাহস পূর্ব্বক তাহাকে দমন করিয়া ক্রমে২

সমুদয় দেশ জয় করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে শেষে পৃথিবীস্থ তাবৎ রাজা তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকিল। কিন্তু এ রূপ হইলেও তাঁহার যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের পিপাসা নিবৃত্তি হইল না। এবং নিজ পরিশ্রমের ফলও কিছু জন্মিল না, অর্থাৎ বহুবিধ পাপজন্য মনঃপীড়া হইতে এবং কামাদি ছয় রিপু হইতে মুক্ত হইলেন না। সুতরাং প্রকৃত যে সুখ তাহাপ্রাপ্তি চুলায় পড়ুক বরং তাহাহইতে প্রথম অপেক্ষাও অধিক দুরন্ত হইলেন। ফলতঃ তিনি মিথ্যা উচ্চপদাভিলাষ করিয়া তাবৎ রাজ্য করতলস্থ করিলে এবং অসংখ্য২ লোকের প্রাণদণ্ড করিলেও কামক্রোধাদি ছয় জনের দাসানুদাস হইয়াছিলেন; এই হেতুক তিনি আয়ুর্ম্মধ্যদশাতে ইন্দ্রির বশজন্য মদ্যপানেতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাতেই জানা যায়, যে আপনাকে বশীভূত করা এই প্রকৃত বীরত্বের প্রথম পাঠ পর্য্যন্ত ঐ রাজা অবগত ছিলেন না। কেননা যে ব্যক্তি ক্রোধের শাস্তা সে বীরহইতেও শ্রেষ্ঠ, আর যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমনেতে পারগ তাহাকে রাজ্যশাসনকারি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয়। সে যাহা হউক তাঁহার চরিত্র বিষয়ই বা কি? আর মরণের বিষয়ই বা কি? যিনি সমুদ্রের সীমা নিরূপণ করেন, এবং সমুদ্র তরঙ্গকে কহেন, যে তোমরা এই পর্য্যন্ত আসিবা, এমন পরমেশ্বরের যে সকলি হস্তগত, ইহা আমরা বিলক্ষণ দেখিতেছি। আর ঐ সেকন্দরশাহ প্রবল বৈরী হইলে ডারায়স নামক রাজা যে তাচ্ছীল্য করিয়া নিরুদ্বেগে ছিলেন, ইহাতে আমাদের দয়া উপস্থিত হইলেও তাহার উপরে দোষারোপণ করিতেছি। কিন্তু দেখ, আমরাও তাদৃশ পাপকে তাচ্ছীল্য করিয়া প্রতিফল পাইতেছি, কি না প্রথমতঃ পাপকে সামান্য জ্ঞানে তুচ্ছ বোধ করিলে ঐ পাপ ক্রমে২ প্রবল হইয়া মনঃসিংহাসনে বসতি ও কর্ত্তৃত্ব পূর্ব্বক মনুষ্যদের একেবারে নষ্ট করে।

ঐ আথেন্স দেশীয় মহাসুখ্যাত্যাপন্ন সুবক্তা ডিমিসটিনিসের চরিত্র বিষয় লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগের অন্য বিষয় লেখা উচিত হয় না।

কেননা বিবেচনা করিয়া দেখ, যে সকল গুণদ্বারা মনুষ্যেতে ও পশুতে ভেদ জন্মে, তাহার মধ্যে কথা কহনের শক্তি একটি প্রধান গুণ বটে। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখিতেছি এই, যে জগতের মধ্যে কথকতা গুণেতে নিপুণ একটি মনুষ্যও প্রায় পাওয়া দুর্লভ; অতএব যাহার২ বক্তৃতা শক্তি আছে তাহারা অবশ্য লোক কর্তৃক আদৃত হইয়া থাকে। আর আমাদিগেরও এ বিদ্যাতে মনোযোগ করা অতি কর্ত্তব্য, কেনন মনুষ্য সাধারণের উপকার নিমিত্ত ইহা একটি প্রধান উপায় হইয়াছে। বিশেষতঃ বুদ্ধি বিশিষ্ট জীবদিগের যে সকল সুখ, তাহার মধ্যে ভাবজ্ঞ সুবক্তাদিগের জ্ঞান উপদেশ কথা শুনা ইহা একটি প্রধান সুখের বিষয় হয়। অতএব খেদের বিষয় দেখিতেছি এই, যে জগতে যদি কেহ২ সুবক্তা হয় তবে তাহার মধ্যে অনেকে ঈশ্বরবিষয়ে সে ক্ষমতা সমর্পণ না করিয়া অপকৃষ্ট বিষয়ে নিয়োগ করে। কিন্তু ডিমস্টিনিসের যে চরিত্র, সে আমাদের মনস্তুষ্টির বিষয় বটে; কেননা তাঁহার ক্ষমতা স্বদেশ মঙ্গলার্থ ব্যতিরেক ভ্রান্তি ক্রমেও কুবিষয়ে নিযুক্তা হয় নাই। আর তাঁহার ব্যুৎপত্তি পথে অনেক২ কণ্টক থাকিলেও তথাপি তদ্বিষয়ে তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। এই প্রকারে তিনি আমাদের সাহস ও উদ্যোগজনক বিশেষ২ নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন, যে অত্যন্ত চেষ্টা করিলে বাধা থাকিলেও কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারে। আর যেমন ক্ষেত্রেতে চাস ও বীজ বপনাদি না করিয়া কৃষকদের ফসল অপেক্ষা করা মিথ্যা, তেমনি চেষ্টা ব্যতিরেক কার্য্যসিদ্ধির আকাঙ্খা করাও মিথ্যা। একারণ বিদ্যালাভার্থী হইলে তদ্বিষয়ে পরিশ্রম করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা জানিয়া ঐ ডিমস্টিনিস বহুদিনাবধি লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিরলে দৃঢ় শ্রমে অধ্যয়ন করিলেন। অতএব আমাদিগের তাবৎ ধনের মধ্যে পুস্তক গুলিনকে ও বহুমূল্য ধন করিয়া মানিতে হয়। তাহা কিছু সকল পুস্তক বলিয়া নহে, কেবল উত্তম২ পুস্তককে, যে-হেতুক মনুষ্যদিগের কুস্বভাব প্রযুক্ত ঔষধ স্বরূপ পুস্তকাদিও কাল-

কূট স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে; কেননা দেখ, অনেক২ এমন পুস্তক আছে যে যুবা লোকদের মন নষ্ট করিতে দক্ষ, তাহার মধ্যে এমন২ পুস্তক আছে যে সে সকল কাহাকর্ত্তৃক ও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ্য হইতে পারে না। আর তদ্ব্যতিরেকেও কথক গুলিন পুস্তক আছে, সে সকল উত্তম২ কবিতাতে ভূষিত হইলেও অন্তর বিষেতে পরিপূর্ণ; অতএব এই সকল পুস্তক যদি কোন ক্রমে আমাদের হস্তগত হয় তবে যেন আমরা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া সমুদ্র জলে ডুবাইয়া দেই। কেননা এই মনে করিতে হয়, যে সর্প চিত্রবিচিত্র হইলেও তথাপি প্রাণ হরণেতে কুশল বটে।

রুমরাজ্যের বিবরণ।

তদ্দেশীয় রাজাবলী।

পূর্ব্বকালে ইটালি দেশ স্যাটর্নিয়া ও ইনোত্রিয়া ও হেসপিরিয়া আর অসোনিয়া এই সকল নামে বিখ্যাত ছিল। ঐ দেশের তিন দিক্ সমুদ্রে বেষ্টিত, এবং শেষ সীমা আল্পস নামক উচ্চ পর্ব্বতদ্বারা নিরূপিত আছে। ঐ রাজ্য দীর্ঘে নয় শত ক্রোশ, কিন্তু প্রস্থে সর্ব্বত্র সমান নহে; ফলতঃ অবয়বে হাঁটু পর্য্যন্ত মনুষ্য চরণাকৃতি জানিবা।

ত্রয় দেশ উচ্ছিন্ন হইলে পর কোন ক্রমে রক্ষাপ্রাপ্ত যে ইনিয়স নামক সেনাপতি, তিনি জাহাজে উঠিয়া লাসিয়ম নামে ইটালি দেশের এক প্রদেশস্থ সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইলেন, ইহা জানিয়া তদ্দেশস্থ ল্যাটাইনস নামক ভূপতি ঐ সেনাপতিকে সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। পরে ঐ সেনাপতি রুটলাই জাতির সহিত সংগ্রামে ঐ রাজার অত্যন্ত সাহায্য করাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সহচর লোকদিগকে বসত্যর্থে কিয়ৎ ভূমি প্রদান করিলেন, এবং আপনার যে লাবিনিয়া নামে এক মাত্র কন্যা ছিল, তাহার

সহিত ঐ সেনাপতির বিবাহ দিয়া আপন উত্তরাধিকারোপযুক্ত করিলেন। একারণ ঐ ইনিয়স শ্বশুরের অবর্ত্তমানে লাসিয়ম রাজ্যাধিপতি হইয়া যথোপযুক্ত রাজশাসন করিতে লাগিলেন। এবং লোকদিগের সুস্থির করত আপন কর্ত্তৃত্ব মধ্যে যে দুই রাজ্য ছিল, তাহা মিলিত করিয়া লাবিনিয়ম নামে একটি নগর স্থাপন করিলেন। পরে এক সময় তিনি নুমিকস নামে নদীতীরে রুটলাই ও টৈরিনিয়ন এই দুই জাতির সহিত যুদ্ধ করত শত্রুদিগের প্রবলতা নিবারণ করিতে না পারিয়া ঐ নদী জলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই রূপে রাজা ঈনিয়সের কালপ্রাপ্তি হইলে পর আস্কেনিয়স জুলিয়স নামক তাহার পুত্র রাজমুকুট ধারণ করিয়া আল্বালঙ্গা নামে এক নগর স্থাপন করিলেন। তৎকালে তাহার বিমাতা লাবিনিয়া রাজ্ঞী আপন প্রসবের কাল সন্নিকট দেখিয়া বনে প্রস্থান করিলে পর সে স্থানে এক অপূর্ব্ব সন্তান প্রসব করিলেন, তাহাতে পৈতৃক নাম যোগ করিয়া বনে জন্ম প্রযুক্ত ঐ সন্তানের নাম ঈনিয়স্ সিল্বিয়স রাখিলেন। আর এই শেষ রাজার এক পুত্রের নাম জুলিয়স রাখিলেন। পরে মাসিডন দেশীয় লোকেরা আল্বা ও লাবিনিয়ম এই দুই নগর এক রাজ্য করিয়া সিলবিয়স রাজাকে অধ্যক্ষতার ভার দিলেন।

ঐ শিলবিয়স রাজার বংশক্রমে তের জন রাজা ঐ সিংহাসনাধিকারী হইলে শেষে প্রকাস নামক রাজা নুমিটরাখ্য আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঐ সিংহাসন সমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহাতে অমুলিয়স নামে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নিজবলেতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নুমিটরকে বহিষ্কৃত করত ঐ সিংহাসনস্থ হইয়া ইগষ্টস নামক পিতৃব্য সন্তানকে বধ করিলেন, এবং নুমিটর রাজার রিয়াসিল্ব্যা নাম্নী যে কন্যা ছিল, তাহাকে চিরকাল অনূঢ়া রাখিতে বাঞ্ছা করিয়া বেষ্টা নামক দেবতার সেবাতে নিযুক্তা করাইলেন। তাহাতে কোন রূপে ঐ

কন্যার গর্ভসঞ্চার হইলে তিনি নিজদোষ মোচনার্থে কহিলেন, যে মার্স নামক দেবতা বলেতে আমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন। সে যাহা হউক প্রাপ্ত সময়ে তিনি যমজ সন্তান প্রসবিতা হইলে পর অমুলিয়স রাজা নিজ আজ্ঞাতে ঐ দুই সন্তানকে দোলনা করিয়া টাইবর নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। পশ্চাৎ ঐ দোলনা ক্রমে ভাষিতেং আবেনটাইন নামক পর্বতের তলে গিয়া লাগিল। তখন ফষ্টলস নামক ঐ রাজার এক জন রক্ষক ঐ অপূর্ব সন্তান দ্বয়কে দেখিয়া লইয়া আক্কা লেরঞ্চিয়া নাম্নী নিজ পত্নীকে প্রদান করিলে পর সেই নারী নিজ সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিল।

তদনন্তর রমুলস ও রীমস নামে ঐ যমজ দুই ভ্রাতা ক্রমেং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরম্পরা কোন রূপে আপন মাতামহ নুমিটরের অনুসন্ধান পাইয়া নিজসঙ্গি গোপদিগের সহিত একত্র হইয়া আক্রমণ পূর্বক রাজা অমুলিয়স্‌কে পদচ্যুত করত ঐ নুমিটর রাজাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনোপবিষ্ট করাইলেন। পশ্চাৎ তাঁহারা যে সকল পর্বতোপরি মেষাদি চরাইতেন, ঐ স্থানে এক নগর পত্তন করিতে মানস করিলে নুমিটর রাজা তৎকর্ম নির্ব্বাহার্থে কতক গুলিন ভূমি প্রদান করিলেন, এবং নিজ প্রজাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, যে তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয় ঐ নগরে বসতি কর। এরূপ হইলে পরে কোন স্থানে নগর পত্তন হইবে এই কথার সূত্রেতে ভাইং পরস্পর কলহোপস্থিত হইয়া রিমস প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইতিহাসবেত্তারা লিখেন, যে এই দুষ্কর্ম রমুলস কর্তৃকই হইয়াছিল। সে যাহা হউক, পরে পালাটিন পর্বতোপরি নগর স্থাপিত হইয়া রমুলস কর্তৃক নির্ম্মিত প্রযুক্ত রূম নামে বিখ্যাত হইল। ঐ নগরে প্রথম এক সহস্র খড়ুয়া ঘর ছিল; এবং রমুলসের রাজগৃহ খড়ের ছাউনি শরেতে নির্ম্মিত ছিল। তখন নগরে লোক বৃদ্ধিনিমিত্তে এই আইন প্রকাশ হইয়াছিল, যে যাহারা দোষী ও দাসত্ব বিশিষ্ট এবং পূর্ব্ব-বসতিতে বিরক্ত তাহারা এই স্থানে বসতি করিলে রক্ষা পাইবে।

পরে ঐ রমুলস নগরস্থ লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, যে এখন তোমাদিগের রাজা করিতে যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে রাজমুকুট ধারণ করাও। তখন নগরবাসি তাবল্লোক একত্রে ঐক্য হইয়া সুবিবেচনাতে নগর পত্তনকারি ঐ রমুলসকে রাজ উপযুক্ত জানিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদ, ও প্রধান বিচারকর্ত্তৃ পদ, এবং প্রধান সেনাপতি পদ, এই সকল পদে নিযুক্ত করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট করাইলেন। আর তৈনাতি সেনা ব্যতিরেকে প্রজাদিগের রাজ ব্যবস্থা প্রতিপালন করায় এমন দ্বাদশ জনকে নিযুক্ত করাইলেন। ঐ বার জন দণ্ডবেষ্টিত কুঠার হস্তে লইয়া রাজার অগ্রসর হইয়া ভ্রমণ করিবেন, কারণ লোকেরা ঈদৃশ দেখিয়া যেন রাজাকে সমাদর করে; কিন্তু এরূপ হইলেও লোক সাধারণ একত্র করিতে, ও রাজসভা স্থাপন করিতে, এবং সেনাধ্যক্ষতা করিতে, আর রাজ ভাণ্ডারী নিযুক্ত করিতে, এতদ্ব্যতিরেক রাজার অন্যত্র প্রভুত্ব ছিল না।

আর রাজমন্ত্রণাকরণার্থে রুম দেশীয় প্রধানং এক শত লোক রাজ সভাবর্ত্তী ছিলেন। পরে রাজা তদুপরি এক জন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া নগরীয় প্রধান সেনাপতি অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে তৎকর্ম্ম চালাইতে আজ্ঞা করিতেন। এই সম্ভ্রান্ত সভাতে রাজা আপনি অধ্যক্ষ হইয়া বিবেচনা করাতে অধিকাংশ লোকের সম্মতি অনুসারে রাজকীয় তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। আর ইতর লোকেরা প্রতিপালিত হওয়াতে সভাস্থ লোকদিগকে পিতা জ্ঞান করিত, এই জন্যে সভাস্থলোকের নাম পিতৃলোক বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

পরে ঐ সভাস্থ লোকদের সন্তানবর্গ কুলীন নামে বিখ্যাত হইয়া সভাস্থ লোক এবং সাধারণ লোকদ্বারা রাজকীয় প্রধান২ কর্ম্মে এবং যাজন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন ইতর লোকেরা রাজ্যের তৃতীয়াংশ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল; কিন্তু রাজা কি সভাস্থ লোকেরা উহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আজ্ঞা চলিত করিতে পারিতেন না। ফলতঃ সন্ধি, কি যুদ্ধ করা, এবং বিচারকর্ত্তা বা রাজা নিযুক্ত করা, এ সকল

আত্ম ইচ্ছাধীন করিতে পারিতেন না। আর সাধারণ লোকেরা কোন দেশ আক্রমণের কথা উথাপন না করিলে রাজা কোন আজ্ঞা দিতে শক্ত ছিলেন না। আর ঐ ইতর লোক সকল স্বেচ্ছাধীন এক২ জন কুলীন লোককে নিজ২ অভিভাবক করিয়া রাখিত, তাহাতে কুলীনেরা করিতেন কি না আশ্রিতদিগের ধন ও মন্ত্রণা দ্বারা পরিতোষ করিতেন, এবং বিচারস্থানে কি অন্য স্থানে সর্ব্বত্রেতে ন্যায় পূর্ব্বক রক্ষা করিতেন; তেমনি সাধারণ লোকেরাও কুলীন লোকদিগের নানা প্রকার সাহায্য করিত। ফলতঃ তাঁহাদিগের কন্যাপত্য বিবাহকালে যৌতুক দান, ও ঋণগ্রস্ত হইলে মুক্ত করা, ও বিপদ বিনাশার্থে কোন স্থানে যাইতে হইলে তাহার সহিত গমন করা, এবং কোন কর্ম্ম করিতে সচেষ্ট হইলে কথাদ্বারা সাহায্য করা, এ সকলই করিত।

তদনন্তর রমুলস রাজা নগরস্থ তাবল্লোকদিগকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বর্ণকে নগরের প্রত্যেক অংশে বসতি করিতে দিলেন। পরে ঐ তিন অংশের প্রত্যেক বর্ণকে দশ২ দল করিয়া পুনর্ব্বার বিভক্ত করিলেন, তাহাতে এক২ দলে এক২ শত লোক গণিত হইলে প্রত্যেক দলে এক২ জন সেনাপতি, ও কিউরি নামে এক২ জন যাজক, এবং ডুয়ম্ভী নামে দুই২ জন হাকিম নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

রুম রাজ্য এই রূপে শৃঙ্খলামত স্থাপিত হওয়াতে অন্যান্য রাজ্যের অনেকেই বসত্যর্থে ঐ নগর আশ্রয় লইল; কিন্তু অধিক প্রজা হইলে যে রাজ্য চিরস্থায়ি হয় এমন বোধ হওয়াতে রমুলস রাজা মন্ত্রিদিগের সুমন্ত্রণা লইয়া সাবিন নামে কোন জাতির সহিত পরস্পর উভয়ের কন্যা আদান প্রদান ক্রমে উভয় লোকের বিবাহ হয় এমন বাসনা করিয়া তাহাদের সহিত প্রীতি করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে সাবিন লোকেরা তাহা সম্মত না হইয়া বরং নানা প্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিতে লাগিল। তখন রমুলস রাজা কহিলেন, যে ভাল

যাহা মিনতিতে না হইল তাহা বলেতে কিম্বা ছলেতে অবশ্য সিদ্ধ হইবে। ইহা মানস করিয়া নেপ্‌টন্‌ নামে রুমীয় দেবতার একটি তামসিক পূজা অতিঘটা পূর্ব্বক আরম্ভ করিলেন। তখন ঐ বহ্বারম্ভ ক্রিয়ার নৃত্য গীত খেলাদি দর্শনার্থে সাবিন লোকেরা ও অন্যান্য লোকেরা নিজ২ পত্নী ও কন্যার সহিত আসিয়াছিলেন। তাহাতে পূজা আরম্ভ হইলে পর রুমীয় যুবা লোকেরা এক২ খানি শাণিতাস্ত্র হস্তে লইয়া ঐ বিদেশিগণমধ্যে প্রবিষ্ট হওত তাহাদিগের সুন্দরী২ কন্যা সকলকে বলাৎকার পূর্ব্বক আহরণ করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

পরে শেনিনা নামে ও আণ্টেম্‌না নামে এবং ক্রেষ্টোমিনন্‌ নামে এই তিন নগরীয় লোক রুমি লোকদের ঈদৃশ কব্যবহারের প্রতিফল প্রদানার্থে সকলে ঐক্য হইয়া রুম নগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; তাহাতে রমুলস রাজা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিলেন। অনন্তর সাবিন লোকেরাও ঐ কুরীতির ফলদানার্থে ক্রোধান্বিত হইয়া রুমি লোকদের সহিত ঘোরতর সমর আরম্ভ করিয়া জয় পূর্ব্বক রুম নগর হস্তগত করিল, কিন্তু শেষে রোমান কর্তৃক হৃত স্ত্রীগণেরা মধ্যস্থ হইয়া ঐ প্রবল বিরোধ ভঞ্জন পূর্ব্বক পরস্পর এমন মিলন করিয়া দিল, যে টেশিয়স নামক সাবিন রাজা ও রমুলস রাজা এই উভয় নৃপতিতে যুক্তি পূর্ব্বক ঐক্য হইয়া সমান ক্ষমতা প্রযুক্ত এক সিংহাসনে বসতি করিল। আর ব্যবস্থা করিলেন কি না সাবিন দেশীয় এক শত লোক রুমি সভাতে বসতি করিবে, এবং নগরের নাম পূর্ব্ববৎ থাকিয়া রুমস্থ লোকেরা কিরীটি নামে বিখ্যাত হইবে। আর সাবিন দেশীয়েরা রুম নগরে বসতি প্রার্থনা করিলে তন্নগরবাসির ন্যায় কর্ম্ম করিতে পাইবে। এই রূপে উভয় জাতি মিলিত হইলে পাঁচ বৎসর গতে টেশিয়স রাজা প্রাণত্যাগ করিলে পর রমুলস রাজা পূর্ব্বমত এক সিংহাসনস্থ হইয়া শাসন পালন করিতে লাগিলেন। ঐ টেশিয়স রাজার অধিকার

কালে কুলীন ও ইতর লোকদিগের মধ্যে ঘোড় সওয়ার নামে আর এক জাতি ভর্ত্তি হইয়াছিল।

অনন্তর রাজা রমুলস বিবাহ বিষয়ে এই২ নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করিলেন, যে স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাধীন হ২ স্বামিকে ত্যাগ করিতে পারিবে না, কিন্তু স্বামী আত্মইচ্ছাতে নিজ২ দারাকে দূর করিতে পারে। আর যদ্যপি নারী ব্যভিচারিণী হয় কিম্বা স্বামিকে বিষপানাদি করাইতে ইচ্ছা করে অথবা কুলুপের চাবী নির্ম্মাণ করে, ইহার কোন বিষয়ে যদি ধরা পড়ে তবে স্বামী তাহার প্রাণদণ্ড করিতে পারে। আর এক বিধি এই, যে পিতা পুত্রের উপর সর্ব্বপ্রকারে কর্তৃত্ব করিতে পারেন। ফল সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত কি কোন পদ প্রাপ্তহইলেও বিক্রয় ও কারাগারে বদ্ধ করিতে পিতা ক্ষমতাবান্ হয়েন।

এইরূপে রমুলস রাজা অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হওয়াতে ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া স্বেচ্ছাধীন থাকিতে এবং পূর্ব্ব স্বীকৃত যে২ মন্ত্রি সম্মত ব্যবস্থা তাহা অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে সভাস্থ মন্ত্রি বর্গের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া রাজা হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। ইহাতে লোকে রাষ্ট্র হইল এই, যে রমুলস রাজা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে বোধ হয় যে সভাস্থ লোক কর্ত্তৃকই তিনি হত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক ঐ রাজা নিয়মিতাচারী ও সাহসিক এবং পরিণামদর্শী ছিলেন বটে, কিন্তু ক্রোধ ও অহঙ্কার ও শঠতাতে পরিপূর্ণ ছিলেন; অতএব এ সকল কর্ম্ম করা তাঁহারি উপযুক্ত হয়। কিন্তু সেই রাজ্য যে পশ্চাৎ এ রূপ বৃহৎ ও শ্রীমান্ হইয়া উঠিল তাহার আদি পত্তনকারী তিনি, এই জন্যে তাঁহাকে অবশ্য স্মরণে স্থান দিতে হয়।

অনন্তর রাজা রমুলসের সন্তান সন্ততি না থাকাতে দেশীয় লোকেরা উত্তরাধিকারি বিষয়ে নানা কলহ উপস্থিত করিতে লাগিল; কিন্তু শেষে ঐক্যপূর্ব্বক এই নির্ধারিত করিল, যে যাহারা রাজা মনোনিত করিবেন তাহারা নিজ দলহইতে গ্রহণ না করিয়া ভিন্ন দলহইতে রাজউপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবেন। এই রীত্যনুসারে রূমি লোকেরা

সাবিন দেশীয় নুমাপম্পিলিয়স নামক ব্যক্তিকে রাজউপযুক্ত জানিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। তখন ঐ ব্যক্তির বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর এবং তিনি যথার্থবান্ ও পরিমিতাচারী ছিলেন। আর তিনি সাবিন দেশীয় তাবৎ বিদ্যাতে ও জ্ঞানেতে অত্যন্ত পারদর্শী প্রযুক্ত ঐ রাজ্যপদ লইতে তাদৃশ প্রয়াসী ছিলেন না।

পরে ঐনুমা রাজা অনেক ২ দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নানাবিধ উৎসবের দিন নিরূপণ করিয়াছিলেন; আর কৌশলেতে লোকদিগের এমন জানাইতেন, যে তিনি ইজিরিয়া নাম্নী দেবীর বিশেষ আলাপ করণের প্রিয় পাত্র ছিলেন। বিশেষতঃ রুম দেশীয় জেনষ নামক দেবতার এক উত্তম মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ঐ বিগ্রহের অগ্রপশ্চাৎ দুই মুখ ছিল, তাহার অভিপ্রায় এই, যে কর্ম্ম করিতে হইলে পশ্চাৎ দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হয়। আর ঐ মন্দিরের দ্বার কেবল যুদ্ধ কালীন মুক্ত থাকিত তদ্ভিন্ন চির দিন বদ্ধ থাকিত। আর ঐ রাজা বেষ্টা নামে এক দেবতার সেবার্থে নানাবিধ লভ্যের বিষয় দিয়া কতক গুলিন অনূঢ়া কন্যাকে নিযুক্তা করাইলেন, এবং কতক গুলিন প্রধান২ ধর্ম্মাধ্যক্ষ স্থাপিত করিলেন, এবং সেলিয়ান ও ফেসিয়ান নামে দুই প্রকার পুরোহিত স্থাপন করিলেন। তাহাতে এক দল আনসেলিয়া নামে কতক গুলিন ঢাল রক্ষা করিতেন; তাহার কারণ এই, লোকের এমন প্রত্যয় ছিল যে ঐ ঢাল বিদ্যমানে রুম নগর পরহস্তগত হইতে পারে না। আর এক দলস্থেরা যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য কি না তাহা বিবেচনা করিতেন। আর ঐ রাজা তাবৎ ভূমির আবাদ ও তরদ্দুতে সর্ব্বদা মনোযোগী হইয়া রাজা রমুলস কর্ত্তৃক যে সকল ভূমি আয়ত্ত হইয়াছিল তাহা ইতর লোকদের বিভাগ করিয়া দিলেন, এবং পিতা পুত্র বিষয়ে যে একটা কঠিন নিয়ম ছিল তাহার কিঞ্চিৎ শুধ করিলেন। আর দিনপঞ্জিকা সৃষ্টি করিলেন, এবং রুমী ও সাবিন লোকদের পরস্পর যে পার্থক্য ছিল তাহা ঘুচাইয়া রীতিক্রমে বসতি করিতে দিলেন।

ঐ নুমা রাজার কাল প্রাপ্তি হইলে পর লোকেরা যদবধি টলস হস্‌টিলিয়স নামক রাজাকে রাজ্যাভিষিক্ত না করাইয়াছিল তদ্দিন পর্য্যন্ত রাজসভাস্থ লোকদিগের রাজকর্তৃত্বের ভার অর্পিয়াছিল। ঐ টলস হসটিলিয়স রাজার যুদ্ধেতে বড় আসক্তি থাকাতে অল্প দিন বাদে ঐ দেশের নিকটবর্ত্তি আলবান নামে এক জাতির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাজা তুষ্ট হইয়া জয়ার্থে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন উভয় পক্ষীয় সেনা যুদ্ধোন্মুখ হইয়া পরস্পর মুখামুখি হইল তখন আলবান দেশীয় সেনাপতি অগ্রসর হইয়া এই কথা কহিল, যে বাহুল্য সংগ্রামের আবশ্যকতা কিছু নাই, উভয় দলস্থ এক ২ জনে যুদ্ধ করিয়া জয় পরাজয় শেষ করা কর্ত্তব্য। এই রূপ নিয়ম হইলে রুমী লোকদিগের দলে হরাসিয়াই তিন জন যমজ ভ্রাতা ছিল, এবং আলবান লোকদের কিউরিএসিয়াই নামে তিন জন যমজ ভ্রাতা ছিল, এই ছয় জনে প্রায় সমান সাহসী ও বলবান ছিল। ঐ তিন২ জনেরা পরস্পর যুদ্ধের ভার পাইয়া সংগ্রাম করাতে প্রথমে হরাসিয়াই লোকদের দুই জন রণশায়ী হইল; পরে তৃতীয় ব্যক্তি রণেভঙ্গ দিয়া পলায়নোন্মুখ হইলে কিউরিএসিয়াই লোকেরা তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু তাহাতে ঐ ব্যক্তি পুনর্যুদ্ধোন্মুখ হইয়া ক্রমে২ ঐ তিন জনকেই বিনাশ করিল। এ রূপ দেখিয়া আলবান সৈন্যেরা রুমী লোকদের শরণাপন্ন হইয়া বশীভূত থাকিতে স্বীকার করিল। পরে ঐ জয়ি ব্যক্তি নিজ গৃহেতে গমন করিয়া দেখিল, যে নিজ ভগিনী এক জন কিউরিএসিয়াইকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, এই জন্যে তাহার মৃত্যু শুনিয়া রোদন করিতেছে; ইহা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ ভগিনীর মস্তক ছেদন করিল; কিন্তু এই অধর্ম্ম কর্ম্মেতে হাকিম লোকেরা তাহার প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেও লোক সাধারণের অনুরোধেতে সে ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

অনন্তর ঐ টলস হস্‌টিলিয়স নামক রাজা পাইডিনাটিস্ নামে ও বিয়াই নামে এই দুই জাতিদিগের দর্প চূর্ণ করিলে পর আলবান

নামক নগর সমভূমি করিয়া তন্নগরস্থ লোকদিগকে সভ্যার্থে নিজ রুম নগরে প্রেরণ করিলেন; পরে ঐ রাজা সাবিন লোকদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়া লাটিন লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সমতুল্য জয় পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন, এই রূপে অনেক২ উপপ্লবাদি করিয়া বত্রিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; কিন্তু ইহাতে কেহ২ কহে বজ্রাঘাতে, ও কেহ২ কহে গুপ্তাঘাতে ঐ রাজার মৃত্যু হইয়াছিল।

ঐ রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর রুম নগর কিছু দিন অরাজক হইয়া থাকিল, পরে সাধারণ লোক ও সভাস্থ লোক এই উভয় লোকের সম্মতিতে আনকস্মার্চিয়স্ নামে নুমারাজার পৌত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ঐ ব্যক্তির পিতামহ তুল্য তাবৎ গুণ ছিল, অধিকন্তু যুদ্ধবিষয়ে অতি নিপুণতা ছিল। পরে ঐ রাজা লাটিন লোকদিগকে সংগ্রামে পরাভব করিয়া তন্নগরস্থ লোকদিগকে রুম নগরে আনয়ন করিলেন, এবং ঐ রাজ্যের কিয়ৎ দেশ নিজ রাজ্যের ভুক্ত করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিলেন। অপর রুমনগর দুর্গেতে বেষ্টিত করিয়া দোষি লোকদিগের নিমিত্তে একটি কারাগার নির্ম্মাণ করিলেন। আর জাহাজ রক্ষার্থে টাইবর নদীর তীরে এক খাল নির্ম্মাণ করিলেন। এই রূপে তিনি অতি শ্রীমান্ হইয়া বিংশতি বৎসর রাজ্য ভোগ করিলে পর প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরে আনকস্ মার্চিয়স রাজার কাল প্রাপ্তি হইলে তাঁহার অপোগণ্ড রাজ কুমারদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করণার্থে লুসিয়স টারকুনিয়স প্রেস্কস্ নামে এক জন অভিভাবক নিযুক্ত হইল; ঐ ব্যক্তির টারকুনিয়া নগরে জন্ম ভূমি প্রযুক্ত তিনি টারকুনিয়স্ নামে বিখ্যাত হইলেন। তাহার পিতা করিন্ত নামক নগরের এক জন মহাজন ছিলেন; পরে বাণিজ্যদ্বারা যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়া ইটালি দেশে বসতি করিয়াছিলেন। এইমহাজনের সন্তান ঐ লুসিয়স, তিনি টারকুনিয়া নগরীয় এক বনিয়াদি লোকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া রুম

নগরে আসিয়া বসতি করিলেন। ঐ ব্যক্তির মনোহর বক্তৃতা ও সভ্যতা ভব্যতাতে এবং লোকদিগের সর্ব্বদা নিমন্ত্রণ করা ও ব্যয় করাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাবৎ লোকেরি মনোহর প্রিয়পাত্র হইলেন। এ রূপ হইলে লোকেরা ঐ মৃত রাজার সন্তান সন্ততিদিগকে পদচ্যুত করিয়া ঐ ব্যক্তিকে সিংহাসনোপবিষ্ট করাইল; তাহাতে ঐ রাজা রাজসভাতে আর এক শত লোক ভর্ত্তি করিলে তিন শত লোক সভাস্থ হইল। আর পূর্ব্বে বেষ্টা নামক দেবতার সেবার্থে যে চারি জন কুমারী নিযুক্তা ছিল, তাহাতে আর তিন জন অনূঢ়া ভর্ত্তি করিয়া সাত জন করিলেন। আর মনুষ্য ও পশ্বাদির যুদ্ধ দর্শনার্থে একটি মহাগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। পরে তিনি সাবিন লোকদিগের সহিত সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়া রূম নগরের পঞ্চ ক্রোশ পূর্ব্বদিগে তাহাদিগের কলাটিয়া নামে একটি নগর ও অন্যান্য দেশ প্রদেশ লইয়া সাবিনদিগের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং ঐ রূপ লাটিন লোকদিগকেও সংগ্রামে পরাভব করিয়া তাহাদিগের দেশ প্রদেশ হস্তগত করিলেন।

তদনন্তর ঐ টারকুনিয়স ভূপতি এই রূপে নিজ শত্রুদিগকে দমন করিলে পর নগরের চতুষ্পার্শ্বে পূর্ব্বকৃত প্রাচীর সকল পুনর্ব্বার দীর্ঘ ও দৃঢ়রূপে নির্ম্মাণ করিয়া সভাগৃহের চতুষ্পার্শ্বে বারাণ্ডাদ্বারা শোভিত করিলেন। আর ঐ নগরের অতি উচ্চস্থানে কাপিটল নামে একটি মহাগৃহ প্রস্তুত করিতেছিলেন, কিন্তু অতি বৃহৎ ব্যাপারপ্রযুক্ত তাঁহার জীবনাবধি তাহা সম্পন্ন হইল না। আর ঐ নগরের জঞ্জাল ও মলিন জলাদি নিঃসরণ হইয়া টাইবর নদীতে পতনার্থে ভূমির অন্তর্গত অনেক২ বৃহৎ নালা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ঐ রাজা সুবর্ণ নির্ম্মিত রাজমুকুট, এবং গজদন্ত নির্ম্মিত সিংহাসন, আর উৎক্রোষ পক্ষির চিহ্নযুক্ত রাজদণ্ড এবং কৃষ্ণবর্ণ রাজবস্ত্র ইত্যাদি রাজবেশভূষাদি দ্বারা সর্ব্বদা শোভিত থাকিতেন; এই রূপে অষ্ট ষষ্টি বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে গুপ্তাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

ঐ টারকুনিয়ুস নৃপতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর সেরবিয়স টলিয়স নামে তাঁহার জামাতা নিজ কৌশলেতে এবং শ্বশ্রুর নানা প্রকার ছলেতে সাধারণ লোকদিগের অনুমতি না পাইলেও কেবল রাজসভাস্থদিগের অনুমতিদ্বারা রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তিনি রাজতক্তে বসিয়া প্রথমতঃ সাধারণ লোকদিগের ক্ষমতার হ্রাসতা পূর্ব্বক মহাসভাস্থ লোকদিগের মহিমার বৃদ্ধি করিতে মানস করিয়া রুম নগর নিবাসিদিগের সন্তান সন্ততি ও দাস দাসীদিগের প্রত্যেকের নাম ও কাহার বা কত বিষয় আছে তাহা জানিবার জন্যে এক খানি ফর্দ্দ করিতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর তন্নগরীয় লোকদিগের সম্পত্তি অনুসারে ষষ্ঠ অংশে বিভাগ করিয়া তাহার প্রথমাংশকে পুনর্ব্বার চারি অংশে বিভাগ করিলেন; পরে তাহার অর্দ্ধেকাংশের যে মর্য্যাদাপন্ন প্রাচীন লোক সকল তাহাদিগকে নিজনগর রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন। আর দ্বিতীয়ার্দ্ধেক বলবান্ যুবা পুরুষদিগের যুদ্ধ-যাত্রাতে নিযুক্ত করিলেন। ঐ প্রথমাংশেতে এক ২ দলেতে একশত করিয়া লোক এমন আঠার দল ঘোড়সওয়ার ছিল, তদ্ব্যতিরেক দুই দল শিল্পকারি ছুতার নিযুক্ত ছিল। দ্বিতীয়াংশেতে এক শত লোক ভুক্ত যে দল তাহার দ্বাবিংশতি দল নিযুক্ত করিলেন, এবং তৃতীয়াংশেতে এক শত লোক ভুক্ত দলের বিংশতি দল নিযুক্ত করিলেন, এবং পঞ্চ-মাংশে ত্রিংশৎদল রাখিলেন। আর ষষ্ঠ ভাগে কেবল এক দল নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু ঐ দলস্থ লোকদিগের রাজকর লইতে ও যুদ্ধগমনে বারণ করিলেন। ঐ সামুদায়িক দলস্থের মধ্যে বৃদ্ধ লোকদিগকে নগর রক্ষার্থে স্বদেশে থাকিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং যুবা লোকদিগকে যুদ্ধযাত্রাতে গমনার্থে অনুমতি দিলেন। আর এই একটি ব্যবস্থা নিরূপিত করিলেন, যে রাজকীয় ব্যয়ার্থে প্রত্যেক দলস্থ লোকেরা সমান অংশ করিয়া মুদ্রা প্রদান করিবেন। আর এই সকল দল-ভুক্ত প্রজাবর্গে যে রূপ রাজকর প্রদান করেন, তদ্রূপ রাজকীয় কর্ম্মে সম্মতি অসম্মতি জানাইবেন। এই রূপ হইলে রাজসভাভুক্ত

লোকেরা তাবৎ দলহইতে অধিক লোক থাকাতে তাহাদিগের মতে তেই তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে লাগিল। তবে ইতর লোকদিগের কর্তৃত্ব থাকিলেও সে কেবল ছায়ার ন্যায় হইয়া রহিল।

তদনন্তর ঐ টলিয়স রাজা আর একটি ব্যবস্থা স্থাপিত করিলেন এই, যে রুমস্থ লোকদিগের পাঁচ বৎসরান্তর আপন ২ দলের সহিত যুদ্ধযাত্রার ন্যায় সুসজ্জীভূত হইয়া মার্শ দেবতার প্রান্তরে উপস্থিত পূর্ব্বক স্ব২ পরিবারের ও সম্পত্তির বিবরণ ফর্দ দিতে হইবে। ঐ রাজা এক প্রকার ন্যায়বান্ ও পরিমিতাচারী ছিলেন; আর তিনি রাজকর্ম্ম রাজকীয় প্রধান লোকের উপরে ভার দিয়া আপনি যে নির্জ্জনে কাল-যাপন করেন এমন উত্তম মানস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে তাহা নির্ম্মূল হইল. কারণ ঐ সময় টারকুইন নামে তাঁহার জামাতা গুপ্তভাবে তাঁহাকে নষ্ট করিল। তিনি এই রূপে শ্রীমান্ ও প্রজাদি-গের উপকারী হইয়া সুখেতে রাজ্যভোগ করত পঞ্চ চত্বারিংশৎ বৎ-সর বয়ঃক্রমে কাল প্রাপ্ত হইলেন।

ঐ টারকুইন নামক ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি শেষে অহঙ্কারী এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন. তিনি স্বহস্তে নিজ শ্বশুরকে বধ করিয়া ঐ সিং-হাসনে আপন অধিকারিত্বের দাওয়া জানাইয়া সভাস্থ লোক কি অন্যান্য লোক সকলেরি অনুমতি ব্যতিরেক নিজ বলেতে সিংহাস-নোপবিষ্ট হইলেন। আর আপনি যে ছলনা ও প্রতারণা ইত্যাদি খলতা পূর্ব্বক রাজশাসনাদি করেন, তাহা যেন লোকেরা জ্ঞাত না হয়, এই জন্যে তাহাদিগের রাজকীয় প্রধান ২ কর্ম্মে এবং যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত করিয়া ব্যস্ত করিয়া রাখিলেন; এবং তিনি বেতন বিশিষ্ট যে সকল বিদেশী ভৈনাতি সেনা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার অসদাজ্ঞা পালন করিতেও প্রস্তুত ছিল। আর তিনি সাবিন লোক-দিগকে স্বাধীন করিলেন, এবং রুম নগরের পাঁচ শত ক্রোশ পূর্ব্বদিকে বল্সাই নামক জাতিদের সুয়েসাপমিসিয়া নামে যে একটি প্রধান নগর, তাহাও স্বায়ত্ত করিয়া লইলেন।

অপর এক সময় এক ছদ্মবেশ ধারি স্ত্রীলোক কোন প্রকারে টারকুইন রাজার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আত্মকৃত নয় খান বহি বিক্রয় করিতে বাঞ্ছা করিল, তাহাতে ঐ নারী যে সাইবেল নামে সুখ্যাতাপন্ন গণকদের মধ্যে এক জন, ইহা রাজা জানিতে না পারিয়া সামান্য স্ত্রীজ্ঞানে ঐ বহি ক্রয় করিলেন না; তাহাতে ঐ স্ত্রী বিমুখী হইয়া নিজগৃহে গমন পূর্ব্বক তন্মধ্যে তিন খানা পুস্তক অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া অপর ছয়খানা পুস্তক লইয়া পুনর্ব্বার রাজসমীপে পূর্ব্বমূল্যে বিক্রয় করিতে প্রার্থনা করিল; তাহাতে রাজকর্তৃক দ্বিতীয়বার তাদৃশ অনাদৃতা হইলে পুনর্ব্বার নিজগৃহে গমন পূর্ব্বক তিনখানা পুস্তক দগ্ধ করিয়া অবশিষ্ট তিনখানা লইয়া তৃতীয়বার ঐ রাজার নিকটে পূর্ব্ব মূল্যে বিক্রয় করিতে প্রার্থনা করিল। তখন রাজা পার্শ্ববর্ত্তি লোককর্তৃক ঐ পুস্তক সকলের বিশেষ২ গুণ অবগত হইয়া তদুক্ত মূল্য প্রদান পূর্ব্বক পুস্তক ত্রয় ক্রয় করিলেন। তাহাতে ঐ নারী ঐ সকল পুস্তক অতি যত্ন পূর্ব্বক রাখিতে অনুমতি দিয়া হঠাৎ প্রস্থান করিল। তখন রাজা ঐ স্ত্রীর বাক্যানুসারে একটি লৌহ সিন্ধুকমধ্যে পুস্তক গুলীন বদ্ধ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক কাপিটল নামক বৃহৎগৃহে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

যৎকালে রুমী লোক কর্তৃক আর্দিয়া নামক নগর অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তৎকালীন সেক্সটস নামক টারকুইন রাজপুত্র এবং রুম দেশীয় কলাটাইনস নামক এক জন কুলীন আর অন্য২ কতক গুলীন সেনাপতি ঐ সকলে একত্র হইয়া স্বীয়২ স্ত্রীর গুণানুবাদ পূর্ব্বক নিজ২ নারীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বাদানুবাদ করাতে, কলাটাইনস ব্যক্তি কহিলেন, যে ভাল কাহার স্ত্রী অত্যন্ত গুণবতী ও সতী ও কর্ম্মশীলা তাহা এইরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সকলেই ঐ প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক রুমনগরাভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া অবলোকন করিলেন, যে লুক্রীসিয়া নাম্নী কলাটাইনসের পত্নী অত্যন্ত সুন্দরী হইয়াও নিজদাসীর সহিত সূত্র যন্ত্রে সূত্র কর্ত্তন

করিতেছেন, এবং দাস দাসীদিগকে খাটাইতেছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই ঐ নারীকে সর্ব্বোত্তমা করিয়া মানিলেন। কিন্তু রাজকুমার ঐ নব যৌবনা কামিনীর লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া কামবাণে জর্জ্জরীভূত হইয়া কিছু দিন বাদে এক দিন করিলেন কি, না দুই প্রহর রাত্রি যোগে ঐ কান্তার শয়নাগারে উপস্থিত পূর্ব্বক এই ভয় প্রদর্শন করাইলেন, যে যদ্যপি তুমি আমার কাম পীড়ার শান্তি না কর তবে আমার এক জন ভৃত্যকে নষ্ট করিয়া ছলেতে এই রাষ্ট্র করিব, যে লুক্রীসিয়া কামিনী আমার এই ভৃত্যের সহিত সঙ্গক্রীড়া করিতেছিলেন, তজ্জন্যে আমি ইহাকে বধ করিয়াছি।

পরে ঐ দুষ্ট বলাৎকারকারী সেক্টস্ নামে যুবরাজ পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তথাহইতে নিজ শিবিরে প্রস্থান করিলে পর লুক্রীসিয়া নারী নিজ স্বামী ও পিতাকে আহ্বান পূর্ব্বক পূর্ব্ব রাত্রের আত্ম অপমানের তাবৎ বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া অভিমানেতে ছুরিকাঘাতে আত্ম ঘাতিনী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন জুনিয়স বুটস এই রূপ রাজকুমারের দৌরাত্ম্য ও অধর্ম্মাচরণ শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হওয়াতে তদাজ্ঞানুসারে লোকেরা ঐ মৃত শরীর তাবল্লোকদিগের নিকটে দেখাইল; তাহাতে লোকদিগের প্রথমতঃ ঐ স্ত্রী লোকের প্রতি দয়া উপস্থিত হইয়া শেষে ঐ যুবরাজের অধর্ম্মাচরণ স্মরণে তাহারাও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল। এইরূপ হইলে সভাস্থ লোকেরা বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ দুষ্কৃত রাজাকে সপরিবারে দেশবহিষ্কৃত করিতে ব্যবস্থা দিলেন। তখন রাজা এপ্রকার আত্মপদচ্যুতি সম্বাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রূম নগরে দ্রুত গমন করত নগরের বহির্দ্বার বদ্ধ দেখিয়া পুনর্ব্বার শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু সে স্থানেতেও তদ্রূপ অগ্রাহ্য ও তিরস্কৃত হইলে ঐ দুরাত্মা রাজা সপরিবারে ইত্রুরিয়া দেশের সাইরা নামে নগরে আশ্রয় লইয়া বসতি করিলেন। এই রাজা পর্য্যন্ত রূম রাজ্যের রাজাবলী ২৪৫ বৎসর হইয়া শেষ হইল।

এখন দেশাধ্যক্ষদিগের বিষয় লেখা যাইতেছে।

এই রূপে রাজকর্ত্তৃত্বাদি লুপ্ত হইলে পর তাবল্লোকে মন্ত্রণা পূর্ব্বক এই ব্যবস্থা স্থির করিলেন, যে শত লোক ভুক্ত দলস্থ লোকেরা রাজ সভাহইতে প্রতিবৎসর দুই জন অধ্যক্ষ মনস্থ করিয়া তাহাদিগের রাজপরিচ্ছদাদি রাজচিহ্ন ও রাজক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক কন্সল নামে বিখ্যাত করিয়া রাজসিংহাসনস্থ করা যাইবে। এই প্রকার নিয়ম হইলে লোকেরা পূর্ব্ব ব্যবস্থা পরিবর্ত্তের মূলীভূত যে বুটস এবং লুক্রীসিয়ার স্বামী কলাটাইনস এই দুই জনকে দেশাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলে পর কিছু দিন বাদে নগরের মধ্যে কতক গুলীন লোক রাজা টারকুইনকে পুনঃ পদস্থ করণার্থে তৎপক্ষ হইয়া অধ্যক্ষদিগকে নষ্ট করিতে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে সকল মন্ত্রণাই ব্যর্থ হইল, কারণ বিনডিসিয়স নামে এক ভৃত্য কোন কার্য্য ক্রমে ঐ কুচক্রিদিগের সভাগৃহে লুক্কাইত হইয়া থাকাতে সে ব্যক্তি তাহাদিগের তাবৎ কুমন্ত্রণা গোপনে শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ অধ্যক্ষ-দিগের কর্ণগোচর করাইল। তাহাতে অধ্যক্ষ লোকেরা আজ্ঞাদ্বারা ঐ কুচক্রিদিগকে বিচার স্থানে আনিয়া দেখিলেন, যে তন্মধ্যে বুট-সের দুই পুত্র এবং কলাটাইনসের কতক গুলীন ভ্রাতৃপুত্র আছে। ইহা দেখিয়া ঐ বুটস আপনি বিচারকর্ত্তা হইয়া নিজ সন্তানদিগকে এই প্রাণদণ্ড বিচারেতে রক্ষা করিতে বাঞ্ছা থাকিলেও কিন্তু তত্রাপি নিজ সাক্ষাতে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং ঐ দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া এক বারও বিরস বদন হইলেন না। ইহা দেখিয়া লোক সকল দয়াতে ও আশ্চর্য্য জ্ঞানেতে এবং ভয়েতে অবাক্ হইয়া রহিল। কিন্তু কলাটাইনসের দয়া প্রযুক্ত বিচারস্থানে আগমন না হওয়াতে লোকেরা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করত দেশান্তর করিয়া দিল, এবং বালিরিয়স নামে

ব্যক্তিকে অর্থাৎ যিনি পশ্চাৎ পব্লিকলা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন তাঁহাকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন।

এরূপ দুর্ঘটনাতে টারকুইন রাজা অপ্রতিভ হইয়া বিয়ান নামক জাতিদিগের সহিত মিলিত হইয়া কোন প্রকারে তাহাদিগকে যুদ্ধ যাত্রাতে স্বীকার করাইলেন। পরে অনেক২ সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধার্থে রুম নগরের সীমাতে উপস্থিত হইলে পর উভয় সৈন্য মুখামুখি হইয়া বুটস অধ্যক্ষের সহিত আর টারকুইন রাজার পুত্র আরণসের সহিত পরস্পর সংগ্রাম হওয়াতে উভয়েই রণশায়ী হইলেন। পরে প্রজ্বলিতাগ্নি সদৃশ অতিশয় তুমুল সংগ্রাম হইলে রুমী লোকেরা জয়যুক্ত হইয়া নগরমধ্যে প্রস্থান করিল। এই রূপে বুটস অধ্যক্ষের মৃত্যু হইল, আর তিনি দুরাত্মার হস্তহইতে নিজ জন্ম দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন এ জন্যে তিনি আমাদিগের প্রশংসনীয় বটেন, কিন্তু তাঁহাতে আমাদিগের প্রেমজনক কোন গুণ ছিল না।

পরে বালিরিয়স অধ্যক্ষ সভাস্থ লোকদিগের অপেক্ষা সাধারণ লোকদিগের ক্ষমতার বৃদ্ধিকরণ ব্যবস্থা দিলেন; ফলতঃ এই ব্যবস্থা স্থির করিলেন, যে রুমী লোকেরা বিচারকর্ত্তা কর্তৃক প্রাণ দণ্ড কিম্বা দেশচ্যুতি অথবা প্রহার ইত্যাদি দণ্ডযোগ্য হইলেও সাধারণ লোকদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন প্রকার দণ্ড প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। ঐ বালিরিয়স দ্বিতীয়বার টাইটস লুক্রীয়সের সহিত অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

পরে টারকুইন রাজা করিলেন কি না ইত্রুরিয়া দেশীয় পরসেনা নামক রাজাকে নানা প্রকার প্রবৃত্তি লওয়াইয়া অনেক২ সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সৈন্যদ্বারা রুম নগরে আসিয়া নগর বেষ্টন করিয়া রহিলেন। পরে ঐ নগরের সম্মুখে উভয় পক্ষীয় লোকেতে তুমুল সংগ্রাম হওয়াতে রুম নগরীয় দুই অধ্যক্ষ অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়া রণ ভূমিতে পড়িলে লোকেরা তাঁহাদিগের দুই জনকে

লইয়া রণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, তাহাতে শত্রু লোকেরা সাঁক পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল। এ রূপ শত্রুদিগের অত্যন্ত আক্রমণ দেখিয়া তৎকালে হরেসিয়স কোক্লিস নামে সেনাপতি ক্রোধেতে উন্মত্ত হইয়া একাকী ঐ বৈরিদিগের আক্রমণের বেগভঙ্গ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে রুমী লোকেরা ঐ সাঁক ভাঙ্গিয়া দিল, তাহাতে ঐ সেনাপতি টাইবর নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণদ্বারা নিজ নগরের কূলে গাত্রোত্থান করত রক্ষা পাইল। এই প্রকার হইলে বিপক্ষীয় লোকেরা আরো অধিক যত্ন পূর্ব্বক ঐ নগর বেষ্টন করিয়া থাকাতে রুম নগরীয় লোকেরা দারুণ সঙ্কটে পড়িয়া খাদ্যদ্রব্যাভাবে প্রাণ সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু এমন সময় পরসেনা রাজা টারকুইন রাজার দুশ্চরিত্রতা জ্ঞাত হইয়া বিরক্ত হওত রুমীদিগের ক্ষতি না করিয়া নিজ দেশে প্রস্থান করিলেন। আর রুমীদিগের অনাহারেতে কণ্ঠাগত প্রাণ দেখিয়া দয়াতে শিবিরে যে সকল খাদ্যসামগ্রী ছিল তাহা তথাকার উপযুক্ত রাখিয়া বাকি তাবৎ ত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

এই রূপে টারকুইন রাজা পুনঃ২ অপ্রতিভ হইলেও তথাপি রাজ মুকুট ধারণ জন্য সুখেতে যুদ্ধপ্রযুক্ত তদ্বিষয়ক চেষ্টাতে ক্ষণেক কালও ক্ষান্ত ছিলেন না। পরে করিলেন কি না কোন মন্ত্রণাদ্বারা লাটিন লোকদিগকে স্বপক্ষ করিয়া যে সময় রুমী লোকদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোক এবং ইতর লোক এই উভয় লোকে পরস্পর দ্বন্দ্ব করিতেছিল, তৎকালে অতি সুযোগ পাইয়া পুনরাক্রমণ করিতে দৃঢ়রূপে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঐ রুমী লোকদিগের কলহের বিষয় এই ছিল, যে ইতর লোকেরা সমানরূপে সম্পত্তির বিভাগী না হওয়াতে, এবং যুদ্ধেতে আয়ত্তীকৃত যে সকল ভূমি। তাহা কেবল মহল্লোকেরাই ভোগ করিত, আর মহাজন লোকেরা স্বেচ্ছানুসারে বিনা বেতনে ঋণিদিগের দাসত্বে রাখিতে পারিত। এই রাজব্যবস্থার অন্যায় প্রযুক্ত, আর রাজকীয় সুদ ব্যতিরেকে অন্য সুদ এমন বাহুল্য

রূপে চলিত, যে দীন লোকেরা কর্জ্জ করিলে অধিক সুদ প্রযুক্ত পরিশোধ করিতে না পারাতে মহাজন লোকের কাছে একেবারে বিক্রীত হইয়া থাকিতে হইত।

এই রূপ দেশাধ্যক্ষ লোকেরা টারকুইন রাজার আক্রমণ নিবারণার্থে সৈন্য সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাহাতে ঋণগ্রস্ত ইতর লোকেরা কহিল, যে যাহারা নির্ব্বিঘ্নে উত্তম২ সম্ভোগেতে সুস্থির আছেন, তাঁহারা এখন গিয়া যুদ্ধ করুন, আমরা ঋণরূপ রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ক্লিষ্ট আছি, অতএব যাইতে পারিব না, কিন্তু যদ্যপি কোন ব্যবস্থাদ্বারা আমাদিগকে ঋণহইতে মুক্ত করেন তবে যুদ্ধগমনে প্রস্তুত আছি, তদ্ব্যতিরেকে আমাদের আর কোন সুপথ নাই। এরূপ শুনিয়া অধ্যক্ষ লোকেরা তাহার একটি উপায় স্থির করিলেন, ঐ উপায় দ্বারা তাহাদিগের বর্ত্তমান দুঃখের শান্তি হইল বটে, কিন্তু শেষে ঐ উপায় রাজ্যনাশের প্রতি মূলীভূত হইয়া উঠিল। সে উপায় এই যে দেশাধ্যক্ষ দুই জন ইতর লোকদিগের একটি মন্ত্রণা দিলেন এই, যে সমুদয় বিচার করিতে পারেন, এবং পূর্ব্ব ব্যবস্থা অন্যথা করিতে পারেন, এমন এক জন সর্ব্বাধ্যক্ষ কিয়ৎকালের নিমিত্তে তোমরা নিযুক্ত কর। এই যুক্ত্যনুসারে লোকেরা টাইটস্ লার্সিয়স্ নামক ব্যক্তিকে সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি পূর্ব্ব রাজচিহ্ন ও রাজপরিচ্ছদাদিতে ভূষিত হইয়া পারিষদ গণেতে বেষ্টিত হওত সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, পশ্চাৎ লাটিন লোকদিগের সহিত যুদ্ধহইতে বিরামের কাল নিয়ম করিয়া ছয় মাস উত্তীর্ণ না হইতে তিনি স্বেচ্ছাধীন পদ পরিত্যাগ করিলেন। আগে দেশাধ্যক্ষ হইয়া পশ্চাৎ সর্ব্বাধ্যক্ষ হইতে হয়, ঐ সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে ছয় মাসের অধিক কেহ থাকিতে পারে না, কিন্তু সে সময়ে দেশের তাবৎ মঙ্গলামঙ্গল তাহার হস্তগত ছিল।

পরে আগামি বর্ষে আর এক জন সর্ব্বাধ্যক্ষ ব্যতিরেকে রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না, এ কারণ পসচুমস নামক ব্যক্তিকে তৎপদে

নিযুক্ত করিলেন। পরে কিছু দিন বাদে ঐ সর্ব্বাধ্যক্ষ ব্যক্তি রিগলস্ হ্রদের সান্নিধ্যে লাটিন লোকদিগকে পরাভব করিলেন; ঐ সংগ্রামে টারকুইন রাজার তিন পুত্র বধ হইলে রাজা আপনি কাম্পেনিয় দেশীয় আরেষ্টডাইমস্ রাজার আশ্রয় লইয়া নব্বই বৎসর বয়ঃক্রমে প্রাণত্যাগ করিলেন। এরূপ হইলে লাটিন লোকেরা রুমী লোকদিগের নিকটে যুদ্ধের বিরাম প্রার্থনা করিলে পর ঐ সর্ব্বাধ্যক্ষ এই প্রকার জয়ী হইয়া নিজ পদ পরিত্যাগ করিলেন।

অপর এই রূপে রুমী সেনাগণেরা জয়যুক্ত হইয়া নগরমধ্যে আগমন কালে বিবেচনা করিতেছিল, যে আমরা এত দিনের পর ঋণহইতে মুক্ত হইলাম, কিন্তু পরে সে ভরসা বিফল হইল। কারণ দেখিল যে আদালতে মহাজন লোকেরা খাতকদিগের উপরে পূর্ব্বাপেক্ষাও দৃঢ় রূপে নালিশবন্দ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ইতর লোকেরা ক্রোধাপন্ন হইলে পরস্পর একটা অতিশয় কলহ উপস্থিত হইয়া উঠিল। এ প্রকার হইলে সভাস্থ লোকেরা আপিয়স ক্লোডিয়স নামক ব্যক্তিকে দেশাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন, তিনি দেশ ব্যবস্থা পরায়ণ ও অটল সাহসী এবং কঠিনস্বভাব ছিলেন। পরে সরবিলিয়স নামক ব্যক্তি তাঁহার সহকারী হইয়া ঐ অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন; তিনি অতি মৃদুস্বভাব ও কোমলান্তঃকরণ এবং লোকদিগের প্রিয় ছিলেন। পরে সরবিলিয়স অধ্যক্ষ লোকদিগের নিবেদন পত্র শুনিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক এই আজ্ঞা দিলেন, যে ঋণি লোকেরা ঋণহইতে মুক্ত হইবে, যদ্যপি তাহা না হয় তবে সুদের লাঘব করা যাইবে; কিন্তু আপিয়স অধ্যক্ষ ঐ কথায় পূর্ব্বপক্ষ করিলেন এই, যে এরূপ ঋণি লোকেরা ঋণহইতে মুক্ত হইলে মহাজনেরা বিপদগ্রস্ত হইবে। আর সভাস্থ লোকদের এরূপ হানতা হইলে সুতরাং ইতর লোকদিগের অহঙ্কারের বৃদ্ধি হইবে।

অনন্তর প্রজা লোকেরা দেশাধ্যক্ষদিগের এরূপ ভিন্ন২ ভাব জ্ঞাত হইয়া সরবিলিয়স অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক আপিয়স্ অধ্যক্ষকে

অভিশাপ ও লাঞ্ছনা করিতে লাগিল, আর সকলে ঐক্য হইয়া পুনর্ব্বার রাজ্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে গুপ্তরূপে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ঐ সময়ে হটাৎ একটি দুর্ঘটনারূপ প্রবল বায়ুর ঘটনা হওয়াতে তাহাদিগের ধূমায়মান ক্রোধানল একেবারে ঊর্দ্ধশিখা হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

ঐ ঘটনার বিষয় এই, যে যখন রুমী লোকেরা একটি মহোৎসবের নিমিত্তে সভাস্থ হইয়াছিলেন, তৎকালে চলৎ শক্তি রহিত, অতি বৃদ্ধ ও শৃঙ্খলেতে বদ্ধ এমন এক জন রুমী সেনা ঐ সভাতে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল; তাহার আকৃতি দেখিয়া বোধ হয় যে এ ব্যক্তি পূর্ব্বে ভাগ্যবান্ ছিল বটে, কিন্তু এইক্ষণে খণ্ড২ জীর্ণ বস্ত্র পরিধান ও অন্নাভাবে মলিনবদন হইয়াছে, এবং শ্মশ্রু ও কেশ সকল দীর্ঘ ও উল্‌ঝ্‌লুত হইয়া অপরিষ্কৃত হইয়াছে, তজ্জন্যে আরো অধিক দীন হীনের ন্যায় দেখাইতেছে। এমন ব্যক্তিকে দেখিয়া অনেক২ লোকেরা স্মরণ পূর্ব্বক মনে২ করিল, যে আমরা ইহার সহিত একত্রে যদ্ধ করিয়াছি, এ ব্যক্তি অতি সাহসী ও প্রতাপযুক্ত; কেননা ইহাকে শ্রেণী বদ্ধ রুমী সৈন্যের সম্মুখে পুনঃ২ যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যক্তি এ প্রকার আত্ম পরিচয় দিতে লাগিল, যে ভাই আমি এই রুম নগরের এক জন প্রজা, আমি আটাইশ বার সংগ্রাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি, তাহাতে সম্প্রতি এই সাবিন লোকদিগের সহিত গত যুদ্ধেতে যে সময় গিয়াছিলাম তৎকালে সরকারি তদারক না থাকাতে শত্রু লোকেরা আমার তাবৎ বিষয় লুট করিয়া লইয়াছে; আমার দিনপাত হয় এমন সম্পত্তি কিছুই নাই, তবে ভাই দিনপাতের জন্যে সুতরাং কর্জ্জপত্র করিয়া খাইয়াছি, এবং পৈতৃক দ্রব্যাদি সকলি বিক্রয় করিয়াছি, কিন্তু এইক্ষণে মহাজনের সকল সুদ দিতে না পারাতে তিনি ভৃত্য কর্ত্তৃক আমাকে এবং আমার সন্তানদিগকে বাটীতে লইয়া গিয়া ক্রীত দাসের মধ্যে গণনা করিয়াছেন; তাহাতে তদাজ্ঞা-

তে তাঁহার ভৃত্যেরাও আমাকে তাড়না করে। ইহা কহিয়া সজল নয়নে আপনার পৃষ্ঠ দেশের বস্ত্র উত্তোলন করিয়া ঐ প্রহারের রক্ত সংযুক্ত দাগ সকল দেখাইল, এবং সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজ দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ করাতে বক্ষঃ স্থলের যে ক্ষত চিহ্ন সকল তাহাও দেখাইল।

পরে তাহার এই সকল দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া এবং গাত্রের নূতন ক্ষতাদি দৃষ্টি করিয়া, লোকদিগের অন্তঃকরণে অত্যন্ত বেদনা বোধ হইলে তাহারা ক্রোধেতে ঐ অত্যাচারিদিগের প্রতিফল প্রদান করণার্থে ধাবমান হইল। তাহাতে আপিয়স অধ্যক্ষ ভয়েতে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিলেন, এবং সরবিলিয়স অধ্যক্ষ পদচিহ্ন পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিয়া লোক সমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্তব মিনতি পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, যে তোমরা স্থির হও; সভাস্থ লোকেরা এই সকল বিরুদ্ধ কর্ম্মের সামঞ্জস্য অবশ্য করিবেন, এবং আমিও তোমাদের পক্ষে ন্যায় করিতে প্রস্তুত আছি; এই অঙ্গীকার করিয়া আর তাহাদের অধিক বিশ্বাসার্থে ঢেঁড়াদ্বারা একটি আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন এই, যে মহাজন লোকের সভাস্থ লোকদিগের আজ্ঞাপ্রাপ্ত না হইলে ঋণিদিগকে বদ্ধ করিতে পারিবে না।

তদনন্তর সরবিলিয়স অধ্যক্ষের এরূপ আত্মীয়তা সম্বলিত কর্ত্তৃত্বাচরণেতে লোক সমূহের কলহ স্থগিত হইলে পর মহাসভাস্থ লোকেরা ন্যায় পূর্ব্বক মীমাংসা করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইতোমধ্যে বলসিয়াই নামক লোকেরা যুদ্ধার্থে সুসজ্জীভূত হইয়া রূম নগরের সম্মুখে আসিতেছে, এই সম্বাদ শুনিয়া রাজকীয় লোকেরা সৈন্য সংগ্রহ করণার্থে তাবৎ সেনাদিগকে সমাচার দিলেন; তাহাতে ইতর লোকেরা মনের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল জানিয়া মনে২ এই মন্ত্রণা করিল, যে ইতর লোক ব্যতিরেক কেবল মহল্লোকদ্বারা রাজকীয় কর্ম্ম কি পর্য্যন্ত সম্পন্ন হয়, তাহা এবার কুলীনেরা প্রত্যক্ষ দেখুন। এই বিবেচনা করিয়া কহিল, যে আমরা যুদ্ধে যাইতে পারিব না, এবং ঋণজন্য কারাগৃহস্থ ব্যক্তিরা নিজ২ শৃঙ্খল দেখাইয়া কহিল, যে

আমরা কি এই২ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিব? এ কথা শুনিয়া সরবিলি-য়স অধ্যক্ষ অঙ্গীকার পূর্ব্বক কহিলেন, যে তোমরা যুদ্ধহইতে প্রত্যা-গমন করিলে তোমাদিগের তাবৎ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব; এই রূপ স্নিগ্ধ কথাদ্বারা যুদ্ধযাত্রাতে তাহার সঙ্গে তাহাদিগকে যাইতে সম্মত করাইলেন। কিন্তু ঐ দিকে আপিয়স অধ্যক্ষ ইতর লোকদের উপরে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হইয়া খাতকদিগের অপমানজনক পূর্ব্ব মত ব্যবহার করিতে মহাজনদিগকে অনুমতি দিলেন। পরে সাবিন দেশীয় লোক ও বলসাই দেশীয় লোক এই উভয় লোকে একত্র হইয়া রূম নগর পুনরাক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, একারণ মহাসভাস্থ লোকেরা এক জন সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। ঐ ব্যক্তিও লোকদিগকে ঋণহইতে মুক্ত করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে শত্রু দমন হইলে পর আপিয়স অধ্যক্ষ তৎকর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইলেন না; এবং মহাসভাস্থের অধিকাংশ লোকদিগকে আত্মমতাবলম্বী করিয়া রাখিলেন।

পরে দেশাধ্যক্ষদিগের বারং এই রূপ বিশ্বাসঘাতকতা ব্যবহারে সৈন্য সকলে বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া আপনাদের পূর্ব্ব শপথ প্রযুক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে না পারাতে করিল কি, না শেষে শিখিনী-য়স বেলুটীয়স নামক এক জন নূতন সেনাপতি করিয়া রূম নগর-হইতে তিন ক্রোশ দূরে এমন একটি পর্ব্বতে গিয়া রহিল। এই প্রকার করাতে তাহাদের মানস সফল হইল। তখন এ প্রকার দেখিয়া সভাস্থ লোকেরা ইতর লোকদের সহিত রফা ও মিলন করণার্থে দশ জন লোক নিযুক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন। ঐ লোকের মধ্যে লারসিয়স নামক ও বালিরিয়স নামক এই দুই জন প্রধান; এবং মেনিনিয়স আগ্রিপা নামক ব্যক্তি সভাস্থ লোক ও সাধারণ লোক সকলেরি প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং ঐ সকলেই মহল্লোক, এ কারণ সেনাগণ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক বসতি স্থান দিয়া কথা শুবণ করিতে লাগিল। তাহাতে সভাস্থ লোকদিগের পক্ষ

হইয়া ঐ দুই জন প্রধান লোক বক্তৃতাপূর্ব্বক কৌশল ক্রমে নিবেদন করিতে লাগিল। এবং লুসেনিয়স নামক ও লুসিয়স জুনিয়স নামক এই দুই জন সেনাদিগের পক্ষ হইয়া অশেষ ক্ষতি ও অপমান হইলে যাদৃক্ প্রবল বক্তৃতা হয় তাদৃক বক্তৃতা করিতে লাগিল। তাহাতে অনেক বাদানুবাদ হইলে পর মেনিনিয়স আগ্রিপা নামে ব্যক্তি ইতর লোকের সন্তান হইলেও সুচতুর ও রসিক প্রযুক্ত লোকেদিগের সাক্ষাতে বক্ষ্যমাণ একটি নীতি কথার প্রসঙ্গ করিলেন। সে কথা কি, না পূর্ব্বকালে অর্থাৎ যৎকালে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ স্বেচ্ছাধীন হইয়া স্ব২ ক্রিয়া বিবেচনা করিতে পারিত তৎকালে একদা ঐ সকল অঙ্গ বিবেচনা করিল, যে আমরা আত্যন্তিক পরিশ্রম করিয়া কেন উদরের সেবা করি, উদর কোন কর্ম্মই করে না কেবল আমাদের শ্রমজন্যে স্বচ্ছন্দে বসিয়া খাইয়া ক্রমে২ স্থূল হইতেছে, অতএব আমরা উদরের সেবা করাহইতে ক্ষান্ত হইলাম। এই স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়া পরস্পর আত্মশ্লাঘা পূর্ব্বক সকল অঙ্গ স্ব২ কর্ম্মহইতে বিরত হইলেন, অর্থাৎ চরণদ্বয় আর উদরকে বহন করেন না, ও দন্ত সকল তন্নিমিত্তে চর্ব্বণ করেন না; কিন্তু সকলে এই রূপ দুই এক দিন করণেতেই জানিতে পারিলেন, যে উদরের কোন ক্ষোভ নাই, কেবল আমরা আপনার চরণে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছি। এবং ক্রমে২ ক্ষীণ হইয়া আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে তাহারা নিশ্চয় জানিল, যে আমাদিগের বল ও বিরোধের সাহস ইত্যাদি সকলি কেবল উদরহইতে জন্মে।

মেনিনিয়স কর্ত্তৃক কথিত ঐ নীতি কথা তৎক্ষণাৎ কার্য্যসম্পাদক হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সেনাগণ ঐ সেনাপতির সহিত রূম নগরে যাইতে উচ্চৈঃস্বরে স্বীকৃত হইল। তাহাতে লুসিয়স জুনিয়স নামে সেনা সে ব্যক্তি এই উত্তর করিল, যে ভাল সভাস্থ লোকেরা আমাদিগের উপকার করিবেন ইহার প্রামাণ্য হয় বটে, কিন্তু ইহার পর যে কোন প্রকারে আমাদের অন্যায় করিবেন না, এমত প্রত্যয়

কি রূপে হইতে পারে? তবে যদি এমন একটি নিয়ম করেন, যে বৎসরান্তর২ আমাদের মধ্যে কতক গুলীন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া তাহারা প্রতিনিধি স্বরূপ হওত যাহাতে আমাদের কোন মতে অন্যায় না হয়, এরূপ সভাস্থ লোকদিগের নিকটে উত্তর প্রত্যুত্তর করেন, এমন করিলে আমরা তাহা প্রত্যয় করিতে পারি।

এই প্রকারে উভয় পক্ষ লোকেরা সম্মত হইলে ইতর লোকেরা আপনাদিগের হানিজনক বিষয় উপস্থিত হইলে তাহাতে অসম্মতি জানাইতে পারেন, এমন কতক গুলীন বিচারকর্ত্তা আপনাদিগের মধ্যহইতে বাছিয়া নিযুক্ত করিল। তাহাতে প্রথমে পাঁচ জন, পরে দশ জন এই রূপে প্রতি বৎসর২ নিযুক্ত হইতে লাগিল। ঐ বিচারকর্ত্তাদিগের কোন তৈনাতি সেনা ও বিচারস্থান এবং মহাসভাতে বসত্যর্থে আসন ইহার কিছু না থাকিলেও কিন্তু তথাপি তাহারা মহাসভাস্থ লোকদিগের প্রত্যেক ব্যবস্থার বিচার করিয়া ব্যবস্থা পত্রের নীচে সম্মতি বা অসম্মতি লিখিলে ঐ ব্যবস্থা চলিত বা অচলিত হইত। আর লোকেরা তাহাদিগকে দেবতাতুল্য জ্ঞান করিত বটে, কিন্তু রূম নগরের এক ক্রোশান্তে তাহাদের কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না। আর তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক জন অনেকের উদ্যোগ ভঙ্গ করিতে ক্ষমতাবান্ ছিল। এই সকল নূতন বিচারকর্ত্তৃত্ব পদ স্থাপিত হইলে সভাস্থ লোকেরা ব্যবস্থা পূর্ব্বক লোকদিগকে ঋণহইতে মুক্ত করিলেন। এই রূপে সামঞ্জস্য হইলে পর লোকেরা জয়ধ্বনি পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রূম নগরে প্রস্থান করিল।

পরে ঐ বিচারকর্ত্তাদিগের একটি সুসার হইল এই, যে তাহারা নিজ২ ভারের লাঘব হেতুক সাধারণ লোকহইতে প্রতি বৎসর দুই২ জন সহকারী মনস্থ করিবে. তাহাদের কর্ম্ম এই, যে তাহারা রাজকীয় গৃহ, ও জল আগমনের নলী, ও পাইনালা, এই সকল তদারক করিবেন। আর দেশাধ্যক্ষদিগের ভার ছিল, যে সকল ক্ষুদ্র২ মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন। আর রাজ অনুমতি ব্যতিরেক কেহ যেন

ভূমিভোগী না হয়, এবং কোন মহাজন যেন বাজার এক চেটিয়া না করে, ইহা তদারক করিবেন; এবং দুশ্চরিত্র বা ক্লেশজনক লোকের দমন ও দুর্ভিক্ষ্যকালে ধান্য ও তৈলের সরবরাহ করিবেন।

অপর এই রূপে বিচারকর্ত্তাদিগের এক প্রকার প্রাধান্য হইবার আকার দেখিয়া করাইওলেনস্ নামে এক জন কুলীন তাহাদের প্রতি দ্বেষ ভাবাপন্ন হইলেন। সেই সময়ে অকস্মাৎ একটি দুর্ভিক্ষ্য হওয়াতে লোকেরা মহাসভাস্থ হইলে পর তাহাদের সাক্ষাতে দেশাধ্যক্ষেরা ও বিচারকর্ত্তাগণেরা পালানুক্রমে উপদেশ দিলেন। তাহাতে কেহ যেন বিচারকর্ত্তাদিগের কথার অগ্রভাগ ভঙ্গ না করে, এই একটি নিয়ম স্থির হইল। একারণ কিছু দিন বাদে করাইওলেনস জেদ্ করিতে লাগিলেন, কি না সাধারণ লোক কর্তৃক যে কুলীন বর্গের ক্ষমতা ন্যূন হইয়াছে ইহা যেন অধ্যক্ষ সমীপে বিবেচিত হইয়া পূর্ব্বরীতি মত রাজনীতি চলিত হয়। এ রূপ করাইওলেনসের জেদ বাক্যেতে লোকদিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে বিচারকর্ত্তারা সভাস্থ লোকদের অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ ব্যক্তিকে টারপীয়ন নামক পর্ব্বতহইতে নিঃক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

পরে ঐ আজ্ঞানুসারে পেয়াদা লোকেরা করাইওলেনস্কে ধরিতে বাহির হইলে পর কুলীন লোকেরা তাহাকে তখন পেয়াদার হস্তহইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু তিনি রাজমুকুট লইতে এবং লোকদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে ইচ্ছা করেন, এই জন্যে মহাসভাসম্মুখে উপস্থিত হইতে লোকদিগের এক পরওয়ানা পাইয়া সভাসম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে হইল, তাহাতে ঐ করাইওলেনসের মনোহর রূপ ও উত্তমং বক্তৃতা গুণ প্রকাশেতে এবং তৎকর্তৃক শত্রুহস্তহইতে রক্ষিত ব্যক্তিদিগের চিৎকারেতে সভাস্থ লোকেরা নম্র ও আর্দ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন, এই যে এমন মনোহর বক্তা ও উত্তম সাহসিক

ব্যক্তিকে বধ না করিয়া বরং জয়যুক্তের সম্ভ্রম করা উচিত। কিন্তু তাহাতে অনর্গলবক্তা যে ডিসীয়স্ নামে বিচারকর্ত্তা তিনি উঠিয়া এই দোষারোপণ করিলেন, যে যখন ঐ করাইওলেনস্ আনসিয়ম দেশ আক্রম পূর্ব্বক লুট করিয়াছিলেন, তখন সেই সকল লুঠিত ধনাদি রাজভাণ্ডারে দাখিল না করিয়া আপনং বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তখন করাইওলেনস্ এই রূপ দোষারোপণ কথার উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাহাতে সভাস্থ লোকদের আজ্ঞা হইল এই, যে এক শত লোকেরা একেবারে কথা না কহিয়া একেং কথা কহিবেন। আর ঐ ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত দ্বীপান্তরে থাকিতে হইবে।

তদনন্তর করাইওলেনস্ আপন স্ত্রী পুত্র কন্যা ও বিটুরিয়া নাম্নী মাতা এই সকলের নিকটে বিদায় লইলে সভাস্থ লোকেরা নগরের দ্বার পর্য্যন্ত আগ্বাড়ান আসিয়া তাহাকে নগরহইতে বিদায় করিলেন। এই রূপে তিনি রূম দেশ পরিত্যাগ করিয়া ঐ দেশের শত্রু লোকের আশ্রয় লইতে প্রস্থান করিলেন। আর আপন দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইলেও তথাপি নিজ বিপক্ষ লোকদিগকে দমন করিব ইহা মনে স্থির করিয়া বলসাই নামে লোকদিগের মধ্যে রোমানদের বৈরি যে টলস আটিয়স নামক প্রধান ব্যক্তি, তাহার নিকটে গিয়া তাবৎ আত্মবিষয় নিবেদন করিলেন; তাহাতে ঐ টলস হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় দিলে পর পরস্পর ঐক্য হইয়া থাকিলেন। পরে কিছু দিন বাদে বলসাই জাতিদিগের রূমি লোকের সহিত যে রূপ সন্ধির নিয়ম ছিল তাহা উঠাইয়া দিলেন, এবং তাহারা উভয়ে বলসাই জাতিদিগের প্রধান সেনাপতি হইয়া রূম রাজ্য আক্রম পূর্ব্বক ইতর লোকদিগের গ্রাম সকল একেবারে সমভূমি করিল, কিন্তু সভাস্থ লোকদের সম্পত্ত্যাদি একবার স্পর্শও করিল না; এরূপ জয়যুক্ত হইয়া কোন প্রতিযোদ্ধা শত্রুর আগমন না দেখিয়া রূম নগরীয় প্রাচীরের সম্মুখে ছাউনী করিয়া রহিলেন।

অতএব রুম রাজা যে রক্ষা পায় এমন ভরসা লোকদিগের কোন প্রকারে ছিল না বটে; কিন্তু তত্রাপি শেষে রুমি লোকেরা এই সিদ্ধান্ত স্থির করিল, যে সভাস্থ লোকদের ও যাজকদিগের মিনতিতে ও যাহা না হইল তাহা কি জানি যদি তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও মাতার কথাতে হইতে পারে। এই মন্ত্রণানুক্রমে সভাস্থ লোকদের প্রেরিত কতক প্রধান লোক করাইওলেনসের মাতা বিটুরিয়ার নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলে পর ঐ বিটুরিয়া নারী, বলুমনিয়া নামে করাইওলেনসের স্ত্রী, ও পুত্র, এবং নগরের সম্ভ্রান্ত নারীদিগের সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, তাহাতে করাইওলেনস্ তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিতে মনে ২ অস্বীকৃত থাকিলেও তথাপি স্বাভাবিক স্নেহ প্রযুক্ত এবং মাতা ও স্ত্রী পুত্রাদির ক্লেশ দেখিয়া নম্র হইতে লাগিলেন। তখন তাহার মাতা এ রূপ পুত্রের কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক দেখিয়া কথাদ্বারাতে কেবল নয় অশ্রুপাতদ্বারাতেও ঐ কথার পোষণ করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার পুত্রাদি সঙ্গে আলিঙ্গন দিয়া কর যোড়ে নিজ ২ আশুই প্রার্থনা করিতে লাগিল। আর প্রতিবাসি স্ত্রী লোকেরা তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক রক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

পরে করাইওলেনসের মাতা এই রূপ খেদোক্তি করিতে লাগিলেন, যে হে পুত্র, আজি তোমারসহিত আমার এ কি প্রকার সাক্ষাৎ হইল! যে তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া আমি আপন পুত্রকে কি শত্রুকে ক্রোড়ে করিতেছি। আর আমি তোমার মাতা কি দাসী, ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হায়২ আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এ কেমন দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। আমার প্রিয় পুত্র যে দেশ বহির্ভূত হইল তাহা কেবল নহে, সেই পুত্র আবার আপন দেশের শত্রু হইয়া উঠিল। ভাল বাপু, যে দেশের কেল্লাদ্বারা তোমার স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার রক্ষা পায় এমন আপন জন্মভূমি সমভূমি করিতে আসিয়াছ, এ তোমার কেমন কর্ম্ম। অতএব আমাকে ধিক্, আমিই এই বিভ্রাটের নিমিত্ত হইয়াছি,

কেননা যদ্যপি আমি বন্ধ্যা হইতাম তবে রুম রাজ্যের এতাদৃশ দুর্দ্দশা না হইয়া অদ্যাবধি আমরা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতাম। আর আমার আয়ু অল্প দিন আছে বটে, কিন্তু তথাপি জীবৎথাকিতে এই সকল জানিলে কি প্রকার দুঃখভোগ করিতে হয় বল দেখি? ভাল আমার যাহা হয় হউক, তাহাতে দুঃখ করি না, কিন্তু তুমি এই সকল সমভিব্যাহারিদিগের প্রতি দয়া কর।

এইরূপ জননীর খেদ বাক্য সকল শুনিয়া করাইওলেনসের দুঃখেতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; এবং পদতলে পতিতা মাতাকে তুলিয়া কহিতে লাগিলেন, যে হে মাতঃ তুমি এখন এই রুম রাজ্য রক্ষা করিলা বটে, কিন্তু আপন সন্তান ছেদনেতে তীক্ষ্ণাস্ত্র স্বরূপা হইলা। আর ঐ কথাও শেষে ফলবতী হইল, যে হেতুক তিনি রুম রাজ্যের প্রতি পুনর্দয়া করিলেন, এই দোষে বলসাই লোকেরা ক্রোধাপন্ন হইয়া আপনাদের সেনাপতি টলস্ লোকদিগের উপপ্লব সময়ে গুপ্ত রূপে তাহাকে বিনাশ করিল। তাহাতে রুমি লোকেরা যথেষ্ট সম্ভ্রম পূর্ব্বক তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিলে নগরীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রী লোকেরা এক বৎসরাবধি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদাদি পরিধান করিল। পরে কিছু দিন বাদে রুমি লোক কর্ত্তৃক বলসাই লোকেরা সর্ব্বপ্রকারে পরাজিত হওয়াতে টলস সেনাপতি প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরে কাশিয়স্ বিষেলিনস্ নামে স্বভাবত মাৎসর্য্যান্বিত এক ব্যক্তি ঐ পূর্ব্বোক্ত জয়ের সম্মান পাইলেন, ও তিনি তিনবার দেশাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া দুইবার জয়ের সম্মান পাইলেন, এই সকল কারণেতে তাঁহার মাৎসর্য্য এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, যে তিনি একা দেশাধিপতি হইতে বাঞ্ছা করিলেন; এই নিমিত্তে আপন দেশের বিবিধ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রুমি লোকদিগের বশীভূত দেশের লোকদিগকে নিজপক্ষে আনয়নে সচেষ্ট হইলেন। আর মহৎ লোকদিগের ভোগ দখলি যে সকল ভূমি, তাহা সাধারণের

বলিয়া ইতর লোকদিগকে দিতে মনস্থ করিলেন। এইরূপ কাশিয়স আপন উন্নতি প্রাপ্ত্যর্থে আগ্রেরিয়া নামে প্রসিদ্ধ একটি ব্যবস্থা স্থাপিত করাতে ইতর লোক ও মহৎ লোকদের সহিত পরস্পর বাদানুবাদ পূর্ব্বক বিরোধ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে কাশিয়স যে রাজসভা উঠাইয়া রুম রাজ্যে একাধিপ হইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, ইহা কোন লোক কর্তৃক মহাসভাতে নালিশ হওয়াতে সভাস্থ লোকদের আজ্ঞাদ্বারা তাঁহাকে লোক সমূহের নিকটে উপস্থিত হইতে হইল। তাহাতে তিনি উঠিয়া নানা প্রকার উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেও কিন্তু বিচারকর্ত্তাদের দ্বেষ ও সভাস্থ লোকদের ক্রোধ প্রযুক্ত তাঁহাকে টারপিয়ন নামক পর্ব্বতোপরি হইতে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা হইল।

অনন্তর এবম্প্রকারে কাশিয়সের মৃত্যু হইলে পর লোকেরা ঐ আগ্রেরিয়া নাম্নী ব্যবস্থা সফলা করণার্থে সচেষ্ট হইল; তাহাতে শেষে ঐ সকল ভূমি বিভাগের নিমিত্তে দশ জন লোক নিযুক্ত হইল বটে, কিন্তু সভাস্থ লোকেরা তন্নিমিত্তে এমন একটি কৌশল করিল। যে ইথোয়াই নামক জাতিদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া দেশাধ্যক্ষকে ব্যস্ত করিয়া রাখিল, এবং ইতর লোকদিগের দরখাস্ত সকল পাঁচ বৎসর টালমটাল করিয়া রাখিল। পরে এই রূপে সভাস্থ লোকদিগের অঙ্গীকারের অপালন দেখিয়া লোকেরা স্বীয়২ সৈন্যপদ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল। এই প্রকার দুঃসময়ে ফেবিয়াই নামে কোন বংশ তাহারা সভৃত্য পরিবারে সহস্র লোক ছিল, ঐ লোকেরা রুম রাজ্য শত্রুহস্তহইতে মুক্ত করিতে স্বীকার করিল। কিন্তু ঐ সংগ্রামে ঐ সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যে কেবল ফেবিয়স নামে এক জন কুলপ্রদীপ স্বরূপ থাকিলে আর সকলেই প্রাণত্যাগ করিল।

পরে পরবৎসর অধ্যক্ষেরা যে কি নিমিত্তে ঐ আগ্রেরিয়া ব্যবস্থা চলিত করেন নাই, এবং টালমটাল করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা লোক কর্তৃক নালিশ হওয়াতে বিচারকর্ত্তাদিগের আজ্ঞাদ্বারা মানি-

লস নামে ও ফেবিয়স নামে দুই জন দেশাধ্যক্ষকে সাধারণ লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল, তাহাতে লোকদিগের তদ্বিষয়ের অধ্যবসায়েতে এবং অধ্যক্ষদিগের অসম্মতি প্রযুক্ত উভয় পক্ষে এমত কলহ উপস্থিত হইল, যে বোধ হয় একপক্ষীয় লোকেরা অবশ্য বিনষ্ট হইবে; কিন্তু তৎকালে জেনুসিয়স্ নামে ঐ ব্যবস্থার পুরস্থাপক ব্যক্তিকে অকস্মাৎ শয্যাতে মৃত দেখিয়া, এবং তাহাতে অপঘাতের কোন চিহ্ন না দেখিয়া, লোকেরা ভয়েতে এই ভাবিত হইল, যে দেবতারা আমাদিগের প্রতি রুষ্ট আছেন, এই জন্যে এ কর্ম্ম করিয়াছেন। এইরূপ বোধ হওয়াতে তাহারা ক্রোধযুক্ত হইতে ক্ষান্ত হইতে পারে, এমন ভাব বুঝিয়া অধ্যক্ষ লোকেরা তাহাদিগের হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, এবং অনেক অনেকের নাম ফর্দ্দে লিখিয়া লইলেন, কিন্তু শেষে বলেরো নামে এক জন শত সৈন্যাধিপতি সে ব্যক্তিকে সামান্য সেনার ন্যায় লেখাইতে অধ্যক্ষেরা প্রার্থনা করিল, তাহাতে সে ব্যক্তি সম্মত না হওয়াতে তাহার পৃষ্ঠদেশের বস্ত্র উত্তোলন করিয়া কোড়া মারিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন লোকেরা অধ্যক্ষদিগের এতাদৃশ অবিবেচিত নিষ্ঠুর কর্ম্ম দেখিয়া ক্রোধেতে উন্মত্ত তুল্য হইল; তাহা কেবল নয়, কিন্তু লোকদিগের যে কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা আর অধ্যক্ষদের বা কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাহা পরীক্ষার্থে পরস্পর একটি মহাবিবাদ উপস্থিত করিল। সে যাহা হউক, পরে লোক সকল রাজকীয় লোকদিগকে তথাহইতে দূর করিয়া ঐ ব্যক্তিকে রক্ষা করিল, এবং অন্যদিগের মধ্যে ঐ বলেরোকে বিচারক লোকদিগের মধ্যে নিযুক্ত করিয়া রাজকীয় লোকদের অধিক ক্ষোভ জন্মাইতে লাগিল।

এই কলহকারি বলেরো নামে দলপতি ঐ আগ্রেরিয়া নামে ব্যবস্থা চলিত করিতে মনে২ স্থির করিলেন তাহা কেবল নয়, আরো এই একটি নূতন ব্যবস্থা চালাইতে মনস্থ করিলেন, যে ইতর লোকেরা শত লোকভুক্তদলক্রমে সম্মতি অসম্মতি না জানাইয়াগোষ্ঠী

ক্রমে জানাইবেন। ফলতঃ দলক্রমে সম্মত্যাদি জানাইলে কুলীনেরা ইচ্ছানুসারে প্রভুত্ব করিতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকেরা গোষ্ঠীক্রমে সম্মতি অসম্মতি জানাইলে রাজ্যের প্রত্যেক প্রজা লোক ও মহা-সভাস্থ লোক এই বিষয়ে সমান ক্ষমতাপন্ন হইবে, এমন হইলে তাহাদিগের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব একেবারে চূলায় পতিত হইবে। অতএব সভাস্থ লোকেরা ঐ ব্যবস্থা রহিত করণার্থে যথাসাধ্য বাধা দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তথাপি শেষে লোকদ্বারা পরাজিত হইয়া এই ব্যবস্থা স্বীকার করিতে হইল, যে তদ্দিবসাবধি বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত করা এবং রাজ ব্যবস্থা স্থাপন করা লোকদিগের গোষ্ঠী অনু-ক্রমে হইবেক। এই প্রকারে রুম রাজ্যের রাজনীতি ক্রমেতে পরি-বর্ত্ত হইয়া শেষে তৎকালাবধি রাজ্যের প্রধান কর্ত্তৃত্বভার সকলি সাধারণ লোকদিগের হস্তগত রহিল।

পরে আপিয়সের পুত্র আপিয়স ক্লোডিয়স নামে অধ্যক্ষ তিনি ঐ সাধারণ কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে অব্যবস্থা বলিয়া সম্মত হইলেন না, এ কারণ বলসাই জাতিদিগের সহিত রুমিলোকদিগের যুদ্ধ করণ সময়ে রুমিলোকেরা রণস্থানহইতে পলায়ন করিয়া কহিল, যে আমরা কেবল আপিয়স সেনাপতির দোষেতে রণভঙ্গ দিয়াছি। তা-হাতে এরূপ দেখিয়া আপিয়স আপন বশীভূত কতক গুলিন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ঐ পলায়িত শতসেনাধ্যক্ষদিগকে কোড়া মারিয়া প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেন, আর ভয়েতে কল্পকম্পান্বিত রণভঙ্গ-কারি সৈন্যদিগের দশ জনের মধ্যে এক২ জনের মস্তক ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু পরে বিচারকর্ত্তৃগণ অতিব্যগ্র হইয়া ঐ আগ্রেরিয়া ব্যবস্থা পালনার্থে অত্যন্ত আপত্তি করিতে লাগিল। আর আপিয়স তাহাতে কোন প্রকারে সম্মত ছিলেন না এই জন্যে লোক সাধারণের সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা হইল। এই আজ্ঞানুসারে আপিয়স তথা গমন করিলেই যে প্রাণের বিঘ

জন্মিবে ইহা নিশ্চয় বোধ করিয়া পর হিংসকের হস্তগত না হইয়া আপন হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

এরূপ হইলেও তথাপি বিচারকর্ত্তৃগণেরা অকুতোভয়ে এই কথা কহিলেন, যে ভূম্যাদির অংশ এবং রাজকর্ত্তৃত্ব এ উভয়ই সাধারণ লোকদিগের দেওয়া উচিত হয়, বিশেষতঃ তাহাদের নিজ ক্ষমতার জ্ঞান কারণ কত প্রাচীন ব্যবস্থা স্পষ্ট রূপে লিখিয়া তাহাদিগে দিতে হয়; কিন্তু এই সকল কথা কুলীনলোকেরা গ্রাহ্য না করিয়া যথা সাধ্য বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আরও করিলেন কি না, কুইন্‌টস সেনসেনেটসের পুত্র কাইসো নামক ব্যক্তিকে আপনাদিগের কর্ত্তা করিয়া অন্যান্য লোকদিগকে সভাহইতে দূরীকৃত করিলেন। পরে এই কারণ কাইসোকে সাধারণ লোক সম্মুখে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা হইলে তিনি আপন প্রত্যয়ার্থ লোক প্রদান করিয়া ইত্রুরিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন, আর তাঁহার পিতা রূম নগরে থাকিতে না পারাতে সুতরাং অট্টালিকাদি নিজ বিষয় বিক্রয় করিয়া টাইবর নদী পারে গ্রামস্থ তৃণগৃহে গিয়া বাস করিলেন।

এই রূপে রূম রাজ্য কলহ ও অশৃঙ্খলাতে পূর্ণ হওন সময়ে হের্ডোনিয়স নামে এক জন সাবিন দেশীয় সেনাপতি কতক প্রবীন সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া রূম নগরীয় কাপিটল নামক কিল্লা হস্তগত করিলেন। তাহাতে বিচারকর্ত্তৃগণেরা ইতর লোকদিগে এই পরামর্শ দিল, যে কুলীনেরা যদবধি লোক সাধারণের উপকার জন্য ব্যবস্থা স্থাপনার্থে দশ জন লোক মধ্যস্থ না করেণ তাবৎ তোমরা স্বহস্তে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইও না। এই প্রকার হইলে বালিরিয়স নামে দেশাধ্যক্ষ তিনি আপনি ঐ সাবিনদিগের প্রতি চড়াও হইয়া পুনর্ব্বার ঐ কিল্লা অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু ঐ রণেতেই তাঁহার মরণ হইল। পরে বিচারকর্ত্তৃবর্গে ঐ অঙ্গীকৃত আগ্রেরিয়া ব্যবস্থা পূর্ণ করণার্থে পুনঃ২ উত্তেজনা করিতেলাগিল ইহা

দেখিয়া সভাস্থ লোকেরা সেই পূর্ব্বোক্ত কুইণ্টস সেন্‌সেনেটস নামক ব্যক্তিকে দেশাধ্যক্ষ পদে ভর্ত্তি করিলেন, কিন্তু তিনি এই উচ্চপদ প্রাপ্তির কথা শুনিয়া আহ্লাদিত না হইয়া বরং বিষণ্ণ হইয়া স্ত্রীকে এই কথা কহিলেন, যে হে কান্তে, এইবার আমাদিগের ক্ষেত্র এক বৎসরের নিমিত্তে পতিত হইয়া থাকিল। সে যাহা হউক তিনি ইতর লোকদিগের এই রূপ অসঙ্গত প্রার্থনা এবং কুলীনদিগেরও তদ্বিষয়ে অবিবেচনা পূর্ব্বক স্বীকার করা ইহা দেখিয়া উভয় লোকের প্রতি দোষারোপণ করিলেন; ফলতঃ তিনি নগরীয় কলহ নিবারণ করিয়া ন্যায় ও মৃদুতা পূর্ব্বক সমুদয় লোকের হিতকারী হইয়া রাজ শাসন করিতে লাগিলেন। আর বৎসরান্তর নূতন২ দেশাধ্যক্ষ স্থাপিত হইবে এই প্রকার সকলের সম্মতি হওয়াতে তিনি ঐ পদত্যাগ করিয়া গ্রামস্থ তৃণাদিগৃহে গিয়া কৃষি কর্ম্মাদি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অল্প দিন পরেতেই তাঁহাকে নির্জ্জনপল্লী পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেশ রক্ষার্থে গমন করিতে হইল, কেননা কোন পর্ব্বতীয় সরু পথি মধ্যে ইকোয়াই জাতি ও বলসাই জাতি এই উভয় লোকেতে মিনুসিয়স নামে রূমি সেনাপতিকে কতক গুলীন সৈন্যের সহিত বেষ্টন করিয়াছিল, তাহাহইতে তাঁহারা মুক্তি পাইতে পারেন এমন কিছু মাত্র পথ ছিল না। একারণ এই দুঃসময়ে সভাস্থ লোকেরা ঐ সেন্‌সেনেটস নামক ব্যক্তিকে সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে মানস করিয়া কতক গুলীন দূত প্রেরণ করিলেন; তাহাতে ঐ দূতেরা যখন তাঁহার নিজ ক্ষেত্র চাস করিতে তাহাকে দেখিয়া ঐ সমাচার গোচর করাইলেন, তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন বলদের প্রতি খেদোক্তিতে দৃষ্টি করিয়া রূম নগরে প্রস্থান করিলেন। এরূপ হইলে সভাস্থ লোকেরা রাজ পরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া কিছু দূর হইতে তাহাকে সমাদরের সহিত লইয়া গেলেন। তিনি এই অনপেক্ষিত উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেও নিজ

সৌজন্য প্রযুক্ত তাহাতে তাঁহার অহঙ্কার জন্মিতে পারে নাই। এই প্রকারে সেন্‌সেনেটস সর্ব্বাধ্যক্ষ নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেশীয় অবস্থা সকল জ্ঞাত হওতো প্রসন্ন বদনে অস্ত্রধারি সৈন্যদিগের এই আজ্ঞা করিলেন, যে তোমরা পঞ্চদিবসোপযুক্ত পাথেয় খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া সূর্য্যাস্তের প্রাককালে যে স্থানে সৈন্যদিগের স্পর্দ্ধ করা যায় ঐ স্থানে গমন কর।

পরে সৈন্যগণেরা সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া পরদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ শত্রুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল; তখন সর্ব্বাধ্যক্ষ ব্যক্তি এই আজ্ঞা দিলেন, যে আমাদিগের বহু সৈন্য সেনাপতিদিগের সাহস বৃদ্ধি করণার্থে তোমরা উচ্চৈঃ স্বরে সিংহনাদ কর, এই প্রকার তাহারা কঠোর হুঙ্কারধ্বনি করিলে ইকোয়াই লোকেরা চমকিত হইয়া সেন্‌সেনেটস সেনাপতিকে নানা প্রকার মূর্চ্ছাবস্থি করিতে দেখিল, আর যাদৃশ আপনার রুমি সৈন্যদিগের বক্ষ করিয়াছিল তাদৃশ উভয় শত্রু সৈন্যমধ্যে আপনাদিগকে বদ্ধ দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। এ প্রকারে উভয় লোকে একটি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে ইকোয়াই লোকেরা উভয় পার্শ্ব সৈন্যের আক্রমণেতে অত্যন্ত ভীত ও কাতর হওত রুমি লোকদিগের ইচ্ছার অধীন হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেক। তাহাতে সেন্‌সেনেটস সেনাপতি তাহাদিগের ঐ ঘোর সঙ্কটে রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের চিরবাধ্য থাকিতে এই অঙ্গীকার করাইলেন, যে তিনটা বর্শাতে একটি ফাঁসি কাষ্ঠের ন্যায় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অধো দিয়া তাঁহাদের গমন করাইলেন। এবম্প্রকারে তিনি বদ্ধ সৈন্য সেনাপতিদিগের মুক্ত করিয়া কহিলেন, যে হে সৈন্য সকল, তোমরা শত্রুদিগের হস্তগত করা দূরে থাকুক, আরো আপনারাই শত্রু হস্তগত হইয়াছিলা, অতএব তোমরা এই লুণ্ঠিত সামগ্রী কিছু মাত্র পাইবা না। আর হে মিনুসিয়স সেনাপতি, তুমি এক্ষণে কিছু দিন নীচ পদে থাকিয়া রণ শিক্ষা কর, পশ্চাৎ সেনাপতি পদে নিযুক্ত

হইবা। দেখ তাঁহার এই প্রকার বিচারেতে কেহ যে আপত্তি করিল না তাহা কেবল নয়, আরো নিজ২ প্রাণ ও সম্ভ্রম রক্ষক বলিয়া সৈন্যগণেরা তাঁহাকে সুবর্ণের মুকুট প্রদান করিল। এই রূপে তিনি রুমি সৈন্যদিগের উদ্ধার পূর্ব্বক প্রবল বৈরি দমন করিয়া চতুর্দ্দশ দিবস ঐ পদ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার পদত্যাগ করিলেন। তখন সভাস্থ লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্পত্তি দিতে ইচ্ছা করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া পুনর্ব্বার সেই ক্ষেত্রেতে প্রস্থান করিলেন

তদনন্তর কিছু দিনাবসানে ঐ ইকোয়াই জাতিদিগের যুদ্ধার্থে পুনর্ব্বার রণভূমিতে আগমন দেখিয়া সাধারণ লোকেরা পঞ্চজনের অধিক আর পাঁচ জন বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত করাইতে প্রার্থনা করিল। তাহাতে সভামধ্যস্থ কতক প্রলীন লোক লোকদিগের ঐ বাঞ্ছা ভঙ্গ করণে বাঞ্ছিত হইলে পর সেন্সেনেটস্ নামক ব্যক্তি লোকদিগকে এইমন্ত্রণা দিলেন,যে শুন,এরূপ হইলেতোমাদের উপর যাহারা কঠিন কর্তৃত্ব করেণ তাহাদিগের কর্তৃত্বের হানি হইবে, অতএব ইহা করা উচিত। পরে কিছু দিন বাদে বিচারকর্ত্তৃগণেরা আবেণ্টাইন নামে পর্ব্বত নির্জন প্রযুক্ত তদুপরি বসতি করাইবার নিমিত্তে একখানি নিবেদন পত্র লিখিলেন।

পরে ইকোয়াই জাতি রুম নগরহইতে ষোল ক্রোশ দূরে এমন নিকটবর্ত্তী হইলে লোকেরা নগরের কলহাদি নিবৃত্ত করিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করিতে লাগিল। ঐ সংগ্রামে সিকিয়স ডেণ্টেটস্ নামে সেনাপতি জয়যুক্ত অধ্যক্ষ অপেক্ষাও অধিক সম্ভ্রম পাইলেন, তাহার কারণ এই যে তিনি শত্রু আক্রমণার্থে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে শত্রুদিগের আক্রমণীয় অগম্যব্যূহ দেখিয়া প্রধান সেনাধ্যক্ষকে এই নিবেদন করিলেন, যে এই অশক্যব্যূহ ভেদ করণহইতে নিবৃত্ত হও, কেননা বোধ হয় আমাদের তাবদীয় উদ্যোগ নির্ম্মূল হইবে। কিন্তু ইহাতে ঐ অধ্যক্ষ তাহাকে ভীতত্ব রূপে অপবাদ দিয়া ভর্ৎসনা করত তিনি

ক্রোধাপন্ন হইয়া আত্মসাহস ও আজ্ঞাবহত্ব দেখাইবার জন্যে প্রাণব্যয় পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া আটশত প্রবীণ যোদ্ধা সমভিব্যাহারে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন; আর করিলেন কি না পূর্ব্বের অজ্ঞাত আক্রমণের একটি সূক্ষ্মপথ দর্শন পাইয়া আপনি একদিগে প্রচণ্ড রূপে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, এবং অন্যদিগে রুমি সৈন্যগণেরা আক্রমণ করিয়া ঘোরতর সমর করিতে লাগিল। এই প্রকার করিলে রুমি লোকেরা সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হইল। পরে ঐ ভেন্টেটস সেনাপতি রণহইতে প্রত্যাগমন কালে আপনি যে অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক কেবল মৃত্যু বা অপযশ প্রাপ্ত হইবার জন্যে ঐ দুর্গম্য রণস্থলে প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইহা নিশ্চয় বোধ হওয়াতে এমন ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, যে তাহাতে ঐ রণ জয়ের সম্মান ক্রিয়া অধ্যক্ষের প্রতি অর্শিল না। আর লোক কর্ত্তৃক তিনি আপনি এক জন বিচার কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, তাহা কেবল নয় কর্ত্তা কি অন্য কোন ব্যক্তি নিজপদের বিপরীতে অন্যায় কর্ম্ম করিলে তদুপযুক্ত দণ্ডার্হ হইবেন, এই একটি ব্যবস্থা স্থাপিত হইল। বিশেষতঃ তাহার প্রতি এই অন্যায় ক্রিয়া করাতে ঐ বর্ত্তমান অধ্যক্ষ দ্বয়ের অর্থদণ্ড হইল। এই প্রকারে বিচারকর্ত্তৃগণদিগের চেষ্টাতে কুলীনদিগের মর্য্যাদা ঐশ্বর্য্য সকলি কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় ক্রমেং ক্ষয় হইতে লাগিল। ফলতঃ তাহাদিগের পৈতৃক স্থাবরাদি বিষয়ও থাকে কি না থাকে এমন সংশয় হইয়া উঠিল। ইহাতে বোধ হয় যে পুনর্ব্বার একটি উপপ্লব রূপ ঝড় উপস্থিত হইলে সে সকলি বিনাশ করিবেক, অর্থাৎ বংশানুক্রমে বিষয় প্রাপ্তি না হইয়া গুণানুক্রমে সম্পত্তি ভোগ হইবেক।

তদনন্তর আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি প্রজাবর্গেরা রাজকীয় লোকদিগের যথেষ্ট দৌরাত্ম্য ক্রিয়াতে ব্যস্ত হইয়া নিজং দুঃখের নিবেদন পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিল, যে কোন ব্যক্তি যদি কাহার উপরে অন্যায় দৌরাত্ম্য করে তবে সে ব্যক্তি অবশ্য দণ্ডার্হ হইবেক, এমন বিবরণ একখানি ফর্দ্দে লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। ইহাতে বিবে-

চনা পূর্ব্বক এই মন্ত্রণা স্থির হইল, যে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক ইটালি দেশীয় গ্রীকদিগের নগর এবং আথেন্স নগরহইতে হিতকারি যথার্থ অথচ সার্থক এমন সকল ব্যবস্থা আনয়ন করা কর্ত্তব্য। এই যুক্ত্যনুসারে দূতগণেরা ঐ আবশ্যকীয় ব্যবস্থা সকল আনিলে পর ঐ সকল ব্যবস্থা গোছালক্রমে সামঞ্জস্য করণার্থে সভাস্থ লোকদের মধ্যহইতে দশ জন লোক মনস্থ করিয়া নিযুক্ত করিল। তাহার মধ্যে আপিয়স ক্লোডিয়স অধ্যক্ষ এবং তাহার এক জন সহকারী এই দুই জন প্রধান ছিলেন। এই সকল লোক কর্তৃক বারোফর্দের ব্যবস্থা নামে প্রসিদ্ধ একটি ব্যবস্থা সংগ্রহ হইল; কিন্তু শেষে ঐ ব্যবস্থা রুম রাজ্যের রাজনীতি শাসনের মূলীভূত হইয়া উঠিল।

পরে আপিয়স নামে ও জেনসিয়স নামে এই দুইজন আগামি বৎসরের ভাবী অধ্যক্ষ তদ্ব্যতিরেক সেক্সটস নামক ও রমুলস নামক দুই জন গত বৎসরের দেশাধ্যক্ষ, আর পষ্টুমিয়স নামে ও সল্পিসিয়স এবং মানলিয়স নামে এই তিন জন ব্যবস্থা আনয়নার্থে দূত এবং জুলিয়স নামে ও বেটুরিয়স নামে ও হরেষিয়স নামে এই তিন জন সভাস্থ লোকের মধ্যে প্রধান। এই দশ জন লোকে ঐ ব্যবস্থা সকল চলিত করিতে লাগিলেন। তখন এমন বোধ হইল যে রুমরাজ্য এই রাজনীতি দ্বারা এক প্রকার নূতন হইয়া উঠিবে, আর তাহাতে এক রাজ্যের রাজনীতি অন্যরাজ্যে অর্থাৎ ভিন্নং রাজনীতি বিশিষ্ট রাজ্যে চলিত করিলে দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইয়া উঠে ইহাও পরীক্ষা করিতে হইবেক।

অনন্তর এই একটি স্থির হইল, যে ঐ দশজন লোকেরা রাজা ও দেশাধ্যক্ষ তুল্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এক বৎসরের নিমিত্তে কর্ত্তৃত্ব করিবেক। আর যদবধি ঐ সকল নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত অন্যান্য লোকেরা আপনং প্রভুত্ব রহিত হইবেন। আর নব বিধি প্রকাশক লোকেরা পালানুক্রমে অর্থাৎ একং দিন একং জন মুকুটাদি রাজ চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া শাসন

পালনাদি করিবের। তদ্ভিন্ন অন্য নয় জনের সহিত এক জন সেনাপতি ভ্রমণ করিবেক। এই রীতিক্রমে একবৎসরের নিমিত্তে ঐ দশজন নিযুক্ত হইলে তাহারা এক বৎসরের মধ্যে ঐ সকল ব্যবস্থা প্রকাশ পূর্ব্বক দশ ফর্দ্দ করিয়া স্থাপিত করিলেক। পরে পিত্তলের পত্রেতে ঐ সকল ব্যবস্থা খোদিত করিয়া রাজসভাগৃহের প্রকাশ স্থানে ঝুলাইয়া রাখিলেন।

পরে নব বিধি প্রকাশক লোকেরা ঐ সকল ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ শেষ আছে ইহা জানাইয়া ছলেতে কিছু দিন নিজ২ পদ রক্ষার্থে সভাস্থ লোকদিগের নিকটে নিবেদন করিলে পর তাহারা তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিল। পরে আপিয়স নানা প্রকার কৌশলেতে এমন একটি সুঘটনা করিল যে তাহাতে পুনর্ব্বার ঐ দশ জনের মধ্যে আপনি ভুক্ত হইল। তাহা কেবল নয়, আপন২ আত্মীয় লোকদিগেরও ঐ পদে ভর্ত্তি করিল। তাহাতে কদাচ নিজ২ ক্ষমতা ত্রুটি হইবেক না, ইহা কহিয়া তাহাদিগের একটি২ উৎকট দিব্য করিতে হইল, আর লোকেরা যেন তাহাদের দেখিয়া শঙ্কাকুল হয় এই জন্যে তাহাদের মধ্যে কেবল এক জন যে যষ্টিযুক্ত কুঠার লইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেন এমন নহে, প্রত্যেক২ লোকই প্রত্যেক দিন ভয়ানক রাজশাসন জ্ঞাপক চিহ্ন ধারণ করিয়া বেড়াইতেন। আর প্রকৃত বিচারকর্ত্তাদিগের ন্যায় ন্যায়কারী ও শিষ্ট সাম্প্রদায়িক না হইয়া কেবল দৌরাত্ম্য ও লাম্পট্য ও নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর রাজনীতিতে এই রূপ লিখিত আছে, ইহা ছলেতে কহিয়া কতক প্রাচীন লোকদিগের যে সর্ব্বস্ব বলেতে লইয়া শেষে দেশান্তরি করিলেন। তাহা কেবল নয়, আরো কতক প্রবীন প্রজাদিগের প্রাণদণ্ডও করিয়াছিলেন। আর আপনি যে রাজ্যের বিপদ স্বরূপ হইয়াছেন ইহা যেন লোকের বোধগম্য না হয়, এই জন্যে আরো দুইটি ব্যবস্থা পত্র প্রস্তুত করিলেন। অতএব এই দুই ব্যবস্থা পত্র লইয়া

যে রূপ পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে তাদৃশ বারোকর্দ্দের ব্যবস্থা নামে প্রসিদ্ধ হইল।

ঐ শেষের কথিত ব্যবস্থা দুয়ের মধ্যে এমন একটি নিয়ম লিখিত ছিল, যে ইতর লোক ও কুলীন লোক এই উভয় লোকেতে পরস্পর বিবাহ হইবে না। তাহার অভিপ্রায় এই, যে উভয় লোকে পরস্পর সম্পর্ক না থাকাতে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের কিছু২ লাভের বৃদ্ধি হইতে পারে। অতএব লোক সকলে তাঁহাদিগের এই চক্রতা বিশেষ রূপে জানিতে পারিলেও তথাপি এতাদৃশ অন্যায় কর্ত্তৃত্ব অল্পদিনের মধ্যে শেষ হইবে ইহা কহিয়া লোকেরা স্থির হইয়াছিল বটে; কিন্তু শেষে ঐ দশজন নূতন ব্যবস্থাপকেরা লোকদিগের সমূহ ক্ষতি এবং রাজ্য স্থাপিত ব্যবস্থাদি কিছুই না মানিয়া বাহুবলেতে আরো এক বৎসর ঐ কর্ত্তৃত্ব পদ ভোগ করিতে লাগিলেন। এই প্রকার কর্ত্তাদিগের অত্যাচারেতে কেহ অসন্তুষ্ট হইলে তাহার প্রতি তাহারা অধিক দৌরাত্ম্য করিতেন, এই রূপে শেষে এমন হইয়া উঠিল যে তাহাদের অসহ্য দৌরাত্ম্যেতে ত্যক্ত হইয়া ভাগ্যবান লোকেরা দেশান্তরে পলায়ন করিলে পর ঐ নগর একেবারে অরণ্য তুল্য হইয়া উঠিল; ফলতঃ তাঁহারা কোন লুঠ পাইবার সূত্র পাইলে নিবৃত্ত থাকিতে পারিতেন না। এবম্প্রকারে লোকদিগের প্রতি উপদ্রব ও দাসত্বে নিয়োগ ও লুঠপাটাদি করণ এবং পরস্পর অবিশ্বাস ইত্যাদি অত্যাচার হইলেও তাহাদিগের দমন করিয়া আপন দেশ রক্ষা করে প্রজা লোকদিগের মধ্যে এমন একটিও লোক ছিল না, এ কারণ ঐ দুরাত্মাবর্গে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল। আর তাহারা নিজ পদাতিক সেনা সকল বেষ্টিত হইয়াছিল তাহা কেবল নয় তৎসংসর্গে কুরীতি প্রাপ্ত কতক মলীন কুলীন লোকেতে বেষ্টিত ছিলেন। আর অবিশিষ্ট প্রজা লোকেরা করিত কি না ঐ দুষ্টদিগের প্রতি কোন কথা না কহিয়া ভয়েতে নীরব হইয়া থাকিত।

অপর ইকোয়াই জাতি ও বলসাই জাতি এই উভয়তে লোকে একত্র হইয়া রুম রাজ্যের এতাদৃশ কলহাদি দেখিয়া এবং ঐ দ্বন্দে নিজ লাভের সম্ভাবনা বোধ হওয়াতে আক্রমণ পূর্ব্বক রুম নগর-হইতে দশ ক্রোশ দূর এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে ঐ দশ জন অধ্যক্ষ লোকেরা সৈন্য সংগ্রহ করণে ক্ষমতাহীন প্রযুক্ত সভাস্থ লোকদিগের অনুমতি লইতে ইচ্ছা না থাকিলেও তথাপি বহু দিনের পর সভা বসাইতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর আপিয়স সভাবর্ত্তী হইয়া মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক দম্ভ করিয়া এই আজ্ঞা করিলেন, যে পালানুক্রমে অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে কেহ পরামর্শের কথা কহিতে পারিবে না। তাহাতে পব্লিকলার পুত্র বালিরিয়স নামক ব্যক্তি ঐ ক্রম অপেক্ষা না করিয়া কহাতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বসিতে আজ্ঞা হইলেও তথাপি তিনি সে কথা না মানিয়া ঐ দশ জন অধ্যক্ষের প্রতি এই নালিশের কথা প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, যে হে বিশ্বাসঘাতকি লোকেরা, তোমরা অগ্রে সভাস্থ লোকদিগের তাবৎ ক্ষমতার লোপ করিয়াছ, এই ক্ষণে আরবার কোন মুখেতে তাহাদের নিকটে সৈন্য সংগ্রহ করণ উপকার প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ; লজ্জা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? আর মার্কস হরেসিয়স নামক ব্যক্তিও ঐ কথায় পুষ্টি পূরক হইয়া তাহাদিগের দেশ স্থাপিত ব্যবস্থা লঙ্ঘন করণ ও লুঠ এবং নির্দ্দয়তা ইত্যাদি অত্যাচার কথন পূর্ব্বক পূর্ব্বব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক দোষ বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাহাতে বহু দিবসাবধি কাহারও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম করিতেছেন এমন যে আপিয়স সেনাপতি তিনি ঐ কথা না শুনিয়া ক্রোধেতে পরিপূর্ণ হইয়া বিপক্ষ-দিগকে নানা বিধ তিরস্কার করিতে লাগিলেন; এবং হরেসিয়স নামক ব্যক্তিকে টারপিয়ন পর্ব্বত হইতে নিঃক্ষেপ করিয়া প্রাণদণ্ড করিব এই ভয় প্রদর্শন করাইলেন। এই প্রকার অপমানের কথা শুনিয়া সভাস্থ লোকেরা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, যে শুন সভাস্থ

লোকদিগের আপনং কথা কহিবার ক্ষমতা যে তুমি দূর কর তোমার এই সকল কর্তৃত্ব আমাদিগের কোন প্রকারে সহ্য হয় না। এই প্রকার নানা বিধ দোষারোপণ করিলেও শেষে ঐ আপিয়স নিজ-দোষ ক্ষালনের নিমিত্তে কথা কহিলে পর তাহারা আপিয়সকে তাঁহার তাঁবে যে কএক জন লোক ছিল তাহাদিগকে সৈন্য সংগ্রহ করণের ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

অপর রুমি সৈন্য গণ আপনং নয়নের বিষ তুল্য যে সকল সেনাপতি তাহাদিগের দর্প চূর্ণ করণার্থে এই একটি নিয়ম স্থির করিয়াছিল, যে তাহারা উপস্থিত সংগ্রামে রণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে। অতএব তাহাতে এই সাংপ্রতিক সংগ্রামে শত্রুবর্গীয় সৈন্যেরা আগমন করিলে পর তাহারা সেই ধারানুসারে নিজং শিবির পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তাহাতে রুমি লোকেরা যখন ঐ রণ পরাজয়ের সমাচার পাইল, তখন জয়সম্বাদ শ্রবণ অপেক্ষাও তাহারা আনন্দান্বিত হইল। এই রূপে সেনাদিগের দোষেতে সেনাপতিরা দূষ্য হইলে কেহং কহিল, যে এই দোষেতে তাহারা পদ ভ্রষ্ট হউক; আর কেহং কহিল, যে সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত না হইলে এ সংগ্রামে জয় হইবে না।

অনন্তর এক সময় সিকিয়স ডেণ্টেটস্ নামক বিচারকর্ত্তা নিজ সরলতাক্রমে কোন কথা কহিয়াছিলেন, এই নিমিত্তে আপিয়স অধ্যক্ষ তাঁহাকে পূর্ণরূপে শাস্তি দেওনার্থে লক্ষ্য করিয়া দূতপদে নযুক্ত করিলেন। পরে সেই ব্যক্তি রুম নগরহইতে প্রেরিত সৈন্যগণের কর্ত্তৃত্ব পদ পাইয়া আজ্ঞাদ্বারা এক শত সেনা লইয়া ছাউনী করণের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ঐ শত সেনাগণ তাঁহাকে বধ করণার্থে দশাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক বেতন প্রাপ্ত হওয়াতে তাহারা করিল কি, না একটি পর্ব্বতের নির্জ্জন গুহা মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল; এ প্রকার বিপরীত ক্রিয়া দেখিয়া ঐ সাহসী ডেণ্টেটস্ সেনাপতি ক্রোধ ভরেতে একটি

বৃহৎ শৈলেতে পৃষ্ঠ দেশ দিয়া যে পঞ্চদশ লোকদিগকে প্রাণের সহিত বিনাশ করিলেন তাহা কেবল নয় আরো ত্রিশ জন সৈন্যকেও প্রায় মৃত তুল্য করিলেন। এই রূপে তিনি অনেক সৈন্য নষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু শেষে তাহারা পর্ব্বতোপরি গাত্রোত্থান করিয়া একখানি বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া ফেলাতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

পরে এক দিবস ঐ আপিয়স অধ্যক্ষ বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক পরম সুন্দরী নব যৌবনা স্ত্রী দাসী সমভিব্যাহারে ঐ পথ দিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেছিলেন; তাহার রূপ ও লাবণ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া কামানলেতে হত জ্ঞান উন্মত্ত তুল্য হইলেন। তিনি বর্জ্জিনিয়স নামে শত সেনাধিপতির কন্যা। তৎকালে তাঁহার পিতা রণস্থলে ছিলেন, এবং পূর্ব্ব বিচারকর্ত্তা যে ইসিলিয়স নামে ব্যক্তি তাহার সহিত বিবাহের বাগদত্তা হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ঐ আপিয়স অধ্যক্ষ কামবাণে দগ্ধচিত্ত হইয়া তাহার দাসীকে অর্থদ্বারা বশীভূতা করিতে মানস করিলেও সে চেষ্টা নিষ্ফলা হওয়াতে তিনি ক্লোডিয়স নামে আপনার এক জন দূতকে এই একটি উপায় করিতে আজ্ঞা দিলেন, যে তুমি ঐ নারীকে দাসী কন্যা বলিয়া দাওয়া করত তদ্বিষয়ের নিষ্পত্তি করণার্থে আমার বিচার স্থানে আনিবা, তাহাতে আমি তদ্বিষয় নিষ্পন্ন করিব।

অনন্তর ঐ ক্লোডিয়স্ নামে ব্যক্তি আপিয়সের শিক্ষানুসারে ঐ কন্যা যে বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের সহিত পাঠ করিতেছেন ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনার লোক বলিয়া তাহাকে বলেতে আনয়ন করিতে উদ্যত হইল; তাহাতে ঐ নারীর রোদন এবং লোকদিগের নানা প্রকার নিষেধ কথা শ্রবণ না করিয়াও তাহাকে বিচার স্থানে লইয়া উপস্থিত করিল, এবং আপিয়সকে উদ্দেশ করিয়া ছলেতে এই কহিল, যে হে অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কন্যা আমার এক জন দাসীর গর্ব্ভে জন্মিয়াছিল, পশ্চাৎ ঐ দাসী বর্জ্জিনিয়সের স্ত্রী বন্ধ্যা

প্রযুক্ত তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল, বরং ইহার প্রমাণার্থে অনেক২ মান্যমান সাক্ষী দেখাইতে পারি, অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত সাক্ষির জবান বন্দী না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ কন্যা আমার নিকটে থাকিতে আজ্ঞা হউক, কেননা আমা ব্যতিরেকে উহার আর কেহই নাই।

পরে ঐ দুষ্ট আপিয়স অধ্যক্ষ ছলেতে বিচারে এই স্থির করিলেন, যে ক্লোডিয়সের এই দাওয়া আমার যথার্থ বোধ হয়, অতএব যদবধি উহার পিতা সাক্ষী উপস্থিত না করিবেন তাবৎ পর্য্যন্ত ক্লোডিয়সের নিকটে রাখা উচিত বটে। এই প্রকার অধ্যক্ষের অনুচিত বঞ্চকতা দেখিয়া সভাস্থ লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে বিবিধ প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিল, এবং তন্নিকটবর্ত্তি স্ত্রী লোক সকলে ঐ অবলা স্ত্রীকে বেষ্টন করিয়া, আমরা তোমাকে এই দুষ্কৃতের হস্তহইতে রক্ষা করিব ইহা কহিয়া সাহস দিতে লাগিলেন ; এবং ইসিলিয়স নামে যে তাহার ভাবী ভর্ত্তা তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া অকুতোভয়ে ঐ দুরাত্মা অধ্যক্ষের আজ্ঞা সকল লঙ্ঘন পূর্ব্বক এমন তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে ঐ দুষ্ট ক্লোডিয়স্ ভীত হইয়া অধ্যক্ষদিগের আসন সন্নিধানে গিয়া রক্ষা পাইলেন।

অপর লোকদিগের এই রূপ গোলমাল দেখিয়া আপিয়স অধ্যক্ষ বর্জ্জিনিয়স সেনাপতির শিবিরহইতে আগমন অপেক্ষা করিয়া ঐ বিচার স্থগিত রাখিলেন। পরে বর্জ্জিনিয়স সেনাপতি ও ক্লোডিয়স্ ব্যক্তি এই দুই জনে বিচারস্থানে পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর পূর্ব্বক বাদানুবাদ হইলে পর ঐ দুষ্ট আপিয়স অধ্যক্ষ ক্লোডিয়সের পক্ষে মোকদ্দামার জয়পত্র দিয়া কহিলেন, যে মুদ্দায়ী ঐ কন্যার স্বত্বাধিকারী হইল। তাহাতে সেনাপতি ঐ কথার কোন উত্তর না করিয়া চিরকালের প্রতিপালিতা কন্যার নিকটে আপনি বিদায় লইতে প্রার্থনা করিলেন। তাহাতেঐ আপিয়স অধ্যক্ষ সে কথা গ্রাহ্য করিয়া আপন সম্মুখে পরস্পর বিদায় লইতে আজ্ঞা করিলেন। এরূপ হইলে বর্জ্জিনিয়স সেনাপতি নিতান্ত মর্ম্ম বেদনাতে খেদোক্তি করিয়া ঐ

মৃত কল্প কন্যাকে ক্রোড়ে করিলেন, এবং কিছু কাল পর্য্যন্ত নিজ বক্ষস্থলেতে তাহার বদন রাখিয়া তাহার দরদরিত নয়নজলের ধারা সকল মার্জ্জন করিয়া দিতে লাগিলেন, আর আপনার এবং কন্যার অপমান ভয়েতে ঐ কন্যার প্রাণ নষ্ট করিতে মনস্থ করিয়া করিলেন কি, না মহাসভার চতুর্দ্দিক্ষু যে সকল দোকান ছিল তথা-হইতে হঠাৎ এক খানি ছোরা লইয়া রোরুদ্যমান হওতো কন্যার প্রতি এই কথা কহিলেন,যে হে অভাগ্যবতি,হে প্রাণাধিক প্রিয়তমে, তোমাকে অপমান ও দাসীত্বহইতে রক্ষা করণার্থে কেবল এই একটি উপায়দেখিতেছি ; ইহা কহিয়া ঐ ছোরাঘাতে তাহার কুক্ষি-দেশ বিদীর্ণ করিলেন, এবং ঐ রক্তাক্ত ছুরিকা উত্তোলন করিয়া আ-পিয়সের উদ্দেশে এই কথা কহিলেন, যে ওরে দুষ্ট দুরাচার অধ্যক্ষ, এই নিরপরাধিনীর রক্তধারা তোমার মস্তক ভূতদিগের উৎসর্গ করিয়া দিলাম। পরে তিনি রাজ পথে গিয়া চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক এই কহিলেন, যে হে নগরবাসি লোক সকল, তোমরা এই দুরাত্মার দাসত্বহইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর। এ প্রকার কহিয়া পশ্চাৎ শিবিরে গমন করিয়া সৈন্যদিগের প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ ঐ বর্জ্জিনিয়স সেনাপতি দেশরক্ষার্থে আত্ম প্রাণহইতে-ও অধিক স্নেহ বিশিষ্টের রক্তধারা সেনাপতিদিগকে মিনতি করি-তে লাগিলেন। তাহাতে সৈন্যগণ পূর্ব্বেই তাহা মানস করিয়া-ছিল, এই নিমিত্তে তৎক্ষণাৎ সিংহনাদ পূর্ব্বক তাহা স্বীকৃত হইয়া অধ্যক্ষদিগের পরিত্যাগ করিয়া আবেণ্টাইন নামক পর্ব্বতোপরি গিয়া ছাউনী করিল ; আর সেস্থানে গিয়া এমন সকল নূতনং সে-নাপতি নিযুক্ত করিল, যে পশ্চাতে তাহারা অধ্যক্ষদিগের সহিত সমতুল্য পরাক্রমে চলিতে লাগিল। অতএব ইহাদিগের সহিত বিরো-ধাদি করিলে যে রুম রাজ্য অবশ্য সমূহ দুঃখ ও বিপদের আধার হইবে ইহা সভাস্থ লোকেরা বিবেচনাতে নিশ্চয় জানিয়া পূর্ব্ব

মত অধ্যক্ষ এবং বিচারকর্ত্তাদ্বারা রাজনীতি পুনঃস্থাপন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহাতে সেনাগণ ঐক্য পূর্ব্বক পরমাহ্লাদিত হইলে ঐ দেশাধ্যক্ষগণেরা পদভ্রষ্ট হইল। এই রূপে লোকেরা আত্যন্তিক দুঃখদায়ক যে যোঁয়ালী, আপনারা স্কন্ধ পাতিয়া লইয়াছিল, তাহাহইতে এক্ষণে মুক্ত হইল। পরে বালিরিয়স নামক ব্যক্তি এবং হোরাসিয়স্ নামে ব্যক্তি এই দুই জনে দেশাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন, আর ঐ বর্জ্জিনিয়স সেনাপতি ও ইসিলিয়স নামে ব্যক্তি উভয়ে বিচারকর্ত্তৃগণ মধ্যে ভুক্ত হইলেন। এ প্রকার দেখিয়া আপিয়স অধ্যক্ষ এবং তাহার সহকারী ওপিয়স নামক ব্যক্তি এই দুই জনে কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; আর তদ্ভিন্ন অন্য আট জন অধ্যক্ষ তাহারা দেশান্তরী হইয়া গমন করিল। এই রূপে বিচারকর্ত্তৃগণেরা ঐ দশ জনের কর্ত্তাদের প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রতিহিংসা সাধিলে পর তাহারা যে ঐ দশ জন অপেক্ষা ও অধিক দৌরাত্ম্য করিবেন ইহা নিশ্চয় বোধ হইল। আর সভাস্থ লোকেরা আপনাদিগের মধ্যে অনেকের সর্ব্বনাশ অবশ্য ঘটিবে ইহা নিশ্চয় জানিয়াছিল বটে; কিন্তু শেষে দুইলিয়স নামে এক জন বিচারকর্ত্তা তাহাদিগকে ঐ ভয়হইতে নিবৃত্ত করিলেন, অর্থাৎ তিনি সকল বিচারকর্ত্তা অপেক্ষা অধিক ক্ষান্তশীল প্রযুক্ত তাহাদিগের এই প্রত্যয় জন্মাইলেন, যে বর্জ্জিনিয়া নাম্নী স্ত্রীর মৃত্যুর প্রতিফল সম্পূর্ণরূপে হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তদ্বিষয়ে আর কোন লোকের প্রাণ দণ্ডাদি হইবে না।

পরে ঐ নূতন দুই জন দেশাধ্যক্ষ কুলীন লোকদিগের ঐশ্বর্য্যের হ্রাসতা করিয়া সাধারণ লোকদিগের উন্নতি বিষয় মনস্থ করিলেন; অতএব তাহাদিগের অনুরোধে এই একটি ব্যবস্থা স্থাপিত হইল, যে কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইলে অথবা রাজকীয় কর্ম্ম বিবেচনা করিতে হইলে ইতর লোকদিগের মধ্যে প্রত্যেক লোক কুলীনদের সদৃশ ক্ষমতা পাইবে। এই ব্যবস্থাদ্বারা কুলীন-

দিগের মর্য্যাদার হ্রাস হইয়া প্রায় উভয় পক্ষেই সমতুল্য ক্ষমতা বর্ত্তিল। এ প্রকার হইলে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত উভয় পক্ষীয় লোকেতে পরস্পর বিপক্ষতাচরণ হইতে লাগিল; ফলতঃ কুলীন লোকেরা আপনং ছায়ারূপ ক্ষমতার বৃদ্ধি করণার্থে চেষ্টা করিতে লাগিল; এদিগে ইতর লোকেরা অধিক ক্ষমতা জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। অতএব বোধ হয় যে ঐ দশ জন কর্ত্তাদিগের স্থাপন ও বিনাশ করাতে রূম রাজ্যের রাজশাসন একেবারে টলটলায়মান হইল, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরাবধি আর পূর্ব্বরূপ শৃঙ্খলা মত চলিতে লাগিল না।

এই প্রকারে রূম রাজ্যের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য ও গৃহ বিচ্ছেদাদি হওয়াতে রাজ্যের পরাক্রমের ক্ষীণতা হইলে পদে২ শত্রুদিগের আহ্লাদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল: অতএব ইকোয়াই জাতি এবং বলসাই জাতি এই উভয় লোকদের সহিত পূর্ব্বাবধি যে ধারা বাহিক যুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তাহা এইক্ষণে এমন প্রবল হইয়া উঠিল, যে তাহারা আক্রমণ করিয়া রূম নগরের প্রাচীর পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। আর তৎকালে রূমি সেনাদিগের যে সাহস ছিল না তাহা কেবল নয়, রূম রাজ্যের সুবিচারও ক্রমে২ লোপ হইয়াছিল, তাহার একটি সাক্ষী দেখ; যখন আর্ডীয়া ও আরিসিয়া এই দুই নগরের লোক এই উভয় লোকেতে একখানি ভূমির নিমিত্তে বহু দিবসাবধি পরস্পর বিবাদ করিয়া পশ্চাৎ উভয়ে ঐক্য পূর্ব্বক তদ্বিষয় নিষ্পত্ত্যর্থে ঐ মহাসভাতে উপস্থিত হইল, তখন সভাস্থ লোকেরা ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে স্বীকৃত ছিলেন না বটে, কিন্তু সাধারণ লোকেরা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলে তন্মধ্যবর্ত্তী স্কাপ্‌সিয়স নামে এক জন প্রাচীন লোক সকল লোককে এই বুঝাইয়া দিলেন, যে ঐ ভূমিতে কেবল রূম দেশীয় লোকদিগের স্বত্ব আছে মাত্র, তাহাতে এই আজ্ঞা প্রকাশ করা গেল, যে ঐ ভূমিতে রূমি লোকদিগের স্বত্ব ব্যতিরেকে আসামী কি ফৈরাদি কাহারো অধিকার নাই। এ

প্রকার মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ধারা শুনিয়া উভয় দেশীয় লোকেরা অবাক্ হইয়া রহিল। আর রুস রাজ্য যে কি রূপ ন্যায় ও সূক্ষ্ম বিচারেতে চলিতেছে, তাহা বিলক্ষণ রূপে জানিয়া স্বং গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অপর বিচারকর্ত্তৃগণ এইক্ষণে রাজশাসন নিমিত্ত একটি প্রধান অংশ পাইয়া দিনেং আরো অধিক দম্ভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর সেই সার ফর্দ্দের ব্যবস্থা বিপরীতে কুলীন লোকেতে ও ইতর লোকেতে পরস্পর বিবাহ করণ এবং ইতর লোকদিগের দেশাধ্যক্ষ পদ পাইবার শক্তি প্রদান এই দুইটি নূতন ব্যবস্থার উত্থাপন করিলেন। তাহাতে সভাস্থ লোকেরা পূর্ব্বকার এক ব্যবস্থার স্থাপনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে এই ব্যবস্থা দ্বয় স্থাপনে কোন মতে সম্মত না হওয়াতে অবশেষে এই স্থির হইল, যে কুলীন লোক ও ইতর লোক এই উভয় লোকহইতে তিনং জন লোক লইয়া বৎসরেং ছয় জন কর্ত্তা নিযুক্ত হইবে : কিন্তু এই রূপে কিছুকাল গত হইলে পর শেষে সেই পূর্ব্ব ধারানুযায়ী দুই জন দেশাধ্যক্ষহইতেই রাজশাসন চলিতে লাগিল।

অনন্তর দেশাধ্যক্ষদিগের সহায়ার্থে সেন্সর নামে একটি নূতন পদ স্থাপন হইল, ঐ পদে পাঁচ বৎসরান্তর নূতনং লোক নিযুক্ত হইয়া করিবেন কি, না সাধারণ লোকদিগের সংখ্যা এবং সম্পত্তির হিসাব রাখিবেন, আর প্রজাদিগের আচার ও ব্যবহার দেখিবেন, এবং সভাস্থ লোকদের মধ্যে কেহ অত্যাচার করিলে তাহার পদচ্যুতি করিবেন, আর ইতর লোকদিগের মধ্যে কেহ দুষ্ক্রিয়া করিলে তাহাকে উপযুক্ত অসম্ভ্রম করিবেন। অতএব এই সকল কর্ম্ম করণার্থে প্রথমে কুলীন লোকহইতে দুই জন নিযুক্ত হইল, এই রূপে প্রায় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত কুলীন লোকহইতে সেনসর নিযুক্ত হইয়াছিল।

অপর কিছু দিন বাদে যে সময় লোকেরা দুর্ভিক্ষদ্বারা অত্যন্ত বিপদ গ্রস্ত হইয়াছিল, তৎকালে স্পিইরিয়স মলিয়স নামে এক ব্যক্তি ভাগ্যবান রুম রাজ্যের কর্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত্যর্থে মন্ত্রণা করিয়া টস্কান নামক দেশহইতে তাবৎ শস্যাদি আহরণ করিয়া একচেটিয়ার ধারা করিল। তাহাতে সভাস্থ লোকেরা কোন প্রকারে ঐ কুচক্রির কুচক্রপণার সূত্র পাইয়া এই বিপদহইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্তে সেনসেনেটস্ নামক ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার সর্ব্বাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে তিনি অশীতি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও যুবাবৎ সাহসী প্রযুক্ত পূর্ব্বকার ন্যায় রুমি লোকদিগের এই সমূহ দুর্যোগহইতে রক্ষা করিলেন।

অপর ঐ রাজদ্রোহিদল সকল দিনে২ প্রবল হওয়াতে রাজ্যের পরাক্রম সকলি হ্রাস হইতে লাগিল। আর কুলীন লোকেতে ও ইতর লোকেতে যে পরস্পর বিচ্ছেদানল স্থাপন করিয়াছিল, তাহাতে বিচারকর্ত্তাগণেরা ক্রমে২ ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং ইতর লোকেরা নিতান্ত অত্যাচার করিলেও তাহাদের স্বাধীন থাকা উচিত কহিয়া সে সকল দোষক্ষালন করিতেন। সে যাহা হউক শেষে সভাস্থ লোকেরা মন্ত্রণাদ্বারা আপনাদিগের পরাক্রমবর্দ্ধক এবং লোকদিগেরও হর্ষজনক গ্রাহ্য বটে, এমন এই একটি উপায় স্থির করিলেন, যে পূর্ব্বাপর যাহারা চিরকাল কৃষিকর্ম্ম করিয়া প্রকৃত যোদ্ধা না হইলেও তথাপি বেতন ব্যতিরেক যুদ্ধার্থে যাত্রা করিত, আর তাহারা যুদ্ধ গমনকালে যে নিজ২ অস্ত্রশস্ত্রাদি যোগাইত তাহা কেবল নয়, আপন২ পাথেয় খাদ্যদ্রব্যাদিও যোগাইত। এই রূপ করণেতে তাহারা অতিশয় ঋণগ্রস্ত হইলে মহাজন লোকেরা তাহাদের উপর অত্যন্ত সুদ লইয়া লুঠপাটাদি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল; অতএব তাহাদের এই দুর্দশা দূর করণার্থে সভাস্থ লোকেরা রাজ ভাণ্ডারহইতে তাহাদের বেতন দিতে স্থির করি-

লেন। আর এই খরচ পর্য্যবসান করণার্থে প্রজা লোকদিগের উপরে একটি নূতন কর স্থাপন করিলেন। এই ব্যবস্থা হওয়াতে যুদ্ধ বিষয়ে প্রায় একটি নূতন রীতি হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সেনাগণ রাজসরকারহইতে বেতন পাওয়াতে সকলেই আহ্লাদ পূর্ব্বক নাম লেখাইতে লাগিল। আর আজ্ঞামাত্রে সেনাপতির সহিত সর্ব্বত্রে যাইতে প্রস্তুত হইল।

অপর এই রূপে সভ্রান্ত লোকেরা ইতর লোকদিগের সহিত পরস্পর বিচ্ছেদ ভঙ্গ করিলে পর তাহাদের নিকটে ইচ্ছামত বহু দিবস পর্য্যন্ত যুদ্ধকরণের উপযুক্ত অসংখ্য সেনা দেখিয়া বিয়ান নামক জাতিদিগের উচিত মত দমন করণার্থে তথা গিয়া তাহাদের রাজধানী বেষ্টন করিলেন। তাহাতে ঐ নগরস্থ প্রধান লোকের বালক শিক্ষার্থে নিযোজিত কোন শিক্ষক, তিনি আপন ছাত্র সকলকে লইয়া গিয়া ঐ কামিলস নামে রুমি সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকার পূর্ব্বক কহিলেন, যে এই বালক হস্তগত করিলে নগরস্থ লোকেরা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তোমাদিগের অধীনতা স্বীকার করিবে; অতএব বালক দিয়া তোমাকে এই নগর সমর্পণ করিলাম, কেননা আমি এই ছাত্র শিক্ষাপদ অপেক্ষা রুমি লোকদিগের বন্ধুত্ব প্রাপ্তি শ্রেয়োজ্ঞানই করি। তখন কামিলস সেনাপতি তাহার সর্ব্ব প্রকারে রক্ষণীয় যে আপন দেশ তাহা নষ্ট করণার্থে এই রূপ বিশ্বাসঘাতকী কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। আর কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া শেষে এই কথা কহিলেন, যে অরে দুষ্ট, তোমাকে ধিক্ তুমি তোমারি মত বিশ্বাসঘাতকের নিকটে এই সকল দুষ্টতা প্রকাশ কর গিয়া, ইহা কহিয়া আজ্ঞাদ্বারা তাহার বস্ত্র হরণ পূর্ব্বক উপযুক্ত প্রহার করিয়া বন্ধন দশাতে ছাত্রগণের সহিত তাহাকে ঐ নগরমধ্যে দূর করিয়া দিলেন। এই রূপ হইলে ঐ নগরবাসি প্রধান লোকেরা কামিলস সেনাপতির এতাদৃশ সচ্চরিত্রতা দেখিয়া রুমি লো-

রুদিগের বশতা স্বীকার করিল; অতএব ঐ সময়াবধি বিয়ান লোকেরা রুম রাজ্যের সহকারী রূপে গণিত হইল।

আর ঐ সেনাপতি সদ্ব্যবহারদ্বারা দেশ দেশান্তরে সম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপন দেশে কলঙ্কারি বিচারকর্ত্তৃগণ ঐ বিয়ান দেশীয় লুঠিত দ্রব্যাদি তিনি গোপনে অপহরণ করিয়াছেন, ইহা কহিয়া দুর্নাম দেওয়াতে তাহাকে সাধারণ লোকদের নিকটে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা হইল; তাহাতে তিনি এই অসম্ভ্রমের ক্রিয়া স্বীকার না করিয়া তথাহইতে আর্ডীয়া নগরে প্রস্থান পূর্ব্বক বসতি করিলেন। পরে যে সময়ে ফরাশীষ লোকেরা নিতান্ত অসভ্য ছিল, তৎকালে গত দুই বৎসর হইল তাহারা অপূর্ব্ব দ্রাক্ষারস ও কোমল বায়ুর লোভেতে স্ব দেশ পরিত্যাগ করিয়া আল্পস নামে পর্ব্বত শ্রেণী উত্তীর্ণ হওত যখন ইটালি দেশে গিয়া বসতি করিয়াছিল, তখন কতক গুলীন অন্য জাতিকে আহ্বান পূর্ব্বক সহকারী করিয়া ব্রেণষ নামক রাজাকে সেনাপতি করিয়া ইত্রুরিয়া দেশীয় লুসিয়া নামক নগর বেষ্টন করিল; তাহাতে ঐ নগরস্থ লোকেরা ফরাশীষদিগের ভয়ানক মূর্ত্তি ও বহু সংখ্যক সেনা দেখিয়া ভয়েতে রুমি লোকদিগের শরণাপন্ন হইলে রুমি লোকেরা রাজা ব্রেণষের নিকটে কতক গুলীন দূত প্রেরণ করিলেন। তাহাতে ঐ দূত গণ কতক গুলীন নগরবাসি লোক সহায় পূর্ব্বক ফরাশীষদিগের উপরে আক্রমণ করিলে ব্রেণষ রাজার প্রচণ্ড কোপাগ্নি এমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, যে তিনি ঐ নগর পরিত্যাগ করিয়া রুম নগরের প্রতি আক্রমণার্থে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর ফরাশীষ লোক ও রুমী লোক উভয় জাতিতে রুম নগরহইতে একাদশ ক্রোশ দূর আলিয়া নদী তীরেতে পরস্পর সাক্ষাৎ হইল; তাহাতে উভয় পক্ষ লোকেরাই পরাক্রমের অভিমানেতে নিজ২ জয়ের আকাঙ্খাতে সংগ্রাম আরম্ভ করিলে পর রুমী সৈন্য

শ্রেণীর মধ্যস্থ দলেরা ফরাশীষদের প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ নিবারণ করিতে না পারিয়া শ্রেণী ভঙ্গ হইল। ইহা দেখিয়া উভয় পার্শ্বস্থ শ্রেণী বদ্ধ সৈন্যেরাও রণ ভঙ্গ দিয়া এমন ভীত হইল, যে তাহারা রণ করিতে কি পলায়ন করিতে কিছুই না পারিয়া কাষ্ঠের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিল; তাহাতে ঐ শ্রেণী ভঙ্গ সেনার মধ্যে কতক গুলীন সৈন্যেরা পলায়ন পূর্ব্বক রুম নগরে গিয়া এই ভয়ানক পরাজয়ের সমাচার প্রদান করিলে নগরস্থ অবশিষ্ট অস্ত্রধারি লোকেরা কাপিটল নামক গৃহে গিয়া রহিল; এবং যুদ্ধে অনভিজ্ঞ লোকেরা শঙ্কাতে নিকটস্থ গ্রামে গিয়া লুক্কায়িত হইয়া থাকিল। আর প্রাচীনং সভাস্থ ও যাজক লোকেরা নিতান্ত আপনং প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া দেশের পাপ সকল দূর করণার্থে সকলে ঐ সভাতে গিয়া নিজ পদের বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গজদন্ত নির্ম্মিত আসনে বসতি করিলেন।

অপর ব্রেণস রাজা এই রূপে জয়ী হওনের তৃতীয় দিবসে রুম নগরে উপস্থিত হইয়া নগরের বহির্দ্বার প্রকাশ আছে, এবং দুর্গমধ্যে সেনামাত্র নাই, দেখিয়া সাবধানে ঐ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে সভাতে প্রাচীন লোকদিগের নির্ভীত অথচ মৌনভাবে বসতি করিতে দেখিয়া তাহারা প্রথমে তাহাদিগের দেবজ্ঞানে পূজাদি করিতে লাগিল বটে; কিন্তু ইতোমধ্যে এক জন সেনা পাপিরিয়স নামে এক সভাস্থ লোকের শ্মশ্রুতে হস্তার্পণ করাতে সে ব্যক্তি গজদন্তনির্ম্মিত দণ্ডদ্বারা তাহাকে ভূমি পাত করিলেন। এই রূপ হইলে ফরাশীষ সৈন্যগণ ক্রোধান্ধ হইয়া তাবৎ সভাস্থ লোকদিগকে বিনাশ করিল, এবং অগ্নিদ্বারা নগরের সমুদয় গৃহাদি ভস্মসাৎ করিলে রুম নগর প্রায় একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

তদনন্তর এই রূপ হইলেও তথাপি ফরাশীষ লোকেরা মর্ম্মান্তিক ক্রোধেতে ছয় মাস পর্য্যন্ত ঐ রুমি কেল্লা অবরোধ করিয়া রহিল, তাহাতে তদ্দুর্গস্থ লোকেরা খাদ্য দ্রব্যাভাবে অনাহারে কণ্ঠাগত

প্রাণ হইলে অনেক ২ লোক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল; এই প্রকারে তাহাদিগের মরণ অথবা শত্রু শরণাপন্ন হওয়া এই উভয় ভিন্ন আর কোন উপায় না থাকিলেও তথাপি তাহারা শত্রু হস্তগত হওয়া অপেক্ষা মরণ শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছিল। কিন্তু শেষে কেল্লার প্রাচীরোপরি আগত ইতর লোকদিগের মধ্যের পরসিয়স্ কামাইনস নামে এক জন যুবা পুরুষকে দেখিয়া কোন বন্ধুর দূত বোধ হওয়াতে তাহাদের ঐ প্রতিজ্ঞা সফলা হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এই, যে ঐ ব্যক্তি রাত্রি যোগে সন্তরণদ্বারা টাইবর নদী পার হইয়া শত্রুদিগের প্রহরি মধ্য দিয়া কষ্টেতে ঐ শৈলোপরি কেল্লাতে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং সাবধানে আগমন করিয়া তাহাদিগকে এই সমাচার দিলেন, যে তোমাদের কর্তৃক দেশ বহির্ভূত যে কামিলস সেনাপতি, তিনি নিজ দেশরক্ষার্থে অনেক২ সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক আর্ডীয়া লোক এবং বিয়াই লোকদিগের সেনাপতি হইয়া শত্রু জয় করণার্থে কেবল রুমি লোকদিগের অনুমতি অপেক্ষা করিয়াআছেন।

পরে আমাদিগের হইতে দেশ বহিষ্কৃত ব্যক্তি যে এই রূপ মহা সঙ্কটহইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন, ইহা শুনিয়া রুমি লোকেরা চমৎকার বোধেতে আহ্লাদিত হইল; এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়া পুনর্যুদ্ধ করণে উদ্যোগী হইলে ঐ দূত নানা বিপদহইতে উত্তীর্ণ হইয়া কামিলস সেনাপতির নিকটে প্রত্যাগমন করিল। অপর কিছু দিনের পর খাদ্য দ্রব্যাভাবে রুমি লোকেরা বশীভূত হইতে পারে ইহা বোধ করিয়া ব্রেণস রাজা ঐ কেল্লা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহারা ভক্ষণাভাবে আত্যন্তিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও তথাপি আপনাদের স্বচ্ছন্দতা জানাইবার জন্যে কতক গুলীন রুটী ঐ রাজার শিবিরে ফেলিয়া দিল; তাহাতে ব্রেণস রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া রাত্রি যোগে ঐ কেল্লা আক্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় জুনো নাম্নী দেবীর উৎসৃষ্ট কতক গুলীন হংসের কলরব শুনিয়া দুর্গস্থ লোকেরা জা-

গুপ্ত হইয়া দুর্গের প্রাচীরহইতে ঐ শত্রুদিগকে অধোনিক্ষেপ করিল। এই রূপে কিছু দিন পরস্পর আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিলে পর, শেষে এই একটি নিরূপিত হইল, যে ফরাশীয় লোকেরা সার্দ্ধদ্বাদশ সের সুবর্ণ পাইয়া রুম রাজ্য পরিত্যাগ করত নিজ দেশে গমন করিবেন। কিন্তু শেষে ফরাশীয়েরা ঐ স্বর্ণ পরিমাণ করণ সময়ে চাতুর্য্য রূপে তরাজু দণ্ডে ঠেকো দেওয়াতে রুমি লোকেরা তাহাদের অন্যায় কর্ম্ম বলিয়া দূষিলে পর ব্রেণস রাজা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক আপন তরবালের পর্ত্তালা ঐ তরাজুর উপরে দিয়া কহিলেন, যে তোমাদের মরণ ব্যতিরেক আর কোন গতি নাই; এমন হইলে২ তোমধ্যে কামিলস সেনাপতি অনেক২ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আসিয়া এই রূপ বিবাদ হইতে দেখিয়া সুবর্ণ সকল কেল্লায় লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন; আর কহিলেন, যে রুম নগরের এই একটি রীতি আছে, যে স্বর্ণ দিয়া দেশরক্ষা না করিয়া লৌহদ্বারা রাজ্যরক্ষা করিতে হয়। এ প্রকারে বচসা হওয়াতে পরস্পর ঘোরতর একটি সংগ্রাম উপস্থিত হইল, তাহাতে ব্রেণস রাজা এমন পরাজিত হইলেন, যে অল্প দিনের মধ্যে তাহার ইটালি দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল।

অপর এই রূপে রুম নগর দগ্ধ ও চূর্ণায়মান হইলে কেবল কেল্লা ব্যতিরেকে পূর্ব্ব শোভার চিহ্ন আর কিছু মাত্র ছিল না। আর তৎকালে নগরস্থ অনেক২ লোক পলায়ন পূর্ব্বক বিয়াই নামক নগরে আশ্রয় লইয়াছিল। শেষে অবশিষ্ট কতক গুলীন লোকেরাও উত্তমং প্রাচীর ও গৃহাদিযুক্ত ঐ বিয়াই নগরে গিয়া নিষ্কণ্টকে বসতি করণার্থে বিচার কর্ত্তাগণহইতে আজ্ঞা পাইল; তাহাতে কামিলস সেনাপতি তাহাদিগকে নিবৃত্তকরণার্থে এই কথা কহিলেন, যে তোমাদের এতাদৃশ পৈতৃক নগর পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের কর্তৃক পরাজিত নগরে গিয়া বসতি করা অতি অনুচিত হয়। এই প্রকারে নানাবিধ কারণ কথাদ্বারা লওয়ানেতে তাহারা নিজ নগর ত্যাগের

মানস পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে পূর্ব্বমত অট্টালিকা প্রাচী-রাদি নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; তাহাতে ঐ নগরকে এক প্রকার ভস্মহইতে তুলিয়া ক্রমেং নানা প্রকার শোভিত করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তথাপি পূর্ব্বের ন্যায় সুশৃঙ্খল ও সুশ্রী আর হইয়া উঠিল না।

পরে মানলিয়স নামে সেনাপতি ফরাশীস কর্ত্তৃক দুর্গ আক্রান্ত সময়ে কেবল আত্ম সাহসদ্বারা দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন, এই নি-মিত্তে রুমি লোকেরা তাহাকে নানাবিধ পুরস্কার করিয়া তাঁহার জন্যে কেল্লার সমীপে একটি উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন, এবং রাজ সরকারহইতে তাঁহার পোষণার্থে বৃত্তি করিয়া দিলেন। এরূপ হইলেও তত্রাপি তাঁহার শ্রেষ্ঠ হওনের লালস পূর্ণ না হওয়াতে তিনি রুম রাজ্য পদ প্রাপ্ত্যর্থে বাসনা করিয়া কুলীন লোকদিগের নিন্দা করণ ও ইতর লোকদিগকে ঋণহইতে মুক্ত করণদ্বারা লোক সাধারণের প্রীতি জন্মাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহাতে রাজ-সভায় লোকেরা কোন প্রকারে তাঁহার এই রাজদ্রোহ উদ্যোগ জ্ঞাত হইয়া কর্ণিলিয়স্ কশস নামে এক ব্যক্তিকে সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে ঐ সর্ব্বাধ্যক্ষ ব্যক্তি বলসাই জাতিদিগকে জয় করিয়া ঐ মানলিয়স সেনাপতিকে রাজদ্রোহী বলিয়া কারাগারে বদ্ধ করিলেন বটে; কিন্তু তাহাতেই তাঁহার ঐ পদ ত্যাগ করিতে হইল, কারণ লোকেরা ঐ মানলিয়স সেনাপতিকে কারাহইতে উদ্ধার করিয়া জয়ধ্বনি পূর্ব্বক নগর ভ্রমণ করাইয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিল। তাহাতে তিনি ভূমি সকল বিভাগ করণার্থে এবং রাজ্যের মধ্যে আপামর সাধারণ সকলের সমানত্ব করণার্থে সূত্র উত্থাপন করিয়া এক দল জঘন্য লোকের সহিত প্রকাশ পূর্ব্বক সর্ব্বদা বেড়াইতে লাগিলেন। তৎকালে কামিলস সেনাপতি বিচারকর্ত্তা হইয়া ঐ মানলিয়সের দোষ প্রযুক্ত তাঁহাকে প্রাণ দণ্ডের বিচারিত হওনার্থে বিচারস্থানে আসিতে হইবে এমন একটি দিন নিরূপণ করিলে

পর, তদ্দিনেতে মানলিয়সের উপরে রাজদ্রোহিত্ব ও রাজকর্তৃত্ব গ্রাহকত্ব দোষ দিয়া নালিশ হওয়াতে ঐ অধ্যক্ষ কোন উত্তর না করিয়া কেবল আপন কীর্ত্তি স্মরণ করাইবার জন্যে কেল্লার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তাহাতে লোকেরা ঐ ফৈরিয়াদির নালিশ গ্রাহ্য করিল না বটে, কিন্তু তথাপি শেষে যখন তাহাকে কেল্লাহইতে কিছু দূরান্তর লইয়া গিয়াছিল, তৎকালে তাহার গৃহাদি বনিয়াদের সহিত ভঙ্গ করিয়া তাহাকে টারপীয়ন পর্ব্বতহইতে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা হইল, এবং তদ্বংশের মধ্যে মানলিয়স নাম রাখিতে ও নিষেধ হইল।

তদনন্তর ঐ কামিলস সেনাপতি ক্রমে২ ছয় বার বিচারকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া শেষে এক সময় লুসিয়স ফিউরিয়স নামে এক জন সহকারির সহিত বলসাই জাতিদিগের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাহাতে ঐ সহকারি ব্যক্তি সম্পূর্ণ যুবা এবং যুদ্ধ করণে ব্যগ্র প্রযুক্ত কামিলসের যুদ্ধবিষয়ে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য দেখিয়া অনুমান করিল, যে এই সেনাপতি বার্দ্ধক্য দশাতে দুর্ব্বল প্রযুক্ত অথবা আমার যশ কোন প্রকারে না হয় এই অভিপ্রায়েতে আক্রমণেতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা করেন না। অতএব আমি একা সংগ্রাম করিব, এই মানস করিয়া যখন ঐ কামিলস সেনাপতি পীড়িত হইয়াছিলেন, ঐ সময়ে ঐ সহকারি লুসিয়স, আপনি সেনাপতি হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতে আপনার যে অসদ্বিবেচনা আর কামিলসের যে কি রূপ সাধু মন্ত্রণা, তাহা তিনি অল্পক্ষণেতেই জানিতে পারিলেন। ফলতঃ তাহার সেনাগণ পরাস্ত হইয়া যখন পলায়ন করিতেছিল, তৎকালে ঐ প্রাচীন সেনাপতি তাহা শ্রবণ করিয়া শয্যাহইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সহসা সাহস ক্রমে অশ্বারোহণ করিয়া বার্দ্ধক্যে ক্ষীণ শরীর হইলেও তথাপি কতকগুলীন সৈন্যসমভিব্যাহারে গমন করিলেন। আর পলাতক সৈন্যদিগকে সাহস প্রদান পূর্ব্বক নিবারণ করিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান শত্রু সৈন্যদিগের সম্মুখে

উপস্থিত হইয়া কহিলেন, যে তোমাদের কি এই রূপ জয় করা? তোমরা এ স্থানে আশ্রয় পাইবা না। ইহা কহিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিলেন। আর সেনাগণেরা তাহার বশীভূত থাকিয়া অনেক২ বার রণজয় করিয়াছিল, ইহাতে তাহারা তাঁহাকে অজেয় করিয়া জ্ঞান করিত। এই নিমিত্তে তাহারা আপনাদের প্রাচীন সেনাপতিকে দেখিয়া দ্বিগুণ সাহসে ভয়ানক সংগ্রাম আরম্ভ করিলে শত্রুবর্গেরা অধৈর্য্য হইল; এবং পর দিন পুনর্যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বলসাই লোকেরা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। পরে কামিলস সেনাপতি জয় প্রাপ্ত হইয়া লুণ্ঠিত ধনাদি লইয়া রূম নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এই রূপে তিনি দেশদেশান্তর জয় করিলেও কিন্তু তথাপি নিজ দেশের অনৈক্যাদি ঘুচাইতে পারিলেন না।

অনন্তর ফেবিয়স আম্বস্টস্ নামে এক ব্যক্তি কোন ইতর লোকের সহিত আপন কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ দেওন প্রযুক্ত নিজ জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি এক কুলীনের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষা বিশিষ্ট হইয়া আপন পিতাকে এই লওয়াইলেন, যে ইতর লোকেরা যেন কুলীন বর্গের ন্যায় অধ্যক্ষ পদাধিকার প্রাপ্ত হওনার্থে প্রার্থনা করে, এই তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মাও। তাহাতে ইতর লোকেরা অধ্যক্ষ হইবার যোগ্য কি অযোগ্য ইহা রাজসভাতে বিবেচনা হইলে তাঁহারা ঐ কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলেন বটে; কিন্তু বিচারকর্ত্তাদের ভয় প্রযুক্ত কামিলস অধ্যক্ষকে পদত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। পরে ঐ কামিলসের অধ্যক্ষতা করণ কালে তাহার কাছে লোকদিগের ঐ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে সম্মতি অসম্মতি লওনার্থে বিচারকর্তৃগণ আজ্ঞা দিলে পর তিনি তদ্বিষয়ে অসম্মত হইলেন; অতএব বিচারকর্ত্তারা তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করণার্থে দূত প্রেরণ করিল। এই রূপ অধ্যক্ষের অত্যন্ত অপমান হওয়াতে নগরমধ্যে এমত একটি কলহ উপস্থিত হইল, যে তাদৃক্ বিষয় পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। এমন হইলে কুলীন লোকেরা তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ঐ পেয়াদাগণকে দূরীকৃত করাতে লো-

ক্ষেরা ঐ অধ্যক্ষের অপমান করণার্থে চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল। এই রূপে অত্যন্ত আত্ম কলহ উপস্থিত হওয়াতে কামিলস অধ্যক্ষ মন্ত্রণা পূর্ব্বক এই স্থির করিলেন, যে ইতর লোক ও কুলীন লোক এই উভয় লোকহইতে দুই জন করিয়া অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবে; এবং তৎকালে অধ্যক্ষেরা অনুপস্থিত থাকিলে তাহাদের কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে কুলীন লোকহইতে প্রীটর নামে এক জন নিযুক্ত হইবে। এই প্রকারে কুলীন লোকহইতে ক্রমে২ ষোল জন প্রীটর নিযুক্ত হইয়াছিল।

পরে এই রূপে ঐ কামিলস অধ্যক্ষ রুম রাজ্যের দ্বিতীয় পত্তনকর্ত্তা নামে বিখ্যাত হইয়া আপন পদ ত্যাগ করিলে পর বিরাশী বৎসর বয়ঃক্রমে মহামারীতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আর ইতিহাসবেত্তারা কহেন, যে তিনি এমন যুদ্ধে গমন করেন নাই যে যে সংগ্রামে জয়ী না হইয়াছিলেন; আর এমন বেষ্টন করেন নাই যে বেষ্টনেতে নগর অধিকার হয় নাই; আর যে যাত্রাতে সৈন্যগণেরা অধিক লুট পায় নাই এমন যুদ্ধে যাত্রা করেন নাই; এবং যে লুটেতে সৈন্যগণ ভারাক্রান্ত হইয়া প্রত্যাগমন করে নাই এমন যুদ্ধযাত্রা করেন নাই। সে যাহা হউক, পরে এক সময় রাজসভাগৃহমধ্যে অকস্মাৎ একটি দোয়া পড়িলে পর গণকেরা কহিলেন, যে রুম রাজ্যের কোন নিধি ঐ গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ না করিলে ঐ গর্ত্ত পূর্ণ হইবে না। তাহাতে কর্শ্যস নামে এক ব্যক্তি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক কহিলেন, যে রাজ্যের প্রতি প্রীতি ও যুদ্ধের সাহস ইহা ব্যতিরেক রুম রাজ্যের আর কি নিধি আছে, ইহা কহিয়া ঐ ঘোড়া যোড়া রণসজ্জার সহিত ঐ গর্ত্তমধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়া পড়িলেন।

পশ্চাৎ রুমি লোকেরা সাবাইন ও ইটুরিয়া ও বলসাই ইত্যাদি নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র২ রাজ্য সকল জয় করিয়া ক্রমে২ জয়াশা প্রবলা হওয়াতে শেষে স্ব দেশের পূর্ব্ব পঞ্চাশত্ ক্রোশান্তরস্থ সামনাইট নামে জাতিদিগের সহিত যুদ্ধের উপক্রম করিলেন। ঐ সামনাইট

লোকেরা সাবাইন জাতিদিগের বংশজাত, এবং যাদৃশ পরাক্রমী তাদৃশ ক্লেশ সহিষ্ণুও ছিল; আর ইটালী দেশের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ এখন যে স্থানে নেপল্‌স রাজ্যের প্রধান খণ্ড হইয়াছে, ঐ স্থানে তাহারা বসতি করিত। তাহারা পরাক্রমেতে ও সংখ্যাতে ও রণবিদ্যাতে রুমি লোকদের সদৃশ ছিল, এবং রুমিদিগের ন্যায় তাহাদেরও ক্ষুদ্রং রাজা সকল সহকারী ছিল। অতএব এই তুল্য পরাক্রমী দুই জাতি নিকটবর্ত্তী থাকাতে পরস্পর বিচ্ছেদ হওনের অধিক বিলম্ব নাই। পরে এক সময় সামনাইট লোকেরা সিডিসিনি নামক জাতিদিগের উপর উপদ্রব করাতে তাহারা যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া কাম্পানিয়ন জাতিদিগের আশ্রয় লইল, তাহাতে তাহারাও পরাজিত হওয়াতে রুমি লোকদিগের শরণাপন্ন হইল।

অনন্তর এই রূপে সামনাইট লোকেরা কাম্পানিয়ন জাতিদের কাপিয়া নামে রাজধানী বেষ্টন করাতে রুমি লোকেরা শরণাগত রক্ষার্থে বালিরিয়স্‌ নামক অধ্যক্ষকে ঐ সংগ্রামে প্রেরণ করিল। ঐ ব্যক্তি যখন ফরাশীয লোকের মধ্যে বৃহৎ কায় এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন কাক কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া তাহাকে নষ্ট করিয়াছিলেন, এই জন্যে কর্ব্বস নামে উপাধি পাইয়াছিলেন। পরে কর্ণিলিয়স নামে তাহার সহকারি সেনাপতি কতক গুলিন সৈন্য সামন্ত লইয়া সামনাইট লোকদিগের রাজধানীতে উপস্থিত পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করাতে শত্রু লোকেরা তাহাদের অসহ্য অস্ত্রবর্ষণেতে রণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল. আর কহিল, যে রুমিদিগের যে বিকট মূর্ত্তি এবং অগ্নিবৎ চক্ষুর্দ্বয়মিত্তে তাহাদের নিকটে দাঁড়াইতে পারিলাম না। সে যাহা হউক. সে স্থানে কাপিয়া নগরীয় কেল্লাতে যে সকল রুমি সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা কিছু দিনের পর রুম নগরীয় কর্তৃত্ব ত্যাগ করিতে স্পৃহা করিলে কর্ব্বস সেনাপতি আপন পরিমিততা ও সুবিবেচনাদ্বারা তাহাদের পুনর্ব্বার রুম নগরে যাইতে সম্মত করাইলেন।

অপর রুমি লোকেরা বিবেচনাতে সামনাইট লোকদিগের সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য স্থির করিল, তাহাতে কাম্পানিয়ন জাতি ও লাটিন জাতি এই দুই লোকেরা ঐ সন্ধির নিয়ম দেখিয়া এমন বিরক্ত হইল, যে রুম রাজ্যের কর্তৃত্ব ত্যাগ করিতে স্পৃহা করিয়া এই পণ করিল, যে যদি এক জন অধ্যক্ষ ও সভাস্থ লোকেরও অর্দ্ধেক লোক আমাদিগেরহইতে নিযুক্ত না করেন, তবে উহাদিগের সহিত আমরা ঐক্য রাখিব না। এই নিমিত্তে মার্নলিয়স্ টরকুএটস নামে ও ডিসিয়স নামে এই দুই জন অধ্যক্ষ লাটিনদিগের শাস্তি প্রদানার্থে প্রেরিত হইলেন, তাহাতে উভয় পক্ষীয় লোকেরা রণস্থলে ভয়ানক সংগ্রাম আরম্ভ করাতে প্রথমে উভয় পক্ষেতেই জয় পরাজয় সংশয় হইয়া উঠিল। কিন্তু অবশেষে ডিসিয়স অধ্যক্ষের বশতাপন্ন সৈন্য দলেরা রণভঙ্গ দেওয়াতে তিনি দেশ রক্ষার্থে প্রাণ ব্যয় পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া রণমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতে রুমি সৈন্যেরা যে আপনাদের সংগ্রাম সিদ্ধি নিশ্চয় জানিল তাহা কেবল নয়, লাটিনেরাও আপনং পরাজয় নিশ্চয় স্থির করিল; এই প্রকারে তিনি শত্রুদিগের এমন বিনাশ করিতে লাগিলেন, যে তাহারা রণস্থলহইতে প্রাণরক্ষা করিয়া, অতি অল্প সৈন্য লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই রূপে দুই বৎসরের পর তাহাদের পিদম নামে প্রধান নগর পরাজিত হওয়াতে লাটিন লোকেরা রুমিদিগের বশতাপন্ন হইয়া রহিল।

অনন্তর রুমি লোক ও লাটিন লোক পরস্পর নিকটবর্ত্তী থাকাতে তাহাদিগের ভাষা ও পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সমুদয় সমানরূপ প্রযুক্ত যুদ্ধস্থলে বিভিন্ন জ্ঞান না হওয়াতে মার্নলিয়স নামে অধ্যক্ষ এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, যে শত্রুদের আহ্বানেতে ও কোন সৈন্য যেন আপন শ্রেণীভঙ্গ করিয়া না যায়, আর এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। পরে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইলে পর মিটিয়ুস নামক

লাটিনবর্গীয় ঘোড়সোয়ার সৈন্যাধিপতি আপন শ্রেণীহইতে অগ্রসর হইয়া দম্ভ পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, যে তোরদিগের মধ্যে এমন যোগ্য অশ্বারূঢ় সেনাপতি যদি কেহ থাকে,তবে সে একাকী আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুক। কিন্তু রুমি সৈন্যেরা আপন অধ্যক্ষের পূর্ব্ব আজ্ঞা স্মরণ করিয়া উত্তর করিল না। অবশেষে টাইটস্ মানলিয়স্ নামে অধ্যক্ষের পুত্র তিনি রুমি সৈন্যদিগকে ইহাতে ভীত বুঝিয়া লজ্জাতে সহসা সাহসক্রমে শ্রেণী ভঙ্গ পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন, তাহাতে উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরা যুদ্ধ নিরস্ত রাখিয়া ঐ দুই জনের সংগ্রাম দর্শনার্থে স্থির হইল। তখন ঐ দুই জন যোদ্ধা পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিলে পর শেষে রুমি সেনাপতি শত্রুকে বিনাশ করিল, এবং তাহার পরিচ্ছদাদি রণসজ্জা খুলিয়া লইয়া ক্রমেতে আপন পিতার শিবিরে উপস্থিত পূর্ব্বক এই কথা কহিল, যে হে পিতঃ, আমি তোমার বীরত্বের দৃষ্টান্ত মত কর্ম্ম করিয়াছি, অর্থাৎ লাটিন জাতীয় এক জন সেনাপতি আমার সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে নষ্ট করিয়া তাহার রণসজ্জাদি আনিয়া তোমার চরণে অর্পণ করিলাম। এ কথা শুনিয়া তাহার পিতা ক্রোধ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিয়া স্থিরকল্প করিয়া কহিলেন, যে হে দুর্ভাগ্য বালক, তুমি অধ্যক্ষের আজ্ঞা এবং পিতৃ আজ্ঞা অমান্য করিয়াছ, এবং সৈন্য দলমধ্যে ব্যবহৃত আজ্ঞাও লোপ করিয়াছ, ইহাতে তুমি এক প্রকার আজ্ঞালঙ্ঘনকারির দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছ; অতএব আমি বিষম বিপদে পড়িলাম,কেননা দেশের সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করিব কি আপন পুত্রের মস্তক ছেদন করিব, ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু দেশরক্ষার্থে সহস্র পুত্র নষ্ট করা সেও ভাল, তবে সুতরাং তোমার মরণ স্বীকার করিতে হইবে, এতদ্বিষয়ে আমি দ্বিধা জ্ঞান করিতে পারি না। পরে দূতদ্বারা তাহাকে বন্ধন করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, যে ইহার মরণেতে

আমাদিগেরও শিক্ষা হউক। ইহা কহিয়া তাহার মস্তকে জয়যুক্ত মুকুট প্রদান পূর্ব্বক তাহার মস্তক চ্ছেদন করিলেন।

অপর রুমি লোক ও সামনাইট লোক এই দুই লোকেতে সন্ধি ও বিরামদ্বারা বারং যুদ্ধ স্থগিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু রুমি লোকেরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে শত্রুসংহার না করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব না; এই নিমিত্তে সভাস্থ লোকেরা সামনাইটদিগের সান্ধিবিষয়ক যথার্থ নিয়ম স্বীকার না করাতে পনসিয়স নামে সামনাইট সেনাপতি কোন ছলেতে রুমি সৈন্যদিগের এক পর্ব্বতীয় সুঁড়ী পথিমধ্যে লইয়া গিয়া তাহাদের কেবল কটি দেশের বস্ত্র ব্যতিরেক আর সমুদয় রণসজ্জা পরিচ্ছদাদি কাড়িয়া লইল; আর বশীভূত রাখিবার জন্যে তাহাদের স্কন্ধেতে যোঁয়ালী দিয়া গমন করাইল, এবং তাহাদের ঐ দেশ ত্যাগ করিতে স্বীকার পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্য্য রূপে নিয়মাদি রাখিতে প্রতিজ্ঞা করাইল।

অপর ঐ সৈন্যদিগের এই রূপ নিয়মের স্বীকার করণ কথা শুনিয়া রুমি লোকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এই নিমিত্তে ঐ নিয়মকারি দুই জন অধ্যক্ষ সামনাইটদিগকে কহিলেন, যে যদ্যপি লোকেরা এই নিয়ম স্বীকার করিল না, তবে কেবল আমাদের উপর তোমাদের দাওয়া আছে, এই জন্যে আমাদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাহাতে পনসিয়স নামে সামনাইট সেনাপতি রুমি লোকদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নানাবিধ ভর্ৎসনা করাতে উভয় লোকে পরস্পর যথাসাধ্য রূপে একটি যুদ্ধের উদ্যোগ হইয়া উঠিল; তাহাতে টারেণটাইন নামে জাতিও অন্যং অনেকং রাজ্যের লোকেরা সামনাইট লোকদের সাহায্য করিলেও তথাপি রুমি লোকদিগের আক্রমণ নিবারণ করিতে ক্ষমতাবান্ হইল না।

অনন্তর ইটালী দেশীয় কতক গুলীন রাজ্যের লোকেরা আসন্ন সঙ্কটহইতে আপনাদিগকে রক্ষণার্থে অপারক হইয়া ইপাইরস

দেশীয় পীরস নামক রাজার শরণাপন্ন হইল, ঐ রাজা অত্যন্ত সাহসী ও সেনাপতির মধ্যে নিপুণ সেনাপতি রূপে গণিত ছিলেন। আর তাঁহার যুদ্ধের নিপুণতা কি লিখিব; লোক সকল তাঁহার তাঁবে স্থিত সৈন্যদিগকে দেখিয়া কহিত, যে এতাদৃশ সুশিক্ষিত সেনা বুঝি আর জগতে নাই। সে যাহা হউক, তিনি ঐ শরণাগত লোকদের রক্ষার্থে তিন হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্য ও বিংশতি সহস্র পদাতিক সৈন্য এবং বিংশতিটা যুদ্ধের হস্তী লইয়া এই সকল আড়ম্বর পূর্ব্বক জাহাজে আরোহণ করিলেন বটে; কিন্তু পথি মধ্যে কোন একটি দুর্ঘটনা হওয়াতে তাহার অল্পাংশ সেনা লইয়া ইটালী দেশে গিয়া পৌঁছিলেন। পরে টারেণটম নামে নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে নগরবাসি লোকেরা কেবল অত্যন্ত সুখভোগেতে রীতি ভ্রষ্ট হইয়াছে, ফলতঃ তাহারা যুদ্ধবিষয়ক কোন উদ্যোগ না করিয়া কেবল স্নান ভোজন নৃত্যগীতাদিতে মগ্নচিত্ত হইয়া কাল ক্ষেপণ করে; এ প্রকার দেখিয়া তিনি তাহাদিগের তামাসা গৃহ ভঙ্গ করিতে, এবং যদ্দ্বারা সাহস ক্ষীণ হয়, এমন বিষয়হইতে সেনাদিগকে নিবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন; আর তাহারা যে আপন২ কর্ত্তাদিগের প্রতি বিদ্রূপাদি করিত তাহা দমন করিয়া দিলেন। আর তাঁহার প্রতি যাহারা ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিল, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের কোন দণ্ড দিলেন না, কারণ তাহারা স্বচ্ছন্দে আপন২ দোষ স্বীকার করিয়া কহিল, তোমার প্রতি এ সকল ব্যঙ্গোক্তি যে করিয়াছি সে সত্য, কিন্তু আমাদের পানার্থ মদ্যের অভাব যদি না দেখিতাম তবে আরো অধিক বলিতাম।

অপর ঐ পীরস রাজা টারেণটাইন লোক ও রুমি লোকদিগের মধ্যবর্ত্তী হইতে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু রুম দেশীয় লিবাইনস নামক অধ্যক্ষ ঐ রাজার আক্রমণ নিবারণার্থে অনেক২ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আসিয়া কহিলেন, যে আমি তোমাকে মধ্য-

ম্বের মত গণনা করিয়া মান্য করি না, এবং তুমি শত্রু হইলেও আমরা কিছু ভয় করি তাহাও নহে। অতএব এইরূপ পরস্পর দম্ভের আলাপ হইলে সুতরাং পরস্পর রাগান্বিত হইয়া যুদ্ধার্থে লিলিশ নামে নদীর উভয় তীরে গিয়া সম্মুখেং দুই দলে ছাউনী করিল। তাহাতে প্রথমে রুমি সেনাগণেরা ঐ নদী পার হইয়া গিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে পর, একটি ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ঐ সংগ্রামে পীরস রাজা নিজ সেনার অগ্রসর হইয়া নানাবিধ উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক আপনি যে কেবল সেনাপতির কর্ম্ম করিতে লাগিলেন তাহা নয়, কখনং সেনাদিগের কর্ম্মও চালাইতে লাগিলেন। এমন হইলে তাহাতে উভয় লোকেরাই যুদ্ধে নিপুণ এবং পরস্পর এমত ভিন্ন রূপ রণশিক্ষিত সৈন্যের কখন যুদ্ধ হয় নাই, এই নিমিত্তে কাহাদিগের বল বিন্যাস উত্তম, ও কাহাদের বা সৈন্যরচনা অধম, আর কাহাদের বা জয় ও পরাজয় হইবে, ইহা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সংশয় হইয়াছিল। ফলতঃ রুমি লোকেরা যেমন গ্রীকদিগের আক্রমণ সাত বার নিবারণ করিয়াছিল; ও গ্রিকেরাও তাদৃশ সাত বার রুমিদিগের আক্রমণ নিবারণ করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে যখন পীরস রাজার মত্তহস্তী ক্রোধান্বিত হইয়া পৃষ্ঠস্থ সৈন্য লইয়া ঐ শত্রু সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গভারেতে লোকেরা দলিত হয়, তাদৃশ ঐ রুমি সেনারা ঐ হস্তির পদতলেতে দলিত হইলে গ্রীকেরা হঠাৎ একেবারে জয়যুক্ত হইয়া উঠিল।

পশ্চাৎ এই রূপে রুমি লোকেরা পরাজিত হইলেও তথাপি আপনাদিগকে পরাস্ত স্বীকার করিল না। আরো নানা প্রকার অবিশ্রান্ত রূপে পুনর্ব্বার সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া ঐ পীরস রাজার প্রতিকূলে ধাবমান হইল। এপ্রকার রুমি লোকদিগের পুনর্য্যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া পীরস রাজা ইটালী দেশের দক্ষিণদিকস্থ কতক গুলীন রাজগণকে সপক্ষ করিয়া ঐ রুমি লোকদিগের প্রতি আক্রমণ করিলেন, কিন্তু রুম রাজ্যকে নিতান্ত বিষম শঙ্কটাপন্ন করিতে

অনিচ্ছুক হইয়া আপনার পরম সুহৃত সিনিয়াস নামে এক জন সুবক্তাকে সন্ধি করণার্থে রুম নগরে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে ঐ সুবক্তা সিনিয়াস রুম নগরে উপস্থিত হইয়া মহাসভাস্থ লোকদিগের এবং তাঁহাদের স্ত্রীগণকে যথেষ্ট উপঢৌকন দ্রব্য দিয়া কহিলেন, যে মহারাজ, পীরস সন্ধ্যর্থে তোমাদিগকে এই উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন, এ কথা কহিয়া তিনি সন্ধির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু রুমি লোকেরা তাহাতে সম্মত না হইয়া অগ্রাহ্য করিল।

পরে যে সময় ঐ সিনিয়াস সুবক্তা রুম নগরে আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে আপিয়স ক্লোডিয়স নামক এক জন প্রাচীন সভাসদ তিনি বয়োধিক প্রযুক্ত অন্ধ হওয়াতে অনেক দিন পূর্ব্বে রাজকীয় কর্ম্মহইতে ক্ষান্ত হইলেও তথাপি তৎকালে শিবিকারোহণ পূর্ব্বক রাজসভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সভাস্থ লোকেরা ঐ সম্ভ্রান্ত প্রাচীন সভাসদকে দেখিয়া তটস্থ পূর্ব্বক সুস্থির হওত তাঁহার প্রতি অবলোকন করিয়া রহিলেন। তাহাতে ঐ প্রাচীন ব্যক্তি কহিতে লাগিলেন, যে শুন ঐ পীরস রাজার সহিত তোমাদিগের সন্ধি করা কোন প্রকারে উচিত হয় না; কেননা তোমরা যুদ্ধ না করিলে এই রাজ্যের চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা তোমাদিগকে তুচ্ছ বোধ করিবে, আর একের বিরোধহইতে নিবৃত্ত হইয়া সহস্র লোকের সহিত বিরোধ করিতে হইবে। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ লোকেরা নানাবিধ যুদ্ধের উদ্যোগদ্বারা সিনিয়াসের সন্ধিবিষয়ক যে ভাব তাহা মনহইতে একেবারে দূর করিয়া দিল। অনন্তর মহাসভাস্থ লোকেরা ঐ সিনিয়াসকে এই উত্তরদ্বারা বিদায় করিলেন, যে পীরস রাজা আপন সৈন্য সকলকে অগ্রে ইটালী দেশহইতে বহির্গত করুন, পশ্চাৎ আমরা সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি। এ প্রকার কথা শুনিয়া ঐ সিনিয়স সুবক্তা আপন প্রভু পীরস রাজার নিকটে উপস্থিত হইলে পর রুমি লোকদিগের যথেষ্ট গুণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন; আর

কহিলেন, যে সভাস্থ লোকদিগের কেবল দেবতাতুল্য বোধ হইল, এবং সভাগৃহও দেবমন্দির সদৃশ দেখিলাম বটে।

অপর রূমি লোকের এই রূপে পরাজয় হইতে পুনর্ব্বার শান্তি প্রাপ্তি হইলেও রণহস্তি দর্শনজন্য যে ভয় তাহা ক্রমে২ লুপ্ত হইলে সেনাপতিগণ আপনাদিগের সৈন্য সামন্তদিগকে পীরস রাজার সদৃশ বলবিন্যাস ও ছাউনী করণ শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। শেষে কিছু কালের পর রূমি লোক ও গ্রীক লোক এই উভয় লোকে সমান সংখ্যক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া আস্কিউলম নামক নগরের সমীপে গিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন; তাহাতে প্রথমতঃ রূমি লোকেরা গ্রীকদিগের সৈন্য ব্যূহভেদ করণার্থে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু গ্রীকদিগের উত্তম রণশিক্ষা প্রযুক্ত তাহাতে অপারক হইলে পর শেষে এমন হইয়া উঠিল, যে তাহাদের ছয় হাজার সৈন্য রণশায়ী হইলে অবশিষ্ট পরাজিত সৈন্যেরা প্রাণভয়েতে শিবিরে প্রস্থান করিল। ঐ সংগ্রামে পীরস রাজারও চারি হাজার উত্তম২ যোদ্ধা সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল, এই নিমিত্তে যখন তাহার কোন সৈন্য ঐ জয় বিষয়ক প্রশংসা পূর্ব্বক রাজার সহিত আলাপ করিল, তখন রাজা কহিলেন, যে পুনর্ব্বার এতাদৃশ জয় করিতে হইলেই আমার সর্ব্বনাশ হইবে।

অনন্তর পর বৎসরে ঐ উভয় লোকে ব্যগ্র হইয়া পুনর্যুদ্ধের উদ্যোগ করিলে পর যখন উভয় পক্ষীয় সেনাগণ কুলু২ শব্দেতে নদীবেগের ন্যায় পরস্পর রণস্থলে অগ্রসর হইতেছিল; ইতোমধ্যে এক জন ফাবৃবিয়স নামে রূমি সেনাপতি পীরস রাজার কোন চিকিৎসকের এক পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল এই। যে আমি যথেষ্ট ধন পাইলে রূমি লোকদিগের এই সর্ব্বনাশক যুদ্ধ ও প্রবল শত্রু হইতে রক্ষণার্থে পীরস রাজাকে বিষপান করাইয়া নষ্ট করিতে স্বীকৃত আছি। এই অধম নিবেদিত পত্র পাঠ করিয়া তিনি ক্রোধান্বিত হই-

য়া আপন সহকারিকে জানাইলেন। আর পীরস রাজাকে এই সমাচার জ্ঞাত পূর্ব্বক খেদোক্তি করিয়া এই লিখিলেন, যে হায়২ তোমার এ বড় অবিবেচনা দেখিতেছি, যে এই খুনি চিকিৎসককে যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক সোহাগ করিয়া এই উদার চরিত্র প্রবল সাহসিদিগকে শত্রু বোধ করিয়া যুদ্ধ করিতেছ, এ তোমার বড় অনুচিত দেখিতেছি।

পরে পীরস রাজা ঐ সমাচার পাইয়া গ্রীক লোকহইতে রুমি লোকেরা অসভ্য হইলেও তথাপি উদার চরিত্রবিষয়ে আপনাহইতেও তাহাদিগের প্রাধান্য মানিলেন; অতএব ঐ পত্র পাঠ করিয়া রুমি লোকদের রীতির প্রতি যাদৃশ চমৎকার বোধ করিলেন, তাদৃশ ক্রোধান্বিত হইয়া সেই বিশ্বাসঘাতক চিকিৎসকের প্রাণ দণ্ড করিয়া নিজ কারাগারে বদ্ধ যে সকল রুমি সৈন্য তাহাদিগকে বিনা মূল্যেতে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক সন্ধি প্রার্থনা করিয়া রুম নগরে পাঠাইয়া দিলেন বটে; কিন্তু তথাপি রুমি লোকেরা সন্ধিবিষয়ে পূর্ব্ববৎ নিয়মের উল্লেখ করিয়া তাহা স্বীকৃত হইল না, কিন্তু তৎকর্তৃক যত সৈন্য মুক্ত হইয়াছিল ঐ সংখ্যানুসারে রুমস্থ কারাতে বদ্ধ সামনাইট সেনাদিগকেও বিনা মূল্যে মুক্তি দিয়া ঐ রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। পরে এক সময় শিষিলী দেশীয় লোকেরা কার্থেজিয়ান লোকদের সহিত যুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ঐ পীরস রাজাকে এক নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলে পর রাজা এই একটি উপলক্ষেতে টারণ্টাইন নগরে কতক গুলীন সেনা রাখিয়া ইটালী দেশহইতে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর ঐ পীরস রাজা শিষিলী দেশে গিয়া সে যুদ্ধেও জয়যুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তদুপযুক্ত লাভ না হওয়াতে কোন ছলে ঐ উপদ্বীপ ত্যাগ করিয়া বিংশতি সহস্র পদাতিক ও তিন সহস্র অশ্ব সমভিব্যাহারে কষ্টেতে পুনর্ব্বার ঐ টারেণ্টন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহাতে রুমি লোকেরা তখন যুদ্ধ করণে অনিচ্ছুক

হওয়াতে অধ্যক্ষ লোকেরা এই আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, যে গুলী-বাঁটদ্বারা যাহার২ নাম উঠিবে সেই২ ব্যক্তি সৈন্যপদে নিযুক্ত হইবে, তাহাতে যে২ সৈন্য যুদ্ধ যাত্রাতে সম্মত না হইবে সেই২ দাসের ন্যায় বিক্রীত হইবে। এই প্রকার নিষ্ঠুর শাসন করাতে তাহাদিগের কর্ম্ম সফল হইল; আর পশ্চাৎও তদ্দেশে ঐ রীতানুসারে ক্রমশ চলিতে লাগিল।

অপর গ্রীক লোক ও রুমি লোকদিগের সহিত পরস্পর ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পীরস রাজা বিপক্ষ পক্ষীয় প্রবল বলাক্রান্ত হওয়াতে আপনি পরাজিত হওনের উপক্রম দেখিয়া মদাপানে প্রমত্ত হস্তি সকলকে ঐ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করাইলেন বটে, কিন্তু হিত করিতে বিপরীত হইয়া উঠিল; অর্থাৎ যখন রুমি লোকেরা রাশীকৃত অগ্নি আনিয়া ঐ মত্ত হস্তির গণ্ডোপরি নিক্ষেপ করিল, তখন ঐ হস্তি সকল বৃংহিত শব্দ করিয়া সম্মুখ শত্রু প্রতি না গিয়া পশ্চাৎ নিজ সৈন্যগণের মধ্যে বেগেতে ধাবমান হইলে যেমন নলবনেতে মত্ত হস্তী প্রবেশ করিলে নলবনের ভঙ্গ হয়, তাদৃশ পীরস রাজার সৈন্য সকল ভঙ্গ হইয়া গেল। এই রূপে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইলে রুমি লোকেরা জয়যুক্ত হইল, তাহাতে পীরস রাজার ত্রয়োবিংশতি হাজার সেনা ও যুদ্ধের আয়োজনের সহিত শিবির সকল রুমি লোকদের হস্তগত হইল। এই রূপে পীরস রাজা অত্যন্ত পরাজিত হইয়া টারণটাইন লোকদিগের পুনঃ সাহায্য করণের প্রবোধ জন্মাইবার কারণ তন্নগরে কিছু সেনা রাখিলেন। আর অবশিষ্ট সেনা লইয়া ইটালীহইতে প্রস্থান করিলেন; পরে রুমি লোকেরা ঐ টারেণতম নগর নিজবলে হস্তগত করিল, এবং তন্নগরীয় প্রাচীরাদি ভঙ্গ পূর্ব্বক সমভূমি করিয়া অন্যান্য আশ্রিত লোকদিগের ন্যায় তাহাদেরও মুক্তি ও আশ্রয় দিয়া রাখিল।

তদনন্তর এই প্রকারে টারেণ্‌তম নগর পরাজিত হইলে পর য়ূনানী অব্ধি অবধি ও ইত্রুরিয়া দেশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ইটালী সম্বন্ধীয় তাবদ্দেশ ঐ রুমি লোকদিগের বশীভূত হইল বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদিগের বিশেষ২ ক্ষমতা ছিল। ফলতঃ কতক গুলীন লোক রুমীয় ব্যবস্থানুসারে চলিত, এবং কোন২ লোকেরা আপনাদিগের পূর্ব্বরীত্যনুক্রমে চলিত। আর কোন২ দেশীয় লোকেরা রুমিদিগকে কর প্রদান করিত, এবং কতক গুলীন লোকেরা কেবল সহকারী রূপে ছিল, ও কতক গুলীন লোকেরাও রুমিদিগের প্রজা সদৃশ ক্ষমতাপন্ন ছিল।

অপর ভিন্ন দেশহইতে ধান্যাদি শস্য আনয়নার্থে শিখিলী নামে উপদ্বীপ এক প্রকার রুমিদিগের গোলা স্বরূপ হইয়া ছিল, এই নিমিত্তে রুমি লোকেরা ঐ উপদ্বীপ হস্তগত করণার্থে মানস করিল। ঐ সময়ে কার্থেজিয়ান লোকদিগের ঐ উপদ্বীপেতে অধিক অংশ থাকাতে তাহারাও রুমিদিগের ন্যায় ঐ দ্বীপবাসি লোকদের কোন কলহাদি উপস্থিত দেখিলেই বলেতে অপহরণ করিবেন এই একটি উপলক্ষ্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন, এমন সময়ে ঐ শিখিলী দেশের সিরাকিউষ নগরীয় হাইরো নামে রাজা মামর্টাইন লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করণার্থে কার্থেজিয়ান লোকদিগের আশ্রয় লইলেন, এবং মামর্টাইন লোকেরাও এই রূপ আসন্ন বিপদ দেখিয়া রুমি লোকদের শরণ প্রার্থনা করিল বটে, কিন্তু তাহাদের সহকারী হইতে তুচ্ছ বোধ করিয়া তোমরা ইটালী দেশীয়দিগের সহকারী হইয়া আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলা, এ কথা কহিয়া তাহারা স্বয়ং ঐ কার্থেজিয়ান লোকদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; অতএব পিউনিক নামে বিখ্যাত যে সংগ্রাম তাহার প্রথম উপক্রম এই।

অপর রুমি লোকেরা সমুদ্রপথে জাহাজদ্বারা কি রূপে সৈন্য গমনাগমন করাইতে হয় তাহা বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত না থাকাতে

আপিয়স ক্লোডিয়স নামে কোন ব্যক্তি এক খানি সামান্য জা-হাজদ্বারা কতক প্রবীন সেনা ঐ শিষিলী দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে তাহারা অন্যান্য দেশের ন্যায় সে স্থানে উৎক্রোষপক্ষ্যা-কৃতিযুক্ত ধ্বজা সমভিব্যাহারে লইয়া জয়যুক্ত হইল বটে, কিন্তু নিজ দেশহইতে গমনাগমন করিয়া তদ্দেশের কর্ত্তৃত্ব করণে বড় বাধা জন্মিল, কারণ কাথেজিয়ান লোকদের বৃহৎ২ যুদ্ধজাহাজ থাকাতে তাহারা এক প্রকার সমুদ্রের কর্ত্তা ছিল। কিন্তু অল্প দিনের পরেতেই সে বিঘ্ন দূর হইল, কারণ কোন দুর্ঘটনাতে ঐ কাথেজিয়ান লোকদের এক খানি জাহাজ সমুদ্রতটে ঠেকিলে পর রুমি লোকেরা ঐ জাহাজ আয়ত্ত করিয়া বহুশ্রম পূর্ব্বক তাহার দৃষ্টিতে শীঘ্র২ শতাধিক বিংশতি খানা জাহাজ নির্ম্মাণ করিল। আর আপনাদিগের মধ্যে উপযুক্ত নাবিক না থাকাতে তাহারা প্রথমতঃ নদীতে নৌকা-বহনদ্বারা নাবিকতা এবং জলপথে যুদ্ধ করণের ধারা শিক্ষিত হইলে পর ডুইলিয়ুস নামে এক জন দেশাধ্যক্ষ বিস্তর২ সৈন্যের অধিপতি হইয়া ঐ সকল জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক লঙ্গর তুলিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহাতে ঐ কাথেজিয়ান লোকদের সহিত ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হওয়াতে তাহাদিগের পঞ্চাশৎ খান জাহাজ মারা পড়িল তাহা কেবল নয়, অধিকন্তু তাহাদের যে সমুদ্রপথের কর্ত্তৃত্ব ছিল, তাহাও এক প্রকার উঠিয়া গেল।

পরে রুম দেশীয় রেগুলস নামে এক জন দেশাধ্যক্ষ তিনি মালটা নামক উপদ্বীপ এবং শিষিলী দেশীয় আগ্রগেন্তম সংজ্ঞক নগর জয় করিলেন। এবং কর্শিকা নামে উপদ্বীপের আলরীয়া নগর বশীভূত করিলেন। এ প্রকার হইলেও তথাপি কাথেজিয়ান লোক-দিগের পরাক্রম সঙ্কোচ না করিলে যে শিষিলী দেশের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্তি হইবে না, ইহা নিশ্চয় অনুভব হইল; অতএব আফ্রিকা দেশে উপস্থিত পূর্ব্বক যুদ্ধকরণে মনস্থ করিয়া ঐ রেগুলস অধ্যক্ষ এবং মান্লিয়স অধ্যক্ষ এই দুই জন এক লক্ষ্য চতুশ্চত্বারিংশৎ সহস্র

সৈন্যের সেনাপতি হইয়া তিন শত জাহাজ সর্ব্বভির‍্যাহারে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। পরে সমুদ্রমধ্যে নানা দুর্ঘটনাদি উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিনের পর নাবিকতাতে নিপুণ এবং তুল্য পরাক্রমি কাথেজিয়ান সৈন্য বিশিষ্ট জাহাজ সমূহের সহিত সাক্ষাত হইলে উভয় লোকেতে জল-মধ্যে মহাভয়ানক একটি সংগ্রাম হইয়া উঠিল। তাহাতে রুমি লোকেরা জয়ী হইয়া শত্রুবর্গীয় জাহাজ সকল ছিন্ন ভিন্ন করিল, এবং চতুঃপঞ্চাশৎসংখ্যক জাহাজ আপনারা হস্তগত করিল। এই রূপে সে স্থানে জয়ী হইলে পর আফ্রিকা দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক ক্লাইপীয় নামক নগর এবং কাথেজিয়ানদিগের বিংশতি হাজার সেনা হস্তগত করিলেন।

অনন্তর সভাস্থ লোকেরা আপনাদিগের এই রূপ রণজয়ের সমাচার পাইলে পর মান্‌লিয়স্‌ সেনাপতিকে যুদ্ধ করণার্থক শিষিলী দেশে প্রত্যাগমন করিতে এবং রেগুলস সেনাপতিকে ঐ আফ্রিকা দেশে থাকিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। এমন সময় রুমি লোকেরা যে ইতোমধ্যে তাহাদের রাজধানী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে, ইহা কাথেজিয়ান লোকেরা জ্ঞাত হইয়া কতক গুলীন সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে গমন করিলে পুনর্ব্বার নিতান্ত পরাজিত হইল। অতএব এই দুঃসময়ে তাহাদের সহকারি নৃপতি বর্গেরাও বৈরতাভাবে মগ্ন হইল; এবং তাহাদের অশীতি সংখ্যার অধিক যে সকল নগর ছিল, তাহাও শত্রুহস্তগত হইল। এ প্রকার দেখিয়া তাহারা রুমি লোকদের সহিত সন্ধিকরণে যত্ন পাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে ঐ সন্ধি-বিষয়ে রুমি লোকেরা এমন একটি কঠিন নিয়মের প্রশ্ন করিল, যে তদ্বিষয় তাহারা স্বীকার করা দূরে থাকুক, আরো ক্রোধেতে প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াও পুনর্ব্বার যুদ্ধের উদ্যোগ করিল। তাহাতে কাথে-জিয়ান লোকেরা স্পার্টা দেশ হইতে জান্টিপস নামে এক জন সেনা-পতি পাইলেন। ঐ ব্যক্তি কিছু দিন পর্য্যন্ত অনেক২ সৈন্যদিগকে স শিক্ষা দিয়া শেষে এক সময় এমন একটি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ

করিল যে তাহাতে রুমি লোকেরা রণস্থলে স্থির থাকিতে না পারিয়া ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে তাহাদের অধিকাংশ সেনা রণশায়ী হইল, এবং রেগুলস সেনাপতিও ঐ শত্রুহস্তগত হইলেন।

অপর এই রূপ ঘটনাক্রমে হঠাৎ সংগ্রাম জয় হওয়াতে কার্থেজিয়ান লোকেরা আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইল। আর ঐ জয়কারি সেনাপতির খর্ব্বমূর্ত্তি ও ইতর লোকের ন্যায় আকৃতি হইলেও তথাপি তাহার প্রতি চমৎকার বোধে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল বটে, কিন্তু অল্প দিনের পর তাহারা আপনাদের অসাধ্য কর্ম্ম ঐ ব্যক্তি সিদ্ধ করিয়াছে এই অমর্য্যাদা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার প্রতি যে আশ্চর্য্য জ্ঞান ও সমাদরাদি না করিয়া আরো ক্রমেং দ্বেষ ভাব করিতে লাগিল। তাহাতে ঐ জাণ্টিপস সেনাপতি ইহা ভাবক্রমে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করণার্থে নিজ পদ পরিত্যাগ করিয়া স্ব দেশে যাইতে প্রার্থনা করিলেন। অপর ইতিহাসবেত্তারা যাহা লিখেন, সে সত্য বা মিথ্যা যাহা হউক তাহারা তদ্বিষয়ে যে রূপ কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিক বিশ্বাসঘাতকতা করিল, অর্থাৎ সে ব্যক্তি পাছে ঐ যুদ্ধের সম্ভ্রম প্রাপ্ত হয় এই হিসাবে তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক স্ব দেশে প্রেরণ করিব, এই ছল কথা কহিয়া তাহাকে সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করিতে নাবিকদের প্রতি গুপ্ত রূপে আজ্ঞা দিল; অতএব এই রূপে তাহাদিগের ছল পিউনিক বিশ্বাস নামে লোকপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

পরে এই প্রকারে কিছু দিন পর্য্যন্ত রুমিদিগের বিভবের হ্রাসতা হইয়া কার্থেজিয়ান লোকদের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহাতে রেগুলস কর্তৃক হস্তগত যে সমুদ্র নিকটস্থ আফ্রিকা দেশীয় ক্লাইপীয় নামে নগর, তন্মধ্যে রুমি লোকদের অবশিষ্ট সেনাগণ কার্থেজিয়ান লোক কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া থাকিল। এমন হইলে ইমিলিয়স পলস নামে রুমি সেনাপতি তৎকালে সমুদ্রমধ্যে কার্থেজিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের উপকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু

তাহা হইলেও তথাপি শেষে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হইল। অনন্তর কিছুদিন বাদে ঘটনাক্রমে একটি ঝড়দ্বারা রুমি লোকদের সমুদয় জাহাজ মারা পড়িলে তাহাদের শিষিলী দেশীয় আগ্রীগেন্তম নামক প্রধান নগর কার্থেল নামে কাথেজিয়ান সেনাপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। তাহাতে রুমি লোকেরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কর্ম্ম সম্পন্ন না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, তাহাদের এই একটি পূর্ব্বাপর রীতি থাকাতে তাহারা ত্বরায় কতক গুলিন নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ করিল; কিন্তু তাহাতেও ঘটনাক্রমে একটি বিপদ ঘটিল এই, যে তাহাদের নাবিকেরা ভূমধ্যস্থ সাগরের গতায়াতের পথ জানিতে না পারিয়া জাহাজের বহর সকল দ্বীপের মধ্যে চালানতে ঝড়েতে তাহার অধিকাংশ জাহাজ মারা পড়িল। এই প্রকারে রুমি লোকেরা সমুদ্রপথে যে ২ উদ্যোগ করেন তাহা সকলি বিফল হওয়াতে তাহারা কতক দিনের নিমিত্তে কাথেজিয়ান লোকদের প্রতিযোগী হইয়া যুদ্ধাদি করণে ক্ষান্ত হইয়া যাহাতে শিষিলী দেশ জয় হয় এমন চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তদনন্তর এই রূপে কাথেজিয়ান লোকেরা চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ উচ্ছিন্নকারি যুদ্ধ করিয়া নিঃসঙ্গতি হওয়াতে পরস্পর সন্ধি করিতে সচেষ্ট হইলেন, পরে ঐ সন্ধিবিষয় সম্পন্ন করণার্থে এবং পরস্পর বদ্ধ লোকদের মুক্তি প্রদানার্থে চারি বৎসর কারাগারে থাকিয়া যথেষ্ট দুঃখ পাইয়াছে যে রেগুলস সেনাপতি, তাহাকে এই শপথ পূর্ব্বক তথায় পাঠাইল, যে কর্ম্ম সফল না হইলেও তোমার এখানে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। এই প্রকার হইলে পর ঐ সেনাপতি রুম নগরে গিয়া সভাস্থ লোকের সম্মুখে উপস্থিত পূর্ব্বক এই মন্ত্রণা দিল, যে কাথেজিয়ান লোকদিগের সহিত তোমরা সন্ধি করিও না, কেননা এইক্ষণে তাহাদের সৈন্য সামন্ত ও সংগতি তাদৃক নাই; অতএব বেতনভুক্ সৈন্যদিগের বেতন দিতে অশক্ত হইবে। এ কথা শ্রবণানন্তর ঐ রেগুলস সেনাপতির রক্ষার্থে সভাস্থ লোকেরা রাজ্যের

ক্ষতি স্বীকার করিল, কি না ইতিহাসবেত্তারা তাহার কিছুই লিখেন নাই, কেবল লিখিয়াছেন এই, যে কোন২ সভাস্থ লোক তাহাকে এই কথা কহিলেন, যে আপন অনিচ্ছা পূর্ব্বক যে শপথ করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ করণার্থে তদ্দেশে যাওনে তোমার আবশ্যক নাই, অতএব তুমি স্ব দেশে থাক; কিন্তু একথা শুনিয়া ঐ সেনাপতি ক্রোধ পূর্ব্বক এই উত্তর করিলেন, যে তদ্দেশে পুনর্গমন করিতে যথেষ্ট যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে ইহা জানিলেও তথাপি ঐ কর্ম্ম করিয়া লজ্জাতে অধোবদন হওয়া অপেক্ষা যন্ত্রণাভোগ শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি। এমন হইলে যখন ঐ সেনাপতি কার্থেজি- য়ান লোকদিগের সহিত সাক্ষাত করিল তখন তাহারা তাহাকে অন্ধকার ভয়ানক কারাগারে বদ্ধ রাখিয়া পরে তাহার চক্ষুর পাতা ছেদন করিয়া প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে রাখিল। অবশেষে সমস্ত শলাকা বিশিষ্ট একটি সিন্দুকমধ্যে তাহাকে পুরিয়া প্রাণ দণ্ড করিল, এ প্রকার শুনিয়া সভাস্থ লোকেরা কার্থেজিয়ান লোকদি- গের মধ্যে যে২ প্রধান লোক রুম নগরে বদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে ঐ সেনাপতির স্ত্রীহস্তে সমর্পণ করিয়া তদনুরূপে প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেন।

পশ্চাৎ রুমি লোকেরা আপন২ প্রবল অধ্যবসায়দ্বারা জয়পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইলে কার্থেজিয়ান লোকেরা পরস্পর সন্ধিকরণার্থে প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহাতে রুমি লোকেরা স্বীকৃত হইয়া সন্ধি- বিষয়ে এই একটি নিয়ম স্থির করিল; যে তাহারা যুদ্ধবিষয়ক ব্যয় পরিশোধনার্থে এক সহস্র কিকর রৌপ্য রুমিদিগকে দিবেন; আর শিষিলী নামে উপদ্বীপ এবং তন্নিকটস্থ যে সকল উপদ্বীপ তাহাও দিবেন। এই সন্ধির ছয় বৎসর পরে রুমি লোকেরা চতুর্দ্দিকস্থ তাবৎ রাজ্যের সহিত ঐক্য করিয়া এক প্রকার নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করণকালে রণবিদ্যা ব্যতিরেকে যে সকল শান্তিজনক বিদ্যা তাহা শিক্ষার্থে অতি সুসময় পাইল।

অপর কাথেজিয়ান লোকেরা তৎকালে যুদ্ধকরণে অক্ষম প্রযুক্ত সন্ধি করিয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে সুগম পাইয়া ঐ সন্ধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রুম রাজ্যের সহকারী যে সাগন্তম নামক নগর, তাহা গিয়া অবরোধ করিল। এই প্রকারে ঐ দুই পরাক্রমি ও প্রতিযোগি লোকদের সহিত পরস্পর যুদ্ধের পুনরুপক্রম হইলে কাথেজিয়ান লোকেরা হামিল্কার নামে পূর্ব্ব সেনাপতির পুত্র হানিবলকে অধ্যক্ষ করিল। তিনি বাল্য কালাবধি রুম নগরের প্রতি সর্ব্বতোভাবে বৈরভাব প্রকাশ করিতেন।

অপর ঐ হানিবল নামক অধ্যক্ষ দেবমন্দিরে গিয়া এই শপথ করিয়াছিলেন, যে রুমি লোকদিগের সহিত উভয়ে তুল্য পরাক্রমী হইলেও এক পক্ষের ক্ষয় না হইলে জীবৎ থাকিতে তাহাদের সহিত বিপক্ষতা করণে ক্ষান্ত হইব না। আর তদুত্তরেও ঐ পণ দৃঢ় রূপে পালন করিতে লাগিলেন। এবং তিনি যখন প্রথম রণস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন সৈন্যদিগের যথাযোগ্য আজ্ঞা প্রদানে বিলক্ষণ বিজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, আর সৈন্য গণ তাঁহার আজ্ঞা যাদৃশ পালন করিত তিনিও প্রধান ২ লোক-দিগের আজ্ঞা তাদৃশ পালন করিতেন। আর তিনি অত্যন্ত বলবান্ প্রযুক্ত নিজ আপদ ছেদনে ও শত্রুদিগকে বিপদগ্রস্ত করণে উভয়েতেই যৎপরোনাস্তি নিপুণ ও সাহসী ছিলেন, তন্নিমিত্তে প্রবল দুর্ঘটনাতেও কোন প্রকারে আশাভঙ্গ হইতেন না। আর তিনি শরীরের সুখভোগে রত ছিলেন না, এ কারণ শীত গ্রীষ্ম যে সমান সহ্য করিতেন তাহা কেবল নয়, বলবৃদ্ধিকরণ ব্যতিরেকে কেবল রসনা সুস্বাদের নিমিত্তে ভোজন করিতেন না। আর দেশরক্ষার্থে বা কখন কোন বিপদ উপস্থিত হয় তন্নিমিত্তে এমন সতর্ক ছিলেন যে তাহাতে তাঁহার শয়ন কি উঠন বা শুমকরণ ইহার নিয়মিত কাল নিরূপণ ছিল না; এবং তিনি এক খানি সামান্য উড়ানি গাত্রে দিয়া প্রহরি গণ মধ্যে পুনঃ২ ভূমিশায়ী হইয়া থাকিতেন। আর তাঁহার

পরিচ্ছদাদি সামান্য সেনার ন্যায় ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার অশ্ব ও রণভূষণ সাঁজোয়া প্রভৃতি উত্তম ছিল। আর যুদ্ধ গমনে যেমন অগ্রগামী হইতেন তেমনি পলায়ন কালেও শেষে আগমন করিতেন; এবং তাঁহার এমন পরিণামদর্শিত্ব ছিল, যে কোন উদ্যোগ করিলে তাহা নিস্ফল হইত না। আর তিনি অস্ত্রবিদ্যাতে পারদর্শী থাকিয়া অত্যন্ত নির্দয় ও অবিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি ইতিহাসবেত্তারা প্রাচীন সেনাপতির মধ্যে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করিয়াছেন।

অনন্তর কার্থেজিয়ান লোকেরা হানিবল সেনাপতির এই রূপ রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধনৈপুণ্য জানিয়া অতিশয় ভরসা পাওয়াতে দিনেং অত্যাচার করিতে লাগিল, আর তাঁহার কর্ম্ম দেখিয়া তাহাদের সে সকল ভরসা যে বিফল হইবে না ইহা নিশ্চয় বোধ হইল; ফলতঃ ঐ সেনাপতি সাগন্তম নগর ও স্পানিয়া দেশ জয় করিয়া অনেকং দেশীয় সৈন্য সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক ইটালী দেশ আক্রমণার্থে মন্ত্রণা স্থির করিলেন। অতএব ঐ স্পানিয়া দেশ রক্ষার্থে হানো নামে সেনাপতিকে কতক গুলিন সৈন্যের সহিত তদ্দেশে নিযুক্ত রাখিয়া আপনারা পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্য ও নয় হাজার অশ্বারূঢ় সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাহাতে পিরানী নামক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া দশ দিনের পর আল্পস নামে পর্ব্বতের এক নূতন পথে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু ঐ দুর্গম পথে গমন করাতে ও নানাবিধ বিপদ্গ্রস্ত হইয়া যখন ঐ পর্ব্বত শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া ইটালী দেশে গিয়া পঁহুছিলেন, তখন দেখিলেন যে হিমেতে কি শত্রুদিগের হস্তেতে প্রায় অর্দ্ধেক সমভিব্যাহারি সৈন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পরে ঐ হানিবল সেনাপতি ইটালী দেশ আক্রমণার্থে উপস্থিত হইয়াছেন, এই সমাচার রূমি লোকেরা পাইলে পর মহা সভাস্থ লোকেরা ঐ শত্রু আক্রমণ নিবারণার্থে সিপীয় নামে সেনাপতিকে

যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহাতে ঐ সেনাপতি টিবিনীয়ম নগরের সান্নিধ্যে উপস্থিত পূর্ব্বক অতিশয় সংগ্রাম আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু তৎকালে নুমিডীয় দেশীয় কতক গুলিন অশ্বারূঢ় সৈন্য আসিয়া রুমি লোকদিগের পশ্চাৎ হইতে অকস্মাৎ যুদ্ধ আরম্ভ করাতে রুমি লোকদিগের অনেক ২ সৈন্য সামন্ত প্রাণত্যাগ করিলে তাহারা রণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এ প্রকার হইলে ফরাশীষ লোকেরা রুমিপক্ষ ত্যাগপূর্ব্বক কার্থেজিয়ান লোকদিগের নিত্য২ সহকার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সেম্প্রোনীয়স নামে দ্বিতীয় অধ্যক্ষ সময়ক্রমে যুদ্ধ করিতে মানস করিলে পর অল্প দিন বাদে এমন একটি ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া উঠিল, যে তাহাতে রুমি লোকেরা সর্ব্বতোভাবে পরাভূত হওয়াতে তাহাদের সৈন্যগণ, কেহ বা নদী পার হইতে কেহ বা শত্রুহস্তে এই রূপে ছাব্বিশ হাজার সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল।

অপর এই রূপে রুমি লোকেরা দুই বার পরাজিত হওয়াতে মর্ম্মান্তিক ক্রোধ প্রযুক্ত উভয়পক্ষে আরো অধিক যুদ্ধের আড়ম্বর করিতে লাগিল, তাহাতে হানিবল সেনাপতি অগ্রসর হইতে কোন বাধা না দেখিয়া ইত্রুরিয়া দেশে গমন পূর্ব্বক রুম রাজ্যের রাজধানী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে মনস্থ করিয়া অনেক ২ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সমূহ কষ্টে ও পরিশ্রমে বৃহৎ২ বিল উত্তীর্ণ হইলে পর ঐ সেনাপতি শুষ্ক ভূমিতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেখিলেন, যে ফ্লামিনীয়স নামে রুম দেশাধ্যক্ষ সৈন্য সামন্ত লইয়া আরিশিয়া নগরসমীপে ছাউনী করিতেছেন, এবং দ্বিতীয় অধ্যক্ষ আরো কতক গুলিন সৈন্যের অপেক্ষা করিতেছেন; এই রূপে রুমিদের তাবৎ সৈন্য অনাগমনে সুযোগ দেখিয়া ঐ হানিবল সেনাপতি রুমিদিগের সহিত তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে মানস করিয়া অগ্নিদ্বারা ও অস্ত্রদ্বারা ঐ দেশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিবার উদ্যোগ করিল। এমন হইলে ফ্লামিনীয়স অধ্যক্ষ ক্রোধেতে পরিপূর্ণ হইয়া

মহা সভাস্থ লোক ও মন্ত্রিবর্গ সকলেরি কথা অমান্য করিয়া ত্রাসীমেনী নদীর সমীপে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে তন্নিকটস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যস্থ পর্ব্বত বেষ্টিত নিম্ন পথে আপন সৈন্য সামন্ত রাখিল, এবং হানিবল সেনাপতি আপন উত্তম যোদ্ধাদিগকে পর্ব্বতপার্শ্বেতে স্থাপন করিল। এই রূপে রূমি লোকেরা নিম্ন স্থানে থাকাতে যুদ্ধারম্ভ হইলে সুতরাং অল্প ক্ষণের মধ্যেতেই তাহারা সর্ব্বতোভাবে পরাজিত হইল; তাহাতে তাহাদিগের পোনের হাজার সৈন্য রণশায়ী হইয়া আর ছয় হাজার সৈন্য শত্রুহস্তগত হইল।

অনন্তর রণস্থলে এই প্রকার ভয়ানক মহামারিস্বরূপ সৈন্য সংহার দেখিয়া ফ্লামিনীয়স সেনাপতি নিজ সৈন্যরক্ষার্থে যথাসাধ্যক্রমে বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ যে২ স্থানে ভয়ানকপ্রবল যুদ্ধ হইতেছে ঐ সকল স্থানে আপনি গিয়া শত্রুনিবারণার্থে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া একাকী শত্রুদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক জন ফরাশীয় লোকের বর্শাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অতএব এমন হইলে হানিবল সেনাপতি আপন হস্তগত রূমি লোকদিগকে আপন সমীপে রাখিয়া লাটিনদিগের মুক্তি পূর্ব্বক বিদায় করিলেন; আর ঐ ফ্লামিনীয়স অধ্যক্ষকে কবর দিতে মনস্থ করিলেন বটে, কিন্তু রণস্থলে তাহার শবদেহ চিনিতে না পারাতে তাহা সম্পূর্ণ হইল না। অপর এই রূপ অত্যন্ত পরাজয়ের সমাচার শ্রবণেতে রূমি লোকদের যে দুর্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা নিবৃত্ত হইলে পর সভাস্থ লোকেরা মন্ত্রণাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক এক জন সেনাপতি নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়া বিশেষরূপে পূর্ব্বের জ্ঞাত যে ফেবিয়স মাক্সিমস্ নামে অত্যন্ত সাহসী ও পরিণামদর্শী, ঐ ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া আপনাদিগের জয়াশাস্বরূপ প্রদীপ প্রায় নির্ব্বাণ হইলেও তথাপি যৎকিঞ্চিৎ থাকিতে তাহার হস্তে

সমর্পণ করিলেন। তাহাতে ঐ সেনাপতি কার্থেজিয়ান লোকদিগের সম্পূর্ণ গর্ব্ব খর্ব্ব করণার্থে প্রথমতঃ যুদ্ধের উদ্যোগ না করিয়া কোন প্রকারে তাহাদের বিভ্রাট জন্মাইতে মনস্থ করিলেন; অতএব কার্থেজিয়ান লোকেরা ছাউনী ভঙ্গ করিলে পর এই যুক্ত্যনুসারে যে২ স্থানে উচ্চ২ ভূমি ঐ সকল স্থানে গিয়া ছাউনী করিলেন; আর কার্থেজিয়ান লোকদিগের আহার বিহারাদি রহিত করিয়া তাহাদের নানা বিধ ক্লেশ জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে হানিবল সেনাপতি নানা প্রকারে যুদ্ধ করণে চেষ্টা পাইলেও ঐ সুচতুর সেনাপতি আপন শত্রুদিগের পরাক্রমের হ্রাস দেখিয়া যুদ্ধ না করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল।

অপর রুমি লোকেরা যে স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ না করিয়া কৌশলক্রমে প্রকারান্তরে যুদ্ধ করিতেছে ইহা হানিবল সেনাপতি জানিয়া ফেবিয়স সেনাপতিকে কোন ছলেতে নিজ সৈন্যহইতে হাস্যাস্পদ ও অপদস্থ করিবেন, এই অভিপ্রায় করিয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কি না কখন২ তাঁহার ছাউনীর সম্মুখে গিয়া তাহাকে বিদ্রূপ ও ভয় প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন, এবং কখন২ তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ দেশ সকল লুট করিতে লাগিলেন। আর তাহাদের দেশের প্রতি আক্রমণ করিয়া ঐ সেনাপতির ভূমি বিষয়ে কোন ক্ষতি না করিয়া অন্যান্য২ লোকদিগের সমূহ ক্ষতি করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ক্রমে২ তাঁহার চেষ্টা সকল এক প্রকার সফল হইয়া উঠিল; অর্থাৎ এই সকল ব্যাপারেতেও রুমি লোকেরা ফেবিয়স সেনাপতির কোন যুদ্ধাদির উদ্যোগ না দেখাতে তিনি সাহসহীন কি বিশ্বাসঘাতক হইবেন, এই অনুভব করিল। আর ইতোমধ্যে একটি সামান্য যুদ্ধ হওয়াতেও ঐ অনুমানের দৃঢ় প্রতীতি হইয়া উঠিল।

তদনন্তর ঐ পরিণামদর্শি ফেবিয়স সেনাপতি অল্প দিনের মধ্যেতেই হানিবল সেনাপতির ঐ সকল কুচেষ্টার দমন করিলেন, ফলতঃ নানা বিধ কৌশলেতে হানিবল সেনাপতিকে সৈন্যগণের সহিত

ক্রমে২ একটি গিরিগহ্বরের মধ্যেতে যে স্থানে শিশির কালে হিম প্রভাবেতে এক মুহূর্ত্তও থাকা যায় না, এবং সমূহ ক্ষতি স্বীকার না করিলেও তাহাহইতে উদ্ধার হওয়া যায় না এমন একটি মহা-শঙ্কট স্থানে তাহাদিগকে বদ্ধ করিল। এপ্রকারে ঐ হানিবল সেনা-পতি ঘোর বিপদগ্রস্ত হইলেও তাহার সদৃশ লোক ব্যতিরেক যাহা সম্ভবে না এমন একটি আশ্চর্য্য কৌশল ও ছলদ্বারা রক্ষা পাইলেন। তাহাতে করিলেন কি না অক্ষৌদ্ধারা আপন ছাউনীতে যে সকল বলদ ছিল তন্মধ্যে দুই হাজার বলদের উভয় শৃঙ্গেতে প্রজ্বলিত মশাল বন্ধন করিয়া শত্রুবর্গদিগের ছাউনীর দিকে প্রস্থান করাইলেন। অপর ঐ সকল বলদ পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গমন করিলে পর যেন চতুর্দ্দিক্স্থ বন সকল প্রজ্বলিত হইতেছে এতাদৃশ বোধ হইতে লাগিল। আর ঐ সকল ভয়ানক অগ্নির আগমন দেখিয়া পর্ব্বতপার্শ্বস্থ রুমি প্রহরি লোকেরা মহা শঙ্কাতে কিছু দূর পশ্চা-দ্গামী হইয়া অনুমান করিল এই, যে শত্রুবর্গীয় লোকেরা সংগ্রামার্থে আগমন করিতেছে; সে যাহা হউক, এখানে হানিবল সেনাপতি এই অবকাশক্রমে তাবৎ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া পর্ব্ব-তের একটি সূঁড়ী পথদ্বারা গমন করাতে পশ্চাদ্গামি লোকদিগের নানা প্রকার হানি হইলেও তথাপি কষ্ট শ্রেষ্টেতে ঐ মহা শঙ্কট স্থানহইতে বহির্গত হইলেন। এ প্রকার হইলে রুমি সৈন্যগণ ফেবিয়স সেনাপতির নানা প্রকার কৌশলাচরণ দেখিলেও তথাপি যে রূপ পূর্ব্বে তাহাকে বিশ্বাসঘাতক ও ভীরু অনুভব করিয়াছিল, তাদৃশ এই ক্ষণেও তাহাকে যুদ্ধবিষয়ে অপারক বোধ করিল।

অপর এইরূপে ফেবিয়স সেনাপতি সৈন্যকর্তৃক ঘৃণার্হ হইয়া স্বপদচ্যুত হইলে পর টারেণসিয়স বারো নামে এবং ইমিলিয়স পলস নামক এই দুই জন প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন; তাহাতে ঐ বারো নামক প্রথম ব্যক্তি কেবল আত্মগর্ব্ব ও ধন-গর্ব্বেতে পরিপূর্ণ ছিলেন, এবং শেষোক্ত ব্যক্তি অস্ত্রবিদ্যাতে বিলক্ষণ

ব্যুৎপন্ন ও পরিণামদর্শী ছিলেন; এবং আপন সহকারি ব্যক্তিকে সর্ব্ব প্রকারে হেয় জ্ঞান করিতেন। এতৎকালে এখানে হানিবল সেনাপতি কানি নামে গ্রামের সান্নিধ্য বিপক্ষ রুমিদিগের আগমন অপেক্ষা করিয়া ছাউনী করিয়াছিলেন.তৎকালে ইমিলিয়স সেনাপতি যুদ্ধ করণে অনিচ্ছুক থাকিলেও তথাপি বারো নামে সেনাপতি নিজ সহকারির সম্মত্যাদি অপেক্ষা না করিয়া যুদ্ধ করণে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে উভয় সৈন্য মধ্যস্থ অফাইডস্ নামে নদী উত্তীর্ণ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলে কিছু কালের পর রুমি সৈন্যগণ সংগ্রামের অসহ্য বেদনাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণভঙ্গ করিতে লাগিল। এ প্রকার রুমিদিগের পরাজয়ের উদ্রেক দেখিয়া ইমিলিয়স সেনাপতি আপন আজ্ঞাবর্ত্তি কতক গুলিন অশ্বারূঢ় সৈন্যের সেনাপতি হইয়া নানা বিধ সাহস ও কৌশল বুদ্ধি প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ঐ মহাশঙ্কটহইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে তিনি শত্রুদিগের প্রবল আক্রমণের বেগ ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইলে আপনিও পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিলেন। ঐ সংগ্রামে রুমি লোকদিগের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ও একবিংশতি জন বিচারকর্ত্তা এবং অশীতি জন সভাস্থ লোক প্রাণ পরিত্যাগ করাতে হানিবল সেনাপতি তিন কাঠা পরিমাণ স্বর্ণাঙ্গুরীয় পাইয়া কার্থেজিয়ান নগরে পাঠাইয়া দিলেন।

পরে এই প্রকার হইলে হানিবল সেনাপতি যে অল্প দিনের মধ্যে রুম রাজ্যের রাজধানী পর্য্যন্ত আসিয়া নগর বেষ্টন করিবে, এই রূপ তাবল্লোকের অনুমান হওয়াতে মহাশঙ্কা প্রযুক্ত সকলের মুখ একেবারে মলিন ও শুষ্ক হইয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল; এবং তাহাদের কথাদ্বারা নিতান্ত নিরাশ হইয়াছে এমন বোধ হইতে লাগিল। পরে কিছু দিন বাদে এই উদ্বেগের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হইলে পর মহাসভাস্থ লোকেরা মন্ত্রণা পূর্ব্বক এক জন সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন, এবং ফেবিয়স নামে ও মার্শেলস নামে

এই দুই জনকে প্রধান সেনাপতিপদে স্থাপিত করিলেন। আর কার্থেজিয়ানদিগের অগ্রসর হওনের কাল বিলম্ব দেখিয়া লুপ্ত সাহস শরীরে পুনর্ব্বার সাহস পাইয়া অতিযত্ন পূর্ব্বক পুনর্যুদ্ধকরণে উদ্যোগ করিতে লাগিল; তাহাতে হানিবল সেনাপতি তাহাদিগের সহিত সন্ধি করণে স্বীকৃত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইটালি দেশ পরিত্যাগ না করিলে তাহারা সন্ধি পত্র স্থির করিবে না, এই অবকাশ ক্রমে হানিবল সেনাপতি জয়কারি নিজসৈন্যদিগকে বিশ্রাম প্রদান না করিয়া রুম নগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, ইহা মনস্থ করিয়া শিশির কালে কাপুয়া নগরে গিয়া বিরাম করিলেন। ঐ কাপুয়া নগর বহু দিবসাবধি সংগ্রামের সাহস হানিজনক যে সকল সুখ, তাহাতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; অতএব কার্থেজিয়ান লোকেরা ঐ সকল মনোরম বিবিধ সুখভোগে রত হইয়া তাহারা যেমন এক প্রকার উদাসীনের ন্যায় সাংসারিক সুখভোগে বঞ্চিত ছিল, সে স্থানে গিয়া তেমনি তাহারা সুখেতে মগ্ন হইয়া সকলেই স্ত্রৈণ হইয়া উঠিল। তাহাতে ঐ হানিবল সেনাপতি যে রুম রাজ্য জয় করণের এতাদৃশ সুযোগ পাইলেও জয় করেন নাই, ইহাতে ইতিহাসবেত্তারা তাহাতে দোষারোপণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঘটনা ক্রমে এমন হইলেও ঐ পরাক্রমি রুমি রাজ্যেতে হানিবল সেনাপতির নিজ হইতে চতুর্গুণ সৈন্য থাকাতে তিনি যে ঐ নগর বেষ্টন করেন ইহা অতি অসমসাহস করিয়া মানিতে হয়।

অনন্তর কার্থেজিয়ান লোকেরা ঐ হানিবল সেনাপতির সাহায্য করণে শৈথিল্য করিতে লাগিলেন; ফলতঃ হানো নামে যে তাহাদের পূর্ব্বকার সেনাপতি, তিনি ঐ হানিবল সেনাপতির বিপক্ষে একটি দল করিয়া কুমন্ত্রণা পূর্ব্বক নূতন২ সেনা ও সংগ্রামের ব্যয়াদি পাঠাইতে বিলম্ব করাতে তাহার এই একটি দুর্ভাগ্যের প্রথম উপক্রম ঘটিল, যে যখন তিনি নোলা নামে নগর বেষ্টন করিতেছিলেন, তৎকালে মার্শেলস নামে রুমি সেনাপতি তাঁহার উপর আক্রমণ করি-

য়া জয়ী হইল; তাহাতে কিছু দিন পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সংগ্রাম হওয়াতে কেহবা কখন জয় ও কেহ বা কখন পরাজয়, এই রূপে তিনি কখন জয়ী হইলেও তথাপি সংগ্রামখরচ ও নূতন২ সৈন্য না পাওয়াতে তাহারা সুখী হইতে পারিল না। এমন হইলে আসড্রুবল নামে ঐ হানিবল সেনাপতির ভ্রাতা, স্পানিয়া দেশীয় কতক গুলীন সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া কার্থেজিয়ান লোককর্ত্তৃক প্রেরিত হইতেছেন। ইতোমধ্যে সিবিয়স নামে ও নিরো নামে এই দুই জন রুমি অধ্যক্ষ এই সম্বাদ পাইবা মাত্র সৈন্য সামন্ত লইয়া পথি মধ্যে তাহাদিগকে বেষ্টন পূর্ব্বক তাবৎ সৈন্যের সহিত তাহাকে সংহার করিল।

তদনন্তর পূর্ব্বে রুমি লোকেরা কানি নগরের সন্নিকটস্থ যুদ্ধে যে প্রকার আত্যন্তিক পরাজিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি সম্বরাইতে না পারিলেও তথাপি তাহারা ইটালি দেশে হানিবল সেনাপতির সহিত এবং মাসিডন দেশীয় ফিলিপ রাজার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছেন। আর ঐ সময় শিষিলী উপদ্বীপের সাইরাকুশ নামে নগর যে হস্তগত করিলেন তাহা কেবল নয়, স্পানিয়া দেশেও অনেক২ সেনা প্রেরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সিপিউ নামক সেনাপতি ক্রমে২ ঐ দেশের সমুদয় রাজা রুম রাজ্যের বশীভূত করিলেন। সে যাহা হউক, ঐ হানিবল সেনাপতি আপন দেশহইতে এবং তাহাদের সহকারি ইউরোপ দেশস্থ কতক গুলীন লোকহইতে সম্পূর্ণ রূপে সাহায্য প্রাপ্ত না হইলেও তথাপি ক্রমিক চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ইটালী দেশে থাকিয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

পরে এই রূপে স্পানিয়া দেশ ও শিষিলী দেশ রুম রাজ্যের ভুক্ত হওয়াতে রুমি লোকেরা কার্থেজিয়ান লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করণে প্রবল সাহস পাইলেন; তাহাতে ঐ সিপিউ নামে রুমি সেনাপতি হানিবল সেনাপতির সহিত যুদ্ধার্থে ইটালী দেশে না গিয়া বিস্তর২ জাহাজ ও সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক আফ্রিকা দেশে উপস্থিত

হইলেন। তাহাতে সে স্থানে গিয়া নিউমিডিয়া দেশায় মাসিনিষা নামে পদচ্যুত রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া কার্থেজিয়ান দেশীয় হানো নামে সেনাপতির সমভিব্যাহারে একটি ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত করিলেন; তাহাতে ঐ হানো সেনাপতি পরাভব পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলে পর নিউমিডিয়া দেশীয় সিংহাসনাক্রান্ত সাইফাক্স নামে রাজার সহিত একটি ভয়ানক তুমুল সংগ্রাম হওয়াতে ঐ রাজা পরাজিত হইলে তাঁহার চল্লিশ হাজার সৈন্য রণশায়ী হইল, ও ছয় হাজার সৈন্য অঙ্গহীন ক্ষতযুক্ত হইল; এবং আর ছয় হাজার সৈন্য শত্রুহস্তগত হইল। এই রূপ হইলে ঐ রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিলে অবশেষে অত্যন্ত পরাজিত হইয়া সফোনিসবা নাম্নী রাজ্ঞীর সহিত ঐ রুমি লোকদিগের হস্তগত হইলেন।

অপর এইরূপ কার্থেজিয়ান লোকেরা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হওয়াতে ঐ সিপিউ সেনাপতির এক প্রকার সম্যক্ কৃতকার্য্যত্ব জানিয়া সে ব্যক্তি যে অল্প দিনের মধ্যে ঐ কার্থেজ রাজধানী বেষ্টন করিবে, ইহা স্থির বোধ হইল: অতএব তাহার সহিত যুদ্ধ করণার্থে হানিবল সেনাপতিকে স্ব দেশে আনয়নার্থক দূত পাঠাইলেন। তাহাতে রাজ্যের প্রতি যে এতাদৃশ বিপদ ঘটিবে, ইহা হানিবল সেনাপতি ঐ রুমি সেনাপতির গমনেতেই বহু দিবসাবধি জ্ঞাত ছিলেন, অতএব এই সমাচার পাইয়া পূর্ব্বে ইটালী দেশে পঞ্চদশ বৎসর থাকাতে তদ্দেশের উত্তমং প্রদেশ হস্তগত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি কোন আপত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ ইটালী দেশ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি আফ্রিকা দেশে উপস্থিত হইয়া সন্ধি পত্রের নিয়ম স্থির করণার্থে সিপিউ সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন, তাহাতে সিপিউ সেনাপতির তদ্বিষয়ে সম্মতি হইলে উভয় সেনামধ্যস্থ যে প্রান্তর, তন্মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে সিপিউ সেনাপতি অঙ্গ সৌষ্টবা-

ষিত পরম সুন্দর প্রযুক্ত উত্তম দেখাইল, কিন্তু হানিবল সেনাপতিকে দর্শনে আত্যন্তিক যুদ্ধের কষ্ট প্রাপ্ত বোধ হইল, বিশেষতঃ তাহার এক চক্ষু অন্ধ প্রযুক্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় দেখাইল। সে যাহা হউক, তখন হানিবল সেনাপতি সিপিউ সেনাপতির প্রতি এই প্রশ্ন করিলেন, যে শুন, রুমি লোকেরা যে আমাদিগের প্রতি অন্যায় করিতে সম্মত নহে, ইহা আমরা স্থির জানি; কেননা যদি না জানিতাম তবে কদাচ অদ্য সন্ধিবিষয়ক প্রার্থনা করিতাম না। অতএব সংগ্রামের প্রাক্‌কালে যদি আমরা এইক্ষণকার মত নির্লোভিত্ব প্রকাশ করিতাম, তবে উভয় পক্ষেই মঙ্গল হইত; ফলতঃ তৎকালে যদি তোমরা ইটালি দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ্যবৃদ্ধিবিষয়ে ক্ষান্ত হইতা, এবং আমরাও যদি শিসিলী দেশ রাজ্যের ভুক্ত করণে নিরস্ত হইতাম, তবে উভয় পক্ষের সৈন্য, বিনাশ পূর্ব্বক অনর্থক এতাদৃশ রক্তপাত হইত না। সে যাহা হউক, জয়ী হওয়া যে মঙ্গলকারক নহে, আর সৌভাগ্য যে চিরস্থায়ী নহে, ইহা আমি অধিক বয়ঃক্রম প্রযুক্ত জ্ঞাত হইয়াছি; কিন্তু তুমি যুবা অল্প বয়স্ প্রযুক্ত আমার ন্যায় দেখিয়াও ঠেকিয়া তোমার শিক্ষা হয় নাই। ফলতঃ আমার যৌবন কালে কানি নগরসমীপে যুদ্ধ করণসময়ে যে স্ব দেশের মঙ্গল চেষ্টা দূরে রাখিয়া কেবল নামবৃদ্ধিকরণ চেষ্টাতে আমার মতি ছিল, বোধ হয় এইক্ষণে তোমার তাদৃশ মন হইতে পারে; কিন্তু সন্ধি হইলেই যে সমুদয় জয় হওনের উদ্দেশ পাওয়া যায়, ইহা মনে রাখা উচিত। আর আমিও তন্নিমিত্তে আসিয়াছি; অতএব আমার মত এই, যে তুমি পুনঃ২ জয়ী হওয়াতে যে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা যাহাতে সজীব থাকে ইহা তোমাদের কর্ত্তব্য। আর এখন তোমার সৌভাগ্যও বটে কেননা কি জানি সংগ্রাম করাতে ক্ষণের মধ্যে তোমাদের জয় না হইয়া শত্রু পক্ষেতেও তো জয় হইতে পারে? তাহাতে আমি কিছু তোমার শত্রু ভাবাপন্ন নহি, অতএব আমাদের দুই জনে সন্ধি হইলে

উভয় পক্ষেরই শুভকারী বটে, ফলতঃ রুমিদের সহিত মিত্র ভাব হইলে আমি অতি শ্রেয়োজ্ঞান করিস, এবং এইক্ষণে তোমার যাহা-কে প্রবল শত্রু বোধ হইতেছে, সে ব্যক্তিও তোমার সুহৃদ হই-বে। তাহাতে সিপিউ সেনাপতি এই উত্তর মাত্র দিলেন, যে শুন, এই যে সকল সংগ্রাম হইয়াছে তাহা কেবল কার্থেজিয়ান লোক-দের দোষজন্যে জানিবা; অতএব এইক্ষণে তত্তদ্যুদ্ধবিষয়ক বিপদ ঘটনার নিমিত্ত করিয়া আমাকে দোষ দেওয়া অনুচিত, কেননা আমি কেবল রুমিদিগের ন্যায্য বিষয় রক্ষার্থে সংগ্রাম করিয়াছি। আর যখন যুদ্ধ বিরামের সন্ধি নির্ণয় হইয়াছিল, তখন কার্থেজি-য়ান লোকেরা ঐ নিয়ম অমান্য করিয়া যুদ্ধ করিলেন, ইহাতে আ-মার দোষ সম্ভব হয় না; অতএব এই সকল দৌরাত্ম্য জন্য যে সকল ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সম্যক্ পরিশোধ না পাইলে এইক্ষণে সন্ধি পত্র হইতে পারে না।

এই প্রকারে পরস্পর কথোপকথন হইলে উভয় সেনাপতিতেই অসন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর সংগ্রামের আবশ্যকতা জানিয়া স্বং শি-বিরে প্রস্থান করিলেন; অতএব অল্প দিনের পরেতেই একটি ঘোর-তর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল, তাহাতে হানিবল সেনাপতি পূর্ব্বং যুদ্ধ অপেক্ষাও ঐ যুদ্ধে অতি উৎকৃষ্ট রূপে সৈন্যরচনা করিলেন বটে, কিন্তু তথাপি কার্থেজিয়ান লোকেরা পরাজিত হওয়াতে তাহাদের কতক সৈন্য বা রণ স্থলে ও কতক বা পলায়ন কালে এই রূপে বিংশতি সহস্র সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। আর বিংশতি সহস্র সৈন্য শত্রু হস্তগত হইলে হানিবল সেনাপতি অত্যন্ত সাহসির ন্যায় সংগ্রাম করিলেও তথাপি শেষে অনন্যগতিক হইয়া ভয় প্রযুক্ত আক্রমিটম নামক নগরে পলায়ন করিলেন। আর মনুষ্যের ভাগ্য ও দেশের গতি যে কখনকি রূপে পরিবর্ত্তহয়,তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অপর এই রূপে কার্থেজিয়ান লোকেরা পরাভূত হওয়াতে সুত-রাং এই সকল নিয়ম পূর্ব্বক সন্ধি পত্র করিতে হইল। তাহাতে তাঁ-

হারা যে স্পানিয়া দেশ ও ভূমধ্যস্থ সাগরবর্ত্তি সমুদয় উপদ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন তাহা কেবল নয়, আরো পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দশ সহস্র কিকর রৌপ্য দিতে হইবে; আর মাসিনিষা নামক পূর্ব্ব রাজাকে ঐ রাজ্য পুনর্ব্বার প্রদান করিয়া রুমি লোকদিগের অনুমতি ব্যতিরেক আফ্রিকা দেশে কোন যুদ্ধাদি করিতে পারিবেন না। সে যাহা হউক, ঐ হানিবল সেনাপতির যুদ্ধ করণসময়ে সাহায্য করিয়াছিলেন যে মাসিডন দেশীয় ফিলিপ নামক রাজা, তাহার সহিত ঐ রুম নগরস্থ সভাস্থ লোকেরা ঘোরতর সংগ্রাম করাতে তিনি পরাভূত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে রুমি লোকেরা তদ্বিষয়ে সম্মত হইলে পর তাহার এক সহস্র কিকর রৌপ্য দিতে হইল। আর রুমি লোকেরা সমাদর পূর্ব্বক গ্রীক দেশীয় ব্যবস্থানুসারে চলিতেছেন, এই নিমিত্তে তদ্দেশ হস্তগত করিয়া ও যে পুনর্ম্মুক্তি দিলেন, ইহা লোকেতে প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর সিরিয়া দেশীয় আণ্টিওকস্ নামে মহারাজ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত শৌর্য্য বীর্য্যতে সূর্য্যের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত যশেতে পরিপূর্ণ ছিলেন। তাহাতে রুমি লোকেরা ঐ রাজার এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়া লোভ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইলে কিছু দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে বিবাদ উপস্থিত করিলেন। আর এক সময় লুষিয়স সিপিয় নামে আফ্রেকেনস্ নামক সেনাপতির সহোদর, তিনি রুমি সৈন্যদিগের সেনাপতি হইয়া তদ্দেশে গমন পূর্ব্বক ঐ রাজার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ঐ আণ্টিওকস্ রাজা অনেকে২ বার পরাজিত হইয়া অবশেষে তিনি এমন অনন্যগতিক হইলেন, যে রুমি লোকদিগের সহিত সন্ধি করণার্থে এই২ রূপ নিয়ম স্থির করিতে হইল; তাহাতে তিনি যে ইউরোপের সমুদয় ভূমি পরিত্যাগ করিবেন তাহা কেবল নয়, আরো পঞ্চদশ সহস্র কিকর রৌপ্য দিতে হইবে, আর বিংশতি জন লোক বন্ধক রাখিয়া হানিবল সেনাপতিকে অর্পণ করিবেন। অতএব লুষিয়স্ সেনাপতি ঐ ভূমণ্

সংগ্রামে এই প্রকার কৃতকার্য্য হইলে আশিয়াটিকশ্ এই পদবী পাইলেন। এই রূপ ভয়ানক সমাচার পাইয়া হানিবল সেনাপতি তথাহইতে পলায়ন পূর্ব্বক বিতেনীয়া দেশীয় রাজার শরণাপন্ন হইলেন বটে, কিন্তু তথাপি রুমি লোকেরা ঐ স্থানহইতে ধরিয়া তাহাকে আনিতে এক জন সেনাপতিকে পাঠাইলেন। অতএব এই রূপ নিষ্ঠুরতাতে তাড়িত হইয়া এক দেশহইতে আর দেশ এই রূপে নানা দেশে ভ্রমণ করিলেও তথাপি পলাইয়া রক্ষা পাইবার স্থান না দেখাতে আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন; তাহাতে কোন আপন অনুগত লোকদ্বারা কালকূট আহরণ পূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া এই কথা কহিলেন, যে আমি লোকদিগের মধ্যে এক জন প্রাচীন লোক, কিন্তু রুমি লোকেরা আমাকে স্বচ্ছন্দে প্রাণত্যাগ করিতে দিবে না; অতএব আমার বর্ত্তমানেতে যে তাহাদের বর্ত্তমান আশঙ্কা তাহা খণ্ড করা উচিত। কিন্তু আমি এই রূপ ভয়েতে দেশচ্যুত হইলেও তথাপি আমাকে ধরণার্থে দূত পাঠাইতেছে, এবং রাজাদিগের আতিথ্য ধর্ম্ম ও লোপ করিতেছে, বোধ হয় যে এই রূপ ক্রূরতা ব্যবহার পূর্ব্বকালে ছিল না। এই কথা কহিয়া তিনি বিষপানেতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অপর এই রূপে ঐ আণ্টিওকস্ মহারাজের সহিত সন্ধিপত্র হইয়া তৃতীয় বৎসর গত হইলে পর ঐ সিপীউ আফ্রেকেনস সেনাপতির দুর্নামেতে বিচারকর্ত্তৃগণসমীপে এই নালিশ হইল, যে তিনি ঐ সংগ্রামের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি রাজ ভাণ্ডারে সমর্পণ না করিয়া আপনি লইয়াছেন, এবং ঐ রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সন্ধিপত্রের অনুচিত নিয়মাদি করিয়াছেন। তাহাতে এই আদ্দাসের নিরূপিত দিনেতে ঐ সেনাপতি নিজ দোষ নিমগ্ন করণার্থে কোন চেষ্টা ও উত্তরাদি না করিয়া তদ্দিনেতে যে জামা নামক নগর সান্নিধ্য হানিবল সেনাপতিকে পরাজয় করিয়াছেন, তাহাই কেবল লোকদিগকে স্মরণ করাইলেন; তন্নিমিত্তে তাহারা বিচারকর্ত্তৃগণ-

হইতে কৃতকার্য্য না হওয়াতে মহা সভাতে গিয়া পুনর্ব্বার ঐ না- লিশ করিল, তাহাতে ঐ সিপীউ সেনাপতি কাম্পেনীয় দেশীয় লীন- টর্ণম নামে নগরেতে প্রস্থান করিয়া বসতি করিলেন। আর তদ্দেশে প্রাণত্যাগ করিলে পর নিজ কবরোপরি এই কথা ক্ষোদিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, যে হে কৃতঘ্ন রুম দেশ, তুমি আমার এক খানি অস্থি পাইবারও যোগ্য পাত্র হও নাই।

অনন্তর রুমি লোকেরা তৎ সময়েতে ভূরিং লুণ্ঠিত ধনাদি পাওয়াতে লোভ প্রযুক্ত ছলেতে কার্থেজিয়ান লোকদিগের সহিত পুনর্যুদ্ধ করণে সচেষ্ট হইলেন, তাহাতে কার্থেজিয়ান লোকেরা রুমি লোকদের পুনর্যুদ্ধের ঘোরতর আড়ম্বর দেখিয়া সংগ্রামে প্রত্যাক্রমণ করিতে প্রস্তুত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরো অধিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিতে প্রার্থনা করিল; তাহাতে তা- হারা রুমিদিগের বাক্যানুসারে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিন শত লোক বন্ধক রাখিতে এবং উত্তরকালে রুমিদিগের আজ্ঞানুযায়ী চলিতে সম্মত হইলেও তথাপি রুমি লোকেরা ক্রূরতা ও অন্যায় পূর্ব্বক ঐ কার্থেজ নগর ভূমিসাৎ করিতে এবং তন্নগরস্থ লোকদিগকে ঐ নগর ত্যাগ করাইয়া সমুদ্রতীরহইতে দশ ক্রোশান্তে গিয়া নূতন নগর স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন। অতএব এইরূপ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক দৌরাত্ম্য করাতে ঐ ভাগ্যহীন কার্থেজিয়ান লোকেরা নিতান্ত নিরাশ হইলেও তথাপি পৈতৃক বাসস্থান ঐ রাজধানী রক্ষার্থে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে উদ্যত হইল।

পরে কার্থেজিয়ান লোকেরা যে আসড্রুবল সেনাপতিকে রুমি লো- কদিগের বিঘ্নকারী বলিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিল, তাহাকে কারাহইতে মুক্ত করিয়া তৎকালে আপনাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ করি- লেন; আর ঐ সেনাপতি কার্থেজ নগর রক্ষার্থে এমন দৃঢ়রূপে আ- য়োজন করিতে লাগিলেন, যে দুই জন রুমি অধ্যক্ষ ঐ নগর অনা- য়াসে জয় করিবেন, এমন অনুভব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে

রুমি লোকেরা এমন পরাজিত হইল, যে অসহ্য ক্লেশ প্রযুক্ত শত্রু সম্মুখে থাকিতে পারিল না তাহা কেবল নয়, সৈন্যগণ জয় বিষয়েও নিরাশ হইল। আর এই রূপে পুনঃ২ যুদ্ধ করিলেও তথাপি ক্রমে২ প্রায় সর্ব্বদা পরাজিত হইতে লাগিল, তাহাতে সিপীউ ইমিলিয়ানস্ নামে সেনাপতি পরাভূত হইলেও তথাপি আপন রক্ষাকার্য্যে ও ভবিষ্যৎ জয়াশা প্রদানে নিপুণ ছিল, এই নিমিত্তে তিনি ঐ কাথেজ নগর বেষ্টনবিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন না। আর কিছু কাল গতে ঐ সেনাপতি কাথেজিয়ান লোকদের অশ্বারূঢ় সৈন্যাধ্যক্ষ যে ফ্যানিয়স নামক ব্যক্তি, তাহাকে ছল চতুরতাদ্বারা আপন পক্ষে আনয়ন করিল, তখন রুমি লোকেরা অতিশয় প্রবল হইলে কাথেজিয়ান লোকেরা অতি দুর্ব্বল হইয়া ক্রমে২ তাবল্লোক কেল্লাতে পলায়ন করিল; এবং আর কতক গুলিন লোক পলায়ন করিয়া একটি মন্দির মধ্যে আশ্রয় করিল। এমন হইলে রুমি লোকেরা আক্রমণ পূর্ব্বক ক্রমে২ ঐ দুর্গ হস্তগত করিয়া কেল্লা এবং ঐ মন্দিরে অগ্নি প্রদান করাতে লোকেরা ব্যাকুল হইয়া যে২ স্থানে পলায়ন করে তত্তৎস্থানেতেই অগ্নি প্রদান করিতে লাগিল। এই রূপে ষড়্‌বিংশতি ক্রোশ বেষ্টনে ঐ কাথেজ নগর কেবল অগ্নিক্ষেত্র হইয়া উঠিল। অপর সভাস্থ লোকদিগের আজ্ঞাদ্বারা যে কেবল ঐ নগর ভস্মরাশি করিয়া সমভূমি করিল এমন নয়, আরো তৎসহকারী যে২ নগর ছিল, সে সকলও সমভূমি করিয়া তন্নিকটস্থ ভূমি সকল রুমি বান্ধবদিগকে সমর্পণ করিল।

এই রূপে রুমি লোকেরা কাথেজ নগর জয় করিয়া তদ্বৎসরের মধ্যে করিন্থ নামে গ্রীক দেশীয় একটি প্রধান নগর জয় করিলেন, এবং ঐ কাথেজ নগর উচ্ছিন্নকারি আফ্রিকেনস উপাধি প্রাপ্ত যে সিপীউ নামে সেনাপতি, তিনি স্পানিয়া দেশীয় নুমান্সিয়া নামক নগর হস্তগত করিয়া ঐ সমুদয় দেশ রুম রাজ্য ভুক্ত করিলেন। এই প্রকারে রুমি লোকেরা নানা দিগ্বিদিক্ জয় করাতে দর্পমদেতে

উন্মত্ত তুল্য হইয়া আপনাদিগকে এক প্রকার সার্ব্বভৌম রাজা করিয়া মান্য করিতে লাগিলেন; আর চতুর্দ্দিক্স্থ অন্যান্য জাতিদিগকে এক প্রকার তৃণতুল্য নিজ দাসের ন্যায় গণনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ রূম রাজ্যের পরাক্রম চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে২ বৃদ্ধি এইক্ষণে সম্পূর্ণ হইল। আর তৎপশ্চাতেও ক্রমে২ রাজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল বটে; কিন্তু তাহাতে রাজ্যের পরাক্রম বৃদ্ধি না হইয়া কেবল ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অর্থাৎ রূম রাজ্যের পূর্ব্বাপর যে সকল পরিমিত ব্যবহারাদি ছিল, তাহা ক্রমে২ কৃষ্ণ পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া ঐ রাজ্য কেবল সুখাভিলাষেতে পরিপূর্ণ হইল। অতএব তন্নগরস্থ মহল্লোকদিগের ঈদৃশ অমঙ্গল সূচক ক্রিয়া দেখিয়া তন্মধ্যস্থ গ্র্যাকাই নামক দুই সহোদর কুলীন লোকদিগের সুখালস্যাদি নিবারণার্থে লিশিনিয়ন নামে একটি ব্যবস্থা উত্থাপন পূর্ব্বক এই নিয়ম স্থির করিলেন, যে কোন ব্যক্তি পঞ্চশতাধিক সংস্কৃ বিঘা ভূমির অতিরিক্ত ভোগ করিতে পারিবেন না; কিন্তু তাহার অধিক ভূমি ভোগ করিলে সে ব্যক্তি যে দেশে প্রাণত্যাগ করিবে তদ্দেশীয় রাজা ঐ ভূমি প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর রূমি লোকেরা রাজার কু ব্যবস্থাতে পূর্ব্বের নিজ২ ক্ষমতাদি চ্যুত হইয়া এই ক্ষণে প্রায় আজ্ঞাবর্ত্তি দাসের ন্যায় হইলেন বটে, কিন্তু তথাপি রাজ্য বৃদ্ধ্যর্থে বহুতর চেষ্টান্বিত থাকাতে বালিরিক নামে কতক গুলিন উপদ্বীপ, এবং ইদানীন্তন সাবয় নামে খ্যাত যে দেশ, এবং গ্রেশ দেশীয় স্করডিবাই নামে জাতি, এই সকলকে পরাভূত করিয়া নুমিডিয়া দেশীয় জুগর্ত্তা নামক রাজাকেও পরাজিত করিলেন। ঐ রাজা রূমি সহকারে হানিবল সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে মাশিনিশা নামে মহা খ্যাত্যাপন্ন রাজা, তাঁহার পৌত্র ছিলেন; তিনি ভাবি রাজ্যাধিকারি দুই জন যুবরাজের সহিত একত্র শিক্ষিত হইয়া আপনি সুচতুর ও লোকদিগের প্রিয়তমত্ব জানিয়া তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিএমসাল নামক যুবরাজকে

বধ করিল ; এবং আডহর্বল নামে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ও নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে সে ব্যক্তি তৎহস্ত হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইয়া রুমি লোকদিগের শরণাপন্ন হইল। তাহাতে ঐ জুগর্ত্তা রাজা রুমি সভাস্থ লোকেরা যে অর্থপ্রিয় ও অন্যায়কারী ইহা জ্ঞাত প্রযুক্ত নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকন সম্বলিত এক জন দূতকে তথায় প্রেরণ করিলেন ; অতএব সভাস্থ লোকেরা ঐ সকল ধনেতে বশীভূত হইয়া লোকদ্বারা ঐ রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া ঐ দুই জনকেই রাজ্যাভিষিক্ত করাইতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু তদবধি রুমি লোকদিগের যৎকিঞ্চিৎ শারল্য ছিল, তন্নিমিত্তে এই রূপ অবিচার দৌরাত্ম্য দেখিয়া তাহারা নানা প্রকার আপত্তি করাতে সভাস্থ লোকেরা উৎকোচ প্রাপ্ত প্রযুক্ত তৎ কালে নীরব থাকিয়া পরে কিছু দিন বাদে ঐ বধকারির প্রতিফল দেওনার্থে কতক গুলিন সৈন্যের সহিত এক জন অধ্যক্ষকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি ও তাঁহাদের ন্যায় উৎকোচ লইয়া ঐ জুগর্ত্তা রাজার সহিত সন্ধি করিলেন।

অপর এই রূপ অত্যাচার দেখিয়া সাধারণ লোকেরা অতিশয় প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হওয়াতে ঐ জুগর্ত্তা রাজাকে উৎকোচ গ্রাহকদিগের প্রমাণার্থে লোক সমীপে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা হইল, তাহাতে ঐ রাজা তদাজ্ঞানুসারে নম্রমনা ও কুবেশ বিশিষ্ট হইয়া বিপদগ্রস্তের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইলেন। আর তিনি তৎস্থানে তত্ত্ববিবরণ কিছু প্রকাশ পূর্ব্বক উৎকোচ গ্রাহকত্ব দোষের ক্ষয় করা দূরে থাকুক, বরং ঐ দোষের আরো বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ফলতঃ রুমি লোকেরা ধনেতে তুষ্ট প্রযুক্ত ঐ রাজা তাহাদিগকে স্বপক্ষ করণার্থে আরও অধিক ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন ; অতএব সাধারণ লোকেরা একথা জানিয়া তাহাকে দেশহইতে বিদায় করিয়া তিনি যে কোন কুমন্ত্রণা ও কুচেষ্টাদি করেন কি না, তৎসন্ধানার্থে আলবাইনস নামক সৈন্যাধ্যক্ষকে তৎপশ্চাতে প্রেরণ করিলেন ; তাহাতে ঐ সেনা-

পতি স্বেচ্ছাধীন স্বপদ ত্যাগ করিয়া অলস নামক নিজ ভ্রাতাকে ঐ সেনাপতি পদ সমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি যুদ্ধ বিষয়ে অনিপুণ প্রযুক্ত একটি কু স্থানে মগ্ন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক নিতান্ত পরাজিত হইলেন।

অনন্তর রুমি লোকেরা কেয়শ মারিয়শ নামক ব্যক্তিকে যথেষ্ট প্রশংসা ও গৌরব করিয়া মান্য করিলেও তথাপি শেষে সে ব্যক্তি দেশের বিপদ স্বরূপ হইয়া উঠিল, আর মিটলেশ নামক দেশাধ্যক্ষ নমিদিয়া দেশে সেনাধ্যক্ষ হইয়া গমন করাতে ঐ ব্যক্তি তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়াছিল, এবং ঐ মিটলেশের দেশাধ্যক্ষ পদের নিয়ম শেষ হইলে পর ঐ ব্যক্তি তৎপদ প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে তিনি যে ঐ পদ প্রাপ্ত হন, কুলীন লোকদিগের এমন বোধ ছিল না বটে, কিন্তু তথাপি তিনি তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ঐ জুগর্ত্তা রাজার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া জয় পূর্ব্বক তাহাকে শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিয়া রুম দেশে আনয়ন করিলেন। তিনি ইতর বংশ জাত ছিলেন, আর সুদীর্ঘকায় হইয়া অপরিমিত বল ও সাহস যুক্ত ছিলেন। আর তিনি যৌবন কালাবধি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কোন প্রকারে রাজ্যের নিয়মাদি ভঙ্গ করেন নাই। কিন্তু সভাস্থ লোকদিগের সহিত নিতান্ত অপ্রণয় প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ সভা মধ্যস্থানে তাহাদিগের উপর দাওয়া পূর্ব্বক যথেষ্ট নিন্দাদি করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর এই রূপে জুগর্ত্তা রাজার সহিত যুদ্ধ সমাপন হইলে পর, এক সময় উত্তর দেশহইতে অসংখ্য২ বন্য লোক আসিয়া রুম রাজ্যে উপস্থিত হওয়াতে সমুদয় ইটালি দেশ যে একেবারে সমভূমি, করিবে, ইহা নিশ্চয় বোধ হইল; অতএব এই আকস্মিক দুর্ঘটনা হওয়াতে পূর্ব্বাপর চলিত যে অধ্যক্ষ পদ, তাহা ত্যাগ করিলে পর দশ বৎসরের মধ্যে তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না; কিন্তু তৎকালে লোকেরা সুতরাং ঐ রাজনিয়ম অপেক্ষা করিতে না

পারিয়া মারিয়স সেনাপতিকে পুনর্ব্বার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিল। তাহাতে ঐ অধ্যক্ষ অসভ্য লোকদিগের উপর প্রত্যাক্রমণ করিয়া ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া টুটনিশ নামক জাতিদিগের ভূপতিকে হস্তগত করিল, এবং কিয়ৎ দিনান্তে তন্মধ্যস্থ সিম্ব্রাই নামক জাতিদিগকে এমন পরাজিত করিল, যে তাহাতে তাহাদিগের এক লক্ষ চত্বারিংশৎ সহস্র সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল, আর ষষ্টি সহস্র সৈন্য শত্রু হস্তগত হইল।

অপর এই প্রকারে মারিয়স সেনাপতি সমুদয় জয়ী হওয়াতে তাহার যুদ্ধসময়ে দূরস্থ লোকেরা কম্পকম্পান্বিত হইত, এবং সন্ধি করণসময়ে তিনি রুমি লোকদিগের ভয়ঙ্কর হইতেন। সে যাহা হউক, মিটেলশ নামক সেনাপতি মারিয়সের শ্রীবর্দ্ধক সহকারী হইলেও তথাপি তিনি মহা সভাতে অধিক মর্য্যাদাপন্ন প্রযুক্ত ঐ মারিয়স তাহার প্রতি দ্বেষ ভাব করিয়া তাহাকে কোন প্রকারে দেশচ্যুত করিবার ছল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আর তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করণার্থে সাটর্নিনস নামক বিচারকর্ত্তাকে উৎকোচদ্বারা বশীভূত করিয়া এই প্রবৃত্তি লওয়াইলেন, যে গত যুদ্ধে লোকদিগের প্রাপ্ত ভূমি সকল বিভাগ করণার্থে তুমি মহা সভাস্থ লোকদিগের নিকটে ব্যবস্থা উত্থাপন কর; তাহাতে সভাস্থ লোকেরা সম্মত হইলে তাহাদিগের ঐ ব্যবস্থা প্রকাশ করিতে শপথ করাও। অতএব এই রূপ চাতুর্য্য চেষ্টাতে লোকেরা সম্মত ছিল, কিন্তু এমন হইলে যে রাজ্যের পুরাতন বিরোধ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইবে, ইহা মিটেলস সেনাপতি জানিয়া সভাস্থ লোকদিগের ঐ ব্যবস্থা অস্বীকার করণার্থে সচেষ্ট হইলেন। তাহাতে সভাস্থ লোকেরা যে এমত ব্যবস্থা গ্রাহ্য করিবে না, প্রথমতঃ এমন বোধ হইল বটে, কিন্তু অবশেষে তাহারা মারিয়স সেনাপতির অনুরোধে সম্মত হওয়াতে সুতরাং মিটেলস সেনাপতির দেশান্তরে প্রস্থান করিতে হইল।

পরে ইটালী সম্বন্ধীয় রাজাস্থ লোকেরা রুমি প্রজাদিগের সদৃশ ক্ষমতা প্রাপ্তিনিমিত্ত প্রার্থনা করাতে রাজ্যের মধ্যে একটি মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া কখন বা কাহার জয় ও কখন বা কাহার পরাজয় এই রূপে ক্রমিক দুই বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে ঐ সংগ্রামে জয় পরাজয় উভয়েতেই যে রুমি লোকদিগের পরাক্রম চূর্ণ হয়, ইহা বোধ হওয়াতে সভাস্থ লোকেরা যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ইটালী দেশীয় লোকদিগকে রুমি প্রজাতুল্য ক্ষমতা প্রদান করিলেন, এবং প্রথমতঃ যাহারা যুদ্ধহইতে নিবৃত্ত হইল, তাহাদিগকেও ঐ ক্ষমতা প্রদানে স্বীকৃত হইলেন, এ প্রকার করাতে পরস্পর যুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়া সুতরাং রাজ্য সুস্থির হইল।

তদনন্তর যে সময়ে রুমি লোকেরা আশিয়া দেশীয় রাজগণের মধ্যে মিথ্রিডেটিশ নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক ব্যক্তির সহিত সংগ্রামের উদ্যোগ করিলেন; তৎকালে কাপাডোশিয়া নামে ও বিথিনী ও গ্রেশ ও মাসিডন এবং সমুদয় গ্রীক দেশ এই সকল দেশ ঐ রাজার রাজ্য ভুক্ত ছিল, এতন্নিমিত্তে রুমি লোকেরা সর্ব্বসম্মতি পূর্ব্বক শিলা- নামক ব্যক্তিকে দেশাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া ঐ সংগ্রামের সেনাপতি করিলেন। আর তিনি বিষয় সুখভোগ ইচ্ছুক হইলেও তথাপি অধিক যশ আকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত সর্ব্বপ্রিয় হওনার্থে তাবতের সহিত প্রণয় রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। অধিক কি লিখিব, তিনি আপনার স্থূল বুদ্ধি প্রযুক্ত প্রকৃত কোন গুণ না থাকাতে যে কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইত, তাহার ভাল মন্দ ইচ্ছা ও চেষ্টা দেখিয়া আপনিও তদনুরূপ ভাল মন্দ কর্ম্ম করিতেন। এমন হইলেও কিন্তু তথাপি তিনি রুম রাজ্যের পূর্ব্ব সংগ্রামে আপন নৈপুণ্য প্রকাশ করাতে রুমি লোকেরা ঐ আশিয়া দেশীয় সংগ্রামে মারিয়স সেনাপতিকে নিযুক্ত না করিয়া তাহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিল।

অপর ঐ শিলা সেনাপতি কোন সময়ে দেশান্তর থাকাতে এখানে মারিয়স সেনাপতি সল্পিসিয়স নামক বিচারকর্ত্তাকে সহায় করিয়া

অনুরোধ করাতে এই রাজ নিয়ম বাহির হইল, যে ইটালী দেশস্থ লোকেরা অন্যান্য জাতিদিগের পশ্চাৎ না জানাইয়া তাবৎলোক এককালে সম্মতি অসম্মতি জানাইবে,এবং মিথ্রিডেটিশ রাজার সহিত যুদ্ধে শিলা সেনাধ্যক্ষ না হইয়া মারিয়স ব্যক্তি সেনাপতি হইয়া গমন করিবে। এই প্রকারে রাজ আজ্ঞা পরিবর্ত্ত হইলে শিলা সেনাপতি মারিয়সের আজ্ঞাবহ হইতে স্বীকৃত হইল না। তাহাতে তাহার আজ্ঞাকারি সৈন্যগণ প্রভুপদগ্রাহক ঐ আগত সেনাপতিকে নষ্ট করিয়া আপনাদের সেনাপতিকে এই কথা কহিল, যে তুমি আমাদিগের অধ্যক্ষ হইয়া বিপক্ষদিগের প্রতিফল প্রদানার্থে রুম নগরে গমন কর। তাহাতে ঐ শিলা সেনাপতি স্বভাবতঃ দ্বেষী প্রযুক্ত জাতক্রোধে তাহা স্বীকার করাতে সৈন্যগণও রাগান্ধ হইয়া তাবৎ বিপক্ষদিগকে সংহার করিতে স্থির করিল। এমন হইলে নগর রক্ষক ব্যক্তি এই সকল সমাচার শ্রবণ করিয়া তাহার আগমনের নিবারণার্থে স্ব সৈন্যে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া বাহির হইলেন। এবং সভাস্থ লোকেরাও ঐ শিলাকে নগরের পাঁচ ক্রোশের মধ্যে আসিতে নিষেধ আজ্ঞা দিলেন বটে, কিন্তু তথাপি ঐ শিলা সেনাপতি এ সকল অপেক্ষা না করিয়া খড়্গহস্ত হওতো দেশাক্রমণের ন্যায় ঐ নগরের সিংহ দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিল। এ প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে মারিয়স সেনাপতি এবং তৎপক্ষীয় লোকেরা প্রাণভয়েতে স্থানান্তরে পলায়ন করিল। এই রূপে শিলা সেনাপতি আপন বিপক্ষ নিরাকরণ করিয়া তৎকালে আপদ শূন্যনগর বোধ হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার ঐ মিথ্রিডেটিশ রাজার সহিত সংগ্রাম করিতে যাত্রা করিলেন।

অপর এই রূপে শিলা সেনাপতি নির্ব্বিপক্ষ নগর করিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে রুম রাজ্যের মধ্যে যে কর্ণীলিয়স সিনা নামে তাহার এক জন প্রবল প্রতিযোগির বল বিক্রমাদি দিনে২ শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্র কলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছিল, অনুমান হয় যে শিলা সেনাপতি

তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; ঐ ব্যক্তি কুলীন বংশোদ্ভব হইলেও তথাপি স্বকার্য্য সাধনার্থে সাধারণ লোকদিগের সহিত প্রণয় পূর্ব্বক সর্ব্বদা থাকিতেন। তিনি অতিশয় একগুঁয়া ও অবিবেচক ছিলেন, এবং প্রচণ্ডরাগী ও হতবুদ্ধি এবং ভয়শূন্য ঘোর উৎসাহসী ছিলেন। আর তাঁহার যশ প্রাপ্ত্যর্থে অতিশয় আকিঞ্চন প্রযুক্ত ক্রমে ২ সুখ্যাতি লইতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। অতএব শিলা সেনাপতি নানা চেষ্টাতে বাধিত হইলেও তথাপি সে ব্যক্তি দেশাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া কুলীন লোকদিগের পক্ষে পূর্ব্বস্থাপিত ব্যবস্থা সকল লোপকরণার্থে সচেষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু শিলা সেনাপতির দলভুক্ত লোকেরা তদ্বিষয়ে নিতান্ত বাধা জন্মানতে তাহার সে সকল আকিঞ্চন নির্মূল হইয়া উঠিল।

তদনন্তর এমন হইলে শিলা সেনাপতি নানা প্রকারে বিস্তর২ ধন ও সৈন্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল, তাহাতে তাবৎ সেনাগণ ঐ সেনাপতির পক্ষ হওয়াতে উভয় পক্ষ ভিন্ন যে সকল সভ্রান্ত লোক ছিল, তাহারাও তাহার গণীভূত হইল; আর মারিয়স সেনাপতি যে পুত্র সমভিব্যাহারে লইয়া তাহার যুদ্ধের সাহায্যার্থে আসিতেছেন, ইহাতে ঐ শিলা সেনাপতি সর্ব্বপ্রকারে আপনার সৌভাগ্য জ্ঞান করিলেন। ফলতঃ ঐ মারিয়স সেনাপতি সত্তরি বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে ছয় বার দেশাধ্যক্ষ হইয়া অনেক২ বার সংগ্রাম জয়ী হইলেও তত্রাপি লোকেরা তাহাকে দেশান্তর করাতে তিনি শত্রুহস্তগত হওনের ভয়প্রযুক্ত বহু দিবসাবধি দিগ্দিগন্তরে ভ্রমণ করিতে ছিলেন; কিন্তু শেষে এমন বিপদ ঘটিল, যে এক দিন চতুর্দ্দিকে শত্রুর আগমন দেখিয়া মিনটর্নী দেশীয় বৃহজ্জলার পঙ্কেতে সমস্ত রাত্রি তাহার লুক্কায়িত হইয়া থাকিতে হইল। পরদিবস প্রভাতে শত্রুহস্তহইতে মুক্ত হওনার্থে কোন প্রকারে কোন জাহাজে গমন করিবার নিমিত্তে সমুদ্রতীরে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু সৈ স্থানে এমন বিপদ ঘটিয়া উঠিল, যে তদ্দেশস্থ লোকেরা তাহাকে হস্তগত করিয়া

শৃঙ্খলেতে তাহার গল দেশ বন্ধন পূর্ব্বক ঐ সর্ব্বগাত্রে কর্দ্দমের সহিত নিকটবর্ত্তি কোন নগরে প্রেরণ করিয়া কারাগারে বদ্ধ করিল। অনন্তর কিয়দ্দিনাবসানে তন্নগরস্থ লোকেরা রুমি সভাস্থ লোকদিগের আজ্ঞানুসারে ঐ মারিয়ুস সেনাপতিকে বধ করণার্থে সিম্বিয়া দেশীয় এক জন ক্রীত দাসকে কারাগারে প্রেরণ করিল। তাহাতে যখন ঐ বন্য লোক খড়্গহস্ত হইয়া কারাগারের দ্বারে প্রবেশ করিল, তখন ঐ সেনাপতির বিকট মূর্ত্তি ও ভয়ঙ্কর গভীর কথা শুনিয়া ভয়েতে কাষ্ঠের ন্যায় স্তব্ধ হইল। এমন হইলে ঐ সেনাপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে কেয়স মারিয়ুসকে বধ করণের উপযুক্ত এতাদৃশ সাহস কি তোমার আছে? তাহাতে ঐ ব্যক্তি বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর করা দূরে থাকুক, আরো ভয়েতে অবাক্ হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেগে পলায়ন করিল। আর নিজ কর্ত্তাদিগের নিকটে গিয়া কহিল, যে মহাশয়, কাহারো এমন সাহস নাই, যে ঐ ব্যক্তিকে বধ করিতে পারে। এমন হইলে তখন তন্নগরস্থ লোকেরা ঐ দাসকে এতাদৃশ বিস্ময়াপন্ন ও ভীত দেখিয়া কারাস্থ ব্যক্তি যে দেবানুগৃহীত লোক, ইহা বোধ হওয়াতে তাহাকে কারাহইতে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক দেশান্তর গমনার্থে এক খানি জাহাজ প্রদান করিল। এই প্রকারে মারিয়ুস সেনাপতি তথাহইতে উদ্ধার পাইয়া জাহাজ আরোহণ পূর্ব্বক কার্থেজ নগরীয় আফ্রিকা দেশে গিয়া উত্তরিলেন বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বে তদ্দেশীয় রাজার যথেষ্ট উপকার করিলেও তথাপি সে ব্যক্তি তৎকালে তাঁহাকে সে স্থানহইতে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিল; অতএব সুতরাং পুনর্ব্বার গিয়া তাহার ঐ জাহাজে আরোহণ করিতে হইল। এইরূপ শত্রু ভয়েতে কুত্রাপি উত্তরিতে না পারিয়া শিশির কালে ঐ জাহাজে বাস করাতে আপন পুত্রের সাক্ষাৎ পাইলেন; সে ব্যক্তি আফ্রিকা দেশীয় এক জন রাজার শরণাগত হইলেও তথাপি সে স্থানে আশ্রয় না পাইয়া কোন প্রকারে পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে রুম দেশীয় সিলা সেনাপতির সহিত যে

শিনা অধ্যক্ষ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছে, এই সমাচার পাইয়া তাঁহারা পিতাপুত্রে তাহার সহিত যোগ করণার্থে অবিলম্বে প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে মারিয়স সেনাপতির আগমন সম্বাদ শুনিয়া শিনা অধ্যক্ষ কতক গুলীন লোক পাঠাইয়া যথেষ্ট অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাহাকে আনয়ন করিলেন। পরে মারিয়স সেনাপতি যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক রুম রাজ্যের নিকটবর্ত্তি একটি পর্ব্বতোপরি গিয়া শিনা অধ্যক্ষের সহিত যোগ করাতে ঐ শিনা অধ্যক্ষ তত্তুল্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ঐ এক স্থানে উভয়েই গিয়া রহিলেন। আর উভয়ের অন্তঃকরণের জাত ক্রোধ প্রযুক্ত রুম নগর নিজ২ জন্ম স্থান হইলেও তথাপি ঐ নগর বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন।

পরে সভাস্থ লোকেরা এবং দেশাধ্যক্ষেরা ঐ দুই সেনাপতির এতাদৃশ ভয়ানক কর্ম্মের চেষ্টা দেখিয়া এক প্রকার নিরাশ হইয়া কেবল তাহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করণ ব্যতিরেক যে আর কোন উপায় নাই, ইহা নিতান্ত বোধ হওয়াতে তাহাদের নিকটে এক জন দূতদ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন, যে তোমরা নিজ দেশ নষ্ট না করিয়া অহিংসা ধর্ম্মেতে নগরমধ্যে আগমন কর, ইহাতে আমরা তোমাদিগের আজ্ঞানুসারে চলিব। এ প্রকার মিনতি বাক্য কহিলেন, কিন্তু তথাপি মারিয়স সেনাপতি সে কথা তুচ্ছ বোধ করিয়া মহা ক্রোধেতে আত্ম বিপক্ষদিগকে বধ করিতে লাগিল, এবং রাজ পথি মধ্যে বিস্তর২ সভাস্থ মহল্লোকদিগের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ঐ সকল মুণ্ড মঞ্চোপরি রাখিয়া শরীরকে কুক্কুরদিগকে প্রদান করিতে লাগিল। আর এই পাষণ্ড দুরাত্মার বধকারি সৈন্য সকল প্রচণ্ড রাগোন্মত্ত হইয়া মার২ শব্দেতে স্ব২ পরিবারের সম্মুখে তাহাদের পিতা মাতাকে ছোরাঘাতে বিনাশ করিতে লাগিল, এবং মান্য স্ত্রী লোকদিগের বলাৎকারেতে সতীত্ব নষ্ট করণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সন্তান সন্ততিদিগকে বলেতে হরণ করিয়া লইল। আর যাহারা ঐ দুরাত্মার এই প্রকার সর্ব্বনাশকারি ক্রোধ সম্বরণ করাইতে

সঙ্কেট হইয়াছিল, তাহাদিগের যে স্ব সাক্ষাতে প্রাণ হরণ করিল তাহা কেবল নয়, আরো নিরপরাধ ব্যক্তিদিগেরও প্রাণহত্যা হইল; অতএব এই রূপ আত্যন্তিক ক্রোধ দেখিয়া শেষে তাহার আত্মীয় বন্ধুবর্গও ভয় প্রযুক্ত তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইতে সাহসী হইল না। পরে শিলা সেনাপতি কর্ত্তৃক যে সকল ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল, মারিয়স সেনাপতি তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া নিজ সহকারের নিমিত্তে ঐ শিনা সেনাপতিকে দেশাধ্যক্ষ করিলেন, এই প্রকারে তাহার অন্তঃকরণের প্রতিহিংসা ও উচ্চ পদাভিলাষ সংপূর্ণ করিয়া নিজ জন্ম দেশ রুধিরেতে আপ্লাবিত করিয়া সত্তর বৎসর বয়ঃক্রমের অধিকেতে প্রাণত্যাগ করিলেন; কিন্তু তাহার এই মরণ যদ্যপি কিছু দিন পূর্ব্বে হইত তবে লোকদিগের এ রূপ অমঙ্গলের বিষয় ঘটিত না।

পরে শিলা সেনাপতি স্ব দেশের এই সকল দুর্ঘটনা সমাচার প্রাপ্ত হইয়া মিথ্রিডাটিশ রাজার সহিত সন্ধি পূর্ব্বক রূম নগরস্থ নিজ বিপক্ষদিগের প্রতিফল প্রদানার্থে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তাহাতে শিনা অধ্যক্ষ শিলা সেনাপতির ঐ সকল উদ্যোগ ভঙ্গ করণার্থে নিজ সহকারি বালিরিয়স ফ্লাকস নামক ব্যক্তিকে বিস্তর২ সেনার অধ্যক্ষ করিয়া ঐ মিথ্রিডাটিশ রাজার সহিত সংগ্রামার্থে আশিয়া দেশে পাঠাইলেন বটে, কিন্তু ঐ সকল সৈন্যেরা বালিরিয়স অধ্যক্ষের হস্তবশতা ত্যাগ করিয়া ঐ শিলার অধীন সৈন্যদিগের সহিত যোগ করিল। তাহাতে শিনা অধ্যক্ষ অবিবেচনা পূর্ব্বক লোকদিগের সহিত ঘোরতর দ্বন্দ্ব করাতে ঐ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সৈন্য মধ্যে কুচক্রের দল হইয়া মহা একটি উপপ্লব হইয়া উঠিল। এমন হইলে তিনি যখন ঐ বিরোধ সান্ত্বনা করিতে গমন করিলেন, তৎকালে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বর্ষাঘাতে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

অপর এই প্রকারে স্ব রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হওয়াতে যে কি পর্য্যন্ত দুর্গতি হইল, তাহা ইটালী দেশের আদ্যন্ত সীমার মধ্যে

সমুদয় লোকেই বিশেষ রূপে জানিতে পারিলেন। সে যাহা হউক, পশ্চাৎ ঐ শিলা সেনাপতি জাহাজ যাত্রার সুযোগ পাইয়া ব্রুণডুষিয়ম নামক নগরে উপস্থিত পূর্ব্বক মহান্ উপাধি প্রাপ্ত যে পাম্পী নামক সেনাপতি, তাহার সহিত এবং মারিয়স সেনাপতির দণ্ড হইতে রক্ষা প্রাপ্ত যে সকল সৈন্য, তাহাদিগের সহিত যোগ করিয়া পূর্ব্ব দেশ হইতে আনীত যে সকল লুণ্ঠিত ধনাদি, তাহা নির্ম্মমত্ব রূপে জলবৎ বিতরণ পূর্ব্বক ফরাশীষ অসভ্য লোকদিগকে এবং তদ্ভিন্ন দেশ দেশান্তরীয় লোকদিগকে নিজ পক্ষে আনয়নার্থে সচেষ্ট হইলেন। এমন হইলে কার্ব্বো নামে এবং কনিষ্ঠ মারিয়স নামে এই দুই জন দেশাধ্যক্ষ স্থাপিত হইলে পর উভয় পক্ষীয় লোকেরা জাত ক্রোধে ও হিংসাতে উন্মত্ততুল্য হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল, তাহাতে মারিয়স সেনাপতির বহু সংখ্যক সেনা থাকিলেও তথাপি শিলা সেনাপতির সৈন্যগণ রণবিষয়ে নিপুণ প্রযুক্ত প্রায় জয়যুক্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু এদিগে সামনাইট দেশীয় সৈন্যগণ কতক গুলীন রুমি সেনাপতিকে অধ্যক্ষ করিয়া এবং স্ব দেশীয় টেলেসাইনস্ নামে সেনাপতির সহিত গুপ্ত ভাবে গমন পূর্ব্বক বেগেতে শিলা সেনাপতি ও পাম্পী সেনাপতির দল উত্তীর্ণ হইয়া হঠাৎ রুম নগর আক্রমণ করিল। তাহাতে রুম নগরস্থ লোকেরা স্ব২ সর্ব্বস্ব রক্ষার্থে অতি দৃঢ় সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু হঠাৎ তাহাদিগের সেনাপতির বধ হওয়াতে তাহারা ভরসাশূন্য হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল; এমন সময় শিলা সেনাপতি ঐ ভীত সৈন্যদিগের সাহায্যার্থে হুহুঙ্কার শব্দ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলে উভয় লোকেতে ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এইরূপে প্রভাত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করত শেষে শিলা সেনাপতি জয়যুক্ত হইয়া রণস্থলে গিয়া দেখিলেন, যে উভয় পক্ষীয় পঞ্চাশ সহস্র সেনা প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক রণশায়ী হইয়াছে; এবং তন্মধ্যে মারিয়স সেনাপতিও প্রাণত্যাগ

করিয়াছে। এমন হইলে শিলা সেনাপতি নিস্কণ্টকে রুম নগরে গিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক রাজ কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। ইহাতে ইতিহাসবেত্তারা লিখেন, যে শিলা সেনাপতি যদ্যপি এই যুদ্ধ জয়ের পর বিবৃত্তি পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতেন, তবে লোক-দিগের সর্ব্বমত প্রকারে ভাল হইত; কেননা পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তি এমন দুর্বৃত্তাচরণ করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে নগরস্থ লোকেরা স্থির হইতে পারিল না। অর্থাৎ ঐ সংহারক সমরহইতে রক্ষাপ্রাপ্ত যে আট হাজার সৈন্য ছিল, তাহারা ঐ জয়ি সেনাপতির বশতা স্বীকার করিলেও তথাপি ঐ সেনাপতি তাহাদিগের মার্স্ দেবতার প্রান্তর মধ্যবর্ত্তি একটি বৃহদ্গৃহমধ্যে বদ্ধ করিয়া প্রাণ দণ্ড করিল, এবং বিপক্ষ লোকদিগের পুত্র পৌত্রাদিদিগকে পদচ্যুত করিয়া রাজ-বিষয়ক ক্ষমতা শূন্য করিল। আর চল্লিশ হাজার সভাস্থ লোক, ও ষোল শত সম্ভ্রান্ত লোক, এবং তদ্ভিন্ন রুম দেশীয় অসংখ্যৎ ভাগ্যবান্ লোক এই সকল লোকদিগের প্রত্যেকের সর্ব্বস্ব বলেতে হরণ করিয়া যে স্বং পদহইতে দূর করিল তাহা কেবল নয়, আরো ঐ সকল লোককে যে ব্যক্তি আশ্রয় দিবে তাহাকেও এই সকল দণ্ড দিতে আজ্ঞা-প্রকাশ করিল। ফলতঃ ঐ দুরাত্মা এই আজ্ঞা প্রকাশ করিল, যে ঐ সকল লোকদিগকে যে ব্যক্তি বধ করিবে সে ব্যক্তি প্রত্যেক লোকের হিসাবে দুইং কিকর রূপা পাইবে; অতএব এই একটি লোভের আশা পাইয়া ক্রীত দাস সকল নিজং ভর্ত্তাকে বধ করিয়া এবং পুত্রগণেরা নিজং পিতা মাতাকে বিনাশ করিয়া রক্ত চিহ্নিত হস্তের সহিত ঐ দুরাত্মার নিকটে আসিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিতে লাগিল।

আর এইরূপে শিলা সেনাপতি যে কেবল নিজ বিপক্ষ লোক-দিগকে সংহার করিয়া মনের জাতক্রোধ দূর করিলেন, এমন নয়, সৈন্যদিগের যে সকল বিপক্ষ ছিল তাহাদিগকেও ঐ রূপে বিনাশ করিতে অনুমতি দিলেন। তাহাতে কাহারো মন আছে এমন স্থল-

ক্তি হইলেই তাহার এই দণ্ডভোগ করিতে হইত; অতএব তৎকালে এ নিমিত্তে কাহারো কিছু ধন থাকিলেই সে সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া থাকিত। আর বিশেষতঃ মারিয়স সেনাপতির ভ্রাতার প্রতি তাহার এমন বজ্রাঘাত স্বরূপ ক্রোধ বৃষ্টি পড়িল, যে তাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক ক্রমে২ হস্ত পদাদি ছেদন করিয়া প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিল। অতএব অধিক কি লিখিব, ঐ পাপিষ্ঠের দৌরাত্ম্যের বিষয় শ্রবণ করিলে যাহার শরীরে দয়ার কণিকা মাত্র আছে, সে ব্যক্তিও তাহাকে ধিক্কার না দিয়া নিরস্ত হইতে পারে না। আর এই রূপ দুর্ঘটনা যে কেবল রূম দেশে ঘটিয়াছিল এমন নয়, তাবৎ ইটালী দেশেতেই এক প্রকার দুর্যোগ হইতে লাগিল। ফলতঃ ঐ পাষণ্ড সৈন্যদিগের বেতন দিবার নিমিত্তে ছল করিয়া সমুদয় দেশ প্রদেশ উচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। এমন হইলেও তথাপি সৈন্য-গণ তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া ঐ দুরাত্মাকে আরো অধিক দৌ-রাত্ম্য করণে প্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিল। সে যাহা হউক, কিন্তু জুলি-য়স কাইসর নামে শিলা সেনাপতির জামাতাকে প্রাণের সহিত নষ্ট করিল না বটে, কিন্তু তথাপি তাহাকে মারিয়স সদৃশ বিপক্ষ কহিয়া দোষী করিল। এই রূপে রূম নগরে ভয়ানক রক্তস্রোত বহিলে পর শিলা সেনাপতির ছলদ্বারা ঐ সকল উৎকট দৌরা-ত্ম্যকে লোকদিগের যথার্থ বোধ করণার্থে আপনি দেশাধ্যক্ষ হইল; অতএব সেই পর্য্যন্ত রূম নগরে এই রূপে ক্রমে২ রাজ কর্তৃত্ব ও কুলীন কর্তৃত্ব এবং সাধারণ কর্তৃত্ব হইয়া অবশেষে এক জনের অধীনে রাজকর্তৃত্বাদি সম্পন্ন হইতে লাগিল।

অনন্তর ঐ শিলা সেনাপতি তিন শত সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে সভাভর্ত্তি করিয়া দশ হাজার ক্রীত দাসদিগকে সাধারণ লোকের মধ্যে যুক্ত করিলেন। আর তিনি এই সকল কর্ম্ম করিলেন বটে, কিন্তু শেষে এমন একটি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন, যে তাহা দেখিয়া লোকেরা চমৎকার বোধ করিল, অর্থাৎ তিনি এই রূপ দুঃসাহসী

ও বিপদ্গুস্ত হইয়া যে সর্ব্বাধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্বেচ্ছাধীন অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া ভাবল্লোকদিগের সমীপে আপনি বিচারিত হইতে স্বীকৃত হইলেন; তাহাতে ভাবল্লোকের সাক্ষাতে আপনি পদচ্যুত হইয়া তৈনাতি সেনা সকলকে বিদায় পূর্ব্বক একাকী সভাগৃহমধ্যে ইতস্ততো গমনাগমন করিতে লাগিলেন। পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে নিজগৃহের প্রতি গমন করিলেন। এ রূপ হইলে নগরস্থ সমুদয় লোক আশ্চর্য্যজ্ঞানে অবাক্ হইয়া তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিল, তাহাতে আরো একটি আশ্চর্য্য বোধ হইল এই, যে তিনি ভাবল্লোকের প্রতি এই রূপ লাঞ্ছনা করিলেও তথাপি তৎকালে এক জন যুবা পুরুষ ব্যতিরেক আর কেহ তাহার প্রতি দোষারোপণ করিল না; তাহাতে তিনি ঐ যুবাকে উত্তরের অযোগ্য ক্ষুদ্র শত্রু বোধ করিয়া লোকদিগের নিকটে এই কথা কহিলেন, যে এই প্রকার দুষ্টের নিন্দনীয় কথাতে বোধ হয়, যে অদ্যাবধি এতাদৃশ পদ কেহ পরিত্যাগ করিবে না। সে যাহা হউক, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে কি নিমিত্তে ঐ অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিল, তাহা লোকদের বুদ্ধির অগম্য হইলেও লোকেরা নানা প্রকার অনুমান করিতে লাগিল; অর্থাৎ কেহ২ অনুভব করিল এই, যে তিনি কেবল নিজ গরিমাতে এ পদ ত্যাগ করিলেন, আর কেহ২ কহিল যে কোন নিগূঢ় চাতুর্য্য প্রযুক্ত, এবং কেহ২ কহিল যে তিনি লোকদিগের ভয় ও মনোরঞ্জন কথাতে তৃপ্ত হইয়া এই ক্ষণে দেশের হিতেচ্ছাদ্বারা আত্ম প্রশংসা প্রার্থনা করিতেছেন, আর কেহ২ কহিলেন যে তাহা নয়, তিনি কেবল শত্রুহইতে গুপ্ত মরণের ভয়েতে নিজ পদ ত্যাগ করিয়া লোকদিগের হিংসাহইতে মুক্ত হইলেন। সে যাহা হউক, কিন্তু তিনি পদ ত্যাগ করিলেও তত্রাপি লোকেরা যে স্বেচ্ছাধীন তাহাকে পুনর্ব্বার ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন এমন বোধ করিলেন। আর মরণের পূর্ব্বে নিজ কবরে এই লিখিয়া রাখিলেন, যে

বন্ধু লোকদিগের উপকার করণে এবং শত্রুদিগের অপকার করণে আমার সদৃশ লোক আর কেহ হয় নাই।

তদনন্তর উভয় পক্ষীয় লোকদিগের পরস্পর বিচ্ছেদানল বহু দিবসাবধি ধূমায়মান হইতেছিল বটে, কিন্তু এই ক্ষণে শিলা সেনাপতির মৃত্যু রূপ প্রবল বায়ুর আগমনেতে তাহা দোধূয়মান শব্দে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহাতে কাটলস নামে এবং লিপিডস নামে যে দুই জন অধ্যক্ষ উভয় পক্ষের প্রত্যেক দলে এক২ জন ছিলেন, তাহার মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি শিলা সেনাপতির স্থাপিত ব্যবস্থা সকল লোপ করণে এবং মারিয়স সেনাপতির পক্ষীয় দেশচ্যুত লোকদিগের পুনরাহ্বান করণে অভিলাষ করিলে পর, কাটলস নামে অধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে সম্মত না হইয়া বহুবিধ চেষ্টাতে এমন সফলা বাধা দিলেন, যে তাহাতে লিপিডস অধ্যক্ষ দেশ পরিত্যাগ করিয়া সার্ডিনিয়া দেশে পালায়ন করিলেন। আর এই রূপে আপনার সমুদয় চেষ্টা নিষ্ফলা হওয়াতে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হইয়া শেষে দুর্ভাবনাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অপর এই রূপে লিপিডস্ অধ্যক্ষের কাল প্রাপ্তি হইলেও তথাপি তৎপক্ষীয় লোকেরা বিপক্ষ লোকদিগের বৈরতাচরণে নিরন্তর সচেষ্ট থাকিল; বিশেষতঃ তৎপক্ষীয় মারিয়স সেনাপতির শিক্ষিত সের্টোরিয়স নামে এক জন প্রবল বৃদ্ধ যোদ্ধা স্পানিয়া দেশে ছিলেন, তিনি পরিমিতাচারী এবং দয়ালু অথচ সাহসী ছিলেন। আর বোধ হয় যে রণবিদ্যাতে তাহার সদৃশ সেনাপতি আর কেহ ছিল না। তাঁহার দেশান্তর গমনের কারণ এই, যে মারিয়স সেনাপতির দল ভঙ্গ হইলে পর যখন তিনি শিলা সেনাপতির হস্তগত হইয়াছিলেন, তৎকালে ঐ সেনাপতি তাঁহাকে ধীর জ্ঞান করিয়া নষ্ট করিল না বটে, কিন্তু অল্প দিন বাদে তাহা দুষ্কর্ম্ম বোধেতে মনস্তাপ করিয়া পুনর্ব্বার বলেতে তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে নষ্ট করিতে

উদ্যত হইলে সুতরাং প্রাণ রক্ষার্থে তাঁহার দেশান্তরে পলায়ন করিতে হইল; তাহাতে তিনি প্রথমে আফ্রিকা দেশে এবং ভূমধ্যস্থ সমুদ্র-তীরে গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে স্পানিয়া দেশে গিয়া বসতি করিলেন। পরে ঐ দুরাত্মা শিলা সেনাপতির হস্তহইতে পলায়িত ব্যক্তি সকল ক্রমে২ তাহার সন্নিকটে গমন করিলে পর তিনি সে স্থানে একটি রাজসভা প্রস্তুত করিয়া ঐ সভাদ্বারা নিকটস্থ প্রদেশ সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। আর ঐ সেটোরিয়স সেনাপতি রুমি লোকদিগের সহিত ক্রমিক আট বৎসর পর্য্যন্ত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগের প্রাচীন বহু শিক্ষিত মিটলস্ নামক সেনাপতিকে পুনঃ২ এমন পরাস্ত করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে অবশেষে রুমি লোকদিগের পম্পী নামক সেনাপতিকে উত্তম২ প্রবল যোদ্ধাগণের সহিত ঐ সংগ্রামে প্রেরণ করিতে হইল।

পশ্চাৎ এমন হইলেও সেটোরিয়স সেনাপতি এই দুই জন সেনাপতি কর্তৃক পরাস্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং পুনঃ২ জয়ী হইয়া শেষে ইটালী দেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে পরপেনা নামে তাঁহার এক জন সেনাপতির দোষেতে ঐ সমুদয় উদ্যোগ বিফল হইয়া উঠিল; যেহেতুক ঐ সেনাপতি লিপিডস সেনাপতির অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ করিলে পর ঐ উভয় সেনাপতির মধ্যে পরস্পর একটি আন্তরিক বিচ্ছেদ হওয়াতে এক সময় ঐ পরপেনা সেনাপতি সেটোরিয়সকে ভোজনের নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক সমাদরেতে আনয়ন করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে লোকদিগের বহু পান ভোজনেতে বিহ্বল করিয়া শেষে আক্রমণ পূর্ব্বক ঐ সেটোরিয়স সেনাপতিকে বধ করিল; কিন্তু এই দুষ্কর্ম্মদ্বারা তিনি আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই ঘটাইলেন, যেহেতুক সেটোরিয়সের সেনাগণকে পশ্চাৎ যথেষ্ট সমাদর করাতে তাহারা তৎসহকারী হইলেও তথাপি তিনি পম্পী সেনাপতির সহিত সমরে

পরাজিত হইয়া শত্রু হস্তগত হইলেন। অতএব তাঁহার অধীনে যে সকল নগর ছিল, তাহাদিগের সুতরাং রুমি লোকদিগের বশতা স্বীকার করিতে হইল। আর পরপেনা সেনাপতি নিজ প্রাণ রক্ষার্থে সমুদয় গুপ্ত কথা ব্যক্ত করণার্থে এবং রুমি মহাসভাস্থ লোকদিগের বিস্তর২ লিপির সহিত সের্টোরিয়স সেনাপতির সমুদয় কাগজ পত্রাদি প্রদানে স্বীকৃত হইলেও তথাপি পম্পী সেনাপতি তাহাতে সম্মত না হইয়া ঐ রাজদ্রোহি সেনাপতির প্রাণদণ্ড করিতে এবং ঐ সকল কাগজ পত্রাদি অগ্নিতে ভস্ম করিতে আজ্ঞা দিলেন।

অনন্তর এই রূপ হওয়াতে পম্পী সেনাপতি লোকদিগের নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ও মান্য হইয়া যৎকালে আল্পস্ নামক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া রুম নগরে গমন করিতেছিলেন, তৎকালে পূর্ব্বে ক্রাশস্ সেনাপতি ইটালী দেশে জয়ী হওন কালে যাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছিল, ঐ সকল ক্রীত দাসদিগের সহিত সাক্ষাত হওয়াতে পম্পী সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। আর তিনি মহাসভাস্থ লোকদিগের প্রতি এই নিবেদন পত্র লিখিলেন, যে আমি সংগ্রামকে সমূলে উৎপাটন করিয়াছি; অতএব এই প্রকারে মারিয়স সেনাপতি ও শিলা সেনাপতি এই উভয়ের রাজকর্ত্তৃত্ব লোভেতে যে যুদ্ধ উঠিয়াছিল, তাহা এই ক্ষণে নিবৃত্ত হইল। এই উভয় পক্ষীয় লোকেরাই তুল্যরূপে নিষ্ঠুর এবং স্বার্থী ও অধম ছিল; অতএব তাহাদের যে কোন পক্ষের প্রশংসা করিয়া কোন পক্ষকে দোষী করিব, ইহা স্থির করিতে পারা যায় না।

অপর এই রূপে লোকদিগের দল বিদল জন্য যে কলহাদি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালে নিবৃত্ত হইয়াছে, এমন বোধ হইল বটে; কিন্তু তত্রাপি রাজ্যের মধ্যে রাজকর্ত্তৃত্ব গ্রহণাকাঙ্খি অনেকে থাকাতে শিলা সেনাপতির তাবৎ কর্ম্মের নিদর্শন দেখিয়া ক্রমে২ তাহাদিগের ঐ লোভের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আর তৎকালে পম্পী

এবং সেনাপতিক্রাশস্ সেনাপতি এই দুই জন জয়ী প্রযুক্ত লোক-দিগের নিকটে অধিক প্রিয় ছিলেন; কিন্তু তাহার মধ্যে পম্পী সেনাপতি রণবিদ্যাতে অধিক বিখ্যাত প্রযুক্ত ক্রাশস সেনাপতি তদ্বিষয়ে আপনাকে ন্যূন বোধ করিয়া বিস্তর২ ধন সঞ্চয় পূর্ব্বক ঐ উচ্চ হওনের অভিলাষ পূর্ণ করণের অভিপ্রায়েতে লোকদিগের তুষ্টিনিমিত্ত অপরিমিত ধন ব্যয় করিতে লাগিলেন। আর অল্প দিন বাদে ঐ দুই জন সেনাপতির মধ্যে পরস্পর ঈর্ষাভাব হওয়াতে দে-শের মঙ্গল জন্য না হইয়া কেবল আত্ম উচ্চাভিলাষ সম্পূর্ণার্থে পরস্পর উভয়ের উদ্যোগ ভঙ্গ করিতে উভয়েই সচেষ্ট হইলেন; এ কারণ ক্রাশস সেনাপতি সমুদয় লোকদিগকে প্রীতি জন্মাইবার নিমিত্তে এক সহস্র মেজ সুসজ্জিত করিয়া চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ খাদ্য সামগ্রীদ্বারা যে তাহাদিগের পরিতোষে ভোজন করাইলেন তাহা কেবল নয়, আরো দরিদ্র লোকদিগের পরিবার পালনার্থে বিস্তর ২ ধান্য ব্যয় করিয়া নগরস্থ প্রায় অধিকাংশ লোকদিগকে তিন মাস পর্য্যন্ত ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। আর এ দিকে পম্পী সেনাপতি করিলেন কি না, বিচারকর্ত্তাদিগের পূর্ব্বরীত্যনুসারে ক্ষমতা প্রদান করিয়া শিলা কর্ত্তৃক সাধারণ লোকদিগের ক্ষমতা হ্রাসবিষয়ে যে ব্যবস্থা স্থাপিত ছিল, তাহা অন্যথা করিতে সচেষ্ট হইলেন।

অপর এই প্রকার হইলে মানলিয়স নামে এক জন বিচার-কর্ত্তার উদ্যোগেতে এই একটি নূতন ব্যবস্থা স্থাপিত হইল, যে তা-হাতে রুম রাজ্যের সমুদয় সৈন্যগণ ও আশিয়া দেশীয় কর্ত্তৃত্বের ভার এবং পাণ্টশ দেশীয় মিথ্রিডাটিশ নামক রাজা, ও আর্মিনিয়া দেশীয় টিগ্রানীস নামে রাজা, এই দুই রাজার সহিত সংগ্রামের ভার, এই সকল পম্পী সেনাপতির হস্তে সমর্পিত হইল; এমন হইলে পম্পী সেনাপতি প্রায় স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া মিথ্রিডাটিশ রাজার সহিত সংগ্রা-মার্থে আশিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন। আর সে স্থানে থাকিয়া রুমি-

কৃত সমুদয় যুদ্ধহইতে প্রধান এই যুদ্ধেতে ক্রমে২ কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন।

অপর ঐ পম্পী সেনাপতি প্রথমতঃ মিথ্রিডাটিশ রাজার সহিত সংগ্রাম না করিয়া বরং সন্ধি করণের মানস জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে ঐ রাজা বার২ পরাস্ত হওনের পর তৎকালে কিছু নিজ ক্ষতি সামলাইয়া সবল হওয়াতে সন্ধিবিষয়ে সম্মত না হইয়া সংগ্রামের কল্প স্থির করিলেন। ফলতঃ রূমি লোকদিগের যে আর্ম্মানী দেশে দূর করিয়া চতুর্দ্দিগ বেষ্টন পূর্ব্বক খাদ্যাদি আয়োজন দ্রব্যের অভাব করিবেন, এই মনস্থ করিলেন বটে; কিন্তু ঐ উদ্যোগের ভঙ্গ হওয়াতে শেষে এমন বিপরীত হইয়া উঠিল, যে তাহাতে তাহাদের দূর করা দূরে থাকুক, শেষে আপনার দূরে পলায়ন করিতে হইল, আর যাহারা তাহার সহচর হইতে অক্ষম হইল, তাহাদিগকে নষ্ট করিলেন। এমন দেখিয়া পম্পী সেনাপতি বেগেতে তাহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলে ঐ রাজা ফরাৎ নামক নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারাতে সুতরাং সে স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইল। তাহাতে ঐ রাজার সৈন্যগণ রূমি লোকদিগের প্রবল প্রচণ্ড বেগ নিবারণ করিতে অক্ষম হইলে মিথ্রিডাটিশ রাজা তাহাদিগের যথা সাধ্যানুসারে সাহস প্রদান পূর্ব্বক প্রত্যাক্রমণ করাইতে সচেষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু কোন প্রকারে তাহার ঐ চেষ্টা ফলবতী না হওয়াতে ঐ রাজা পরাস্ত হইয়া যখন আপনাকে শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ দেখিলেন, তখন করিলেন কি না আট শত অশ্বারূঢ় সৈন্যেতে বেষ্টিত হইয়া প্রাণপণ সাহসেতে আক্রমণ পূর্ব্বক একটি পথ করিয়া পূর্ব্বে তাঁহার বশতাপন্ন ছিল যে কলচিয় নামে রাজ্য, ঐ রাজ্যের প্রতি বেগেতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু সে স্থানেও পম্পী সেনাপতি তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে তিনি আরাক্শিষ নামক নদী উত্তরণ পূর্ব্বক নানা প্রকার বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া সিথিয়া নামক রাজ্যে

উপস্থিত হইলেন। আর তৎস্থানস্থ বন্য লোকদিগকে সংগ্রহ পূর্ব্বক তদ্দেশীয় রাজাদিগকে রুমি লোকদিগের সহিত যুদ্ধার্থে প্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিলেন। আর ঐ রাজা এই প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইলেও তথাপি রুমি লোকদিগের প্রতি দ্বেষ ভাব ত্যাগ না করিয়া বরং তৎ কালে আরো অধিক বিপক্ষতা করিতে লাগিলেন। তাহাতে আশিয়া দেশে থাকিয়া এই মনস্থ স্থির করিলেন, যে ইউরোপে উপস্থিত পূর্ব্বক আল্পস নামক পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া হানিবল সেনাপতি যাদৃশ যুদ্ধ করিয়াছিল, আমিও রুমি লোকদের সহিত তদ্রূপ সংগ্রাম করিব; কিন্তু এই মনস্থবিষয়ে আশিয়া দেশীয় সেনাগণ নিজ স্বামির অভিলাষেতে সম্মত না হওয়াতে ঐ অভিলাষ জনরব হওন প্রযুক্ত তাহার বিরুদ্ধে একটি দল হইয়া উঠিল, ঐ দলাধিপতি তাহার পুত্র ছিলেন। এই প্রকার দেখিয়া ঐ রাজা পলায়ন পূর্ব্বক নিজ গৃহে লুক্কায়িত হইয়া থাকাতে তাহার ঐ পাষণ্ড সন্তান তাহাকে এই জ্ঞাত করাইল, যে এবার তোমার মরণ ব্যতিরেক আর কোন উপায় দেখিতেছি না; অতএব ঐ রাজা পুত্রের এই পাষণ্ডতা শুনিয়া স্বহস্তে বিষপান করিলেও তথাপি প্রাণ বিয়োগ না হওয়াতে শেষে কোন ফরাশিষ লোকের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ঐ মিথ্রিডাটিশ রাজা ক্রমিক পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত রুম রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক২ বার নিজ লোকদিগের বিশ্বাসঘাতকতাতে পড়িলেও তত্রাপি কোন উপায়েতে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রুমি লোকদিগের একটি মহাকণ্টক স্বরূপ হইয়াছিলেন।

তদনন্তর পম্পী সেনাপতি টাইগ্রেনিস নামক রাজাকে স্বাধীন করিয়া সে স্থানে আর কোন বিঘ্ন না দেখিলে পর তথাহইতে সৈন্য সামন্তের সহিত প্রায় বন্যার জলের ন্যায় তাবৎ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া গমন করিলেন। তাহাতে টরস নামক পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া দেশ দেশান্তরীয় রাজাদিগকে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পদস্থ ও পদচ্যুত করি-

তে লাগিলেন, বিশেষতঃ মেডিয়া দেশীয় তারারস নামক ভূপাল-কে এবং সিরিয়া দেশীয় আণ্টাইকস নামে নৃপতিকে বশতা স্বীকার করাইয়া পার্থিয়া দেশীয় ফ্রেটিষ নামক রাজাকে জয় পূর্ব্বক দূর করাতে সুতরাং তাহার ও সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইল। এই রূপে সমুদয় সিরিয়া দেশ ও পণ্টশ দেশ রুম রাজ্যের প্রদেশের মধ্যে ভুক্ত করিলে পর তিনি স্ব সৈন্যে পঙ্গপালের ন্যায় য়িহূদা দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাতে সে স্থানে স্বেচ্ছাধীন মহা-যাজক পদগ্রাহী যে আরিষ্টবলস নামে ব্যক্তি, তাহাকে য়িরূশ-লম নগরীয় মন্দিরেতে রুদ্ধ করিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত ঘোরতর সং-গ্রাম করিলে পর শেষে জয়ী হইয়া ঐ মন্দিরের মহা পবিত্র স্থানে উপস্থিত পূর্ব্বক যাজক ভিন্ন লোকদিগের দর্শনে নিষিদ্ধ যে সকল বস্তু তাহার প্রতি কেবল এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। আর ঐ মন্দি-রে বহুমূল্য ধনাদি থাকিলেও তত্রাপি তাহা স্পর্শও না করিয়া বরং ঐ মন্দিরের প্রতি মান্যতা করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করি-লেন।

পশ্চাৎ এই প্রকারে পম্পী সেনাপতি দিগ্বিদিগ্ জয় করিয়া রুম নগরে প্রত্যাগমন করিলে পর রুমি লোকেরা যে রূপ তাহার জয়ের সম্ভ্রম ক্রিয়া করিল, বোধ হয় এতাদৃশ সমারোহ ও ঘটা পূর্ব্বক সম্ভ্রম ক্রিয়া কেহ কখন দেখে নাই। ফলতঃ তৎকালে যে পঞ্চদশ রাজ্য, ও আট শত নগর, আর এক হাজার দুর্গ, জয় করিয়া ছিলেন, তাহার প্রত্যেকের নাম দীপদ্বারা লিখিত হইল। সে যাহা হউক, পম্পী সেনাপতি এই দিগ্বিজয় করাতে রুম রাজ্যের এবং লোক দিগের অহঙ্কারের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু রাজ্যের পরাক্রম পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুই বাড়িল না।

অনন্তর যৎকালে পম্পী সেনাপতি দূর দেশে গমন পূর্ব্বক এই রূপে নানা দিগ্দেশ জয় করিতেছিলেন, ঐ সময় রুম রাজ্যের মধ্যে গোপন ভাবে একটি কুচক্রির দল হওয়াতে ঐ রাজ্য প্রায় আসন্ন বিপদ-

গুপ্ত হইল; অর্থাৎ কিনা সর্যাশ কাটালাইন নামে এক জন কুলীন বংশজাত তিনি ঐ কুচক্রিদিগের দলপতি ছিলেন। তিনি নিজ জন্ম-দেশ ধ্বংস করিয়া আপনার শ্রীবৃদ্ধি হেতুক সচেষ্ট হইলেন। ঐ ব্যক্তি অসমসাহসি কর্ম্মের উপযুক্ত লোক ছিলেন। আর তাহার এমন বক্তৃতাশক্তি ছিল, যে আপনি কুকর্ম্ম করিয়া পশ্চাৎ তাহা লোকদিগকে সৎকর্ম্মরূপে জানাইতে পারিতেন। আর তাহার লাম্পট্যরীতি প্রযুক্ত অপব্যয়েতে ক্রমে২ নিজ পৈতৃক বিষয় সকল লোপ হওয়াতে ঐ কুকর্ম্মের খরচ পত্র না চলিলে পর সুতরাং ধনের নিমিত্তে শেষে তাহার লালায়িত হইতে হইল। তাহাতে দেশাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্তির নিমিত্তে দুইবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু শেষে ঐ চেষ্টা নিষ্ফল হওয়াতে ক্ষোভ প্রযুক্ত অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া গুপ্তভাবে প্রায় ত্রিশ জন কুচক্রি লোকের সহিত যোগ করিয়া এই কুমন্ত্রণা স্থির করিলেন, যে প্রথমতঃ সমুদয় ইটালি দেশে রাজবিরুদ্ধে একটি উপপ্লব করিয়া পশ্চাৎ রুম নগরের নানা স্থানে অগ্নি প্রদান করিব। আর ইত্রুরিয়া দেশহইতে সেনা সমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ গোলমালের মধ্যে আসিয়া স্বচ্ছন্দে রুম নগর হস্তগত করিয়া সমুদয় সভাস্থ লোকদিগকে বধ করিব। এই প্রকার মনস্থ করিলে পর শিসরো নামক অধ্যক্ষ কোন প্রকারে ঐ কুচক্রিদিগের কুচক্রপনা জ্ঞাত হইয়া সাবধান পূর্ব্বক ঐ উদ্যোগের বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিলেন। আর ঐ লোকদিগের যে কি পর্য্যন্ত রাজ্য আঘাতের প্রতি চেষ্টা, তাহা সভাস্থ লোকদিগকে জ্ঞাপন করাইলেন। এমন হইলে ঐ সর্যাশ কাটালাইন ব্যক্তি আপনার এই সকল কুমন্ত্রণা ব্যক্ত হইয়াছে জানিয়া ভয়েতে কতক প্রধান লোকের সহিত যে স্থানে আপনাদিগের দলস্থ মানলিয়স নামক ব্যক্তি সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন. ঐ ইত্রুরিয়া দেশে পলায়ন করিয়া তাঁহারা তৎকালে প্রাণ রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ইতোমধ্যে সভাস্থ লোকদিগের আজ্ঞাদ্বারা লেণ্টলশ নামক

ব্যক্তি ও কাশিয়স নামক ব্যক্তি তদ্ভিন্ন আর কতক কুলীন লোক এই সকল লোকের প্রাণ দণ্ড হইল।

তদনন্তর কাটালাইন ব্যক্তি রুম নগরের মধ্যে নিজ সহকারি লোকদিগের যে গলদেশ পীড়নদ্বারা প্রাণ দণ্ড হইয়াছে, এই সমাচার পাইয়া ভয় প্রযুক্ত তথাহইতে আপানাইন পর্ব্বতদ্বারা ফরাশীষ দেশে পলায়ন করিতে ছিলেন। ইতোমধ্যে মিটলস সেনাপতি সৈন্য সামন্তের সহিত তাহাকে পথিমধ্যে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করাতে তিনি এই মহাশঙ্কটে পড়িয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিলেও তথাপি ঐ রণস্থলে দলের সহিত প্রাণত্যাগ করিলেন। অতএব তাহাদিগের বিনাশ হওয়াতে রুম রাজ্যের প্রতি আর সেই বিপদ ঘটিল না এই নিমিত্তে সভাস্থ লোকদিগের আজ্ঞানুসারে লোকেরা ঐ শিষরো দেশাধ্যক্ষের সমীপে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল, এবং কেটো নামক ব্যক্তির মন্ত্রণাদ্বারা তাহাকে দেশের পিতৃতুল্য এই একটি উপাধি দিলেন। পরে অল্প দিনের মধ্যে দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাগমন করাতে মহৎ উপাধি প্রাপ্ত যে পম্পী সেনাপতি, তিনি রুম রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মান্য ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি বোধ হয় যে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব পদে অভিলাষ না থাকিয়া কেবল সেনাপতি পদবিষয়ক প্রশংসাতে সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছা ছিল, আর ক্রাশস সেনাপতি রাজ্যের মধ্যে সকলহইতে প্রচুর ধনবান্ ও অধিক মান্যমান হইলেও তথাপি পম্পী অপেক্ষা তাহার মানের লাঘব ছিল, কিন্তু মহাসভামধ্যে পম্পী সেনাপতি অপেক্ষা ক্রাশস সেনাপতির অনেক আত্মীয় বন্ধু লোক ছিল, ঐ দুই জন সেনাপতিতে পরস্পর ভিন্ন২ চরিত্র ও চেষ্টা প্রযুক্ত বহুদিবসাবধি ক্রমিক বিচ্ছেদ হইয়া আসিতেছে। অনন্তর জুলিয়স কাইশর নামক সেনাপতি অল্প দিবসের মধ্যে স্পানিয়া দেশহইতে রুম নগরে প্রত্যাগমন করিলেন; তিনি পূর্ব্ব পুরুষানু-

ক্রমে খ্যাত্যাপন্ন বংশজাত হইয়া চিরকাল সাধারণ লোকদিগের সপক্ষ হওয়াতে তাহাদিগের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, অতএব লোকেরা তাহার স্পানিয়া দেশীয় জয়ের যথেষ্ট সম্ভ্রম ক্রিয়া করিল। আর তাহার দেশাধ্যক্ষ পদেতে সম্পূর্ণ অভিলাষ ছিল, একারণ পম্পী এবং ক্রাশস এই দুই জন প্রতিযোগি সেনাপতির চেষ্টাতে যে আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে তাহার এমন বোধ হওয়াতে ঐ উভয় পরাক্রমি সেনাপতিদিগকে পরস্পর মিলন করিয়া স্বপক্ষে আনয়নে চেষ্টান্বিত হইলেন; তাহাতে অল্প দিনের মধ্যে পম্পী সেনাপতি তাঁহাকে রক্ষা করাতে পরস্পর সৌহৃদ্য জন্মিল। আর ঐ দুই জন সেনাপতির উভয়তঃ একত্র উদ্যোগের সম্মতি দেখিয়া তাহাদিগের এমন প্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিলেন, যে তাহাতে ঐ উভয় সেনাপতি পরস্পর বিবাদ মনহইতে দূরীকরণ করিল, এমন হইলে এই পরামর্শ স্থির হইল, যে তাহাদিগের উভয়ের সম্মতি ব্যতিরেক রাজ্যের কোন কর্ম্ম হইতে পারিবে না। এই রূপে তিন জনের কর্ত্তৃত্ব হইয়া রাজ্যের নিয়ম এক প্রকার নূতন হওয়াতে ঐ তিন জনের নাম প্রথম ত্রয়াধিপতি রাখা গেল।

এই প্রকারে রুম রাজ্যের রাজশাসন বিষয়ে ত্রয়াধিপতি লোক ও সভাস্থ লোক এবং সাধারণ লোক এই তিন লোকেতে তিন দল হইয়া উঠিল, তাহাতে ঐ ত্রয়াধিপতি লোকেরা কোন মতে সভাস্থ লোকদের ক্ষমতার ন্যূনতা করিয়া আর সাধারণ লোক কর্ত্তৃক উপাসনা প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই নিমিত্তে সভাস্থ লোকেরা কেবল তাহাদিগকে ভয় করিত, কিন্তু শেষে সাধারণ লোকদেরও ভয় করিতে হওয়াতে উভয় বিপক্ষের মধ্যে পড়িলেন; অতএব শিলা সেনাপতি কর্ত্তৃক কুলীন লোকদের কর্ত্তৃত্ববিষয়ক যে ব্যবস্থা স্থাপিত ছিল, তাহা পুনঃ স্থাপন করিয়া রাজ্য উদ্ধারার্থে উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন। আর সাধারণ লোকেরা

সম্পূর্ণাংশে রাজ্যমুক্তির নিমিত্তে ব্যগ্র ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের বিবেচনা ত্রুটিতে এই হইল, যে সভাস্থ লোকদিগের রাজ্যমুক্তির বাধক বোধ করিয়া ঐ তিন জনের ইচ্ছার পোষকতা করিতে লাগিল, তাহাতে ঐ তিন ব্যক্তি তাহাদের প্রতি সর্ব্ব প্রকারে ভরসা জনক মৌখিক প্রতিজ্ঞাদ্বারা তাহাদিগকে ভুলাইতে লাগিল।

পশ্চাৎ এমন হইলে সভাস্থ লোকেরা কাইশর দেশাধ্যক্ষের অত্যাচারের বাধকতার নিমিত্তে বিবলস নামক ব্যক্তিকে তাহার সহকারি পদে নিযুক্ত করিলেন; তাহাতে বিবলস অধ্যক্ষ যাহাতে সভাস্থ লোকদিগের ক্ষমতার উন্নতি হয় এমন চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু শেষে আপনার উদ্যোগ সকল অনর্থক বোধ করিয়া অল্প দিনের পর তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন। সে যাহা হউক এখানে কাইশর অধ্যক্ষ লোকদিগের প্রীতি জন্মাইবার নিমিত্তে নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ ত্রাধিক সন্তান বিশিষ্ট যে সকল দরিদ্র লোক, তাহাদিগকে কাম্পানিয়া দেশায় ভূমি সকল বিতরণ করণার্থে একটি নূতন ব্যবস্থার উত্থাপন করিলেন। আর পম্পী সেনাপতিকে দৃঢ় রূপে স্বপক্ষ করণার্থে তাহার সহিত জুলিয়া নাম্নী নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন, তাহাতে তাহার ঐ কন্যা ও মিষ্ট ভাষাদ্বারা পরস্পর অখণ্ড আত্মীয়তা করণে গুণবতী ছিলেন বটে।

পশ্চাৎ ত্রয়াধিপতি লোকেরা দূরস্থ রাজ্য লইয়া তিন জনে পরস্পর বিবাদ করিলে পর শেষে ঐক্য পূর্ব্বক অংশ করিয়া পম্পী সেনাপতি স্পানিয়া দেশ লইলেন, ও ক্রাশস সেনাপতি সিরিয়া দেশ লইলেন, এবং কাইশর সেনাপতি ফরাশীষ দেশ প্রদেশাদি লইলেন, এই রূপে পরস্পর এক ২ দেশ লইয়া তত্তদ্দেশে প্রস্থান করণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু শিষরো নামে ব্যক্তি যে রূমস্থ সাধারণ লোকদিগের ক্ষমতাপোষক ছিলেন তন্নিমিত্তে তাহাকে পদচ্যুত করণার্থে কাইশর সেনাপতির পূর্ব্বাবধি মনস্থ ছিল; ঐ শিষরো ব্যক্তি সদ্বক্তা ও রাজনীতিজ্ঞ হইয়া ও জ্ঞানী ছিলেন, এবং

নীচ জাতি হইলেও তথাচ নিজ গুণেতে ক্ষুদ্র পদহইতে ক্রমে২ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পদস্থ হইয়াছিলেন, একারণ কাইশর সেনাপতি কৌশল করিয়া লোকদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত অথচ লম্পট এমন এক জন কুলীন লোকদ্বারা ঐ শিষরো ব্যক্তির দুর্নামে এই নালিশ করিলেন, যে যখন রাজ্যের মধ্যে কাটালাইন সেনাপতি উপপ্লব করিয়াছিলেন, তৎকালে ঐ শিষরো ব্যক্তি তত্তৎ উপপ্লব দমন করণের নিমিত্তে অনেক২ রাজবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এই প্রকার নালিশ হওয়াতে ঐ শিষরো ব্যক্তির বাটী প্রভৃতি সমস্ত লুট পাট হইয়া ইটালি দেশহইতে চারি শত ক্রোশ দূর দেশে তাহার প্রস্থান করিতে হইল।

তদনন্তর কাইশর সেনাপতি ফরাশীষ দেশে উপস্থিত হইয়া ক্রমিক অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে যুদ্ধ করিয়া যে সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন তাহার সম্যক্ বিবরণ লিখনে প্রয়োজন না থাকিলেও তথাচ স্থূল রূপে লেখা যাইতেছে; যে তিনি প্রথমতঃ হেলবিসিয়াই জাতিদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিলে পর এই মহা মারী স্বরূপ সংগ্রামহইতে রক্ষিত যে সকল বন্য লোক, তাহারা যে স্থানহইতে আগমন করিয়াছিল তত্তদনেতে তাহাদিগকে প্রেরণকরিলেন। তৎপশ্চাদে জর্ম্মণী দেশীয় লোকদিগের সহিত যুদ্ধ পূর্ব্বক তাহাদিগের অশীতি সহস্র সৈন্য বিনাশ করাতে তাহাদিগের আরিওবিষ্টশ নামক ভূপতি ভীত হইয়া নৌকারোহণ পূর্ব্বক রাইন নামক নদী উত্তীর্ণ হইয়া ভাগ্য ক্রমে প্রাণ রক্ষা করিলেন। অনন্তর কাইশর সেনাপতি বেল্‌জী নামক জাতিদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে এমন সংহার করিলেন, যে তাহাতে ঐ রণমৃত শবদ্বারা জলা ও নদী পরিপূর্ণা হইলে তাহার উপর দিয়া লোক সকল স্বচ্ছন্দে পার হইতে লাগিল, এই রূপে সমস্ত জয় করিলেন বটে, কিন্তু নর্ব্বিয়াই নামক জাতি

সকল ফরাশীষ দেশীয় লোকহইতেও অধিক বলবান্ পরাক্রান্ত প্রযুক্ত তাহারা কিছু দিন পর্য্যন্ত অটল হইয়া থাকিয়া শেষে রুমি সেনাপতিদিগের প্রতি প্রচণ্ড বেগেতে এমন আক্রমণ করিল, যে তাহাতে রুমি সৈন্য সকল ঐ বেগ নিবারণে অসমর্থ হইয়া প্রায় সমস্ত সৈন্য রণভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল; এমন হইলে কাইশর সেনাপতি পুনর্ব্বার ঢাল আদি অস্ত্র লইয়া নিজ সৈন্যমধ্য দিয়া শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; তাহাতে সৈন্যগণ এমন ভয়ানক সংগ্রাম করিতে লাগিল, যে তাহাতে বন্য সৈন্যের মধ্যে প্রায় এক জনও জীবিত থাকিল না। পরে ফরাশীষ লোকদিগের মধ্যে সেল্টিক নামক জাতি, যাহাদিগের অনেকং যুদ্ধজাহাজ ছিল, ঐ লোকদিগকে পরাজয় করিলেন। এই রূপে ক্রমেং সুইড নামক জাতি ও মেনাপাই জাতি ইত্যাদি লোকদিগকে জয় পূর্ব্বক ভূমধ্যস্থ সমুদ্রাবধি ও ইংলণ্ড দেশীয় সমুদ্র পর্য্যন্ত জয় করিলে পর ঐ সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ড দেশে উপস্থিত পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, যে ইংলণ্ডীয় লোকেরা আমার শত্রুদিগের সহকারী হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তে ইহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ কর্ত্তব্য। এ কথা কহিয়া কাইশর সেনাপতি নবম বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড দেশের সহিত ভূমধ্যস্থ সাগরাবধি ও জর্ম্মণী সমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ হস্তগত করিলেন।

অনন্তর পম্পী সেনাপতি নিজ বিবেচনার ত্রুটিতে তদবধি কাইশর সেনাপতির উন্নতির পোষক ছিলেন বটে, কিন্তু এই ক্ষণে কাইশর সেনাপতির এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি দেখিয়া আপনি যে অনর্থক কালক্ষেপণ করিতেছেন, ইহা বোধ হওয়াতে হিংসা প্রযুক্ত মনেতে অত্যন্ত বেদনা পাইলেন। আর তাঁহার জুলিয়া নাম্নী স্ত্রী ও ক্রাশস সেনাপতি এই দুই জনের পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে পম্পী সেনাপতি ও কাইশর সেনাপতি এই দুই জনের মধ্যে শীঘ্র বিচ্ছেদ জন্মিয়া উঠিল। তাহাতে পম্পী সেনাপতি কাইশরের ক্ষমতার

হানি জন্মাইতে মানস করিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে আপন ঐশ্বর্য্যের ন্যূনতা দেখিয়া তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন, অর্থাৎ স্বীয় প্রতিযোগী যে কাইশর সেনাপতি, তিনি নিজ সৈন্যদ্বারা যে এই ক্ষণে দেবতাতুল্য মান্য হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া তদ্বিষয়ে নিবৃত্ত হইলেন।

পশ্চাৎ কাইশর সেনাপতি ক্রমেং প্রচুর ধন সঞ্চয় পূর্ব্বক আপন সাহসিক ও গুণবান্ সৈন্য সামন্তদিগকে যথেষ্ট ধন বিতরণ করিয়া অনেকং সেনাপতিদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সৈন্য ও সেনাপতিগণ সাধারণ লোকদিগের সপক্ষ না হইয়া যেন কেবল তাহার অনুগত থাকে, এই নিমিত্তে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আর সেনাদিগের প্রতি যে কেবল এই ব্যবহার করিলেন, এমন নহে, নগরস্থ সপক্ষ লোকদিগের প্রতিও তদ্রূপ আচরণ করিলেন। এই সকল লোকদিগকে বিতরণার্থে ধনের নিমিত্তে নানা দেশ প্রদেশাদি লুটপাট করিতে লাগিলেন। এই রূপে এক জনের ধন অপহরণ করিয়া অন্যান্য লোকদিগকে বিতরণ পূর্ব্বক লোকদিগের নিকটে আপনার দাতৃত্ব শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন; অতএব পম্পী সেনাপতি কাইশরের এই রূপ লোকবশীভূত করণের ক্রিয়া দেখিয়া আপনার পরাক্রমের যে লাঘব করিবে, ইহা বোধ হওয়াতে তিনি ভীত হইলেন বটে, কিন্তু আপন ক্ষমতার উন্নতির নিমিত্তে যে সকল চেষ্টা করিলেন, তাহাতে একটি মহৎ পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা হওয়াতে ঐ চেষ্টা সফলা হইয়া উঠিল। ফলতঃ লোকেরা অনেক বৎসরাবধি ঘুষ প্রদান ও অন্যায়দ্বারা বিচার কর্তৃপদেতে নিযুক্ত হয়, এই অবিচার হেতুক অষ্টম মাস পর্য্যন্ত ঐ পদ শূন্য থাকাতে রুম নগর এক প্রকার অরাজক হইয়া উঠিল। তাহাতে ক্লোডিয়স সেনাপতি যখন পল্লী গ্রামহইতে নগরমধ্যে আসিতে ছিলেন, এমন সময় মাইলো নামক ব্যক্তি তাহাকে বধ করিল। এমন হইলে লোক সমূহ তাহা দর্শন করাতে নগরমধ্যে একটি

মহা উপপ্লব হইয়া উঠিল, তাহাতে লোকেরা ক্রোধান্ধ হইয়া মাইলো সেনাপতির গৃহমধ্যে অগ্নি প্রদান করিল বটে, কিন্তু সে স্থানে উপযুক্ত দণ্ডিত হইলে পর লোকেরা ঐ মৃত শরীর সভাগৃহ-মধ্যে আনয়ন করিয়া বিচারকর্ত্তাদিগের আসনদ্বারা একটি চিতা নির্ম্মাণ করিয়া ঐ শব এবং সভাগৃহ এক কালে ভস্মসাৎ করিলেও তথাচ ক্ষান্ত না হইয়া আরো প্রত্যেক রাজপথি মধ্যে উপস্থিত পূর্ব্বক তাবৎ লোকের প্রাণ দণ্ড করিতে লাগিল। এই রূপ লোক-দিগের অসঙ্গত অত্যাচার করণ সময়ে পম্পী সেনাপতিকে সর্ব্বাধ্যক্ষ করণে প্রায় সমুদয় লোকদিগেরই বাঞ্ছা ছিল, কেবল কেটো নামক ব্যক্তি অসম্মত হইয়া এই কথা কহিলেন, যে উচ্চাভিলাষি ব্যক্তির হস্তেতে রাজশাসন সমর্পণ করিলে অবশ্য প্রমাদ ঘটিতে পারে; অতএব মন্ত্রণা পূর্ব্বক অধ্যক্ষ পদে তিন জনকে নিযুক্ত না করিয়া কেবল একা পম্পী সেনাপতিকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। আর তা-হার আজ্ঞাকারি নিকটবর্ত্তী এক দল সেনা নিযুক্ত করিয়া তাহা-দিগের প্রতিপালনার্থে এক হাজার কিকর রূপ্য প্রদান করিলেন। এই রূপ হইলে শিষরো নামক সুবক্তা মাইলোকে রক্ষণার্থে চেষ্টা করিলেও তথাপি তাহাকে দ্বীপান্তর প্রেরণার্থে আজ্ঞা হইল। অপর কিছু দিন গত হইলে পম্পী অধ্যক্ষ মিটলস্ নামক ব্যক্তির এক পরম সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে ঐ শ্বশুরকে নিজ সহকারিপদে নিযুক্ত করিলেন। এমন হইলে পূর্ব্বের প্রতি-যোগী যে কাইশর সেনাপতি, তাহার তুল্য শক্তিমান্ এইক্ষণে হইয়াছি ইহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আপনার প্রতি যে পম্পী সেনাপতির দ্বেষভাব আছে, তাহা কাইশর সেনাপতি জ্ঞাত হইলে পর যাহাতে পরস্পর বিচ্ছেদ ভঞ্জন হয়, এমন ইচ্ছা করিলেন; আর পম্পী সেনাপতির উন্নতির তুলনা দিয়া আপনারও যেন ফরাশীশ দেশীয় কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকিয়া রূম নগরীয় অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্তি হয়, এই প্রার্থনা করিলেন; তা-

হাতে পম্পী সেনাপতি প্রকাশ রূপে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া তাহাকে কোন প্রকারে জ্ঞাপনার্থে সভামধ্যস্থ তাহার দুই জন সুহৃদ্ ব্যক্তিকে গুপ্ত রূপে এই পরামর্শ কহিলেন, যে রূম নগরের এমন রীতি নাই, যে বিদেশস্থ হইয়া কোন ব্যক্তি দেশাধ্যক্ষ পদের আকাঙ্খী হইতে পারে। ফলতঃ লোভ দেখাইয়া কাইশর সেনাপতিকে তদ্দেশচ্যুত করণের অভিপ্রায়েতে কহিলেন; কিন্তু নিতান্ত অশিক্ষিত সেনাপতিদিগের অধ্যক্ষ হইলে পর যে সুযোগ পাইয়া নূতন২ বিচারকর্ত্তা ও নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারে, ইহা ঐ সুচতুর কাইশর সেনাপতি জ্ঞাত প্রযুক্ত পম্পী সেনাপতির ঐ ছল জ্ঞাত হইয়া নিজ পদ পরিত্যাগ করণে স্বীকৃত হইলেন না।

তদনন্তর সভাস্থ লোকেরা পূর্ব্বে সাধারণ লোক কর্ত্তৃক পরাক্রম হীন হওন কালে পম্পী সেনাপতি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তে তাহারা ঐ সেনাপতির প্রত্যুপকার করণেচ্ছুক হইয়া কোন প্রকারে কাইশর সেনাপতির পরাক্রম খর্ব্ব করণার্থে পার্থেয়ান দেশীয় লোকদিগের আক্রমণ নিবারণ করিতে পাঠাইবার ছল করিয়া পম্পীর দুই দল সেনা যে কাইশরের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহাদিগকে পম্পী সেনাপতির নিকটে পাঠাইতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি তাঁহাদিগের এই রূপ ছল জ্ঞাত হইল বটে, কিন্তু তথাচ তৎকালে ইষ্টসাধনে আপনি অসমর্থ হওয়াতে তদাজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া সেনাপতিদিগের উপকার পূর্ব্বক ও সেনাদিগের নানা প্রকার দান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

অপর কাইশর সেনাপতি যদি আর কিছু দিন তাহার ঐ সকল নিতান্ত বাধ্য সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত থাকেন, তবে অবশ্য রাজ্যের প্রতি ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; এই রূপ স্পষ্ট রূপে সমুদয় লোকের বোধ হওয়াতে সভাস্থ লোকেরা তাঁহার আমলের শেষ হইয়াছে অনুভব করিয়া তাহাকে তদ্দেশহইতে আগমন করিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি কিউরিও

নামক বিচারকর্ত্তাকে উৎকোচদ্বারা সপক্ষ করাতে ঐ বিচারকর্ত্তা সভাস্থ সমীপে কাইশর সেনাপতির আগমন বিষয়ক বিবেচনাকে মৌখিক ভাবে উত্তম রূপে ব্যাখ্যা করিয়া মন্ত্রণা পূর্ব্বক শেষে এই কথার উল্লেখ করিলেন, যে কাইশর সেনাপতি ও পম্পী সেনাপতি এই দুই জনে যদ্যপি স্ব২ পদ পরিত্যাগ করেন তবে এই রাজ্য সুস্থির হইতে পারে। ইহাতে যদ্যপি তাঁহারা অসম্মত হন তবে অবশ্য তাহাদিগের রাজ্যের বৈরি জ্ঞান করিতে হইবে, আর ঐ বিচারকর্ত্তা যে এই রূপ মন্ত্রণা প্রদান করিলেন, ইহার কারণ কি না পম্পী সেনাপতির যে কর্ত্তৃত্ব করণে পূর্ণ রূপে ইচ্ছা ছিল, তাহা তিনি বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিলেন। আর পম্পী সেনাপতি যে কাইশর অপেক্ষা অধিক পরাক্রমী জ্ঞানেতে ঐ পদ পরিত্যাগ করিবে না, ইহাও যথার্থ বটে; কেননা তিনি নানাবিধ সৌভাগ্য ও নানা প্রকার সম্ভ্রম প্রাপ্ত হওয়াতে এবং খোশামুদিয়া লোককর্ত্তৃক কাইশর সেনাপতির সৈন্যগণ যে অধ্যক্ষের প্রতি অশ্রদ্ধা করে, এই সমাচার প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার অত্যন্ত দাম্ভিকতা বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাও ঐ বিচারকর্ত্তা বিশেষ রূপে জানিতেন।

পরে কাইশর সেনাপতি নিজ পক্ষীয় লোকদ্বারা ঐ সকল মন্ত্রণা জ্ঞাত হইলে পর আপনাকে ন্যায়কারিরূপে জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্তে সভাস্থ লোকদিগের নিকটে এক নিবেদন পত্র লিখিলেন এই, যে যাদৃশ পম্পী সেনাপতি স্পানিয়া দেশেতে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, তাদৃশ আমিও যেন ফরাশিষ দেশেতে প্রভুত্ব করিতে নিযুক্ত থাকি, ইহাতে যদ্যপি তাহার সম্মতি না হয়, তবে রূম নগরে প্রত্যাগমন করিলে যেন দেশাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হই। আর পম্পী সেনাপতি যদ্যপি স্বকীয় পদত্যাগ করেন, তবে আমিও স্বেচ্ছাধীন এই পদ পরিত্যাগ করিব, এই রূপ দরখাস্ত পাঠাইলেন বটে; কিন্তু সভাস্থ লোকেরা পম্পী সেনাপতির নিতান্ত সপক্ষ প্রযুক্ত প্রিয়ব্যক্তির কুশল

দৃষ্টি করিয়া ঐ নিবেদন অগ্রাহ্য করিলেন; কিন্তু তথাচ কাইশর সেনাপতি হঠাৎ পরস্পর বিচ্ছেদ করণে অনিচ্ছুক হইয়া পুনর্ব্বার এই নিবেদন লিখিলেন, যে যদ্যপি এ রূপ সম্মতি না হইল, তবে আমাকে দুই দল সৈন্য প্রদান পূর্ব্বক ইলিরিয়া দেশের কর্ত্তৃত্ব ভার দিতে আজ্ঞা হউক। কিন্তু সভাস্থ লোকেরা যে দ্বিতীয় বার তাহার ঐ নিবেদন অগ্রাহ্য করিলেন তাহা কেবল নয়, এক জনের পক্ষপাতে উন্মত্ত হইয়া তাহার তাবৎ নিবেদন অমান্য করিতে লাগিলেন। আর কাইশরের অন্যায় নিবারণ করিয়া আপনারা অন্যায় করিয়া কোন প্রকারে যাহাতে কাইশর সেনাপতির ক্ষমতার হ্রাসতা পূর্ব্বক পম্পী সেনাপতির পরাক্রমের বৃদ্ধি হয়, এমন চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; এ কারণ কাইশর সেনাপতি যে সকল চেষ্টা করেন্ সকলি বিফল হইতেছে দেখিয়া তিনি আপন আশ্রিত সৈন্যদিগকে নিতান্ত বাধ্য জানিয়া ইটালী দেশের সীমাপর্য্যন্ত অগ্রসর হওতো আল্পস নামক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া নিজ তৃতীয় দল সেনার সহিত রাবেনা নামক নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আর তথা হইতে পুনর্ব্বার দেশাধ্যক্ষের প্রতি এই নিবেদন পত্র লিখিলেন, যে পম্পী সেনাপতি যদি নিজ-কর্ত্তৃত্ব পদ পরিত্যাগ করেন, তবে আমিও এই কর্ত্তৃত্ব পদ ত্যাগ করিব। এই রূপ লিখিয়া শেষে লিখিলেন এই, যে যদ্যপি এক ব্যক্তিকে সমুদয় শ্রেষ্ঠ পরাক্রম প্রদান করা তোমাদিগের উচিত হয়, তবে আমারো এই সকল অন্যায় নিবারণ করা উচিত বটে; অতএব এই কথা যদ্যপি তোমাদিগের সমাদৃত না হয়, তবে আমি এই ক্ষণে রুম নগরে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগের তাবৎ বিষয় সামঞ্জস্য পূর্ব্বক যাহার যে পর্য্যন্ত অন্যায় তাহাকে তদ্রূপ প্রতিফল প্রদান করিব; অতএব সভাস্থ লোকেরা কাইশর সেনাপতির এই সকল তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক দাম্ভিকতা শ্রবণ করিয়া মহাক্রোধাপন্ন হইলেন, বিশেষতঃ মার্শেলস নামক দেশাধ্যক্ষ ক্রোধেতে অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাহাতে লেন্টলস নামক দ্বিতীয় অধ্যক্ষ

তাঁহার প্রচুর ধন ব্যয় হইয়া এক প্রকার নির্ধন হওয়াতে দেশের বিষয়ে সম্যক্ মনোযোগ না থাকিলেও তথাপি তিনি এই কথা কহিলেন, যে এতাদৃশ অপমানের বিষয়েতে কেবল সংগ্রাম করণ ব্যতিরেক আর কোন উপায় নাই।

তদনন্তর মহাসভাস্থ লোকেরা মন্ত্রণাপূর্ব্বক এই আজ্ঞা দিলেন, যে কাইশর সেনাপতি যেন এই নিয়মিত কালের মধ্যে নিজকর্ত্তৃত্ব-পদ পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ সৈন্যদিগকে বিদায় করেন। যদ্যপি এতদ্বিষয়ে সম্মত না হয়েন, তবে অবশ্য তাঁহাকে রাজ্যের শত্রু বোধ হইবে। এই রূপে কাইশর সেনাপতিকে কর্ত্তৃত্ব চ্যুত করিয়া মার্শেলস সেনাপতি ও পম্পী সেনাপতি এই দুই জনকে রাজশাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিলেন; তাহাতে কিউরিও সেনাপতি এবং মাকাণ্টনি নামক ও লনজাইনস নামক এই দুই জন বিচারকর্ত্তা এবং তদ্ভিন্ন কাইশর সেনাপতির স্বপক্ষীয় কতক গুলীন লোক এই সকল লোকেরা আপনাদের বিপদ ঘটনার সম্ভাবনা দেখিয়া ভীত হওয়াতে ক্রীত দাসের ন্যায় ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া কাইশর সেনাপতির ছাউনীতে উপস্থিত হইলে পর রাজ্যমধ্যে যে সভাস্থ লোকেরা এই রূপ অসঙ্গত অত্যাচার ও অন্যায় করিতেছেন, তাহা কাইশরকে জ্ঞাপন করাইয়া আপনারা যে তাঁহার নিতান্ত আশ্রিত, এরূপ জানাইলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি ঐ ছদ্মবেশের সহিত তাহাদিগকে নিজ সেনাগণের সম্মুখে লইয়া গিয়া কহিলেন, যে দেখ, আমি সভাস্থ লোকদিগের বিবিধ উপকার করিলেও তথাপি তাহারা আমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা কেবল নয়, আমার আত্মীয় বন্ধুবর্গ লোকেরও এই দুর্দ্দশা পূর্ব্বক দূর করিয়াছে; ইহা কহিয়া সভাস্থ লোকদিগের উদ্দেশে নানা প্রকার কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তাহাতে সৈন্যগণ সভাস্থ লোকদের এই রূপ অত্যাচারের সম্বাদ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, যে তোমরা এই সকল অন্যায়ের

সমুচিত প্রতিফল প্রদানার্থে যে স্থানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর আমরাও প্রাণপণে সে স্থানে যাইতে প্রস্তুত আছি; অতএব তাহারা প্রত্যেক জন স্ব২ তাম্বুতে গিয়া ঐ দশ বৎসর ব্যাপিয়া যে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহা একেবারে মনহইতে দূর করিয়া ঐ নূতন সংগ্রাম করণের আলোচনা করিতে লাগিল।

অপর এমন হইলে কাইশর সেনাপতি তাবৎ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া ফরাশীষ দেশ ও ইটালী দেশের সীমা-নির্ধারক যে রুবিকন নামক ক্ষুদ্র নদী, ঐ নদী তীরেতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ঐ নদী পারেতে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব ছিল না, কেননা কোন সেনাপতি সৈন্য সামন্ত লইয়া ঐ নদী উত্তীর্ণ হইলে সভাস্থ লোকদের ব্যবস্থানুসারে সে ব্যক্তি পিতৃঘাতি তুল্য অপরাধী হইবে; অতএব তিনি ঐ নদীর তটেতে কিছু দিন পর্যান্ত থাকিয়া শেষে ঐ জলস্রোতের প্রতি অবলোকন করিয়া খেদোক্তি পূর্ব্বক এই কথা কহিলেন, যে হায়২! আমি এই নদী উত্তীর্ণ হইলে আমার নিজ দেশের অত্যান্ত দূরবস্থা হইবে; কিন্তু ঐ নদী পার না হইলেও আপনার অতিশয় দুর্গতি ঘটিবে। এই কথা কহিয়া শেষে যাহা হইবার তাহা অবশ্য হইবে এই কথার উপরে নির্ভর দিয়া ঐ নদীর জলেতে আস্ফালন করিয়া পড়িলেন। এই রূপে ক্রমে২ তাবৎ সৈন্য সামন্ত জলেতে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণদ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া আক্রমণ পূর্ব্বক আরিমিনম নগর হস্তগত করিলেন।

অনন্তর এই রূপে কাইশর সেনাপতি যে অগ্রসর হইয়া আরিমিনম নগর পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, এই সমাচার শ্রবণ করিয়া রূমি লোকদিগের হৃদয়ে বজ্রাঘাত তুল্য বোধ হওয়াতে একেবারে নগরস্থ লোকেরা পলায়ন পূর্ব্বক পল্লীগ্রামে, ও পল্লীগ্রামস্থ লোকেরা পলায়ন পূর্ব্বক নগরে, এই রূপে লোক সকল ভয়েতে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দেশ দেশান্তর পলায়ন করিতে লাগিল। এমন হইলে পম্পী সেনাপতি আপনি যে ঐ প্রতিযোগি ব্যক্তির এতদ্রূপ উন্নতি করিয়া দি-

য়াছিলেন, তাহা তখন স্মরণ করিয়া বিস্তর অনুতাপ করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাহার পূর্ব্বকার আত্মীয় বন্ধু লোকেরা তাঁহার শৈথিল্য প্রযুক্ত তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, এবং কেহ২ তাহার অপাত্রেতে বিশ্বাস করণ প্রযুক্ত তাহাকে শ্লেষ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ কেটো নামক ব্যক্তি এই কথা কহিল, যে আমি তোমাকে ভূয়োভূয়ো বোধ জন্মাইয়াছিলাম, তথাপি তোমার তদ্বিষয়ে অনুধাবন হয় নাই।

অপর এই প্রকারে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু লোকেরা পরামর্শ প্রদানের ছলেতে এই রূপ ভর্ৎসনা করিলে পর পম্পী সেনাপতি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেও তথাপি সপক্ষ লোকদিগের নানা প্রকার ভরসা প্রদান পূর্ব্বক সুস্থির করিতে ইচ্ছা করিয়া এই কথা কহিলেন, যে কাইশর সেনাপতির এই অভিপ্রায়ের যে অনুসন্ধান অগ্রে না জানাতে আমার ত্রুটি হইয়াছে বটে, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি; কিন্তু এই ক্ষণে যদ্যপি তোমরা তাহার দাসত্ব স্বীকার না কর তবে এ বিপদহইতে অবশ্য মুক্ত হইতে পারিবা, কেননা আমার প্রতিনিধি স্বরূপ দুই জন সেনাপতি তাহাদিগের সহিত বহু দূর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব দেশ জয়কারি যে প্রাচীন সেনা সকল স্পানিয়া দেশেতে আছেন, তদ্ব্যতিরেকে আশিয়া দেশে ও আফ্রিকা দেশে যুদ্ধের প্রচুর আয়োজন আছে, আর রুম রাজ্যের অন্তঃপাতি অন্যান্য রাজগণও আমাদের সাহায্য করিবে। এই রূপ বাক্যেতে তাহাদিগকে সুস্থির করিলে পর কাইশর সেনাপতির সহিত যে রুম নগরের মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করণে সমর্থ হইব না, ইহা তিনি জ্ঞাত হইয়া যে স্থানে তাহার দুই দল সৈন্য ছিল, ঐ কাপুয়া নগরে সৈন্য সামন্তের সহিত যাত্রা করিলেন; তাহাতে সভাস্থ লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরা, ও তাহার আত্মীয় বন্ধু লোকেরা এবং পারিষদ্গণ তদ্ভিন্ন সপক্ষ লোকেরা, এই সকল লোকেরা তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে স্বীকৃত হইল। এমন হইলে তাহারা যখন

রুম নগরহইতে যাত্রা করিলেন, তখন কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহার আগবাড়ন গিয়াছিল যে প্রাচীন সভাস্থ লোক ও মর্য্যাদাপন্ন বিচারকর্ত্তা ও যুবা লোক সকল, ইহারা তাহাদের নগর ত্যাগ করণ দেখিয়া শত্রু আগমনের আশঙ্কাতে রোদন পূর্ব্বক হাহাকার শব্দেতে গমন করিলেন।

অনন্তর এমন হইলে কাইশর সেনাপতি পল্লী সেনাপতির সহিত পুনর্ম্মিলনের অসম্ভাবনা বোধ করিয়া জয়ি ব্যতিরেক যে নগরাধিকারী হওয়া দুর্লভ, ইহা নিশ্চয় করিলেন; অতএব তৎকালে তিনি প্রথমতঃ রুম নগরে না গিয়া তন্নিকটস্থ নগর সকল জয় পূর্ব্বক হস্তগত করিয়া পশ্চাৎ কাপুয়া নগরের প্রতি আক্রমণ করিলেন। এমন হইলে ঐ সকল নগরের মধ্যে করণিনিয়ম নামক নগরের শাসনকর্ত্তা যিনি ঐ কাইশরের পদ প্রাপ্তি নিমিত্তে সভাস্থ লোককর্ত্তৃক আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন. ঐ ডিমিত্রিয়স নামক সেনাপতি বিংশতি দল সৈন্যের সহিত তাহার আক্রমণ নিবারণার্থে সচেষ্ট হইলেন বটে; কিন্তু শেষে তাহার সাহায্যার্থে অন্য সেনার আগমন না হওয়াতে তিনি গুপ্ত ভাবে পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন। এমন হইলে কেল্লাস্থিত সৈন্যেরা তাহার এই অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাহাকে শত্রুহস্তগত করণার্থে সচেষ্ট হইল। এমন সময় লেণ্টলস নামক দেশাধ্যক্ষ দুর্গহইতে নির্গত হইয়া কাইশর সেনাপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক তাহার সহিত পূর্ব্বকার বন্ধুত্ব স্মরণ করাইয়া নিজ লোকদিগের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি তাহার এই প্রার্থনা সমাপন অপেক্ষা না করিয়া এই উত্তর প্রদান করিলেন, যে আমি নগরস্থ লোকদিগকে দস্যুহস্তহইতে মুক্ত করণ ব্যতিরেকে তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড করণার্থে আগমন করি নাই। অতএব এই কথা নগরমধ্যে প্রকাশ হওয়াতে দুর্গস্থ লোকেরা কিঞ্চিৎ সাহস পূর্ব্বক কাইশর সেনাপতির সাক্ষাতে নিবেদন করণার্থে আগমন করিল।

তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কারাস্থ না করিয়া বরং তাহাদের ইচ্ছানুসারে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। আর এমন হইলে সেনাপতিদিগকে স্ব২ স্থানে বিদায় করিয়া তিনি পরিণামদর্শী প্রযুক্ত এতদ্রূপ দিনেতে সৈন্যদিগের পুনরাগমনের সম্ভাবনা রাখিবার নিমিত্তে তাহাদের সন্তুষ্ট্যর্থে যথেষ্ট ধন বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে স্বপক্ষে রাখিলেন।

পরে এই সকল সমাচার পম্পী সেনাপতি জ্ঞাত হইলে পর ব্রুণ্ডুষিয়ম নামক নগরে প্রস্থান করিয়া এই মনস্থ স্থির করিলেন, যে যাবৎ স্বরাজ্যের সৈন্য সকল সংগ্রহ করিতে না পারিব, তাবৎ এই নগরমধ্যে বাস করিয়া সংগ্রাম করিব; কিন্তু এই মনস্থ শেষে ফলবান্ হইল, অর্থাৎ অল্প দিবসের মধ্যে কাইশর সেনাপতি ঐ নগরে উপস্থিত হইলে পরস্পর বিবাদ ভঞ্জন কোন প্রকারে না হওয়াতে উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম করণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অপর কাইশর সেনাপতি ঐ যুদ্ধের আশ্বাস অবলম্বন করিয়া ঐ নগরসম্মুখে কিছু দিন পর্য্যন্ত বাস করাতে পম্পী সেনাপতি আপন মনস্থকে ফলবান্ দেখিয়া গুপ্ত রূপে জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক যে স্থানে স্ব দেশীয় নূতন অধ্যক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, ঐ দিরাক্কম নামক নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি জাহাজের অভাব প্রযুক্ত তৎপশ্চাৎ গমনে অশক্ত হইলে পুনশ্চ রূম নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সমুদয় রাজধনাগার হস্তগত করিয়া অপরিমিত রূপ্য ব্যতিরেক সার্দ্ধসপ্ত ত্রিংশৎ মোন সুবর্ণ গ্রহণ করিলেন। এই প্রকার হইলে তিনি বহু দিনাবধি নানা সংগ্রাম জয়কারি ঐ প্রাচীন সেনাপতির সহিত সংগ্রামার্থে পুনর্ব্বার অপরিমিত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া নানা দুর্গম্য পথদ্বারা আল্পস পর্ব্বতশ্রেণী ও ফরাশীস্ দেশ প্রদেশাদি উত্তীর্ণ হইয়া স্পানিয়া দেশে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে সে স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম

করিয়া রুম নগরীয় প্রধানং যোদ্ধাদিগকে জয় পূর্ব্বক স্বেচ্ছাতে বশী-ভূত করিয়া অল্প দিনের মধ্যে সমুদয় স্পানিয়া দেশ হস্তগত করি-লেন। এই রূপে সে স্থানহইতে কৃতকার্য্য হইয়া পুনশ্চ রুম নগর আক্রমণ পূর্ব্বক জয় করাতে রুম নগরস্থ তাবল্লোক গলবস্ত্র হইয়া আনন্দোৎসবেতে সম্যক্ সমাদর পূর্ব্বক তাহাকে লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পদ ও সর্ব্বাধ্যক্ষ পদ এই দুই পদেতে নিযুক্ত করিল; কিন্তু তিনি একাদশ দিবসানন্তর স্বেচ্ছাধীন ঐ সর্ব্বাধ্যক্ষ পদ পরি-ত্যাগ করিলেন।

এই রূপে কাইশর সেনাপতি যৎকালে দেশাধ্যক্ষ পদে নি-যুক্ত হইলেন, ইত্যবকাশে পম্পী সেনাপতি পূর্ব্ব দেশীয় তাবৎ ভূপতিদিগকে স্বপক্ষ করিয়া অগণ্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ইপাইরস দেশে ও গ্রীক দেশেতে ঘোরতর সংগ্রামের আড়ম্বর করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাহার পক্ষে ইটালী দেশীয় নয় দল সমর সুপারক সৈন্য ছিল। তদ্ব্যতিরেক সংগ্রামে পারদর্শী যে বিবুলস নামে অধ্যক্ষ, তাঁহার তাঁবে পাঁচ শত বড়ং জাহাজ ছিল। আর কাইশর সেনাপতির স্বপক্ষীয় যে আণ্টনী সেনাপতি ও ডলাবেলা সেনাপতি, এই দুই জন পরাজিত হইয়া তাহার পক্ষ হইয়াছিল, এবং রুম নগরীয় প্রধানং কুলীন লোক ও প্রজাবর্গ সকলেই ক্রমেং তাহার সপক্ষ হইতে লাগিল; অতএব অধিক কি লিখিব? এক সময় তাহার শিবিরেতে দুই শতের অধিক সভাস্থ লোক সভা করিয়া বসিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে প্রত্যেকে শতং সেনার প্রতিবল যে শিবরো সভাপতি, ও কেটো সেনাপতি, এই দুই জন তাহার অনুকূল হইয়াছিলেন। এই প্রকারে তিনি বলেতে ও বুদ্ধিতে অতি সুলক্ষণাক্রান্ত হইলে লোক সকলে তাঁহার গণীভূত প্রচুর সৈন্য সেনাপতি দেখিয়া তাহাদিগের এমন বোধ হইয়াছিল, যে কাইশর সেনাপতি এই রূপ জয়ী হইলেও তথাপি শেষে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

অপর এ স্থানে কাইশর অধ্যক্ষ যথা প্রয়োজনোপযোগি সংগ্রামের আয়োজন করিলে পর অসম সাহস পূর্ব্বক আপন প্রতিযোগি ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে পূর্ব্ব দেশে গমনের মনস্থ করিয়া বুণভুষিয়ম নগরে উপস্থিত পূর্ব্বক জাহাজে আরোহণ করিলেন। পরে এক সময় দিরাক্কম নগর সন্নিধানে আপ্সুশ নদীর উভয় তীরে উভয় দলে সম্মুখাসম্মুখী হইয়া পরস্পর সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু তত্রাপি তৎকালে উভয় সেনাপতির মধ্যে কেহ সংগ্রামের নিমিত্তে ব্যগ্র হইলেন না; কারণ এই যে পম্পী সেনাপতি ঐ সকল নূতনং সৈন্য সমূহের প্রতি নিতান্ত ভরসা রাখিলেন না, এবং কাইশর সেনাপতি ও ইটালী দেশীয় সৈন্যগণের আগমন অপেক্ষা করিয়া ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

এমন হইলে পম্পী সেনাপতি তাবৎ সৈন্য সামন্তাদি সমভিব্যাহারে লইয়া দিরাক্কম নগরের সান্নিধ্য সমুদ্রমধ্যে জিহ্বাকৃতি আম্লারাগস নামে যে ভূমি তন্মধ্যে জাহাজ থাকিবার উপযুক্ত একটি খাল থাকাতে ঐ স্থানে গিয়া ছাউনী করিলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি পম্পীর এরূপ দুর্গম স্থানে ছাউনী দেখিয়া আর তাহার যুদ্ধেতে সম্যক্ ইচ্ছা না থাকাতে তাহাকে কোন প্রকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করাইবার অভিপ্রায়ে তাহার পশ্চাৎ গিয়া ক্ষুদ্রং মূর্চ্চা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এমন হইলে কিছু কালের পর একটি সংগ্রাম হইয়া কাইশর সেনাপতির সৈন্য সকল হঠাৎ কোন পুরাতন মূর্চ্চাবন্দির উপরে পতিত হইয়া শ্রেণী ভঙ্গ পূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে অনেকং সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। এই রূপে পম্পী সেনাপতি তখন জয়যুক্ত হওয়াতে অধিক সাহসী হইয়া কাইশর সেনাপতির শিবির পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন বটে; কিন্তু কি জানি সম্মুখে কোন সৈন্য লোকেরা ওত করিয়া বসিয়া আছে, ইহা সন্দেহ করত শিবিরের সম্মুখ দিয়া আক্রমণ না করিয়া দুর্ভাগ্য ক্রমে পশ্চাদ্ দিগ্ দিয়া গমন করাতে এমন দুর্দ্দশা ঘটিল, যে পূর্ব্বকার জয় পর্য্যন্ত নি-

ষ্ফুল হইয়া উঠিল। কিন্তু কাইশর সেনাপতি এই রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও তথাচ তাহার জয়ী হওনের আশা এবং উপস্থিত বুদ্ধির ভ্রংশ হয় নাই ; এ কারণ উভয় পক্ষে সমান জয় পরাজয়ের উপায় থাকিতে পম্পী সেনাপতি যে যুদ্ধবিষয়ে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া এখন আপনার যে সংগ্রামের ইচ্ছা নাই, তাহা জ্ঞাপন করাইল। আর নিজ সৈন্য সেনাপতিদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক অম্লান বদনে ঐ পরামর্শানুসারে সাহসজনক কথা কহিয়া অপরাধি অপ্রধান সেনাপতিদিগকে অপদস্থ করিলেন। আর সৈন্য সেনাপতিদিগকে কিছু কাল বিশ্রাম দিবার নিমিত্তে সে স্থান হইতে ছাউনী উঠাইয়া আপলোনীয়া নামে নগরে প্রস্থান করিতে উদ্যোগ করিলেন। তাহাতে সরঞ্জামের দ্রব্যাদি অগ্রে পাঠাইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত আপনি প্রস্থান করিলে পর এখানে পম্পী সেনাপতি ঐ সম্বাদ পাইয়া তাহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল বটে, কিন্তু তিনি বহু দূর অগ্রসর হওয়াতে তাহার নাগাইল ধরিতে পারিলেন না। পরে কাইশর সেনাপতি ঐ সমাচার অবগত হইয়া ডমিথিয়স নামে যে সেনাপতি, সে ব্যক্তি মাষিডন দেশেতে বহু শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া থেশালী নামক দেশের সীমাতে উপস্থিত পূর্ব্বক তাহার সহিত যোগ করিলেন।

আর পম্পী সেনাপতির সেনাপতিগণ অল্প দিন গত যুদ্ধেতে জয়ী প্রযুক্ত প্রফুল্ল হইয়া পুনর্ব্বার কাইশর সেনাপতির সহিত মহা সংগ্রাম করিবার জন্যে পম্পীকে পুনঃ২ প্রবৃত্তি দিতে পরামর্শ দিল। আর তিনি যে যুদ্ধ করিতে বিলম্ব করিতেছেন, এ কারণ তাঁহার প্রতি নানা প্রকার দোষারোপণ করিতে লাগিল। এই রূপ নিত্য২ সেনাপতিদিগের উত্তেজনাতে তিনি ব্যস্ত হইয়া থেশালী দেশে প্রবেশ করা যে আপন সুবিবেচনা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ফার্শেলিয়া নামে প্রান্তরে গিয়া ছাউনী করিলেন ; অতএব কাইশর সেনাপতি-

ও সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই রূপে দুই প্রবল সৈন্য দলেতে একত্র হইলে একটি প্রধান রাজ্যের নিমিত্তে যে এমন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল, তাহা দেখিয়া লোক সকলে ভয়েতে কম্পান্বিত কলেবর হইতে লাগিল; কিন্তু পম্পী সেনাপতির বহু সংখ্যক সেনা থাকাতে তিনি যে জয়যুক্ত হইবেন এমন নিতান্ত ভরসা করিলেন।

কিন্তু এই দুই দল মহা প্রবল সৈন্যগণ রণসজ্জাতে সুসজ্জীভূত হইয়া শ্রেণী বদ্ধ পূর্ব্বক যখন পরস্পর সম্মুখাসম্মুখী হইয়া দাঁড়াইল, তখন উভয় দলেরই সৈন্যশৃঙ্খলা ও বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া আশঙ্কাতে উভয় সৈন্যেতেই কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে যখন গুড়ুং শব্দেতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, তখন উভয় সৈন্যেতেই ক্রোধান্বিত হইয়া প্রচণ্ড বেগেতে ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। তাহাতে উভয় পক্ষেরই পদাতিক সৈন্যেরা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পর সমান সাহসে ও সমান বলেতে যুদ্ধ করিল বটে; কিন্তু শেষে পম্পী সেনাপতির সমুদয় ভরসা যে সকল অশ্বারূঢ়সৈন্যেতে ছিল, তাহারা অসহ্য সমরবেদনাতে আকুল হইয়া সর্ব্ব প্রকারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিল; অতএব কাইশর সেনাপতি এই রূপ বিপক্ষ সৈন্য ভগ্ন দেখিয়া আরো অধিক সাহস পাইয়া তাহাদের শিবির পর্য্যন্ত গিয়া আক্রমণ করিলেন। তাহাতে সে স্থানে তাহারা কিছু কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু তথাপি ঐ জয়ি সৈন্যদিগের প্রবল আক্রমণের বেগ নিবারণ করিতে না পারিয়া শিবির ও মূর্চ্চা সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে সকলেই ঐ পর্ব্বতোপরি পলায়ন করিল। এই রূপে কাইশর সেনাপতি জয়ী হইলেও ঐ যুদ্ধে তাহার দুই শত সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল; এবং পম্পী সেনাপতির পঞ্চ দশ সহস্র সৈন্য রণশায়ী হইল, আর ছাব্বিশ হাজার সৈন্য শত্রুহস্তগত হইয়া

প্রায় তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য কাইশরের সৈন্যমধ্যে ভুক্ত হইল। এমন হইলে কাইশর সেনাপতি পম্পীর অন্বেষণে লারিষা নামক নগরে প্রস্থান করিলেন।

এস্থানে পম্পী সেনাপতি প্রাণভয়েতে ভীত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক এক খানি ক্ষুদ্র জাহাজে আরোহণ করিয়া যে স্থানে কর্ণিলিয়া নাম্নী আপন ভার্য্যাকে রাখিয়া সংগ্রামে আসিয়াছিলেন; এখন সেই ভার্য্যাকে আনয়ন করিবার জন্যে ঐ লেজবশ নগরের প্রতি গমন করিলেন। পরে এই মনস্থ স্থির করিলেন, যে পূর্ব্বে মিশর দেশীয় টলমী নামক রাজার পিতা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন; অতএব টলমির নিকটে শরণাপন্ন হইলে রক্ষা পাইতে পারিব; ইহা স্থির করিয়া মিশর দেশের সমুদ্র তীরেতে গিয়া উপস্থিত পূর্ব্বক কোন আত্মীয় লোকদ্বারা ঐ রাজার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন বটে, কিন্তু ঐ টলমী রাজার মন্ত্রিবর্গ কাইশর সেনাপতির প্রতাপ ও পরাক্রমেতে ভীত হইয়া এমন বিপরীত মন্ত্রণা দিল, যে তাহাতে শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, আরো কাইশর সেনাপতির আনুকূল্য পাইবার জন্যে তাহাকে বিনাশ করিতে স্থির করিলেন; অতএব এই রূপ তস্করতা করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার ছলেতে তাহার নিকটে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা পাঠাইয়া দিলে পর, যখন পম্পী সেনাপতি ঐ নৌকাদ্বারা আসিয়া তীরেতে পাদক্ষেপণ করেন, এমন সময় রূম দেশীয় যে এক জন মহৎসেনাপতি, সে ব্যক্তি পূর্ব্বে ঐ পম্পী সেনাপতির অধীন থাকিলেও তথাপি অকস্মাৎ এক খান ছোরা-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করিল; এবং মস্তক ছেদন করিয়া তাহার অধিক অপমান করণার্থে ঐ শবকে কবর না দিয়া সমুদ্রকূলে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু ফিলিপ নামে তাহার এক জন বিশ্বাসি সেনা, যে যৌবনকাল পর্য্যন্ত তাহার নিকটে ছিল, ঐ ব্যক্তি ঐ শব দাহনাদি করিয়া সমুদায় ভস্ম একত্রীকরণ পূর্ব্বক মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিল। এই রূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া মহান্ নামে

বিখ্যাত যে পম্পী সেনাপতি, তাহার অপঘাত মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সমাপন হইল। কিন্তু ঐ পম্পী সেনাপতি রুমনগর দাসত্বে আনিবার ক্ষমতা পুনঃ২ পাইলেও যে তথাপি তদ্বিষয়ে নিবৃত্ত ছিল, ইহা একটি প্রশংসার বিষয় বটে।

এখানে কাইশর সেনাপতি আপন প্রতিবাদি পম্পী সেনাপতির অন্বেষণ করিতে২ আলিগ্জেন্দ্রিয়া নগরে উপস্থিত হইলে পর ঐ খুনি লোকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি কাইশরের স্বপক্ষ হইবার জন্যে ঐপম্পী সেনাপতির ছিন্ন মস্তক ও অঙ্গুরীয় হস্তে লইয়া তাহার হস্তে প্রদান করিল; কিন্তু তাহাতে কাইশর সেনাপতি এমন বিপক্ষের মস্তক পাইয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া বরং তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। আর কিছু দিনের মধ্যে ঐ পম্পী সেনাপতিকে স্মরণার্থে তাহার মৃত্যু স্থানেতে একটি আশ্চর্য্য কবর নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

অপর ঐসময়ে মিশর দেশীয় রাজার কালপ্রাপ্তি হওয়াতে তাঁহার টলমি নামক পুত্র ও ক্লিয়োপাত্রা নাম্নী কন্যা এই উভয়েতে রাজসিংহাসন লইয়া বিরোধ হইতেছিল; কারণ তাহাদের পিতৃ আজ্ঞাতে উভয়ে সমভাগে সিংহাসন পাইতে পারে; কিন্তু ক্লিয়োপাত্রা স্বয়ং রাজকর্তৃত্ব গ্রহণকরণার্থে বিবাদ উপস্থিত করিল। ঐ রাজকন্যা এমন অন্যায় বিবাদ করিলেও কাইশর সেনাপতি তাহার সৌন্দর্য্যেতে মোহিত হইয়া তাহার পক্ষে রাজকর্তৃত্ব আজ্ঞা দিলেন। এইরূপ হইলে টলমির সহিত মহা একটি সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া টলমি প্রাণত্যাগ করিলে পর সমুদয় মিশর দেশ রুমিলোকদিগের আয়ত্ত হইল। পরে কাইশর সেনাপতি ক্লিয়োপাত্রা এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই উভয়কে রাজ্যের সমান অংশী করিলেন, এমন সময় মিথ্রিডাটিষ সেনাপতির পুত্র ফার্নেশিষ নামক সেনাপতি, যে ব্যক্তি পিতৃরাজ্য হস্তগত করণার্থে আরমানি দেশ জয় করিয়াছিল, ঐ সেনাপতি রুম রাজ্যের পূর্ব্বদিগ্ আক্রমণ করিয়াছে, এই

সম্বাদ পাইয়া তিনি ঝটিতি মিশর দেশহইতে প্রস্থান পূর্ব্বক তত্ত-দেশে গমন করিয়া অনায়াসে তাহাকে জয় করিলেন, তাহাতে রুম নগরে এক লিপি প্রেরণ করিলেন এই, যে আমি এখানে আইলাম ও দেখিলাম ও জয় করিলাম।

অপর এই রূপে কাইশর সেনাপতি আশিয়ার দেশ প্রদেশাদি সমুদয় সুব্যবস্থিত ও সুস্থির করিয়া জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক ইটালি দেশে প্রস্থান করিলেন; কেননা তাঁহার সে স্থানে গমনের অত্যা-বশ্যক ছিল, এ কারণ শত্রুলোকদের আনুমানিক দিনের পূর্ব্বে সে স্থানে গিয়া পৌছিলেন। আর তিনি যখন দেশ দেশান্তরে প্রবাস করিতেছিলেন ঐ সময়ে রুমি লোকেরা তাঁহাকে এক বৎসরের নিমি-ত্তে সর্ব্বাধ্যক্ষপদ ও পাঁচ বৎসরের জন্যে দেশাধ্যক্ষপদ এবং যাব-জ্জীবনের নিমিত্তে বিচারকর্ত্তৃপদ দিতে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু মার্ক-আণ্টনি নামে তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তি আত্যন্তিক লম্পটতা ও দুরাচার ক্রিয়া করিয়াছিল, এই জন্যে লোকদের এমন বোধ হইয়াছিল, যে যদ্যপি তখন কাইশর সেনাপতির আগমন না হইত তবে রুম রাজ্যে অবশ্য নানা উপপ্লব উপস্থিত হইতেপারিত; সে যাহা হউক কিন্তু তিনি তৎকালে কিছু দিনের মধ্যে রুম রাজ্য পূর্ব্বমত সুস্থির করিয়া শ্রবণ করিলেন, যে আফ্রিকা দেশে পম্পী সেনাপতির গণীভূত লোক সকল মরিটিনিয়া দেশীয় যুবানামক রাজা এবং সিপিও নামে ও কেটো নামে দুই জন সেনাপতি এই তিন ব্যক্তিকে সহায় করিয়া সংগ্রামের আড়ম্বর পূর্ব্বক আসিতেছে। এ কথা শুনিয়া তিনি, সত্বর আফ্রিকা দেশে প্রস্থান পূর্ব্বক তাহাদের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, তাহাতে পূর্ব্বে তাহার যেমন সৌভাগ্য ছিল, তখনও তাদৃশ সৌভাগ্য ফলবান্ হইয়া উঠিল; ফলতঃ আত্মপক্ষ লোকের মধ্যে এক জনও নষ্ট না হইয়া কেবল বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া একেবারে পরাজিত হইল। এই রূপে অত্যন্ত পরাজিত হইয়া যুবা নামক রাজা ও পিত্রিয়েস ব্যক্তি তাহারা নিরাশ হইয়া

অপমানেতে পরস্পর কাটাকাটী করিয়া মরিল; এবং সিপিও সেনাপতি গ্লানিয়া দেশে পলায়ন করণকালে শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিল। আর কেটো সেনাপতি ইউটিকা নগরের চতুর্দ্দিকস্থ ফটক বদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে থাকিয়া কাইশরের সহিত সংগ্রাম করিবেন, এমন মনস্থ করিলেন বটে; কিন্তু শেষে ঐ কর্ম্ম যে আপনার অসাধ্য তাঁহা নিশ্চয় জানিলেন, আর সমুদয় রুম রাজ্য কাইশরের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে আপনার জীবনকে নিষ্ফল বোধ করিয়া আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু ঐ কেটো সেনাপতি আত্মহত্যা রুপ এই একটি গুরুতর দোষ করিলেন বটে, নতুবা তাহাছাড়া রুম রাজ্যের ইতিহাসের মধ্যে অন্য অপেক্ষা অল্প দোষী ছিলেন, ফলতঃ তিনি যদ্যপিও কঠিন শাসন করিতেন, তথাপি কদাচ নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন না; আর আপনার অল্প দোষ হইলেও ক্ষমা করিতেন না, কিন্তু পরের উৎকট অপরাধও মার্জ্জনা করিতেন।

এই রুপে আফ্রিকা দেশীয় সংগ্রাম সাঙ্গ হইলে পর কাইশর সেনাপতি দিগ্বিজয়ী হইয়া রুম নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহাতে নগরমধ্যে তাঁহার যে রুপ আশ্চর্য্য জয়ের সম্ভ্রম ক্রিয়া হইল, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, যে পূর্ব্ব২ কার যে সকল আশ্চর্য্য২ জয়ের সম্ভ্রম ক্রিয়া, তাহা বুঝি এই ক্রিয়ার শোভাবৃদ্ধিকরণার্থে ন্যূন কল্প হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার আগমনের ঘটা ও সমারোহ দেখিয়া এবং তিনি যে কত২ দেশ জয় করিয়া ছিলেন, তাহা দেখিয়া রাজপথের চতুর্দ্দিক্স্থ লোক সকল এক কালে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। আর তাঁহাকে যে কে কিরুপে অধিক সম্ভ্রম করিবে, এই চেষ্টাতে সকলেই ব্যস্ত হইল; তাহাতে তিনিও অহঙ্কার পূর্ব্বক তাহাদের সম্ভ্রম ক্রিয়া গ্রাহ্য করিলেন। সে যাহা হউক কিছু দিনের পর এক দিবস মহাসভাস্থ লোকেরা তাঁহাকে কোন বিশেষ সম্ভ্রম করিতে আজ্ঞা করিলে পর তিনি অহঙ্কার প্রযুক্ত

নিজ আসনহইতে গাত্রোত্থান না করাতে নগরমধ্যে এই জনরব হইয়া উঠিল, যে কাইশর সেনাপতি সার্ব্বভৌম রাজা হইতে স্পৃহা করিয়াছেন, আর এই আগামি মার্চ্চ মাসের মধ্যে রাজমুকুট গ্রহণ করিবেন। এই রূপ জনশ্রুতি হওয়াতে মহাসভার লোকদিগের মধ্যে ষষ্টি জন লোক তাঁহার বিরুদ্ধে একটি দল করিল; তাহার মধ্যে ব্রুটস নামে ও কাশিয়স নামে দুই জন সেনাপতি প্রধান ছিলেন, কিন্তু ঐ ব্রুটস সেনাপতি ফার্শেলিয়া সংগ্রামে পরাজিত হইলে যে ঐ কাইশর সেনাপতি দয়া করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন তাহা কেবল নয়, তদ্ভিন্নও নানা প্রকারে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

অপর ঐ ব্রুটস সেনাপতির কোন পূর্ব্ব পুরুষহইতে একদা রুম রাজ্য রক্ষিত হইয়াছিল, এ কারণ তিনি সর্ব্বদা আত্ম অভিমান করিতেন। আর তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষাদিক্রমে ব্রুটস বংশেতে চিরকাল স্বাধীনতার অনুরাগ ছিল, এই প্রযুক্ত তাঁহার পরাধীন হওয়া ঘৃণার্হ বটে; কিন্তু তথাচ ঐ অত্যাচারকারি কাইশর সেনাপতিহইতে নানা প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত প্রণয় করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে কৃতঘ্নতা রূপ অস্ত্রদ্বারা আত্মীয়তা রূপ তাবৎ বন্ধ ছেদন করিয়া এমন এক কুতন্ত্রি দলমধ্যে ভুক্ত হইলেন, যে তাহাতে ঐ উপকারি ব্যক্তির প্রাণপর্য্যন্ত সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। আর কাশিয়স সেনাপতি নিজে অহঙ্কারী প্রযুক্ত সকল লোককেই তুচ্ছ বোধ করিতেন, বিশেষতঃ কাইশর সেনাপতির সমস্ত আচরণকে ও তাঁহাকে অতি অপকৃষ্ট জ্ঞান করিতেন; অতএব আপন হিংসাভিলাষ পরিপূর্ণ করণার্থে তাঁহাকে বধ করিতে পুনঃ২ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। আর ঐ কুপরামর্শি দলস্থ লোকেরা আপনাদের কর্ম্ম সকল যথার্থরূপে প্রচার করণার্থে যে দিবসে কাইশর সেনাপতি মুকুট ধারণ করিবেন, ঐ মার্চ্চ মাসের পঞ্চ দশ দিবসে তাহাকে বধ করিতে পরামর্শ স্থির করিলেন। ইতোমধ্যে কাইশর সেনাপতি কোন ঘটনাতে সন্দিগ্ধ হইয়া আপনি যে সভাগৃহমধ্যে যাইবেন না, ইহা

মনস্থ করিলেন বটে; কিন্তু ঐ কুচক্রি দলের মধ্যে কোন ব্যক্তি আসিয়া বাগ্‌জালেতে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপালন করিতে লওয়াইল, অর্থাৎ এই কথা কহিল, যে সভাস্থ লোকেরা তোমার আগমনের অপেক্ষা করিয়া নানাবিধ আয়োজন করিয়াছেন, এই কথাতে ভুলাইল। আর তিনি যে সময় সে স্থানেতে গমন করিতেছিলেন এমন সময় এক জন ক্রীত দাস তাঁহাকে ঐ দুষ্ট লোকদিগের দুষ্টতা সকল জ্ঞাপন করাইতে যাইতে ছিল বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিগেতে অত্যন্ত ভিড় প্রযুক্ত তাঁহার নিকটে পৌছিতে পারিল না। এবং ইতিহাসবেত্তারা আরো লিখেন, যে গ্রীক দেশীয় আর্টিমিডরস নামে এক জন জ্ঞানি লোক, তিনি তাহাদের ঐ সকল কুমন্ত্রণা জানিয়া লিপিদ্বারা ঐ সংম্রাট কাইশরের হস্তে প্রদান করিলেন; কিন্তু তিনি ঐ লিপি আপনি পাঠ না করিয়া আপন সহকারির হস্তেতে দিলেন। পরে তিনি ক্রমেং সভাগৃহ মধ্যে উপস্থিত হইয়া বসিবা মাত্র ঐ সকল দুষ্ট লোকেরা তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া বারং ছোরাঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে তিনি কত ক্ষণ ঐ সকল আঘাত কিছু নিবারণ করিয়া তন্মধ্যে ব্রুটসকে দেখিয়া কাতরোক্তিতে এই কথা কহিলেন, যে হে পুত্র, তুমিও কি ইহাদের মধ্যে এক জন! এ কথা কহিয়া পরিচ্ছদদ্বারা আপন মুখ আবরণ করিয়া মরণেতে শরীর সমর্পণ করিলেন। এই রূপে কাইশর সেনাপতি নিজ পরাক্রম ও উপকারদ্বারা যাহাদিগকে স্বপক্ষ জ্ঞান করিলেন, তাহাদেরই হস্তের তিপ্পান্ন অস্ত্রাঘাতদ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

এই রূপে কাইশর সেনাপতির অপঘাত মৃত্যু দেখিয়া রূমি লোকেরা ভীত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ দুষ্কর্ম্মকারি লোকদিগকে ধিক্কার করিতে লাগিল। বিশেষতঃ মার্কাণ্টনী নামক ও লেপিডস নামক দুইজন সেনাপতি ঐ খুনিলোক সকলের প্রাণদণ্ড করিয়া আপনারা যাহাতে সর্ব্বাধ্যক্ষ পদ পাইতে পারে এমন সুপরামর্শ স্থির করিল। পরে মার্কাণ্টনী সেনাপতি ঐ মন্ত্রণানুসারে সমুদয় লোকের সমীপে

কাইশরের লিখিত দানপত্র পাঠ করিতে লাগিল; আর কাইশর সেনাপতি যে আপন বিষয়ের প্রধান অংশ লোকদিগকে দান করিয়াছিলেন, তাহা তাহাতেই প্রকাশ হইল। সে যাহা হউক, মার্কাণ্টনী সেনাপতি সভার মধ্যে ঐ রক্তাক্ত শরীরটাকে সম্মুখে রাখিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক বাক্যের কৌশলদ্বারা লোকদিগের মনেতে এমন ক্রোধ জন্মাইতে লাগিল, যে তাহাতে বোধ হয়, যদ্যপি ঐ খুনিলোকেরা আশু পলায়ন না করিত তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের প্রাণদণ্ড হইত। কিন্তু ঐ ধূর্ত্ত সেনাপতি যে আত্মীয় ব্যক্তি কাইশরের শোকেতে খেদান্বিত হইয়া লোকদিগের ক্রোধ জন্মাইলেন তাহা নয়, কেবল স্বার্থের নিমিত্তে; অতএব এইরূপে কাইশরের পক্ষে উদ্যোগী হইয়া লোকদিগের মনোহরণ করিলে পর কোন প্রকারে সভায় লোকদিগকে আপন পক্ষে আনিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। আর এই বিরোধ সময়ে পাছে রুম রাজ্য শত্রুহস্তগত হয় এই নিমিত্তে আপনাকে অত্যন্ত ব্যস্তরূপ দেখাইয়া নিজরক্ষার্থে প্রার্থনা পূর্ব্বক এক দল সৈন্য নিযুক্ত করিল। আর ক্রমেং শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে আপনি যে সম্রাট রাজা হন এমন আকার দিনেং দেখাইতে লাগিল।

তদনন্তর অক্টেবীয়স নামে এক জন সেনাপতি ঐ দুর্য্যোগের সময়ে রুম নগরে আসিয়া মার্কাণ্টনী সেনাপতির একটি প্রবল প্রতিযোগী হইয়া উঠিল। সে ব্যক্তি কাইশর সেনাপতির নিজ কুটুম্ব ছিল তাহা কেবল নয়, তাহার বিষয়ের অধিকারিত্ব পদ প্রাপ্তও বটে; আর ঐ ব্যক্তি পশ্চাদে অগষ্টস নামে বিখ্যাত হইয়াছিল একারণ ঐ নামেতেই তাহার বিবরণ লিখিত হইবে। এই রূপ হইলে রুম রাজ্য ভিন্নং তিন দলেতে বিভক্ত হইল, তাহাতে প্রথমতঃ অগষ্টস সেনাপতির অভিপ্রায় এই, যে তিনি খুনিলোকদিগের উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ পদের অধিকারী হয়েন; দ্বিতীয় মার্কাণ্টনী সেনাপতি আপনি যে রাজ্যের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব করে এই তাহার ইচ্ছা;

তৃতীয়তঃ যাহারা ক্বাইশরকে নষ্ট করিয়াছিল তাহাদের অভিপ্রায় এই, যে সাধারণ লোকদিগের পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা যেন বজায় থাকে, এই রূপে ভিন্ন২ অভিপ্রায়েতে পরস্পর বিরোধি তিন দল হইয়া উঠিল।

পরে অগষ্টস সেনাপতি মহাসভাস্থ লোককর্তৃক সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়া দেশাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলে পর আপনার তাবৎ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে গিয়া আণ্টনী সেনাপতি ও লেপিডস সেনাপতির সহিত মিলন করিলেন; অতএব এমন হইলে তিনজনে ঐক্য হইয়া মন্ত্রণা পূর্ব্বক এই ব্যবস্থা স্থির করিলেন, যে ত্রয়াধিপতি নামে একটি তিন জনের কর্তৃত্ব পদ স্থাপিত হইয়া পাঁচ বৎসরের নিমিত্তে তাহাদের হস্তে সমুদয় রাজকর্তৃত্ব থাকিবে, এবং সেই তিন জনের নিমিত্তে রুম রাজ্যের তাবৎ দেশ প্রদেশাদি তিন অংশে বিভক্ত হইবে। আর ঐ তিন জনের স্ব২ বৈরির নাম ফর্দ্দেতে লিখিয়া ত্রয়াধিপতির নিকটে উপস্থিত করিলে পরস্পর তাবতের তাবৎ শত্রুতাবতে বিনাশ করিবেন। এই রূপ নূতন২ ব্যবস্থা স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু অবশেষে শেষের লিখিত যে নিয়ম, তাহাতে সর্ব্বপ্রকারে এমন গর্হিত হইয়া উঠিল, যে লেপিডস সেনাপতি পলস নামে আপন সহোদরকে অংশির হস্তে প্রাণ দণ্ডার্থে সমর্পণ করিল, এবং আণ্টনী সেনাপতি আপন পিতৃব্য লূষিয়সকে প্রাণ দণ্ডের নিমিত্তে সমর্পণ করিল, আর অগষ্টস সেনাপতি শিবরো নামক ব্যক্তিকে নষ্ট করিয়া চির কালের নিমিত্তে আপন অপমান আপনি করিল; অতএব এই ভয়ানক শত্রুসংহারের নিয়মেতে তিন শত সভাস্থ লোক এবং তিন সহস্র সম্ভ্রান্ত লোক প্রাণত্যাগ করিল।

অপর এই ভয়ানক নিয়মেতে ত্রয়াধিপতি লোকেরা সর্ব্বাদৌ শিবরো নামক সদ্বক্তার প্রাণদণ্ড করিবার জন্যে তাহাকে স্থানে২ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি পলায়ন করিয়া কিছু দিনের নিমিত্তে শত্রুহস্তগত হইলেন না বটে; যেহেতুক তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া চির দিনের নিমিত্তে রক্ষা পাইবার মনস্থ

করিয়া পল্লী গ্রামস্থ আপন অট্টালিকাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্র তীরের অঞ্চলে পলায়ন করিলেন। আর তাহাতে ঘটনাক্রমে গত মাত্রে এক খানি প্রস্তুত জাহাজ পাইয়া ঐ জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক কতক দূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন বটে, কিন্তু অকস্মাৎ একটি প্রবল প্রতিকূল বায়ুর আগমনেতে ঐ জাহাজ পুনর্ব্বার তীরেতে লাগাইতে হইল। এমন হইলে সেই সমস্ত রাত্রি তটোপরি কাল যাপন করিয়া পর দিনেতে তাঁহার আত্যন্তিক ইচ্ছা না থাকিলেও তথাপি সমভিব্যাহারি পরিবার লোকদিগের মিনতিতে পুনর্ব্বার জাহাজে আরোহণ করিলেন। কিন্তু শেষে পলাইয়া জীবন ধারণেতে বিরক্ত হইয়া তিনি পুনর্ব্বার জাহাজহইতে তটে নামিয়া নিকটস্থ পল্লী গ্রামে তাঁহার যে বাটী ছিল, ঐ বাটীতে গিয়া বসতি করিলেন। তাহাতে তিনি যখন অল্পক্ষণের নিমিত্তে নিদ্রাগত হইলেন, এমন সময় তাহার ভৃত্যবর্গেরা শত্রুপক্ষীয় চরগণের পুনঃ২ অনুসন্ধান ও গমনাগমন দেখিয়া ভয়েতে সহসা তাঁহাকে শিবিকা বাহনে লইয়া আরবার সমুদ্রতীরে পলায়ন করিল। ইতোমধ্যে শত্রুপক্ষীয় লোকেরা তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি যে পলায়ন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাহারা অবিলম্বে সমুদ্রতীরে গিয়া অন্বেষণ করিতে২ একটি বনমধ্যে তাঁহাকে পাইয়া গ্রেপ্তার করিল। আর তাঁহার হস্তদ্বয়ের সহিত মস্তক ছেদন করিয়া ঐ ছিন্ন মস্তক উপঢৌকন স্বরূপ করিয়া রূম নগরে আণ্টনী সেনাপতির নিকটে পাঠাইয়া দিল, তাহাতে ঐ আণ্টনী সেনাপতি মহা আনন্দেতে ঐ ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করিয়া ঐ খুনিব্যক্তিকে প্রচুর ধন দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন, আর ঐ সভাসদ শিযরো যে মঞ্চোপরি দাঁড়াইয়া দেশাধ্যক্ষদের নানাবিধ অত্যাচারেতে দোষ প্রদান পূর্ব্বক বক্তৃতাদি করিতেন, তদুপরি তাঁহার ছিন্ন মস্তক রাখিলেন। এই রূপে শিযরো সদ্বক্তা ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে অস্ত্রাঘাতে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। জুলিয়স কাইশরের ইতিহাসে তাঁহার বিষয়ে

এই কথা কিঞ্চিৎ লিখিয়াছেন, যে রুম নগরীয় সমস্ত সেনাপতি অপেক্ষাও ঐ শিষরো ব্যক্তি অধিক সম্ভ্রান্ত ছিলেন।

সে যাহা হউক, এদিগে কাইশরের প্রতিহিংসক যে ব্রুটস্ ও কাশিয়স্ সেনাপতি, তাঁহারা ত্রয়াধিপতি লোকদিগের তাড়নাতে পলায়ন পূর্ব্বক দেশবহির্ভূত হইয়া গ্রীক দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহাতে সে স্থানে আথেন্স্ নগরে রুম নগরীয় যে সকল যুবা লোক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিল, তাহাদিগকে সপক্ষ করণার্থে নানা প্রকারে মন লওয়াইতে লাগিলেন। পরে দুই জনে ভিন্ন২ হইলে ব্রুটস্ সেনাপতি মাসিডন দেশে উপস্থিত পূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং কাশিয়স্ সেনাপতি শিরিয়া দেশে গিয়া দ্বাদশ দল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। এই রূপে তাহারা অতি অল্প দিনের মধ্যে এত প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, যে তাহাতে ঐ অতুল্য পরাক্রমি আসমুদ্র করগ্রাহি রুমি লোকদিগের সহিত তাহারা যুদ্ধ করিতে আপনং দিগকে সমর্থ বোধ করিলেন। আর সার্ব্বভৌম রাজা কে হইবেন তাহাও এই যুদ্ধে নির্ণীত করিতে মনস্থ করিলেন। আর এত শীঘ্র যে তাহাদের এত অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহার কারণ এই, যে ব্রুটস্ সেনাপতি সর্ব্বত্র লোকদের নিকটে এমন সৌজন্য ও সদয়াচরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তাহাতে তাবল্লোকেতেই তাঁহাকে পৃথিবীর হিতকারী ও শুভজনক বলিয়া মান্যমান করিয়াছিল।

পরে এই রূপ সমাচার পাইয়া আণ্টনী সেনাপতি ও অগষ্টস্ সেনাপতি উভয়ে সুসজ্জীভূত হইয়া মাসিডন দেশের প্রতি অগ্রসর হইলে পর এখানে ব্রুটস্ সেনাপতি ও কাশিয়স্ সেনাপতি দুই জনে সংগ্রামার্থে যে স্থানে ত্রয়াধিপতিদিগের তাবৎ সৈন্য সামন্ত ছিল, ঐ ফিলিপাই নগরেতে গমন করিলেন; তাহাতে এই মহাবল পরাক্রান্ত ত্রয়াধিপতি সেনাপতির অগ্রগমন দেখিয়া তাবৎ লোকেরাই মহা উদ্বিগ্ন ও বিস্ময়াপন্ন হইল; কিন্তু কেবল ব্রুটস্ সেনাপতি নির্ভ-

য়েতে সহজ রূপে দর্শন করিতে লাগিলেন; অতএব এই সমুদয় পৃথিবীব্যাপক যে রাজ্য, ইহা যে কাহার হস্তগত হইবে, তাহা এই যুদ্ধেতে জানা যাইবে; সে যাহা হউক, এই রূপে ক্রুটস্ সেনাপতি অশীতি সহস্র পদাতিক এবং বিংশতি সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া, এবং ত্রয়াধিপতি লোকেরাও এক লক্ষ পদাতিক ও ত্রয়োদশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া, উভয় দলেতে ঘোরতর সংগ্রামের আড়ম্বর পূর্ব্বক থ্রেশ দেশের সীমান্ত ঐ ফিলিপাই নগরের সমীপে পর্ব্বতোপরি গিয়া ছাউনী করিলেন। ঐ নগরের পশ্চিম দিগে দ্বাবিংশতি ক্রোশ পরিসর একটি মহাপ্রান্তর ছিল, ঐ প্রান্তর ক্রমেং ঢালু হইয়া স্ট্রাইমন নদীতে গিয়া সংলগ্ন হইয়াছে, আর তন্মধ্যবর্ত্তি নগরহইতে এক ক্রোশ দূরে পরস্পর অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে দুইটি ক্ষুদ্রং পর্ব্বত ছিল, ঐ দুই পর্ব্বতের একপার্শ্বে সমূহ পর্ব্বতশ্রেণী এবং অন্যপার্শ্বে সমুদ্র সংলগ্ন একটি বৃহৎ জলাশয় ছিল, ঐ দুই পর্ব্বতোপরি কাসিয়স্ এবং ক্রুটস্ দুই দলেতে গিয়া ছাউনী করিলেন। তাহাতে উভয় লোকেরাই সংগ্রামের আয়োজিত দ্রব্যাদি ছয় ক্রোশ দূরে থাসস নামক উপদ্বীপেতে লইয়া রাখিলেন। আর নিকটস্থ সমুদ্র হইতে অনায়াসে খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন হইতে লাগিল; অতএব এমন উত্তম স্থানেতে ছাউনি করাতে পরস্পর ইচ্ছা ব্যতিরেক কেহ তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিতে পারেন না; আর তাহারা উভয় ছাউনিতে উভয়ত্র গমনাগমন ও পরস্পর রক্ষণাবেক্ষণ করিত। কিন্তু ত্রয়াধিপতি লোকদিগের সৈন্য পর্ব্বতের অধঃ ঐ প্রান্তরের মধ্যে ছাউনী করাতে তাহাদের দ্বাবিংশতি ক্রোশদূরহইতে বাহনদ্বারা খাদ্যদ্রব্যাদি আনিতে হইত, একারণ তাহাদের আহারাদির দারুণ কষ্ট হওয়াতে তাহারা শীঘ্রং যুদ্ধারম্ভ করণার্থে বারং চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে প্রতিবাদি লোকেরা যুদ্ধের প্রসঙ্গও না করিয়া ঐ প্রান্তরে উত্তরণ পূর্ব্বক সসৈন্যে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া তাহাদের ছাউনীর সম্মুখে রহিল। এই রূপে কিছু

দিন গত হইলে, ব্রুটস্ সেনাপতি আপনার কতক গুলিন সেনাপতিকে বিপক্ষ পক্ষে হেলিত দেখিয়া ত্বরায় শত্রুর প্রতি আক্রমণ করিতে কাশিয়সের প্রতি পরামর্শ দিলেন। পরে কিছু দিন বাদে থাসস্নামক উপদ্বীপের প্রতি গমন করিয়াছে যে পথ, ঐ পথে প্রবেশ করিতে উভয় সেনাপতি লোকেরাই এক কালে চেষ্টা করাতে ক্রমেং একটি মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া উঠিল, তাহাতে কাশিয়স্ ও ব্রুটস্ সেনাপতি প্রাণপণ করিয়া যে সংগ্রাম করিবেন আর পরাজিত হইলে স্বহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন এমন মানস করিলেন; কিন্তু শেষেও তাহাই ফলিয়া উঠিল, অর্থাৎ এইরূপে কতকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোরতর ভয়ানক সংগ্রাম হইলে কাশিয়স সেনাপতি অকস্মাৎ এমন পরাভূত হইলেন, যে একেবারে জয়েতে নিরাশ হইয়া সৈন্যগণ যে কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারে এমন কিছু মাত্র ভরসা দেখিলেন না; অতএব এই রূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া লজ্জাতে ব্রুটস্ ও কাশিয়স্ সেনাপতি আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, এমন হইলে তাহাদের অনুগামি সপক্ষ লোকদিগের দীর্ঘ আশারূপ যে বৃক্ষ, তাহা একেবারে সমূলে উৎপাটিত হইল।

অতএব এই রূপে ত্রয়াধিপতি লোকেরা এই সংগ্রামে সম্পূর্ণ রূপে জয়ী হইয়া অনিবার্য্য অপরিমিত পরাক্রম যুক্ত হওয়াতে পূর্ব্বে যাহাদের দণ্ড দিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ঐ লোকদিগকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিতে লাগিলেন। আর ঐ ব্রুটস্ সেনাপতির মস্তক যে কাইশরের প্রতিমূর্ত্তির চরণেতে নিক্ষেপ করণার্থে রূম নগরে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে ইতর লোকেরা অত্যন্ত খেদান্বিত হইল। সে যাহা হউক, এই রূপে রূম রাজ্যে সাধারণ কর্ত্তৃত্ব একেবারে উঠিয়া ত্রয়াধিপতিলোকদিগের হস্তে রাজকর্ত্তৃত্ব সমর্পিত হইল; অতএব আণ্টনী সেনাপতি ক্রমেং গ্রীক দেশে ও আশিয়া দেশে উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ব্ব দেশীয় রাজগণকে বলেতে রূম রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করাইলেন, এ কারণ রাজগণেরা তাঁহার অনুকূল হওনার্থে

তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিল; এই প্রকারে আণ্টনী সেনাপতি নানা দিগ্দেশ ভ্রমণ করিয়া অসংখ্য২ রাজগণকে সমভিব্যাহারে রাখিয়া করগ্রহণ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাধীন রাজাদিগের এক২ রাজ সিংহাসন দিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব দেশীয় তাবৎ রাজাঅপেক্ষা মিশর দেশীয়া ক্লিয়োপাত্রা নাম্নী রাণীকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়াছিলেন; ফলতঃ ঐ রাণী কোন ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা যে দোষ, তাহাতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর দিতে আজ্ঞা পত্র পাইলে পর যখন ঐ রাণী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন আণ্টনী সেনাপতি ঐ রাণীর লাবণ্য দেখিয়া এবং তাহার বাক্যের কৌশলেতে কন্দর্পতে এমন মুগ্ধ হইলেন, যে রাজ্যের হিতাহিতে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার আশা পরিপূর্ণ করণার্থে মিশর দেশে প্রস্থান করিলেন।

অপর এই রূপে আণ্টনী সেনাপতি ঐ মনোরমা ক্লিয়োপাত্রার সহিত হাস্যকৌতুকাদি নানাবিধ অনর্থক ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগেতে রত হইয়া কিছু দিন পর্য্যন্ত মিশর দেশে রহিলেন; কিন্তু অবশেষে এখানে অগষ্টস্ সেনাপতি তাহার সম্মতি ব্যতিরেক লোকদিগকে কতক গুলিন ভূমি বিতরণ করাতে তাহার সপক্ষ লোকেরা অগষ্টসের এই রূপ স্বয়ং কর্তৃত্বে দ্বেষ করিয়া তাহাকে সংবাদ করিল। অতএব আণ্টনী সেনাপতি এই রূপ সমাচার পাইয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া হঠাৎ অগষ্টসের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলেন বটে, কিন্তু শেষে কোন প্রকারে পরস্পর বিবাদ ভঞ্জন হইলে পর তাঁহারা উভয়ের নিকট উভয়েই দোষের মার্জ্জনা করিলেন, আর উভয়ে অখণ্ড প্রণয় রাখিবার জন্যে অগষ্টস্ সেনাপতি আণ্টনী সেনাপতির সহিত নিজ ভগিনীর বিবাহ দিলেন; আর সকলের পরামর্শানুসারে ঐ রূম রাজ্য নূতন রূপে বিভক্ত হইলে পর আণ্টনী সেনাপতি পূর্ব্ব দেশীয় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, এবং অগষ্টস্

সেনাপতি পশ্চিম দেশীয় খণ্ড লইলেন, ও লেপিডস্ সেনাপতি আফ্রিকা দেশীয় খণ্ড লইলেন।

অপর লেপিডস্ সেনাপতি আপন রাজ্য খণ্ডের মধ্যে শিসিলী দেশ ভুক্ত করিতে নানা প্রকার আকিঞ্চন করাতে অগষ্টস্ সেনাপতির এমন ক্রোধাগ্নিতে পতিত হইলেন, যে তাহাতে একেবারে সমুদয় পূর্ব্ব ক্ষমতাতে বঞ্চিত ও দেশচ্যুত হইয়া সে কর্কইয়র দেশে গিয়া তাঁহার থাকিতে হইল; অতএব তদ্রূপ অগষ্টস্ সেনাপতি যখন একা রাজা রাজ্যেশ্বর হইতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তখন আণ্টনী সেনাপতিও তাহার তেমনি এক জন প্রতিবন্ধক ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি ঐ আণ্টনীর যে লোক প্রসিদ্ধ আচরণ ও চরিত্র সকল তাহা আপন প্রতিহিংসক ঐ প্রতিযোগী অগষ্টসের বিরুদ্ধ চেষ্টাকে ফলবতী করণের একটি প্রধান কারণ হইয়াছিল; ফলতঃ আণ্টনী সেনাপতি রাজকীয় সমুদয় চিন্তাকে মনহইতে দূর করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্ত ছিলেন। আর ঐ রাজ্ঞীও কোন প্রকারে ঐ সেনাপতিকে বশীভূত করণার্থে নানা কৌশল করিতে লাগিলেন; অতএব শেষে আণ্টনী সেনাপতি অক্টেবিয়া নিজ ভার্য্যাকে ত্যাগ পত্র দিয়া ঐ ক্লিয়োপাত্রা রাণীকে বিবাহ করিলেন।

অপর অগষ্টস সেনাপতি এই রূপ অকারণে নিজ ভগিনীর অপমান দেখিয়া ক্রোধেতে আণ্টনী সেনাপতির সহিত যে সংগ্রাম করা উচিত, তাহা সভাস্থ লোকদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন করাইলেন; এ কারণ আণ্টনী সেনাপতিও ক্রোধাপন্ন হইলে উভয় পক্ষ সেনাপতিরাই সংগ্রামার্থে সুসজ্জীভূত হইল; কিন্তু আণ্টনী সেনাপতির ক্রিয়া সকল তদ্রূপ চঞ্চল প্রযুক্ত যুদ্ধবিষয়ে পূর্ব্বে যে রূপ সুখ্যাতি ছিল, তাহা হারাণতে সেনাপতির অনুপযুক্তত্ব প্রকাশ হইল; অতএব তাঁহার আত্মীয় বন্ধু লোকেরা তাঁহাকে

পরিত্যাগ করিয়া এই রূপে তিনি যে নিতান্ত অপদার্থ হইয়াছেন ইহা সকলেই কহিতে লাগিল; সে যাহা হউক। পরে আণ্টনী সেনাপতি অগ্রসর না হইয়া সামস নগরে ও আথেন্স নগরে ক্রমেং ভ্রমণ করিয়া কালবিলম্ব করাতে তাহার প্রতিযোগি অগষ্টস সেনাপতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা পূর্ব্বক সংগ্রামের প্রচুর আয়োজন করিতে অবকাশ কাল পাইলেন, তাহাতে পশ্চিম দেশীয় সৈন্য সামন্ত সকল অগষ্টসের পক্ষে হওয়াতে পূর্ব্ব দেশীয় তাবৎ সৈন্য সেনাপতি আণ্টনীর পক্ষে হইল; অতএব যথাযোগ্য রীতি পূর্ব্বক সংগ্রাম করণের ঘোষণা হইল।

পরে ইপাইরস্ দেশীয় আক্সীয়ম নামক নগরের সন্নিকট সমুদ্রোপরি আম্বেবিয়া নামে মোহানার মুখেতে একটী মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল; তাহাতে আণ্টনী সেনাপতি ঐ মোহানার মুখে আপন জাহাজ সকল সারিং শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং অগষ্টস সেনাপতি তাহার সম্মুখে জাহাজ সকল শ্রেণীবদ্ধ করিলেন; আর উভয় পক্ষীয় সেনা সকল মোহানার উভয় তীরেতে থাকিয়া উভয় পক্ষেতে সাহস প্রদান পূর্ব্বক কেবল সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিল। এই রূপে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে আণ্টনী সেনাপতি যুদ্ধবিষয়ে বিজ্ঞতম হইলেও হঠাৎ পরাজিত হইলেন। তাহার প্রধান কারণ এই, যে তাঁহার ঐ ক্লিয়োপাত্রা নাম্নী স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ঘোরতর যুদ্ধসময়ে কতক গুলিন জাহাজ লইয়া পলায়ন করিল, তাহাতে ঐ স্ত্রৈণ হতবুদ্ধি আণ্টনী সেনাপতি শত্রুহস্তে সমুদয় জাহাজ সমর্পণ করিয়া আপনিও তাহার পশ্চাৎ পলায়ন করিলেন। এমন হইলে জয়ি লোকেরা তাঁহার সমুদয় জাহাজ হস্তগত করিয়া তীরস্থ বিপক্ষ সৈন্যগণ যুদ্ধ না করিলেও জাহাজস্থ সৈন্যের ন্যায় তাহাদিগকেও বশতা স্বীকার করাইল।

এই রূপে অগষ্টস সেনাপতি জয়যুক্ত হইলে পর সৈন্য সামন্তের সহিত অগ্রসর হইয়া পেলষিয়ম নামক নগরের সম্মুখে গিয়া

ছাউনী করিলেন; তাহাতে ঐ নগরীর রাজা দুর্ব্বল সাহসহীন প্রযুক্ত কিম্বা ঐ ক্লিয়োপাত্রার আজ্ঞাধারাতেই বা হউক, কলহ বিগ্রহাদি কিছু মাত্র না করিয়া হটাৎ আসিয়া তাঁহার হস্তেতে আপন নগর সমর্পণ করিল; অতএব অগষ্টস সেনাপতি আর কোন বাধা না পাইলে ঝটিতি আলেগজেন্দ্রিয়া নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এ কথা শুনিয়া আণ্টনী সেনাপতি যুদ্ধ করণার্থক ঐ নগর হইতে বেগেতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া শত্রু পক্ষীয় কতকগুলীন অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগকে প্রহার পূর্ব্বক নগরসম্মুখহইতে তৎক্ষণাৎ দূর করিলেন; অতএব এই কৃতকার্য্য হওয়াতে কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া এই মনস্থ স্থির করিলেন, যে এই বার জলে কি স্থলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আপন প্রাণ কিম্বা শত্রুর প্রাণ নষ্ট করিয়া সংগ্রামের শেষ করিব। অতএব এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ সংগ্রাম নিষ্পাদক যুদ্ধের পূর্ব্ব দিনে মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক উত্তম২ খাদ্য সামগ্রীদ্বারা একটি ভোজ করিতে আজ্ঞা করিয়া আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগের প্রতি কহিলেন, যে আমি অদ্য যেন জীবৎ ব্যক্তির মত কাল যাপন করি; কেননা কি জানি হয়তো তোমরা কল্য নূতন একটি মনিব পাইবা।

পরে ঐ রাত্রি প্রভাত হইলে পর আণ্টনী সেনাপতি আপনার অবশিষ্ট কতকগুলীন সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া ঐ নগরের নিকট একটি উচ্চ ভূমিতে গিয়া শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক সৈন্য রচনা করিয়া শত্রুদিগের আক্রমণার্থে যুদ্ধের জাহাজ প্রেরণ করিলেন। আর আপনি ঐ সৈন্যশ্রেণীমধ্যে থাকিয়া ঐ জাহাজের প্রতি অবলোকন করিয়া থাকাতে আপন জাহাজ সকল যে রীতি পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছে ইহা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হইলেন, কারণ তাঁহার জাহাজ সকল অগ্রসর হইয়া শত্রু পক্ষীয় জাহাজের সন্নিকট হইলেও কোন সংগ্রামাদি না করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া ক্রমে২ মোহ-

রাতে আসিয়া পৌঁছিল; তাহাতে পুনর্ব্বার অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগকে সংগ্রামার্থে প্রেরণ করিলে তাহারাও শত্রুসৈন্যমধ্যে ভুক্ত হইল; অতএব অবশেষে তিনি প্রচণ্ড রাগান্বিত হইয়া আপনি কেবল পদাতিক সৈন্যদিগকে আশুর করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে অশেষরূপে পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার ঐ নগরমধ্যে পলায়ন করিলেন। আর এই অপমানজন্য অদম্য ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, যে ক্লিয়োপাত্রা রাজ্ঞী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাকে নষ্ট করিল। আর তিনি যে এই অনুমান করিয়াছিলেন তাহাও সত্য; কেননা ঐ রাজ্ঞী তাঁহার জাহাজীয় সৈন্যদিগের শত্রু পক্ষীয় হইতে গুপ্ত রূপে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন।

অপর আণ্টনী সেনাপতি এই রূপ দুরবস্থাতে পড়িয়া এইক্ষণে যাহাতে প্রাণদান পাইয়া নির্জ্জনেতে থাকিয়া অবশিষ্ট পরমায়ু ক্ষয় করিতে পারেন, এমন অনুগ্রহ মাত্র প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তাহাতে অগষ্টস সেনাপতি কিছু মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না; আর ঐ মনোরমা ক্লিয়োপাত্রা রাজ্ঞীর পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, এই মিথ্যা সম্বাদ রাষ্ট্র হওয়াতে ঐ আণ্টনী সেনাপতি শোকেতে উদরমধ্যে ছুরিকাঘাত করিয়া অল্প ক্ষণের মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আর ক্লিয়োপাত্রা রাজ্ঞী ঐ অগষ্টসের ক্রোধ সামা করণার্থে নানা প্রকার কৌশল পূর্ব্বক আকিঞ্চন করিল বটে, কিন্তু সে সকল চেষ্টা নিষ্ফলা হইয়া বরং অগষ্টস সেনাপতি আপন জয়ের একটি চিহ্নের নিমিত্তে তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক রূম নগরে লইতে মনস্থ করিলেন; অতএব ক্লিয়োপাত্রা রাজ্ঞী কোন উপঢৌকনেতে অঙ্গুর ফলের সহিত গুপ্ত রূপে একটি কালসর্প পাইয়া ঐ সর্পাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

অথ সম্রাটের বিবরণ।

এই রূপে অগষ্টস সেনাপতি জগতের মধ্যে আসমুদ্র করগ্রাহী রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন, তাহাতে ইউরোপ খণ্ডেতে ঐ রুম রাজ্যের মধ্য ভুক্ত অন্যান্য দেশ ব্যতিরেক ইটালী দেশ, ও ফরাশীষ দেশ, ও স্পানিয়া, ও গ্রীক, ও বৃটন, ও জর্ম্মনীয়া দেশের কতক গুলীন প্রদেশ, ও আশিয়া দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র আশিয়া নামে খ্যাত যে সকল দেশ, ও আর্ম্মানী দেশ, ও সিরিয়া, ও য়িহুদী, ও মেষোপোটামিয়া, মিডিয়া, এবং আফ্রিকাখণ্ড ভুক্ত মিশর দেশ, ও নুমিয়া দেশ, ও মরিটেনিয়া, ও লিবিয়া, এই কতকগুলীন দেশ সমুদায়েতে ঐ রুমরাজ্য দীর্ঘে দুই হাজার ক্রোশ এবং পরিসরে এক হাজার ক্রোশ ছিল'

তদনন্তর ঐ অগষ্টস রাজা রাজ্যের এই রূপ একাধিপত্য পাইলেও লোকদিগের কোন প্রকারে ঈর্ষা না জন্মাইয়া বরং তাহাদের অনুকূল করণার্থক যত্নবান্ হইলেন, তাহাতে পূর্ব্ব ২ রাজনীতি সকল পরিবর্ত্ত করিয়া সমুদয় রাজনীতি নূতন রূপে সংস্থাপন করিলেন বটে; কিন্তু লোকদিগের মনোরঞ্জনার্থে সকলি ঐ প্রাচীন নামে বিখ্যাত করিলেন। আর তিনি যে কেবল লোকদিগের আমন্ত্রণা জয়েতে সম্রাট্ নামে বিখ্যাত হইলেন, ইহা লোকেতে প্রচার করিলেন। আর সকলের শাসনকরণার্থে আপনি বিচারকর্ত্তা হইবেন, এবং সভাপতি হইতে লোকদিগকে অভিমত করাইলেন; কিন্তু কাইশর সেনাপতি ও শিলা সেনাপতির মৃত্যু নিদর্শন দেখিয়া আপনি যে সম্রাট্ হইবেন কিম্বা লোকদিগের ক্ষমতাপ্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্বমত সাধারণ কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিবেন, ইহা বহু দিন পর্য্যন্ত মনে ২ আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাহাতে অবশেষে মিশিনাস নামক তাঁহার এক জন মন্ত্রী এই পরামর্শ দিলেন, যে এই অজগর তুল্য অতিবৃহত্ রাজ্য সুকঠিন শাসন ব্যতিরেক কোন মতে সুস্থির

থাকিবে না; বিশেষতঃ এক রাজ্যে অনেকের কর্ত্তৃত্ব ও শাসন হইলে অবশ্য ছিন্ন ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব অগষ্টস রাজা নানা প্রকার আকিঞ্চন পূর্ব্বক অতি যত্নেতে যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঐ পদ সংস্থাপনের মন্ত্রণা অতি মনের মত বোধ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ গ্রাহ্য করিলেন।

পরে ঐ অগষ্টস রাজা জগতে আপনি মহাপুরুষ রূপে বিখ্যাত ও মান্যমান হইবার জন্যে ছলক্রমে এমন ভাণ করিলেন, যে বৈরাগ্য দশাতে যেমন ঔদাস্য করিয়া বিষয় পরিত্যাগ করে, তেমনি ঐ পৃথিবীয় সাম্রাজ্য পদ অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা লোকদিগকে জানাইলেন। তাহাতে সমুদয় লোকেরা ঐ সাম্রাজ্য পদে থাকিতে তাঁহাকে যথেষ্ট কাকুতি মিনতি করাতে তিনি যেন তাহাদের অনুরোধে সম্মত হইলেন, এমন ভাণ করিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার তদ্বিষয়ে পরম তুষ্টি ছিল। তাহাতে দশ বৎসরের নিমিত্তে রাজত্ব করিতে স্বীকৃত হইয়া এমন উৎকৃষ্ট রূপে তাবদীয় কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে লোকেরা তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া পুনঃ২ ঐ পদাভিষিক্ত করিতে লাগিল। আর ঐ অবধি সভাস্থ লোককর্ত্তৃক অগষ্টস নামে বিখ্যাত হইলেন, বিশেষতঃ রূমি লোকদের পিতা এই নামেতে প্রসিদ্ধ হইলেন। অতএব তাঁহার শরীর যে পুণ্য ভারাক্রান্ত ও অবধ্য, ইহা সকলেরি বোধ হইল; তাহাতে যখন পুনঃ২ দশ বার দেশাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন, তখন লোকসকলে শপথ পূর্ব্বক তাঁহার সমুদয় ব্যবস্থাতে অনুমতি দিয়া তাঁহাকে যে স্বাধীন করিয়া রাখিল তাহা কেবল নয়; পশ্চাৎ যে কোন ব্যবস্থা স্থাপিত করেন, তাহাতেও শপথ পূর্ব্বক সম্মতি প্রদানে প্রস্তুত ছিল। আর বাস্তবিক ঐ রাজার মহাপুরুষ তুল্য কোন গুণ ছিল না বটে, কিন্তু তথাপি তিনি রাজনীতিবিষয়ে এমন পারদর্শী ছিলেন

যে লোকেরা বোধ করিত যে পূর্ব্বমত সাধারণ কর্ত্তৃত্ব আছে, বাস্তবিক তিনি আপনি সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

আর মিশিনাস নামে মন্ত্রী মন্ত্রণাবিষয়ে বিজ্ঞতম ও গুণান্বিত প্রযুক্ত সর্ব্ব প্রকারে ঐ অগষ্টস রাজার বিশ্বাসের পাত্র হইলেন। আর যাহাতে রুম রাজ্যের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি হয় সর্ব্বদাই এমন আকিঞ্চন করিতেন; অতএব তাঁহার মন্ত্রণাতেই রুম রাজ্যের বিধি ব্যবস্থাদি তাবৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম চলিতে লাগিল। আর লোকদিগের কণ্টক সকল দূর করণার্থে উত্তম২ উপায় সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে শিষ্টাচারাদি উৎকৃষ্ট২ নীতিশিক্ষা করাইলেন; অতএব সেই সময়ে বিদ্যাতে কি শিল্প কর্ম্মেতে লোকদিগের যে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল, সে কেবল তাঁহাহইতে হয়, আর অধিক কি লিখিব, ঐ রাজা কোন অংশে বিদ্যারূপ অলঙ্কারেতে বিহীন থাকিলেও তিনি গুণভূষণেতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

আর ঐ রাজা নূতন২ পদ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ সম্ভ্রমের উপাধি সকল পাইলেও তত্রাপি তাবৎকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে কোন প্রকারে ত্রুটি করিতেন না। আর তিনি আজ্ঞাদ্বারা কতকগুলীন শুভদায়িকা ব্যবস্থা স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সভাস্থ লোকদিগের কোন কুৎসিত ব্যবহারে চলিতে নিষেধ ছিল, তাহা কেবল নয়, সাধারণ লোকদিগেরও কোন লম্পটতাদি অত্যাচার করিতে বারণ ছিল। আর সভাস্থ লোকদিগের আজ্ঞা ব্যতিরেক কোন ব্যক্তি অস্ত্রধারী হইয়া যুদ্ধ কিম্বা ক্রীড়াদি করিতে পারিবেন না; বিশেষতঃ পূর্ব্বাবধি চলিত যে নাট মন্দিরে গিয়া অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগের সহিত সম্ভ্রান্ত স্ত্রী লোকদিগের নৃত্য গীতাদি করা, তাহাও অদ্যাবধি এবং তাহাদের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইল। আর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও অদ্যাপি বিবাহ না করে তবে তাহাদের অর্থ দণ্ড হইবে, কিন্তু বহু পুত্রবান্ হইলে পুরস্কার পাইবে, আর দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে

কন দিগের বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, এবং ব্যভিচার কর্ম্ম করিলে প্রাণ দণ্ডার্হ হইবে। আর সভাস্থ লোকদিগের অন্তর্ভূত ক্ষমতা ক্ষয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাহ্যেতে তাহাদিগের অধিক সম্ভ্রম করিতে আজ্ঞা দিলেন; আর লোকদিগের পরীক্ষাদ্বারা চরিত্রাদি না জানিলে রুমি প্রজাদিগের ন্যায় কেহ ক্ষমতা পাইতে পারিবে না। আর ক্রীত দাসদিগের দাসত্ব হইতে মুক্তি করণবিষয়ে একটি নূতন নিয়ম স্থাপিত করিলেন। আর কোন ব্যক্তির কোন পদ প্রাপ্ত হইতে হইলে রাজ সরকারে টাকা বন্ধক রাখিতে হইবে; কারণ পদ প্রাপ্ত হইয়া যদ্যপি কেহ উৎকোচ গ্রহণ করে কিম্বা অব্যবস্থিত কর্ম্ম করে ইহা সপ্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি ঐ টাকার নিঃস্বত্বাধিকারী হইবে। আর এই সকল ব্যবস্থা যে তিনি কেবল স্থাপিত করিলেন এমন নয়, আপনিও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে প্রতিপালন করিলেন; অতএব তিনি এই রূপ শুভদায়ক রাজনীতি স্থাপিত করাতে অল্পে২ রুমি লোকদিগের দুশ্চরিত্রতা দূর হইয়া ক্রমে২ সকলেই সভ্য ভব্য শিষ্ট শান্ত হইয়া উঠিল।

আর ঐ অগষ্টস রাজা আপনি একাধিপতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও তথাপি যে কোন লোকদের সহিত নম্রতা পূর্ব্বক আলাপ করিতেন, বিশেষতঃ তাহাদের প্রত্যুত্তরেতে যদি আপনাকে অনুযোগ বোধ হয় তাহাতেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে স্বীকৃত ছিলেন। তাহাতে এক দিন কোন প্রাচীন সেনা নিজ মকদ্দমার নিমিত্তে তাহার নিকটে নিবেদন করিলে পর ঐ রাজা ঔদাস্য করিয়া তাহাকে কোন উকীলের নিকটে নিবেদন করিতে আজ্ঞা করিলেন; কিন্তু তাহাতে সেনা কহিল, যে আমিতো আক্তিয়ম নগরের সংগ্রামেতে কোন প্রতিনিধিদ্বারা সংগ্রাম করি নাই। অতএব ঐ সেনার এই রূপ উত্তর শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বিচারস্থানে গিয়া আপনি উকীলতা করাতে তাহার মকদ্দমা সফলা হইল। আর ঐ রাজার এতদূর পর্য্যন্ত শিষ্টতা ছিল, যে কোন লোকেরা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও তাহাদিগকে

নমস্কার করিতেন। আর এক সময় কোন ব্যক্তি ভয়েতে কম্প কম্পান্বিত কলেবর হইয়া তাঁহার নিকটে নিবেদন করাতে ঐ রাজা তাঁহাকে ভীত দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, যে ওরে অবোধ, তুমি কি হস্তির নিকটে দরখাস্ত দিতে আসিয়াছ? অতএব ভয় করিও না। এবং আরো এক দিবস বিচারাসনে বসিবার সময়ে মিশিনস নামক মন্ত্রী ঐ রাজাকে ক্রোধ ভাবাপন্ন দেখিয়া জনতা প্রযুক্ত নিকটবর্ত্তী হইতে না পারাতে কৌশল পূর্ব্বক এক খানি লিপি ঐ রাজার ক্রোড়েতে ফেলিয়া দিলেন; তাহাতে লিখিত ছিল, যে হে সংহারকারিন্, গাত্রোত্থান কর। অতএব রাজা ঐ লিপি পাঠ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যাহাদের দণ্ড দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তৎক্ষণাৎ তাহাদের দোষ মার্জ্জনা করিলেন। এবং যখন কর্নিলিয়স নামে পম্পি সেনাপতির প্রপৌত্র ঐ অগষ্টস রাজার বিরুদ্ধে একটি কুচক্রি দল করিয়াছিলেন, তখন ঐ রাজা তাহাদিগের ঐ গুপ্ত কুমন্ত্রণা শুনিয়া তাহাদিগের প্রাণদণ্ড না করিয়া বরং আপন সম্মুখে ডাকিয়া এই কথা কহিলেন, যে তোমাকে দুই বার ক্ষমা করিলাম, অর্থাৎ পূর্ব্বে তুমি যখন শত্রু ছিলে তখন ক্ষমা করিয়াছিলাম, এই ক্ষণে রাজদ্রোহী হইলেও পুনর্ব্বার ক্ষমা করিলাম। অতএব ঐ অগষ্টস রাজার এই রূপ আশ্চর্য্য ক্ষমা দেখিয়া তদবধি আর কোন ব্যক্তি রাজদ্রোহিত্বাচরণ করিত না।

অপর ঐ অগষ্টস রাজা চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া প্রজাদিগের সুখেতেই আত্মসুখ জ্ঞান করিয়া শাসন পালন করাতে ঐ রূম রাজ্য ক্রমেং নির্ব্বুক ও সুস্থির হইয়াছিল; তবে যদ্যপিও কোনং দূর দেশে দুই একটি সংগ্রাম হইয়াছিল, সে কেবল দুষ্টদমনের নিমিত্তে, নতুবা রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্তে যুদ্ধ করণের কোন প্রয়োজন ছিল না; অতএব সৈন্য সামন্তগণেরা অনিযুক্ত হইয়া বিরক্ত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, অপর ঐ

অগষ্টস রাজা টাইবিরিয়স নামে কোন ব্যক্তির অবিদ্য-
মানেতে তাহার বিধবা পত্নীর ক্রসস নামে এক সন্তান আর
তিন মাস গর্ভ থাকিলেও রাজা ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।
পরে [illegible] জ্যেষ্ঠ পুত্র টাইবিরিয়সকে পোষ্য পুত্র করিয়া
তা[illegible] রাজত্বের অধিকারী করিলেন, তাহাতে ঐ রাজ-
কুমার যুদ্ধবিষয়ে নিপুণ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কিছু বক্রস্বভাব
ছিল। আর ঐ শেষ গর্ভজাত ক্রসস নামক রাজকুমার এক সময়
জর্ম্মানী লোকদিগের সহিত সংগ্রামেতে জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন
করিবামাত্র [illegible] পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে অগষ্টস রাজা
পুত্রশোকেতে [illegible] কাতর হইলেন, বিশেষতঃ তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রী-
গর্ভজাত [illegible] বোনীয় নাম্নী কন্যার ব্যভিচারাদি নানাবিধ দুষ্ক্রি-
য়াতে বিরক্ত হইয়া ক্রমে২ সমুদয় রাজ্যের ভার পরিত্যাগ
পূর্ব্বক কাম্পানিয়া দেশীয় নোলা নামক নগরে গিয়া প্রস্থান করি-
লেন; [illegible] এই রূপে চৌয়াল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম রাজা
[illegible] বৎসর বয়ঃক্রমে ঐ নগরে প্রাণ পরিত্যাগ করি-
লেন। ঐ সময়ে নুইমরিশস আটিকশ নামে কোন ব্যক্তি বঞ্চনা
পূর্ব্বক লোকদিগের নিকটে কিছু অর্থ লইয়া কৌশলেতে ঐ রাজার
অনুগ্রা কথনে [illegible] চিত্ত প্রজাদিগের নিকটে এই কথা কহিল,
যে [illegible] কালে ঐ [illegible] কে স্বর্গারোহণ করিতে দেখিয়াছি; এই
[illegible] কহিয়া সকলেরি মন ও ধন হরণ করিল।

অতএব ঐ অগষ্টস রাজা নিজ গুণদ্বারা লোকদিগের নিকটে এই-
রূপ [illegible] ও সমাদৃত হইয়াছিলেন, আর তাহার রাজশাস-
নের প্রথম [illegible] লোকদিগের প্রাণ হরণাদি নানা দুর্গতি ছিল
[illegible] প্রজাদিগের অতুল সুখ হইয়া উঠিল; [illegible]
[illegible] যে ঐ রাজা যদ্যপি কিছু অধিক দিন
জীবৎ থাকিতেন [illegible] ক্রমে২ প্রজাদিগের আরো অধিক [illegible]
হইতে পারিত, [illegible] ঐ রাজা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা

করিয়া সর্ব্বদা শাসন পালন করাতে ঐ রাজ্যের মধ্যে যে সাধারণ কর্ত্তৃত্ব আছে, ইহা বোধ করিয়া লোকেরা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিত, কিন্তু বাস্তবিক তিনি সম্পূর্ণরূপে একাধিপত্য করিতেন; অতএব ঐ রাজার অধিকারের সময়ে প্রায় পৃথিবীর অধিক দেশের লোকেরা এক জনের অধীনে থাকিলেও তাহার মৃদুতা ও সুশীলতা ও পরি-মিতাচার ছিল, যে তথাপি কোন প্রকারে তাহাদিগের পরস্পর কলহাদি উপস্থিত হইত না।

ইতি প্রাচীন ইতিহাসঃ সমাপ্তঃ।